মাসুদ রানা

কায়রো

মৃত্যুপ্রহর

কাজী আনোয়ার হোসেন



দুটি বই একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেনের

মাসুদ রানা

দুটি বই একত্রে

কায়রো

বন্ধু আহসানের মৃত্যুর কারণ খুঁজতে গিয়ে কায়রোর মাটিতে পা দিয়েই টের পেল রানা, পা দিয়েছে ফাঁদে। ইসরাইলের দুর্ধর্ষ স্পাই সংস্থা জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনাল আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ফেলল রানাকে কুৎসিত জটিল এক চক্রান্তের বেড়াজালে।

মৃত্যুপ্রহর

ইসরাইলের ছোট্ট শহর সাফেদের কাছাকাছি কানান পাহাড়ের মাথায় ফোর্ট টাগার্ট, বা বারাক বেন কানান। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় হেড কোয়ার্টার। সেই দুর্ভেদ্য দুর্গে বন্দী রয়েছেন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান।...চলল রানা।



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

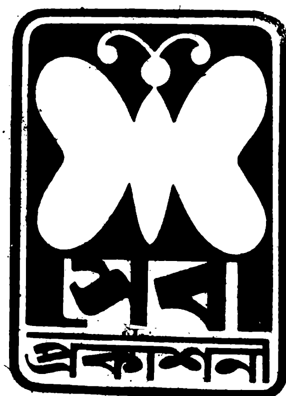
কায়রো
মৃত্যু প্রহর

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী



তেত্রিশ টাকা

ISBN 984 16 7601 X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
CAIRO
MRITYU PROHAR
Two Thriller Novels
By Qazi Anwar Husain

RANA – 15,16

কায়রো

মৃত্যুপ্রহর

কাজী আনোয়ার হোসেন



এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক শয়তানের দূত *এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ অদৃশ্য শত্রু *পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা তিন শত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ *পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা হংকং সম্রাট *কুউউ! *বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি জিপসী *আমিই রানা *সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক আই লাভ ইউ, ম্যান *সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা *নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা প্রতিশোধ *মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ *চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা মরণ কামড় *মরণ খেলা *অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত আবার উ সেন *বুমেরাং *কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর *শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ *ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ জাপানী ফ্যানাটিক *সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রু বিভীষণ অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর *কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ কালপুরুষ *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে অনন্ত যাত্রা * রক্তচোষা * কালো ফাইল * মাফিয়া * হীরকসম্রাট সাত রাজার ধন।

কায়রো

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৬৯

এক

'বসো।' গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর।

বসে পড়ল রানা।

'মন দিয়ে শোনো...'

মন দেয়ার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু পারা যাচ্ছে না। মন পড়ে আছে পাশের ঘরে। বহু কষ্টে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল সে সেটাকে পুরু কাঁচঢাকা প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার ওপাশে চেয়ারে ঋজু ভঙ্গিতে বসে থাকা প্রবীণ লোকটির কাছে। কাঁচা-পাকা ভুরুর নিচে তীক্ষ্ণ দুটো চোখের দিকে একটিবার তাকিয়েই জিভটা শুকিয়ে এল ওর। হিম হয়ে এল বুকের ভিতরটা। ব্যাপার গুরুতর।

কয়েক সেকেন্ড নীরবতা।

'তুমি জানো, আল-ফাত্তাহকে সাহায্য করছি আমরা। দুশো তেইশজন পাকিস্তানী ইউরোপ ও মিডল-ঈস্টে কাজ করছে আল-ফাত্তাহর হয়ে। আল-ফাত্তাহর কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ অনুরোধে আমাদের সেরা ছয়জন এজেন্টকেও পাঠিয়েছিলাম পি.সি.আই. থেকে। এদের নেতা হিসেবে গিয়েছিল মেজর আহসান।'

'আহসান?'

'হ্যাঁ। আমাদের মিডল-ঈস্ট এজেন্ট।' দামী ব্রায়ার পাইপে অগ্নিসংযোগ করলেন বৃদ্ধ। নীলচে-সাদা ধোঁয়া থ্রী-নানসের সুবাস নিয়ে এল রানার নাকে। সিগারেটের তেষ্টা পেল ওর। 'আহসানের পোস্টিং হয়েছিল কায়রোতে।' কথাটা বলে চুপচাপ কিছুক্ষণ পাইপ টানলেন তিনি। চোখ দুটো রানার মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। অন্যমনস্কভাবে চেয়ে আছেন বৃদ্ধ ভুরু কুঁচকে। দূর থেকে এই অবস্থায় হঠাৎ কেউ দেখলে মনে করবে ভয়ানক বকাঝকা করছেন তিনি রানাকে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। একটু চমকে গেল রানা। উঠতে যাচ্ছিল—বাম হাতের আবছা ইশারায় বসে থাকবার নির্দেশ দিলেন তিনি। দেয়ালে টাঙানো দশ ফিট বাই ছয় ফিট ওয়ার্লড ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। পাইপের মুখটা গিয়ে ঠেকল যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশে আটলান্টিক মহাসাগরের কোন একটা জায়গায়। 'নিউ ইয়র্ক থেকে গত মে মাসের তিন তারিখে একটা জাহাজ ছেড়েছিল। ইসরাইলের জাতীয় শিপিং করপোরেশনের জাহাজ। যাত্রী ছিল প্রধানত আমেরিকার ইহুদি সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী এবং জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের কিছু লোক। এরা আসছিল

ইসরাইলের নতুন আক্রমণ পরিকল্পনা কার্যকরী করতে। জাহাজে ছিল প্রচুর অস্ত্র, গোলা-বারুদ আর যন্ত্রপাতি। এ জাহাজ ধ্বংস করে দেয়ার প্ল্যান নেয় আল-ফাত্তাহ। কিছু আরব এবং দু'জন পাকিস্তানী ঢুকে পড়ে ইহুদি স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনীর মধ্যে। পরিকল্পনা অনুসারে ভূমধ্যসাগরের প্রবেশ-মুখেই জাহাজটি ডুবিয়ে দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু…' ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন বৃদ্ধ। বিশ সেকেন্ড নীরবতা। তারপর কথাটা শেষ করলেন। 'জাহাজটা নির্বিঘ্নে তেল-আবিব পৌঁছেচে। স্পাইরা ধরা পড়েছে। এ ছাড়াও এ-ধরনের আরও ঘটনা ঘটেছে। পরপর কয়েকটা পাকিস্তানী মিশন ব্যর্থ হয়েছে তেল-আবিবে।'

আবার নীরবতা। নিভে যাওয়া পাইপটা আবার ধরিয়ে নিয়ে একটানা আধ মিনিট টেনে চললেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। রানা লক্ষ করল কপালের একটা ধমনী টিপ টিপ করে কাঁপছে বৃদ্ধের। দৃষ্টি রানার পিছনে দেয়াল ঘড়িটার উপর আবদ্ধ।

'চাকরি?' প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ।

'পেয়েছি।'

আরও কিছু বলার জন্যে প্রস্তুত হলো রানা। চোখের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ পেল। বলতে লাগল, 'সোনালী প্রোডাক্টসের কায়রোর প্রতিনিধি বিনা নোটিশে চলে এসেছে। আমাকে অফিসের ভার আগামী সাতদিনের মধ্যেই নিতে হবে। আমি…'

পাইপ নেমে গেল।

'তুমি আজ রাতের ফ্লাইটে রওনা হচ্ছ।'

চট করে চাইল রানা সেই চোখের দিকে। ঠিকই দেখল, ওখানে বিপদ-সঙ্কেত।

'আমাদের ছয়জন এজেন্ট ছিল কায়রো, এথেন্স, জেনেভা, ত্রিপোলী আর খোদ তেল-আবিবে। আহসানই এদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। এরা সবাই চারদিক থেকে তেল-আবিবের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবার এবং মূল তেল-আবিবে ঢুকবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। প্রথম দিকের সাফল্য আল-ফাত্তাহ কমান্ডার আরাফাতকে আশ্চর্য করে দেয়। তিনি আমাদের কংগ্রাচুলেশনও জানিয়েছিলেন। কিন্তু…' একটু থেমে বৃদ্ধ বললেন, 'এখন প্রায় প্রত্যেকটি পরিকল্পনা কোথা থেকে যেন ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা দল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।' থমকে গেলেন বৃদ্ধ। কিছু ভাবছেন। অন্যমনস্ক।

উঠে দাঁড়ালেন।

'সময় নেই হাতে। তোমাকে যেতে হচ্ছে কোথা থেকে ফাঁস হয়েছে খবর তা জানতে। এথেন্স থেকে জাহেদই তোমাকে চেয়ে পাঠিয়েছে। আমিও মনে করি…' কি বলতে গিয়েও থেমে গেলেন বৃদ্ধ।

সামনের ফাইলগুলো এক এক করে এগিয়ে দিলেন রানার দিকে। কোনটা আহসানের শেষ রিপোর্ট। কোনটা এজেন্ট কো-অর্ডিনেটরদের পরিচয়। সিক্রেট নাম্বার। ইত্যাদি।

বৃদ্ধ বললেন, 'এদের সবার কাছেও পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার সিক্রেট নাম্বার।'

'সিক্রেট নাম্বার?' রানা অবাক হলো।

'এ মিশনে তোমাকে সিক্রেট নাম্বার ব্যবহার করতে হবে—সাবধানতার জন্যে। তোমার সিক্রেট নাম্বার এম-আর নাইন। কায়রোতে তোমার সঙ্গে দেখা করবে জাহেদ।'

মেজর জেনারেল বসলেন।

'স্যার,' বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে একটা প্রশ্ন করতে গিয়েও থমকে গেল রানা।

বৃদ্ধ রানার দিকে তাকালেন। একটু যেন থতমত খেয়ে ফাইল উল্টিয়ে চলল রানা। আহসানের ফটোগ্রাফের উপর চোখ থেমে গেল। রানা দেখল বন্ধু মেজর আহসানকে।

চোখ তুলে আবার তাকাল বৃদ্ধের চোখে। বলল, 'বিশ্বাসঘাতক কে?'

'সেটা তুমিই বের করবে।' পরিষ্কার উচ্চারণ জলদকণ্ঠে।

'আপনি আহসানকে সন্দেহ করেন?' রানার প্রশ্নটা রূঢ় শোনাল।

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। বললেন, 'না।' উঠে দাঁড়ালেন। রানা দেখল, জ্বলজ্বলে চোখের দৃষ্টি একটু স্তিমিত হয়ে গেল যেন।

রানাও উঠে দাঁড়াল।

বৃদ্ধ বললেন, 'আহসানকে হত্যা করা হয়েছে।'

'আহসান!' অস্ফুটে উচ্চারণ করল রানা।

চোখ আপনা থেকে নেমে গেল আহসানের ছবির উপর। চওড়া কপাল, খড়গের মত নাক, চোখে সেমিটিক বৈশিষ্ট্য। ওর ধমনীতে ছিল আরব রক্ত। ও বলত, প্যালেস্টাইন আমার পূর্ব-পুরুষের বাস, ওটা আরবদের—ইউরোপীয়দের কোন অধিকার নেই আরব-ভূমির ওপর।

দুই

কায়রো এয়ারপোর্টে নামল বি.ও.এ.সি. বোয়িং।

এয়ার টার্মিনালে সব ঝামেলা চুকিয়ে ট্যুরিস্ট ব্যুরোর কাউন্টারে পৌছতেই পাশে এসে দাঁড়াল এক কালোকেশিনী। এক নজরে মেয়েটিকে পুরোপুরি দেখে নিল রানা। সুন্দরী, এক কথায় বলা যায়। একটু ভারী গড়ন। ভারী, ঘুম-ঘুম মুখশ্রী। কালো, লালচে-কালো চুল। ফর্সা মুখকে ব্র্যাকেটে বন্দী করেছে। সবুজ চোখ। ছোট্ট একটা নাক, ভারী ঠোঁট। মুখের এই গড়নের জন্যেই মেয়েটিকে ভারী মনে হয়েছিল। আরও দু'পা এগিয়ে এলে রানা দেখল, ভারী ঠিকই, প্রয়োজনীয় জায়গায় ভারী। প্রয়োজনীয় বঙ্কিম রেখাসমৃদ্ধ দেহ।

সুবক্র মেয়েটি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি মাসুদ রানা?'

রানা বলল, 'হ্যাঁ।'

হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটি, 'আমি ফায়জা।' একটু থেমে বলল, 'ফায়জা ফয়সল। ওয়েল কাম টু কায়রো।'

'টু অ্যারাব,' রানা বলল। 'আপনি সোনালী জুট প্রোডাক্টসের…?'

'হ্যাঁ, আপনি আমার নতুন বস্।' একটু এগিয়ে বলল, 'আসুন।'

বাইরে দু'জন এসে দাঁড়াল একটা কালো রঙের মস্কোভিচের সামনে। গাড়ির দরজা খুলে ধরল মেয়েটি। রানা ব্যাক সীটে হাতের ব্যাগ সুটকেস ছুঁড়ে দিয়ে উঠে বসল। মেয়েটি ড্রাইভিং সীটে বসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোন বিশেষ হোটেলের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'সেমিরেমিস হোটেল—আমার পছন্দ।'

গাড়ি গেট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়েছিল। মেয়েটি অবাক চোখে তাকাল, 'আপনি আগেও এখানে এসেছেন বুঝি?'

'না,' রানা বলল, 'আমি গাইড বুকের সিরিয়াস পাঠক।'

মেয়েটি আরও একবার তাকাল মুখ ঘুরিয়ে। হাসল, সুন্দর দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। হঠাৎ গাড়ি ব্রেক করে থামল। হাতের ব্যাগ বের করল গাড়ির গ্লাভস-কম্পার্টমেন্ট থেকে। গোলাপী রঙের একটা স্কার্ফ বাঁধল মাথায়। চোখে গোলাপী ফ্রেমের গগলস্ জুড়ল।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'কায়রো শহর এয়ারপোর্ট থেকে কতদূর?'

'ষোলো মাইল,' বলেই গাড়ি ছেড়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে স্পীড মিটারের কাঁটা ষাট মাইলের কোঠায় পৌঁছে গেল।

'টেলিগ্রাম পেয়েছি আজ সকালে,' মেয়েটি বলল। 'শুনেছিলাম আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে আসবেন।'

'একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম,' রানা বলল। 'আমি একটু বেশি উৎসাহী লোক।'

'আমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে,' ফায়জা হাসল। 'আমি উৎসাহী লোক পছন্দ করি।'

কথা বলার ফাঁকে রিস্টওয়াচে বাংলাদেশের সময়টাকে রানা মিশরীয় করে নিল ফায়জার বিশাল অটোমেটিক ঘড়িটা থেকে।

এখন সন্ধ্যা লেগে আসছে কেবল।

ধূসর-গোধূলির কথা ভাবতে গিয়ে হোঁচট খেলো। শহরে প্রবেশ করল গাড়ি। শারা আল গাইস থেকে গাড়ি শারা আল খালিলে পড়ল। সোজা হয়ে বসল রানা। কেননা মেয়েটি অন্য পথ ধরেছে। এবং শারা আল আজহার ধরে পুব দিকে এগুচ্ছে। অথচ হোটেল সেমিরেমিস দক্ষিণে, নীল নদের তীরে।

হোলস্টারের অনুপস্থিতি অনুভব করল রানা। সে নিরস্ত্র। পিস্তল নিয়ে এলে অনেক ঝামেলা।

গাড়ির মুখ ঘুরাবে কিনা ভাবতে গিয়ে, হঠাৎ বলল, 'এখানে একটু রাখুন।'

হার্ড ব্রেক কষল ফায়জা। গাড়ি থেকে নেমে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকে সিগারেট কিনল রানা। দোকানিকে জিজ্ঞেস করে ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়েল করল একটা বিশেষ নাম্বারে। সাড়া পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রুম নাম্বার সিক্স? এম.আর.নাইন।' আরবীতে বলল কথাগুলো। বলে চলল, 'আমি আল আজহার রোডের উপর দিয়ে যাচ্ছি। কালো মস্কোভিচ। নাম্বার: কায়রো দুই সাত তিন পাঁচ…' কথা শেষ হতেই জবাব হলো, 'আমাদের লোক আপনার কাছাকাছিই

আছে।' রানা অবাক হয়ে ফোন রেখে দিয়ে ফোনের চার্জের কথা জিজ্ঞেস করল ইংরেজিতে। কেননা স্টোরের ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে ফায়জা। সেল্‌স গার্ল অবাক হয়ে তাকাতেই রানা পকেট থেকে দশ পিয়াস্তারের নোট কাউন্টারে রেখে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ফায়জা মৃদু হেসে সেল্‌স গার্লের হাত থেকে নোটটা নিয়ে ব্যাগ থেকে একটা কয়েন বের করে কাউন্টারে দিল। দোকানি মেয়েটা রানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল: 'কোত্থেকে এসেছে?' ফায়জা বলল, 'পাকিস্তান।' উত্তরে সেল্‌স গার্ল হাসল, 'কিন্তু ভদ্রলোক আরবদের মত আরবী বলেন।'

ফায়জা রানার কাছে এসে দশ পিয়াস্তারের নোটটা ফেরত দিয়ে বলল, 'এখানে প্রতি টেলিফোন কলের জন্যে লাগে এক পিয়াস্তার।'

'খুব বেশি না,' রানা ইংরেজিতেই বলল, 'আমাদের দেশের হিসেবে পনেরো পয়সা।'

গাড়িতে ফিরে মেয়েটি ড্রাইভিং সীটে বসল না। রানা একটু হেসে ড্রাইভিং সীটে উঠে সেলফ স্টার্টার চেপে স্টার্ট দিয়ে তাকাল ফায়জার দিকে। ফায়জার দৃষ্টি তখন একটা দোকানের শো-কেসে।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'কোন্‌দিকে যাব?'

ফায়জা মুখ ফেরাল। গম্ভীরভাবে বিশুদ্ধ আরবীতে বলল, 'কায়রো আপনার অপরিচিত নয়। যেদিকে ইচ্ছে যেতে পারেন।'

ইউ টার্ন নিয়ে পুরানো পথেই ফিরে চলল রানা। এবং আরবীতে বলল, 'কায়রো আমার চেনা, কিন্তু কায়রোর অচেনা মেয়েকে যে ড্রাইভিং সীটে বসতে দিতে নেই এ শিক্ষা আমার হয়েছে।' আল আজহার থেকে বাঁ দিকে শারা আব্দ আল আজিজ-এ টার্ন নিতেই ফায়জা বলল, 'আমি এখানেই নামব।'

গাড়ি ব্রেক করে রানা ফায়জার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। বলল, 'আমি অচিন্ দেশে বিদেশী...'

'এটা আপনার জন্যে অচিন্-পুরি নয়।' নেমেই পড়ল ফায়জা। রানাও নামল। বলল, 'কিন্তু মাঝপথে...তাছাড়া তোমার গাড়ি...'

'ওটা আপনার গাড়ি। সোনালী জুট প্রোডাক্টসের সম্পত্তি।' ফায়জা দু'পা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ব্যস্ত রাস্তার পিছনে একটা নীল সিটরোন দেখিয়ে বলল, 'আপনার বন্ধুরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

রানা চমকে তাকাল। মেয়েটাও লক্ষ্য করেছে। এবার ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখল মেয়েটিকে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে। কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিল সে আল-ফাত্তাহর যোগাযোগ দফতরে। এ দফতরকে আল-ফাত্তাহর 'বৈদেশিক-দফতর' বলা যেতে পারে। এরা বিদেশ থেকে আগত আল-ফাত্তাহর সদস্যদের সহযোগিতা করে।

নীল গাড়িতে একটা লোক বসে—মাথায় মস্ত টাক। অনেকটা বুলেটের মাথার মত। লোকটা এদিকেই তাকিয়ে আছে। রানাকে চোখ ফেরাতে দেখেই গাড়িটা এগিয়ে গেল।

রানা সোজা গাড়িতে উঠে রাস্তার ব্যস্ততায় মিশে গেল। বেশ দ্রুত চালিয়ে কিছুদূর এসে দেখল গাড়িটা তার পেছনেই আসছে। বুস্তান রোডে টার্ন নিল। আল

তাহরিরের মোড়ে, যেখানে সাতটা রাস্তা একখানে মিশেছে—সোজা না গিয়ে পুরানো কায়রো যাবার পথটা ধরল—ডানে মিশর সরকারের সদর দফতর, বামে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি রেখে পার্লামেন্ট ভবনের সামনের রাস্তা ধরে নীল নদের দিকে এগোল। কিছুদূর আসতে পাওয়া গেল সামনে নীল নদ, ডানে হোটেল সেমিরেমিস।

হোটেল সেমিরেমিসের পাঁচতলায় রানার স্যুইটের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখা যায় নীল নদ। নীলের এখানে দুটো দ্বীপ। গেজিরা আর মানজেল। হোটেলের সামনেই গেজিরার সঙ্গে মূল কায়রোকে যুক্ত করেছে তাহরির ব্রিজ।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

কায়রো কত বদলে গেছে। সাত বছর আগে দেখা কায়রোকে তবু চিনি, রানা ভাবল। হাসি পেল। কত সহস্র বছরের সভ্যতার ইতিহাস বহন করে নীলের এই পলিভূমি—সাত বছর সেখানে কি!···ভাবনাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিল ফোন।

ফোন?

কে করবে তাকে ফোন—এত তাড়াতাড়ি?

ব্যালকনি থেকে ঘরে এসে রিসিভার তুলে নিল রানা। কিছু বলল না।

'এম-আর নাইন?' কণ্ঠ ভেসে এল।

উত্তর দিল না রানা।

'রুম নাম্বার সিক্স থেকে বলছি, কর্নেল সিক্স।'

রানা বলল, 'আমি নিরাপদেই আছি।'

'আমি জানি,' গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল। 'এই নাম্বারটা টুকে নিন।' একটা নাম্বার বলল।

রানা নাম্বারটা রিপিট করে জিজ্ঞেস করল, 'কার নাম্বার?'

'জিসান বাট। ডক্টর। আহসানের বান্ধবী। আপনার জিনিস আটটায় ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়ে নেবেন।' কেটে গেল লাইন।

রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার গিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়াল রানা। জিসান বাট। জিসান···ভাবতে ভাবতে ঘরের মধ্যে কাপড় ছেড়ে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল। ভাবল নামটাকে। জিসান বাট···জিসান···কর্নেল সিক্স।

পাঁচ মিনিট পর বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে। রুম নাম্বার সিক্সের দেয়া নাম্বারে ডায়াল করল।

তিনবার রিং হলো। তারপর কেউ রিসিভার তুলল।

শোনা গেল ইংরেজিতে সুললিত উচ্চারণ, 'ডক্টর বাট বলছি।'

'রানা, মাসুদ রানা—সদ্যাগত বাঙালী।' একটু থেমে বলল, 'আজ আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে?'

'রোগীর সঙ্গে দেখা আমি চেম্বারেই করে থাকি, আপনি আটটার মধ্যে এলে···'

'আমি অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান বাঙালী,' রানা বলল। 'আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চাই। আহসান আমার বন্ধু।'

'আহসান!' ওদিকে অস্ফুট উচ্চারণ শোনা গেল।

'হ্যাঁ, পাকিস্তান ন্যাশনাল শিপিং-এ ছিল,' রানা বলল। 'তার মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি—আপনি বোধহয় কিছু বলতে পারবেন।'

'না, আমি কিছু জানি না। জানলে…' থেমে গেল কণ্ঠস্বর। তারপর আবার শোনা গেল, 'আহসানকে আমি বুঝতে পারিনি। ও আমাকে বুঝতে দেয়নি। দিলে সম্পূর্ণ ঘটনা হয়তো অন্যরকম হত।'

'হয়তো হত। হলে আপনার মত আমিও সুখী হতাম,' রানা বলল। 'কিন্তু হয়নি।'

'হ্যাঁ, হয়নি।'

একটু চুপ করে রইল রানা। ওপাশের কণ্ঠ বলল, 'আপনি কোত্থেকে বলছেন?'

'হোটেল সেমিরেমিস।'

'শেরিফ পাশা রোডে "হোয়াইট নাইল" রেস্তোরাঁয় আমি থাকব ঠিক সাড়ে ন'টায়। একটু আগে যাবেন আপনি। আপনার নাম কাউন্টারে বলে রাখবেন।' রিসিভার রেখে দিয়েছে জিসান, ডক্টর জিসান বাট।

সুটকেস থেকে সব পোশাক বের করে ওয়ারড্রোবে রাখল রানা একজন বেলবয়ের সাহায্যে।

পরল ডার্ক-ব্লু স্যুট, হালকা নীল শার্ট, কালো টাই, কালো মোকাসিনশু। বাঁ পা তুলে হিল ঘুরিয়ে লন্ডনের উইলকিনসন সোর্ড লিমিটেডের তৈরি পাতলা স্টীলের ছুরির অস্তিত্বটা দেখে নিল। আপাতত এটাই তার একমাত্র সম্বল।

ঘর থেকে বেরুল রানা সাড়ে আটটায়। মস্কোভিচ ছুটল নাইলের পাশ দিয়ে। ছাব্বিশে জুলাই ব্রিজের কাছে গেজিরা প্যালেস হোটেলের সামনে দিয়ে হাজির হলো একটা হলুদ রঙের বাড়ির সামনে। মেজর জেনারেলের নির্দেশ মতই পেয়ে গেল একটা সাইন বোর্ড। 'আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘ'। তেতলায় অফিস। সিঁড়ি ধরে সোজা উপর তলায় উঠতে লাগল রানা। তেতলায়—সিঁড়ির সঙ্গেই একটা সবুজ দরজা। সেখানে আরবী, ইংরেজিতে লেখা রয়েছে 'লেখক সংঘ'। হাতল ধরে চাপ দিতেই দেখল খোলা। ঢুকে পড়ল। একটা লম্বা করিডর। দু'পাশে অনেক দরজা। দরজায় সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট পদ-বাচ্য অনেক নাম দেখতে পেল।

রুম নাম্বার সিক্স—কনফারেন্স রুম।

নক করল আস্তে করে। কি নীরব চারদিক! দরজা খুলে গেল।

সামনে দাঁড়িয়ে ভূমধ্যসাগরের গভীর অন্ধকারে দুটো সার্চ লাইট যেন! কালো পোশাক পরা, চুলে মুখ ঢাকা একটি মেয়ে এবং তার চোখ। চোখ দুটো তাকে আগাগোড়া দেখে নিয়ে প্রায় বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'আসুন।'

দরজা খুলে গেল আরও খানিকটা। ভিতরে গেল রানা। মেয়েটি দরজা বন্ধ করে বাইরে চলে গেল।

সামনে তাকাল রানা।

বিরাট ঘর। অন্ধকার-প্রায়—শুধু এককোণে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় একটা উজ্জ্বল টেবিল—সেখানে দ্বিতীয় মানুষের অস্তিত্ব। কর্নেল সিক্স। আল-ফাত্তাহর

বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান। অন্য আল-ফাত্তাহদের চেয়ে এরা একটু গোপনীয়তা বজায় রাখে বেশি রকমের। কারণ এদের কাজ করতে হয় বিদেশীদের সঙ্গে। এরা বিদেশে লোক পাঠায়—বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

একভাবে তাকিয়ে আছে কর্নেল সিক্স।

এগিয়ে গেল রানা।

টেবিলের কাছে আসতেই শুনল, 'বসুন।'

বসার আগে লোকটাকে ভাল করে দেখল রানা। মুখে দাড়ি, ছেঁটে রাখা। ভারী, চৌকো মুখ। পরনে আরবীয় পোশাক কিন্তু মাথা খালি। সেখানে একটি চুলও নেই। বয়স পঞ্চাশের উপর। থুতনির কাছে দাড়িতে পাক ধরেছে।

রানা টেবিলের এধারের দু'টি চেয়ারের একটিতে বসল।

'গতকাল সিরিয়ার অফিস থেকে আপনার সম্পর্কে রিপোর্ট পেয়েছি।' লোকটি বলতে শুরু করল হঠাৎ, নাটকীয়তা ছাড়াই। 'আপনি আহসানের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করবেন এবং পাকিস্তানের আল-ফাত্তাহদের নেট-ওয়র্কে সম্প্রতি যে ভাঙন দেখা দিয়েছে সেটার কারণ বের করে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার চেষ্টা করবেন। এটা আমরাও চাই। পাকিস্তান এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশের স্বেচ্ছাবাহিনী সম্প্রতি বেশ কয়েকটা ব্যর্থতা দেখিয়েছে। তেল-আবিব অভিমুখী প্রত্যেকটা অভিযান ব্যর্থ হচ্ছে। এরকম চলতে দিলে শক্তি এবং অর্থের অপচয় ছাড়া কিছুই হবে না।' চুপ করে রইল কিছুক্ষণ আরব নেতা, তারপর বলল, 'মেজর আহসানের মৃত্যুতে আমাদের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমরা বন্ধু ছিলাম।'

উঠে দাঁড়াল সিক্স। দেয়ালে সার দেয়া বড় আকারের ফটোগ্রাফ টাঙানো। কবি হাফিজ, রুমী, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল পাশাপাশি সাজানো। পুরো ঘরের দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে আফ্রিকা-এশিয়ার কবি-সাহিত্যিকদের ছবি। কর্নেল সিক্স উঠে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবির পিছন থেকে বের করে আনল একটা বাক্স। ম্যাজিশিয়ানের মত টেবিলে রেখে বের করল তা থেকে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি অস্ত্র। উঠে দাঁড়াল রানা। সিক্স এগিয়ে ধরল দুটো পিস্তল। রানা তুলে নিল পয়েন্ট টু ফাইভ বেরেটো। চেক করে নিয়ে একটা ম্যাগাজিন ভরল। দুটো এক্সট্রা ম্যাগাজিন নিয়ে কোটের পকেটে রাখল। কর্নেল সিক্স এগিয়ে দিল কালো জার্মান-লেদারের শোল্ডার হোলস্টার।

তিন

ঠিক ন'টা পঁচিশ মিনিটে পৌঁছল রানা হোয়াইট নাইল রেস্তোরাঁয়। বিরাট রেস্তোরাঁ, জাঁকজমকপূর্ণ। সামনে বিরাট চত্বর, গাড়ি পার্কিং-এর জায়গা, ফোয়ারার রঙীন বাতির বিচ্ছুরণ ইত্যাদি দেখে ক্লাব-ক্লাব মনে হয়। কাউন্টারে নিজের নাম বলে রানা গিয়ে বসল একটা ফাঁকা টেবিলে।

ঠিক ন'টা ত্রিশ মিনিটে, রানার সামনে ছিল ওল্ড গ্র্যান্ড ড্যাড বার্বনের বোতল।

একটা পাত্রে বরফের টুকরো। টাম্বলার। গ্লাসে সিপ করতে করতে চারদিক দেখছে রানা। আবছা অন্ধকার ঘর। মৃদু বাজনা বাজছে, নীলের চেনা সুর।

এ বাজনা রানাকে মনে করিয়ে দেয় ক্লিওপেট্রার প্রমোদতরীর কথা।

হঠাৎ থমকে যায় রানার চোখ। হাতের গ্লাস টেবিলে নেমে আসে।

যে মেয়েটি এগিয়ে আসছে—তার পরনে শাড়ি। কালো শাড়ি, কালো ব্লাউস। রানা উঠে দাঁড়াল, নবাগতা টেবিলের কয়েক হাত দূরে থমকে দাঁড়াল। কালো চুল কাঁধে লুটানো। কালোর পটভূমিতে এক অনিন্দ্য-সুন্দর মুখশ্রী। থমকে দাঁড়িয়েছে জিসান বাট। হ্যাঁ, বলতে হলো না, এ-ই জিসান বাট। কালো দুটো চোখ রানাকে দেখল, আরও একটু উঁচু করল মুখ। স্তব্ধ হয়ে যাওয়া একটি মুখ।

চেয়ারটা টেনে দিল রানা। এবার এগিয়ে এল জিসান বাট। একটু হাসি ফুটে উঠল গোলাপী ঠোঁটে। বলল, 'মাসুদ রানা?'

রানাও হাসল, 'জিসান বাট?'

জিসান বসলে রানাও বসল।

রানা কথা বলল না কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর বলল, 'নীল নদের তীরে শাড়ি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আপনি বাঙালী?'

'না। তবে বাঙালী রক্ত আমার মধ্যে আছে। আমার দাদা মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছিলেন,' মৃদুকণ্ঠে জিসান বলল। 'এখন আমরা পুরো মিশরীয়। শাড়ি শখ করে পরি।' আবার থেমে আরও নিচু গলায় স্বগতোক্তির মত করে মেয়েটি বলল, 'আহসান আমাকে ঢাকা থেকে অনেকগুলো শাড়ি এনে দিয়েছিল।'

'আপনাদের আলাপ হয় কিভাবে?'

'এখানে বাঙালী এলে কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। কারণ আমার পরিচয় এখানে বাঙালী ডাক্তার বলেই,' জিসান বলল। 'যদিও কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়।'

রানা ভাবল, চোখে নীলের গভীরতা শুধু বাঙালী কেন, গ্রীনল্যান্ডের পুরুষদেরও মোহিত করতে পারবে। পৃথিবীর গভীরতম নদী, এই নীল নদ। নীল নদ মিশরের প্রাণ। কিন্তু গভীর চোখে এর উচ্ছ্বাস নেই, আছে স্তব্ধতা, এবং আশ্চর্য এক ধরনের বক্রতা। হ্যাঁ, বক্রতা। ওয়েটারকে খাবার আনতে বলল। মেয়েটি তার পছন্দের কথা বলল না। রানার হুকুমের বহর দেখে মুচকে হাসল শুধু, হ্যাঁ, বা না—কিছু বোঝা গেল না। রানা ড্রিঙ্কসের কথা বললে, গ্র্যান্ড ওল্ড ড্যাড বোতলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হুইস্কি…' চোখ আস্তে করে রাখল ড্যান্স ফ্লোরে। দু'একটা কাপ্‌ল এগিয়ে গেল। মিশরীয় কি ইউরোপীয় চেনা যায় না। বাজনার সুরটা এখন ইউরোপীয় হয়ে গেছে।

ট্রে থেকে গ্লাসে বার্বন নিয়ে বেশ হালকা করে দিল রানা পানি মিশিয়ে। দু'টুকরো বরফ দিয়ে এগিয়ে দিল জিসানের সামনে। মেয়েটা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। গ্লাস নিল। একটু চুমুক দিয়ে ধন্যবাদ জানাল। তারপর জিজ্ঞেস করল রানা সম্পর্কে। রানা উত্তর দিল গ্লাসে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে, মেয়েটির প্রতিটি ভঙ্গি দেখতে দেখতে।

খাবার এলে আলোচনাটা খাবার কেন্দ্র করে হলো। মেয়েটি মিশরীয় খাবার

সম্পর্কে রানার অজ্ঞতা দেখে হাসল। খাবার শেষে প্রচুর বরফ মিশিয়ে দু'জনের জন্যেই দু'গ্লাস পূর্ণ করল রানা।

জিসান বলল, 'পানে আমার আসক্তি নেই।'

এবার বেশ সচেতন হয়ে উঠল রানা—জিসান একটু সহজ হয়ে এসেছে। আহসানের প্রসঙ্গে কথা উঠল। জিসান বলল, 'আহসান আমাকে প্রপোজ করে বসেছিল। হ্যাঁ, এই রেস্তোরাঁ থেকে রাতে ডিনার সেরে বেরিয়েছিলাম—ও আমাকে প্রপোজ করে। অবাক হয়েছিলাম। বলেছিলাম পরে বলব। খুব সম্ভব ও আমার প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল। হয়তো বা প্রথম প্রেমই হবে। আমারও মন্দ লাগত না ওকে।'

'অর্থাৎ, আপনি তার প্রেমে পড়েননি?' প্রশ্ন করল রানা।

'প্রেম বলতে কি বোঝেন আপনি?' দুর্বোধ্য একটা দৃষ্টি স্থির হলো রানার চোখে। 'এটুকু বলতে পারি তার সঙ্গে আমার দৈহিক সম্পর্ক হয়নি কখনও, আর···বিয়ে আমি ওকে করতাম না।'

'সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। বলুন, কি বলছিলেন।'

'ও আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চলে গেল সেদিন। সকালে খবর এল ওকে কারা যেন হত্যা করেছে।'

মাথা নিচু করল জিসান।

রানা ওর অনুভূতিটা বুঝতে চেষ্টা করে। মনে পড়ে আহসানের কথা, মনে পড়ে সিংহলের সবিতাকে, মনে পড়ে অনেকগুলো মৃত মুখ। মনে করতে চায় না একটি মুখ, তবু মনে পড়ল: অনীতা।

সব ঝেড়ে ফেলবার জন্যেই যেন প্রশ্ন করল রানা, 'আপনি কি অনুমান করতে পারেন কেন আহসানকে হত্যা করা হয়েছিল?'

'না।'

'আহসানের কোন রাইভ্যাল ছিল?' রানা জিজ্ঞেস করল।

জিসান চোখ তুলে তাকাল, বলল, 'না।'

'আহসানকে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন যখন—তার গতিবিধি সম্পর্কে জানতেন কিছু?'

'জানতাম। তবে আহসান মাঝে মাঝে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যেত—আমাকে কিছু বলত না। আমিও জিজ্ঞেস করিনি। কেননা আমি অনুমান করতাম ও আল-ফাত্তাহদের সঙ্গে ছিল।'

'অনেক মেয়ে তো আল-ফাত্তাহ দলে আছে—আপনি যোগ দিলেন না কেন?'

'আমি তাদের মত অসাধারণ নই,' জিসান বলল। 'তবে আহসানের পাল্লায় পড়ে কোনদিন হয়তো যোগ দিতাম। ও আমাকে অনেক সময় ইঙ্গিত দিত।' জিসান হাসল একটু, 'বোঝাতে চেষ্টা করত। তাছাড়া নিজের মধ্যে আরবী রক্ত আছে বলে মনে করত ও। মনে করত এখানে কাজ করা ওর কর্তব্য। ও কি ভীষণ ইমোশনাল ছিল, আপনি নিশ্চয়ই জানেন।'

রাত দশটা ছাপ্পান্ন মিনিটে উঠল দু'জন। বাইরে বেরিয়ে দেখল কায়রো অনেকটা নীরব হয়ে এসেছে। বাইরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দু'মিনিট গাড়ি চলাচল

দেখল। দু'জনই বুঝতে পারছে এখনই ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করছে না, অথচ কেউ তা বলল না।

জিসানের গাড়িটা ছোট অস্টিন। পার্ল-হোয়াইট। পেছনের কাঁচে 'ডাক্তার' লেখা লালে।

রানা বলল, 'আপনি একা থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা-মা?'

'বাবা গ্রামে থাকেন। ওঁরা হাস-মুরগীর খামার করছেন।'

'তবে তো আপনি রীতিমত স্বাধীন,' রানা বলল। 'চলুন হাঁটি, যদি অন্য তাড়া না থাকে।'

লোক কম, আলোও কম। অথচ এ পথটা আগে সারারাত ঝলমল করত নিয়নের হাজার রঙে। একই কথা ভাবছিল জিসান। ও বলল, 'জানেন, গত যুদ্ধ আমাদের আলো নিভিয়ে দিয়ে গেছে। এ অঞ্চলটা ভরে থাকত আলোয়, কত আলো! এখন লোকে আধো-অন্ধকার করে বসে আছে, কোন্ মুহূর্তে বেজে ওঠে সাইরেন।'

'এটা যুদ্ধ।'

'আমি যুদ্ধকে ঘৃণা করি।'

'কিন্তু অস্বীকার করতে পারেন না। যুদ্ধ মিশরের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। বা এটাই মিশরের নিয়তি,' রানা বলল। 'যুদ্ধই মিশর, আরবভূমি। আপনি যুদ্ধকে ঘৃণা করেন, কিন্তু যুদ্ধই আপনাদের একমাত্র সম্বল, যুদ্ধই আপনাদের শান্তি আনতে পারে।'

'কোথায় পারল?' মৃদুকণ্ঠে বলল জিসান।

'পারবে। যুদ্ধ তো স্বপ্নের রাজপুত্র নয়। সময় লাগবে। উচ্ছেদই ইসরাইলের একমাত্র ভাগ্য।'

'আপনি আল-ফাত্তাহদের মত কথা বলছেন।'

'শুধু আল-ফাত্তাহ নয়। আরবদের মত কথা বলছি বলুন।'

হাসল জিসান। বলল, 'আপনি আমাকে অনারব মনে করছেন?'

'না, তা নয়।' রানা হাসল মনে মনে, তাকাল প্রাচীন কায়রোর চিরকালের আকাশের দিকে, বলল, 'আমিও আরব হতে চাই।'

জিসান দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রানা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল গভীর চোখ দুটো চকচক করছে। জিসান বলল, 'আপনি এবার আহসানের মত কথা বলছেন। ও-ও বলত: জিসান, এখানে এসেছি রক্তের ঋণ শোধ করতে।'

'আহসান সব সময়ই একটু রোমান্টিক,' রানা বলল। 'বাঙালীদের আরব হওয়ার বাসনার জন্যে দায়ী আমাদের বৃদ্ধ কবি। তিনি রোমান্টিকতার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে লিখেছিলেন:

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন
চরণ তলে বিশাল মরু...'

থমকে গেল রানা আর মনে করতে না পেরে। বুঝিয়ে দিল অর্থ—ইংরেজিতে।

তারপর বলল, 'আহসান তোমাকে এ কবিতা শুনিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা কাত করে হাসল জিসান। বলল, 'আহসান পুরোটা আবৃত্তি করত—এবং আপনার চেয়ে অনেক সুন্দর। অবশ্যি আমি বাংলা না বুঝেই বলছি।'

'শর্ট নোটিশে আমাকে আসতে হয়েছে,' রানা বলল। 'তাই মুখস্থ করে আসতে পারিনি। অথচ এটা আমাদের একমাত্র সম্বল, আরব-কন্যাকে খুশি করার।'

হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এসেছিল দু'জন। রানা বলল, 'চলুন, ফেরা যাক।'

গাড়ির কাছে ফিরে আবার দাঁড়াল।

রানা বলল, 'কায়রোর প্রথম দিনটি আমার স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

'এখন রাত বারোটা দশ,' জিসান হাসল, 'কায়রোর দ্বিতীয় দিন।'

'আমরা তবে দু'দিনের পুরানো বন্ধু।'

ব্যাগ থেকে গাড়ির চাবি বের করল জিসান। রানা চাবিসহ হাতটা ধরে ফেলল, 'এখন এককাপ কফি খুব ভাল লাগবে।'

'অনেক রাত হলো,' হাত ছাড়িয়ে নিল জিসান, বাঁকা করে চাইল রানার চোখে, চাবিটা রানার হাতেই ছেড়ে দিয়ে বলল, 'আর রেস্তোরাঁয় যেতে ইচ্ছে করছে না।'

জিসানের বিব্রত অনিন্দ্য-সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে রানা বলল, 'তোমার বাড়িতে?'

রানার মস্কোভিচ রয়ে গেল হোয়াইট নাইলের সামনে।

রানা চালাচ্ছে গাড়ি। জিসান বলেছে ট্যাক্সি পাওয়া যায় সব সময়। রানা ভাবল, জিসান আসলে আহসান সম্পর্কে খুব একটা জানে না, অথবা যা জানে তা প্রকাশ করছে না।

জিসান বলল, 'আজ আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতাম না। সাধারণত আমি রাতে আজকাল বেরোই না। আমার মনে ভয় ঢুকেছে। আমার কেন যেন সন্দেহ হয় আমার পেছনে কেউ সব সময় ফেউ-এর মত লেগে আছে। তুমি না বললে হয়তো আমিই পৌঁছে দেবার কথা বলতাম।'

নীল নদের একটা বাহু মানজেলকে বিচ্ছিন্ন করেছে মূল কায়রো থেকে। এই সরু স্রোতের নাম রোদা। আল মানজেল ব্রিজ পার হয়ে নির্জনতায় এসে পড়ল বেবী অস্টিন। রানা আয়নায় একটা গাড়ির আলো দেখতে পেল।

গাড়ি ব্রেক করতে জিসান অবাক হয়ে তাকাল। রানা আয়নায় চোখ রেখেই পকেট থেকে পাতলা বড় বিশ সিগারেটের কেসটা থেকে সিনিয়র সার্ভিস বের করে ঠোঁটে লাগাল। রনসন গ্যাস লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে নিল।

পিছনের গাড়িটা আলো নিভিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

রানাও গাড়ি ছেড়ে দিল।

কায়রো ইউনিভার্সিটির হসপিটালের কোয়ার্টারে থাকে জিসান। ও শিশু-বিশেষজ্ঞ। ওর অ্যাপার্টমেন্টটা রোদার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলায়। সিঁড়িতে জিসান থমকে দাঁড়াল। বলল, 'শুধু কফি—অনেক রাত

হয়েছে, বেশিক্ষণ বসতে পারবে না।' হাসল বেশ সহজভাবে।

প্রায় না শোনার মত করে বলল রানা, 'এ জায়গাটা বেশ নির্জন। ট্যাক্সি পাওয়া যাবে তো?'

'হসপিটালের সামনে অনেক আছে,' দরজা খুলল জিসান, বলল, 'দু'মিনিটের পথ।'

'আমি বোধহয় তার কমেই পৌঁছে যেতে পারব,' অন্ধকার ঘরে জিসানের পিছন পিছন ঢুকে পড়ে বলল রানা।

'কেন?' জিসান আলো জ্বেলে দরজা বন্ধ করল।

'আমাকে কেউ ফলো করেছিল…' চিন্তিত ভাবে বলল রানা, 'কেউ আমাকে দু'সেকেন্ডে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুক তা আমি মোটেই চাই না।'

'না চাইলে ভালই। তবে বলা যায় না, হয়তো আমিই পাঠিয়ে দেব।' জিসান আশপাশের ঘরের আলো জ্বেলে কিচেনের দিকে গেল।

রানা ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, 'তুমি পাঠাতে পারো না—কারণ তুমি শিশু-বিশেষজ্ঞ। আমি…'

'তুমি শিশু নও। কিন্তু শিশুসুলভ আচরণ করলেই…' গ্যাসের চুলোয় আগুন জ্বেলে কেটলি বসিয়ে দিয়ে মিষ্টি করে হাসল। হাসিটা দেখে রানার শাস্তির কথা ভেবে দুঃখিত হলো।

বসার ঘরে এসে অ্যাশট্রেটা এগিয়ে দিয়ে জিসান বলল, 'তুমি বসো, আমি আসছি। শাড়ি আমাকে হাঁপিয়ে তোলে।'

বাঙালী সাজার শখ মিটে গেল! রানা সোফায় বসল। জিসান বেডরুমের দরজার হাতলে হাত রেখে পিছন ফিরে বলল, 'দু'মিনিট।' দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে আবার বন্ধ করল।

রানা উঠে ঘরটা দেখতে লাগল। দেয়ালে ছবি, গামাল আবদুল নাসেরের সহাস্য মুখ। আরেকটা ছবিতেও নাসেরকে দেখল। কনভোকেশনের ছবি। তার সঙ্গে হাসি মুখে করমর্দন করছে একটি মেয়ে। মেয়েটি জিসান।

দরজা খোলার শব্দ শুনল, কিন্তু ছবি থেকে চোখ তুলল না।

'আমার প্রথম প্রেম,' পিছন থেকে জিসান বলল, 'নাসের।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। জিসানের পরনে গোলাপী হাউসকোট। পকেটে হাত, ঠোঁটে হাসি।

'শুধু তোমার নয়, আরবের প্রথম প্রেম,' জিসানকে দেখতে দেখতে বলল রানা; স্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে।

রানার তীক্ষ্ণ চাউনি জিসানকে বিব্রত করে দিল। চোখের ভাষা তারও বদলে যাচ্ছিল। কিন্তু নিজেকে সামলে আবার হাসল। বলল, 'এবং নাসেরের একমাত্র প্রেম—আরব!'

'তোমার একমাত্র প্রেম?' চোখের দৃষ্টি জিসানের উপর আরও একাগ্র করে জিজ্ঞেস করল রানা।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল জিসান। তারপর বলল, 'জানি না। হয়তো এখনও আসেনি।' জিসান হঠাৎ একটু হাসল, 'তোমার?'

ঢাকায় রেখে আসা ওয়ালথার পি.পি.কে-টাকে মনে পড়ল রানার। মনে পড়ল, এক বৃদ্ধের মুখ, মেজর জেনারেল। এবার রানার ঠোঁটে হাসি দেখা গেল। জিসানের চোখ আগ্রহী হয়ে উঠল।

'আমার প্রেম?' রানা বলল, 'আমি!' সিগারেট কেস থেকে সিনিয়র সার্ভিস ঠোঁটে গুঁজে নিল।

রানার মুখের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে কিচেনে চলে গেল জিসান। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ায় চারদিক ভরিয়ে দিয়ে আগামী কালকের প্রোগ্রাম মনে মনে সাজাতে লাগল রানা। জর্ডানের এজেন্টের সঙ্গে এথেন্স থেকে যোগাযোগ করেছে জাহেদ। ত্রিপোলী এখনও নিশ্চুপ। তেল-আবিবের এজেন্টের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। এথেন্সের জাহেদ এবং জেনেভার কাবিল ঢাকার অফিসের নির্দেশে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে সবার সাথে। আগামীকাল রানার সঙ্গে যোগাযোগ করবে জাহেদ। রুম নাম্বার সিক্স থেকে আজকের মধ্যে হোটেলের ঠিকানায় ট্র্যান্সমিটার পাঠিয়ে দেবার কথা। আহসান যোগাযোগ করত রুম নাম্বার সিক্স থেকেই। এই বিশেষ সুবিধা আল-ফাত্তাহর হেড অফিস থেকে চেয়ে নিয়েছেন অতি সাবধানী রাহাত খান।

কাল থেকে আসল কাজ শুরু। সমস্ত এজেন্টরা এবং তাদের সহকর্মীরা কোড নাম্বার বদলে ফেলেছে—পুরানো পরিকল্পনা বাতিল করেছে।

একটা পেয়ালা রানার হাতে দিয়ে সোফায় বসে অন্য কাপটায় চুমুক দেবার চেষ্টা করে হাসল জিসান।

ওর দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে ওকে আরও দ্বিধান্বিত করে দিল রানা। হাউস কোটের উপরের বোতাম দুটো খোলা ছিল। রানার চোখ কালো ব্রেসিয়ারের লেসে আটকে গেল। জিসান চায়ের কাপ এক হাতে ধরে অন্য হাতে একটা বোতাম লাগাল। নড়াচড়ায় হাউস কোটের ভেতর থেকে গোলাপী উরু উঁকি দিল। সেটা ঢাকতে গিয়ে হাতের কাপ উল্টে যাবার দশা। এবং সেই সময় শোবার ঘরে বেজে উঠল টেলিফোন।

বাঁচল জিসান। কাপটা টি-পয়ে রেখে রানার প্রতি কপট ভ্রূকুটি হেনে দ্রুত উঠে গেল। কাপে চুমুক দিল রানা জিসানের গমন পথে তাকিয়ে।

জিসান প্রায় তখনই ফিরে এল।

তার মুখ ফ্যাকাসে, দু'বার ঢোক গিলল, পায়ে পায়ে এগিয়ে এল—ওর চেহারা দেখে উঠে দাঁড়াল রানা।

জিসান তার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানে আসবে আগে থেকেই প্ল্যান করেছিলে?'

'না।' জিসানকে বুঝতে চেষ্টা করল।

'এখানে তোমার কোন বন্ধু আছে?'

'না।'

'তোমার টেলিফোন,' স্থির চোখে তাকিয়ে বলল জিসান।

রানা বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেল। বিছানার উপর রিসিভার উপুড় করে রাখা। তুলে নিল কানে। একটু ইতস্তত করে বলল, 'হ্যালো!'

'মাসুদ রানা?'
'হ্যাঁ, আপনি?'
'আপনার শুভার্থী বলতে পারেন। আপনি ড. জিসান বাটের কাছ থেকে আহসানের সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছেন? আমরা যদ্দূর জানি, মেজর আহসান আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মারা পড়েছে। আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে চুক্তি ভঙ্গ করেছে।'
'কিসের চুক্তি?'
'দু-একদিনের মধ্যেই জানতে পারবেন। আমরা আপনার সঙ্গে সঙ্গেই আছি।'
'আপনারা কারা?'
'বন্ধু,' কণ্ঠস্বর বলল, 'কাল-পরশু দেখা হবে। গুড নাইট।'
'হ্যালো?'
কোন সাড়া নেই। ক্রেডলে নামিয়ে রাখল রিসিভার। একসাথে অনেকগুলো চিন্তা ভিড় করে এল রানার মাথায়। চিন্তিত মুখে তাকিয়ে দেখল জিসান তার দিকে একভাবে চেয়ে আছে দরজায় হেলান দিয়ে।
'কে?'
রানা বলল, 'জানি না।'
'আমি জানি।'
'তুমি জানো?' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল রানা জিসানের মুখের দিকে। সেখানে একটা স্তব্ধ ভয় ছাড়া কিছু নেই। 'কারা?'
'জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনাল-এর লোক এরা।'
'তুমি কি করে জানলে?'
'আহসান বলেছিল। এরাই আসলে আহসানকে খুন করেছে।'
ড্রইং রুমে এসে কফির পেয়ালা শেষ করল রানা। তারপর ঘড়ি দেখে তাকাল জিসানের দিকে।
কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল জিসান, তারপর বলল, 'রাতটা এখানেই থেকে যাও। ওরা তোমাকে ফলো করছে।'
'হুঁ, করছে।' রানা বেঢপ আকারের হাউস কোটের ভেতরে পরিপূর্ণ যৌবনকে অনুমান করতে পারছে। পাঁচ ফিট দুই ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট মূর্তিমতী কামনা। কিন্তু প্রস্তাবটা একটু বেশি তাড়াতাড়ি এসে গেল না? সাবধান হবে সে? নাকি…? সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'আমি সোফায় ঘুমাতে পারি না।'
একটু হাসি ফুটল যেন জিসানের চিন্তিত মুখে। বলল, 'আমি পারি।'
রানার চোখে-মুখে গম্ভীর ভাব। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। বলল, 'না, ডাক্তার—আজ আমি এখানে থাকতে চাই না। রাতের কায়রো এখনও ঘুমিয়ে পড়েনি। কেউ নিশ্চয়ই আছে কোন নাইট ক্লাবে নিঃসঙ্গ বাঙালীকে সঙ্গ দেবার জন্যে।' দরজার দিকে এগোল রানা।
'মাসুদ রানা!' ডাকল জিসান। রানা দাঁড়িয়ে পড়লে বলল, 'যেয়ো না। আমি আজ একা থাকতে পারব না। নিঃসঙ্গ বাঙালী ইচ্ছে করলেই আমার সঙ্গ পেতে

পারে।'

চোখে চোখে চেয়ে রইল দু'জন কয়েক মুহূর্ত।

রানার বুকে এসে পড়ল জিসান। দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল রানা। জিসান প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল রানাকে। ওর অপেক্ষমাণ ঠোঁটে চুমু খেলো রানা। বাঁ হাঁটুটা একটু এগিয়ে গেল জিসানের উষ্ণ উরুর মাঝে। জিসানের দু'বাহু রানার কণ্ঠের দু'পাশ দিয়ে উঠে গেল সাপের মত। এক মিনিট নীরবতা। হাউস কোটের বোতাম খুলে ফেলল রানা। ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। জিসানের পরনে শুধু কালো প্যান্টি ও ব্রা। সাদা শরীর।

ঘুম ভেঙে গেল রানার। উঠে বসতে গিয়ে পারল না। গলা জড়িয়ে ধরেছে জিসান। কামড় বসিয়ে দিয়েছে তার বুকে। রানা ওর চুল ধরে মাথা সরিয়ে দিতে জিসান হাসল। বালিশে গড়িয়ে পড়ে বলল, 'প্রতিশোধ নিলাম।'

ঘর ভরে মৃদু বাজনা বাজছে আরবী সুরে রেডিওগ্রামে। ওটা বন্ধ করেই ঘুমিয়েছিল দু'জন। আবার বাজিয়েছে জিসান। জিসানের চোখে ঘুম নেই।

বালিশ থেকে সরে এল জিসান, জড়িয়ে ধরল হাতে, পায়ে। রানার কোমর পর্যন্ত টেনে দেয়া চাদরটা একটানে সরিয়ে দিয়ে হাসল ভুবনমোহিনী মধুর হাসি।

সারারাত আরবী সুরে ভরে রইল ঘরটা।

চার

সকালে যখন রানার ঘুম ভাঙল তখন দশটা বেজে গেছে। অকাতরে ঘুমিয়ে আছে জিসান বালিশ আঁকড়ে ধরে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল রানা ঘুমন্ত জিসানকে। গোলাপী চাদরের উপর গোলাপী জিসান। বড় অশান্ত ঘুম মেয়েটার। গায়ের চাদর মাটিতে লুটাচ্ছে। উপুড় হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। পোশাক পরতে পরতে আবার ইচ্ছে হলো রানার মেয়েটিকে জাগিয়ে তোলার। রেডিওগ্রামের ডালা খোলা।

একসঙ্গে চারটে লং প্লে রেকর্ড চাপিয়ে দিয়েছিল জিসান।

হোলস্টারটা কাঁধে বেঁধে কোট পরল। জিসান হোলস্টার দেখে রাতে অবাক হয়ে বলেছিল, 'সব বাঙালীই কি ওটা সঙ্গে রাখে?'

নিঃশব্দে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে হসপিটালের দিকে এগোল রানা। দু'মিনিটের আগেই ট্যাক্সি পেয়ে গেল।

হোটেলে তিনটি টেলিফোন পেল রানা।

প্রথমটা কর্নেল সিক্সের কাছ থেকে। নির্দেশ। রানা তার গাড়ি তৌফিক রোডের গ্যারেজে রেখে এলে ওতে ট্রান্সমিটার লাগিয়ে দেয়া হবে রেডিও সরিয়ে।

দ্বিতীয়, অফিস থেকে। ফায়জা। সন্দেহ রানা কি অফিসের ঠিকানা ভুলে গেছে?

রানা অফিসের জন্যে তৈরি হচ্ছিল। এমন সময় এল তৃতীয় টেলিফোন।

জাহেদ।

পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের জাহেদ।

হাসল ওপাশ থেকে। 'একদম অবাক হয়ে গেলি, স্লা।'

'তুই এখানে কেন?' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা।

'স্লা, বস্ বনে আজিব চেঞ্জ মালুম হচ্ছে?' জাহেদ বলল, 'অনেক কথা জমে আছে…চলে আয় প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের কাছে রেস্তোরাঁয়।'

'না, আমরা ট্র্যাপড হচ্ছি। তুই এখনই ওখান থেকে সরে পড়। কেন এসেছিস?'

জাহেদ চুপ করে গেল হঠাৎ। তারপর শোনা গেল ওর গলা। রানা প্রথম ঘাবড়ে গেল—গ্রীস থেকে ফিরে গ্রীক বলা শুরু করল নাকি! জাহেদ বলছিল, 'চিতো কুর চিসা কুথে চিঅ কুনে চিক কুক চিথা কুআ চিছে—চিশা কুলা।'

শেষের দুটো শব্দকে বিশ্লেষণ করে পুরো রহস্য উদ্ধার করে ফেলল রানা। বাঙালী তরুণীদের নিজস্ব ডায়ালেক্ট। রেহানার কাছ থেকে শেখা। হাঃ হাঃ করে হাসল রানা।

জাহেদ বলে উঠল, 'চিহ কুল চিনা। চিহা কুস চিতে কুহ চিবে চিহাঃ কুহাঃ চিহাঃ কুহাঃ—চিবু কুঝ চিলি, কুশা চিলা?'

জাহেদের হাসার নিয়ম শুনে আরও হাসল রানা। তারপর একটু ভেবে বলল, 'চিকিকু কুকচি চিথাকু কুবচি চিল্কু, কুশাবি চিলাকু…'

জাহেদের কথা শোনা গেল না কিছুক্ষণ। তারপর ওর মিনতি ভেসে এল, 'দেখ শালা, রানা, চি আর কু শিখতেই জান বেরিয়ে গেছে। এ আবার কি শুরু করছিস? প্লীজ, সোজা করে বল, দোস্ত।'

'চিকি কুক চিথা?' রানা বলল।

'চিফো কুনে চিব কুলা চিযা কুবে চিনা,' জাহেদ বলল। 'চিএ কুক চিটা কুপ চিরি কুক চিল কুপ চিনা কুক চির কুতে চিহ কুবে। চিতো কুর চিসা কুথে চিকো কুথা চিয় কুদে চিখা কুহ চিবে?'

রানা একটু ভেবে একই পদ্ধতিতে বলল, 'তুই এক কাজ কর। গামহুরিয়া রোডের অপেরা হাউজে গিয়ে আজকের সন্ধ্যার দুটো টিকেট কেটে সা নের রেস্তোরাঁয় গিয়ে অপেক্ষা করবি ঠিক সন্ধ্যার আগে। আমি রেস্তোরাঁয় োর টে বলে গিয়ে বসব। তুই আমাকে চেনার কোন ভাব প্রকাশ করবি না'। টিকেটটা টে লে রেখে উঠে যাবি এবং অপেরা হাউজে গিয়ে বসবি। আমি অন্ধকার হলে যাব। এবং এভাবেই কথা বলব।'

কথা ক'টা বলতে রানার অনেক সময় লাগল। উত্তরে জাহেদ আরও অনেক কিছু বকবক করতে যাচ্ছিল। রানা রিসিভার নামিয়ে রেখে দিল ক্রেডলে।

অফিসে গিয়ে দেখা হলো ফায়জার সাথে। অফিসটা একটা ঘরেই সীমাবদ্ধ। তৌফিক রোডের একটা অফিস বাড়ির ছ'তলায়। একটা আলমিরা দিয়ে তার থেকে ফায়জার টেবিল বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। একজন আরবীয় পিয়ন অফিসের

তৃতীয় কর্মী।

ফায়জা ফাইলপত্র বের করতে যাচ্ছিল—রানা বলল, 'আজ তোমার সাথে আলাপ করা যাক। ফাইল পরে দেখব।'

ফায়জা অবাক হলো। বসল শান্ত হয়ে। রানা ভাবল—ভালই হয়েছে মাঝখানে কোন পার্টিশন না থেকে। একা অফিস করা যেত না। তাছাড়া মেয়েটির পা দুটো সুগোল, মসৃণ এবং সুন্দর। বসার পর টাইট স্কার্ট হাঁটুর বেশ খানিক উপর পর্যন্ত প্রায় নগ্ন করে দিয়েছে।

রানা সিনিয়র সার্ভিস ধরিয়ে আরাম করে বসে উরুর ভারীত্ব এবং তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ চিন্তা করল। গত রাতের কথা মনে পড়ল। ডক্টর জিসান বাট। নামের কাঁটাতারের বেড়ার আড়ালে প্রতীকহীন ভাবে এক সুকোমল নারীদেহ ও মন। হ্যাঁ মনও। অদ্ভুত ভয় পেতে পারে মেয়েটি। পাওয়া স্বাভাবিক। আহসান এমনি ফোন পেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল—এবং নিরুদ্দেশ হয়েছিল। তারপর তাকে পাওয়া যায় নীলের পানিতে। জিসান ভয় পেয়েছিল।...ফায়জা তার মিনি স্কার্ট আর নামাতে পারছে না। একটু কাত হয়ে বসল। এবার নিতম্বের গড়ন রানার চিন্তাকে রীতিমত প্রভাবিত করল। মেয়েটি দৈনিক টেনে নিয়েছে। ইংরেজি দৈনিক। মেয়েটি পুরো অর্থে মিশরীয় সুন্দরী।

'মিস ফয়সল,' রানা বলল। 'তোমার আগের বসের বয়স কত ছিল?'

ফায়জা চোখ তুলে তাকাল। রানাকে অবাক চোখে নিরীক্ষণ করে হাসল ঠোঁটের কোণে। মৃদু হাসি, কিন্তু বাঁ গালে গভীরভাবে টোল পড়ল। কাগজটা গুটিয়ে রেখে বলল, 'তিনি একজন ভদ্রলোক ছিলেন।'

'মানে?' রানা চোখ দুটোকে প্রশ্নবোধক করল, বলল, 'তাঁর বয়স কি সত্তরের ওপর ছিল? কিন্তু, ও বয়সের লোককে তো আমাদের দেশ থেকে রিপ্রেজেন্টেশনে পাঠানো হয় না!'

মেয়েটা গম্ভীর হবার চেষ্টা করল। কিন্তু হাসি চেপে রাখতে পারল না। খিলখিল করে হেসে নিয়ে বলল, 'দুঃখিত।' হাসি সামলাবার চেষ্টা করল।

ফোন বেজে উঠল ফায়জার হাসির মত।

ফোন তুলে ফায়জা বলল, 'সোনালী প্রোডাক্টস...,' তারপর আরবীতে বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের নতুন বস্ এসেছেন। এক মিনিট...'

কান থেকে রিসিভার নামিয়ে বুকের সানুদেশে চেপে ধরে বলল, 'স্যার, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট আমাদের কাছ থেকে নমুনা নিয়েছিল—ওরা বেশ বড় রকমের অর্ডার দেবে—তার আগে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চায়।'

রানা কথা ক'টা মনোযোগ দিয়ে শুনে ডেস্ক ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টিয়ে দশ-এগারো দিন পরের তারিখটায় লিখল এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট। বলল, '২৯ জুলাই-এ এনগেজমেন্ট ফিক্স করো।'

'স্যার,' ফায়জা বলল, 'বেশি দেরি হয়ে যায়। এদিকে একটা মালয়েশিয়ান এজেন্সী আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে।'

'উনত্রিশে জুলাই,' রানা গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করল কথাটা।

ফায়জা থতমত খেয়ে রিসিভার আবার কানে তুলল, 'হ্যালো, মিস্টার মাসুদ

রানা ঊনত্রিশে জুলাই আপনাদের দপ্তরে দেখা করবেন,' বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল।

ফায়জার মুখ ডেনজার সিগন্যালের লাল আলোর মত জ্বলছে। মুখের চুইংগাম দ্রুত চিবুচ্ছে। এগারো দিন নয়—সাত দিনের মধ্যে মেয়েটি বুঝে নেবে তার নতুন বসের উদ্দেশ্য কি—তখন রানা ঢাকাগামী প্লেনে।

আবার ফোন বেজে উঠল। ফায়জা রিসিভার তুলল। তারপর রানার উদ্দেশে বলল, 'আপনার, একজন মহিলা।'

রানা তার টেবিলের রিসিভার তুলে নিল, 'হ্যালো?'

যা অনুমান করেছিল ঠিক তাই—জিসান বলছে।

'তুমি আমাকে না জাগিয়ে চলে গেলে কেন?'

'তোমাকে ঘুমন্ত দেখতে ভীষণ ভাল লাগছিল, তাই,' রানা বলল। 'কোত্থেকে বলছ?'

'উঃ—বিছানা থেকে,' জিসান বলল। 'তোমার হোটেলে ফোন করেছিলাম...'

'হসপিটাল যাওনি?'

'না, হসপিটাল আর গেলাম না, ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা আমি ঘরেই রাখি,' জিসান বলল। 'তুমি একটা ডাকাত!' একটু থেমে বলল, 'সাত দিনের ছুটি নিলাম এইমাত্র, ফোন করে। তুমিও সাত দিনের ছুটি নাও।'

'তোমাকে মেন্টাল হসপিটালে পাঠানো উচিত,' রানা বলল। 'আজ কেবল অফিসে জয়েন করলাম, আজই ছুটি নিলে চাকরি থাকবে না।'

'তুমি মিশর দেখবে না?' জিসান বলল, 'স্ফিংস...গিজার পিরামিড, খুফু...'

'আমি মিশরকে দেখেছি, ' রানা বলল। 'নাসেরের প্রেমিকা...মিশরকে আমি দেখেছি।'

'দুষ্টু।' জিসানের হাসি শোনা গেল, 'রাতেও কি অফিস? তোমার সেক্রেটারি মেয়েটি সুন্দরী?'

'হুঁ।' ফায়জার দিকে তাকাল রানা, ফায়জার চোখ কাগজে, কান খাড়া। 'সুন্দরী, হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে। এবং ছেলেমানুষ। বয়স বোধহয় একুশের বেশি হবে না। সুগঠিত নিতম্ব, উন্নত বক্ষ। লালচে চুল, সবুজ চোখ।' রানার কথা থেমে যেতে দেখেই বোধহয় মুখ তুলে তাকাল ফায়জা। রাগ নেই মুখে। অভিমান শব্দের প্রতিশব্দ কি আরবীতে আছে? মনে করতে পারল না রানা। হয়তো নেই। কিন্তু জেলাসী আছে। কিন্তু তাও নয়—চোখে ফায়জার ছেলেমানুষী ক্ষুব্ধতা। হাসল শব্দ করে...

জিসান বলল, 'কি, কথা বলছ না যে?'

'কথা হারিয়ে ফেলেছি,' রানা বলল, 'পৃথিবীতে অসুন্দরী মেয়ে নেই—তবে কেউ কেউ আছে সুন্দরী হতে জানে না।'

'অসকার ওয়াইল্ড!' জিসান বলল।

'ওহ্—বেশি তথ্য-জ্ঞানী হবার চেষ্টা কোরো না,' রানা বিরক্তির সঙ্গে বলল। 'সবচে আন-সেক্সি জিনিস মেয়েদের জন্যে।'

'ওটা গার্লি-ম্যাগাজিনের কোটেশন,' জিসান বলল। 'আজ রাতে দেখা হবে?'

'এইতো মেয়েলী কথা,' রানা বলল। 'দশটার পরে—রাত দশটা।'

'তোমার হোটেলে?'

'হ্যাঁ, হতে পারে।' ফোন রেখে দিল রানা। ফায়জার মুখ এখনও লাল।

আবার ফোন বাজল। ফায়জা তুলে নিল ফোন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বলল, 'রং-নাম্বার।'

রানা ফায়জার দিকে তাকাল। ফায়জা রানার চোখে চোখে তাকাল। এখন ওর মুখের ভাব বোঝা যাচ্ছে না। নির্বিকার কণ্ঠে বলল, 'স্যার, আমি আজ যেতে পারি? এখানে যখন কোন কাজ নেই।'

'ক'দিনের ছুটি চাই?' রানা সন্দেহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, 'সাতদিন?'

'শুধু আজকেই ছুটি চাই।'

রানাও উঠল, 'চলো, সবাই মিলে ছুটি নিই আজ।'

ফায়জা ব্যাগ তুলে নিল। রানা বলল, 'আমরা কি একসঙ্গে লাঞ্চ করতে পারি?'

ফায়জা চোখ তুলে তাকাল, বলল, 'আমি একাকী খেতে ভালবাসি।'

সন্দেহের চোখে তাকাল রানা, বলল, 'তোমারও প্রেম কি নাসের?'

ফায়জা দাঁড়াল, অবাক হয়ে দেখল রানাকে। বলল, 'হ্যাঁ, নাসেরকে আমি ভালবাসি। কিন্তু আমি মিশর নই।'

দ্রুত বেরিয়ে গেল ফায়জা। মেয়েটিকে রানা যত ছেলেমানুষ ভেবেছিল তত ছেলেমানুষ নয়।

আরবী পিয়নটা হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। রানা বলল, 'তোমার নাম কি?'

'ফারুক।'

'রাজা ফারুক?'

'ওয়াক-থু।' থুথু ফেলল ফারুক। বলল, 'না, আমি কাশিমের পুত্র ফারুক।'

'তুমিও নাসেরকে ভালবাস?'

লোকটা রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, বাসি। আর নাসের আমাদের সবাইকে ভালবাসে।' লোকটার কণ্ঠে একটা সরল বিস্ময় ছিল। সেমিটিক চেহারা। ছ'ফুট লম্বা দেহ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বলল, 'আমার দেশ গাজাতে। ইহুদিরা কেড়ে নিয়েছে। আমাদের বের করে দিয়েছে। আমার বোনকে ধরে নিয়ে গেছে।' ছলছল করে উঠল কাশিমের পুত্র ফারুকের চোখ। বলল, 'নাসের আমাদের ভিটে কেড়ে এনে দেবে। বোনকে ফিরিয়ে আনবে।'

প্রচণ্ড এক চড় খেয়ে যেন দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। লোকটার দিকে তাকাল। লোকটার চোখে একটা প্রশ্ন ফুটে উঠল, বলল, 'নাসের পারবে?'

'পারবে,' রানা বলল, জানালা দিয়ে বাইরে রাজপথে তাকাল। বলল, 'নাসের নিশ্চয়ই পারবে।'

অন্ধকারে রানার পাশে বসে চি-কু দিয়ে দ্রুত বলে যাচ্ছিল মেজর জাহেদ তার পরিকল্পনা। জাহেদের কথা বোঝা কোন আরবীর তো দূরের কথা বাঙালীরও সাধ্য

নয়। রানার চোখ স্টেজে, কান জাহেদের কথায়।

মেজর জেনারেলের নির্দেশে এথেন্স থেকে বৈরুত, জর্ডন ঘুরে এখানে এসেছে জাহেদ। ইসরাইল নতুনভাবে আক্রমণ করবে আরব ভূ-খণ্ড। আল-ফাত্তাহর বাঙালী দলগুলো নতুন করে যোগাযোগ করবে রানার সঙ্গে। আপাতত তারা বিচ্ছিন্নভাবে ইসরাইলে ঢুকে পড়েছে। তাদের লক্ষ্য ছিল হাইফার তেল শোধনাগার। ওটা ধ্বংস হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে গণ্ডগোলটা কায়রোতেই হচ্ছিল। এ-ও হতে পারে আহসান নিজেই বিশ্বাসঘাতকতা করে আল-ফাত্তাহর হাতে শেষ হয়েছে।

রানা বাধা দিয়ে বলল, 'আহসানকে হত্যা করার পেছনে আল-ফাত্তাহর কোন যুক্তি থাকতে পারে না। তাদের সন্দেহ হলে ভয় দেখিয়ে কথা আদায় করত ওর কাছ থেকে—খুন করত না। আহসান মারা গেছে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনালের হাতে।'

'হয়তো আহসান এমন কিছু জেনে ফেলেছিল···'

'সেটাই আমাদের বের করতে হবে, কী জেনেছিল,' রানা বলল।

'ওটা তোর কাজ। আমি এথেন্সে এবং কাবিল জেনেভায় শীঘ্রি কিছু কাজ দেখাব ম্যাজিকের মত। ত্রিপোলীতে আফসার খবর দেবে,' জাহেদ বলল। 'এখানে আমার সব খবর পাবি—আল বুস্তান রোড যেখানে আল নাইল রোডের সঙ্গে মিশেছে—সেই মোড়ের পেট্রল পাম্পের পেট্রল বয়ের কাছে। ও এখানকার বাঙালী আল-ফাত্তাহর হেড অপারেটর। সিক্রেট নাম্বার থ্রী এক্স—তোর ডায়েরীতে নিশ্চয়ই আছে। ও তোকে সাহায্য করবে, সামনাসামনি···'

'তা সম্ভব নয়।'

'ও তোকে চেনে।'

'কি করে?' রানা প্রায় লাফিয়ে উঠতে চায়।

জাহেদ হাসে। এবার চি-কু ব্যবহার না করেই বলে, 'তোর সেক্রেটারিটা শালা কড়া জিনিস বলে? কিন্তু, দোস্ত, পাম্প-বয় তোর ভিলেন হবে। ও শালা ওখানে লাইন লাগাবার তালে আছে। তোকে এয়ারপোর্টে দেখেছিল এই মনসুর। আজ আমার সঙ্গে দেখেছে তোকে। চিনে নিয়েছে।'

'তোর সঙ্গে দেখবে কি করে?' রানা অবাক হয়।

'চালু ছোকরা বাবা! আমার টেবিলে তুই বসলি, আমি কথা বললাম না—ও বুঝে নিল।' জাহেদ খুক্ খুক্ করে হেসে কনুই দিয়ে পেটে গুঁতো মারে রানার। রানা কিছু বলবার আগেই জাহেদ বলে, 'লে শালা, ঘাবড়ে গেলি—তুই না পাকি···সরি চিপা কুকি চিস্তা কুন চিই কুন্টে কুলি চিজে কুন্সে চির কুগৌ চির কুব, চিমা কুসু চিদ কুরা চিনা! চিবু কুড়ো চির কুপো চিষ্য কুপু চিত্র? এটা বড় কঠিন বানান, রে শালা।'

হাসল রানা। আস্তে করে বলল, 'এবার কেটে পড়—তোকে কেউ যেন না চেনে।'

জাহেদ উঠে দাঁড়াল। রানা বলল, 'চিঘু কুরে চিঅ কুন্য চিগে কুট চিদি কুয়ে চিযা কস—গুডবাই।'

বেরিয়ে গেল জাহেদ।

স্টেজে তখন নায়ক নায়িকাকে বলছে, 'বিদেশিনী, আমি তোমার দ্বারে এসেছি প্রেমের ভরা তরী নিয়ে। এসো, শূন্য করো আমার বোঝা…'

'…চল আমরা নীল-উৎস সন্ধান করি। কোথায় নীলের উৎস। কোথায় নীলের শুরু…'

পাঁচ

একটা শব্দে ঘুম থেকে উঠে বসল রানা। সঙ্গে সঙ্গে বুঝল বিমান আক্রমণের বিপদ সঙ্কেত। উঠে দাঁড়াতে দেখল সে একেবারে নগ্ন। জিসানও সেই মুহূর্তে উঠে বসেছে। সে-ও তাই। চাদরটা গ্রীকদের তোগার মত পরে দৌড়ে গেল রানা, ব্যালকনিতে।

সকাল হয়নি, ঊষা।

কায়রোর ঘুম ভাঙেনি। মসজিদে আজান দিচ্ছিল মুয়াজ্জিন—সাইরেনের শব্দ সব ঢেকে দিয়েছে। একটা…দুটো… আরও দূরে, দূরে কোথাও বেজে চলেছে। জিসান রানার নীল শার্টটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে রানার পাশে দাঁড়াল। ভয় পেয়েছে, ভীষণ ভয় পেয়েছে ও। রানা বাঁ হাতে জিসানকে কাছে টেনে নিল। বলল, 'কায়রোয় এখনও আক্রমণ হয়নি।'

ঠিক তখনই জিসান চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই দেখো, ওই যে…'

ঠিক। চারদিক গুম্ গুম্ করে উঠল। আরও কাছে টেনে নিল রানা জিসানকে। জেটগুলো ছুটে চলেছে সুয়েজের দিকে—কায়রোর উত্তর-পুব কোণে। রানা বলল, 'মিশরীয় জেট। মিগ সেভেনটিন।'

প্রায় কেঁদে উঠল জিসান, বলল, 'আবার যুদ্ধ…'

'হ্যাঁ।' মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করল রানা, 'রেডিওতে শুনতে হবে কোথায় আক্রমণ করল ওরা।'

রানা দেখল কায়রো জেগে উঠেছে, চারদিকে রেডিও বাজছে। রানা ও জিসান ঘরে ফিরে এল।

রানার শার্টটা জিসানের হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছেচে। নিচের দিকে দুটো বোতাম লাগিয়েছে ও। সুন্দর লাগছে ওকে। চোখে ঘুমের জড়তার সঙ্গে মিশেছে ভয়। চুল এলোমেলো, মেকআপ নেই মুখে।

বিছানায় বসে বলল, 'আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না, রানা। আমি যুদ্ধ চাই না।'

'তুমি যুদ্ধ চাও না—কিন্তু প্রত্যেকটা মিশরীয়, যার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, জিজ্ঞেস করলে বলে আমরা ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি।'

টেবিলের জগ থেকে পানি ঢেলে ঢকঢক করে পান করল জিসান। ফিরে দাঁড়াল, বলল, 'আমিও জানি, আমিও আরব বলে মনে করি নিজেকে। আমিও

জানি, আমরা যুদ্ধ করছি ইসরাইলের বিরুদ্ধে। আজ একুশ বছর ধরে যুদ্ধ করছি···ইসরাইলের জন্ম লগ্ন থেকেই যুদ্ধ করছি!···' কথাগুলো বলে হাঁপাতে থাকে জিসান। দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে। হঠাৎ মুখ তোলে। বলে, 'রানা, '৫৬ সালের যুদ্ধে আমার বাবা-মা তাদের বড় ছেলেকে হারিয়েছিল; '৬৭ সালের যুদ্ধে আরেক ভাইকে হারিয়েছি। যুদ্ধে হয়তো আমরা ইসরাইলকে আরব-ভূমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারব। কিন্তু যুদ্ধ আমার ভাইকে ফিরিয়ে দেবে না। দেবে কোনদিন?'

জিসানের চোখে প্রশ্ন। রানা তাকিয়ে থাকল জিসানের দিকে। বলল, 'দেবে জিসান, নিশ্চয়ই দেবে। কাশিমের পুত্র ফারুক তার ভিটে ফিরে পাবে, বোনকে ফিরে পাবে। হাজার জিসানের ভাই জীবন দেবে বলেই হাজার ফারুকের বোনের, সন্তানের মঙ্গল হবে। এবং সত্য বেঁচে থাকবে।'

বেড-সাইড ক্যাবিনেটের উপরে রাখা সিগারেটের কেস থেকে দিনের প্রথম সিনিয়র সার্ভিস ধরাল রানা। তারপর তাকাল জিসানের দিকে। জিসান চোখ মুছে ফেলেছে।

'তুমি যুদ্ধ ভালবাস?' জিসান জিজ্ঞেস করল শান্ত কণ্ঠে।

'যুদ্ধ ভালবাসার প্রশ্ন ওঠে না, জিসান,' রানা বলল। 'কিন্তু যুদ্ধ নিয়তির মত আমাদের উপর এসে পড়ে—শান্তির জন্যে, অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তখন যুদ্ধ করতেই হয়।'

'হ্যাঁ, যুদ্ধই মিশরের নিয়তি,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জিসান বলল। 'সেই জন্যেই আমি চলে যেতে চাই এদেশ ছেড়ে।'

ওর পাশে এসে বসল রানা, বলল, 'তুমি কি "যুদ্ধ নয় প্রেম করো" দলের সদস্য?'

'কোন্ দলের?' জিসান চমকে তাকাল।

'যুদ্ধ নয় প্রেম?'

হাসল জিসান, মাথাটা রাখল রানার কাঁধে। বলল, 'হয়তো তাই। সত্যি তোমার সঙ্গে ঘুমালে আমি সব ভুলে যাই।' জিসান দু'বাহুতে রানার কণ্ঠ বেষ্টন করে বলল, 'তুমি আমাকে তোমার দেশে নিয়ে চলো।'

'ওখানেও যুদ্ধ আছে।'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকলে আমি সব ভুলে থাকব।'

রানার হাতটা জিসানের শার্টের তলায় অদৃশ্য হলো। বলল, 'আপাতত রেডিও শোনা যাক—কোথায় বম্বিং হলো জানা দরকার। গলাটা ছাড়ো।'

জিসান ছাড়ল না। শুধু বলল, 'যুদ্ধ নয়, প্রেম।'

যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ।

রানা যখন অফিসের উদ্দেশে বের হলো তখন চারদিকে যুদ্ধের আবহাওয়া বিরাজ করছে। খবরের কাগজ সকালের এডিশনের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত শীট জুড়ে দিয়েছে—টেলিগ্রামের মত। একটা কাগজ কিনে রাস্তায় দাঁড়িয়েই দেখল রানা, সুয়েজের দক্ষিণ ভূখণ্ডে ইসরাইলী বিমান বাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়েছে।

দ্বিতীয় আক্রমণ চালিয়েছে পোর্ট সাঈদের কাছে।

অফিসে গিয়ে দেখল, ফায়জা একটা ছোট ট্রানজিস্টার চালিয়ে বসে আছে। আরবীতে খবর হচ্ছে। ফারুকও শুনছে। কাঁচের সুইংডোর ঠেলে ঘরে ঢুকল রানা—ফারুক দরজা খুলে ধরল না। চোখ তুলে তাকিয়ে আবার নিবিষ্ট হয়ে গেল ফায়জা খবরে।

বেতার ভাষ্যকার বলে যাচ্ছে: 'ইসরাইলের অতর্কিত হামলায় মিশরের সশস্ত্রবাহিনী সজাগ হয়ে উঠেছে। মিগ সেভেনটিন এবং Sukhoi-সেভেন আকাশে ওড়ে এই বর্বর বিমান-হামলার মুকাবিলা করার জন্যে। ইসরাইলী বিমান বাহিনীর সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গান মুহুর্মুহু গর্জে ওঠে—আক্রমণকারীর সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়া এবং ইসরাইল অধিকৃত সিনাইতে সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে গড়া, সুয়েজের পঁচিশ মাইল পূর্বে রুমানী এবং পোর্ট তৌফিকের নিকটবর্তী বিমান-ঘাঁটি দুটি ধ্বংস করে দেয়। এখনও সংঘর্ষ চলছে।'

ফারুক তার দিকে তাকাল। চোখ তার জ্বলজ্বল করছে কিসের আশায় যেন। এগিয়ে এসে বলল, এবার আমার দেশে আমি ফিরে যেতে পারব।'

'হ্যাঁ, পারবে,' রানা বলল।

ভাষ্যকারের কণ্ঠ থেমে গেছে। সাড়ে এগারোটার সময় সঙ্কেত হলো। তারপর ঘোষণায় বলা হলো, প্রেসিডেন্ট এবার ভাষণ দেবেন। ফায়জা আরও ঝুঁকে পড়ল।

'...ছয় দিনের যুদ্ধ শেষ হয়নি। দু'বছর, তিন বছর, এমন কি চার বছর। যুদ্ধ চলছেই। আমরা ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত...'

রানা ভাবল, সেই সাতষট্টি সাল থেকে যুদ্ধ চলছেই। হাইফার সতেরো বছরের তরুণ কিশোর, নেদারল্যান্ডের সেই তরুণী, পাকিস্তানের দুশো তেইশ জনের মধ্যে আহসান সহ ছয়জন মৃত। একুশ জনের সন্ধান নেই, এই ফারুক রুম নাম্বার সিক্স—সবাই যুদ্ধরত। ফায়জা রেডিওর প্রতিটি কথা শুনছে—জিসান শুনতে চায় না।

ঝনঝন্ করে ফোন বেজে উঠল।

ওটাকে থামিয়ে দেবার জন্যে ফায়জা দ্রুত তুলে নিল রিসিভার। এবং সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকসে হয়ে গিয়ে রং নাম্বার বলে রিসিভার ক্রেডলে নামিয়ে রাখল। আড়চোখে রানাকে দেখে অন্যদিকে চোখ ফেরাল।

রানা জানে ফায়জার কান প্রেসিডেন্টের ভাষণে নেই। ও অন্য কিছু ভাবছে।

অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা। মস্কোভিচ ছুটে চলল শারা আল নাইলের দিকে।

নাইল যেখানে বুস্তানের সঙ্গে মিশেছে সেখানে গিয়ে টার্ন নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল পেট্রল পাম্পে।

এই ছেলেটির কথাই বলেছিল জাহেদ। ছেলেটির বয়স কুড়ি-একুশের বেশি হবে না। দেখলে আরও কম মনে হয়। নাম মনসুর।

মনসুর এগিয়ে এল।

রানা বলল, 'পাঁচ গ্যালন।'

পেট্রল পাইপ গাড়ির ট্যাঙ্কের মুখে লাগিয়ে মাথা না তুলেই মনসুর বলল, 'খবর পেয়েছেন?'

রানা বলল, 'না।'

দাম দেবার সময় রানা বলল, 'তোমাকে আমার দরকার হবে।'

মনসুর বুঝে নিয়েছে। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করল না। গাড়িতে উঠে সাঁ করে বেরিয়ে গেল রানা নাইলের দিকে।

গাড়ি তাহরির ব্রিজ পার হয়ে ছুটে চলল গিজার দিকে।

জুলজিক্যাল গার্ডেনের কাছে এসে গাড়ি থামিয়ে গাড়ির রেডিও অ্যান্টেনা তুলে দিয়ে রেডিও ট্র্যান্সমিটার 'অন' করল রানা। গাড়ি আবার এগিয়ে চলল। একটা ফাঁকা জায়গায় এসে মিটারের কাঁটা ঘুরিয়ে অপেক্ষা করল।

এথেন্স, জাহেদ...

দশ মিনিট। পনেরো মিনিট...

কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'উল্টা-পুল্টা সিক্সটি নাইন, সিক্সটি নাইন স্পীকিং...'

রেডিওর নিচ থেকে মাইক্রোফোন বের করে রানা বলল, এম.আর.নাইন। হিয়ার...'

হঠাৎ কোথা থেকে চিৎকার আর হট্টগোল ভেসে এল। রানা বলল, 'এম.আর. নাইন...'

কিন্তু শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

কেউ ডিসটার্ব করছে একই ওয়েভে।

সুইচ অফ করে রানা পিছন ফিরে দেখল ভক্সহল দাঁড়িয়ে আছে দূরে।

গাড়ি ঘুরিয়ে হোটেলের দিকে ফিরে চলল রানা। গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে।

হোটেল সেমিরেমিসে নিজের স্যুইটে ঢুকে রানা থমকে গেল, অন্য কারও ঘর না তো! নীলাভ আলো জ্বলছে। এখানে ওখানে রেশমী পর্দা। কোথাও বাজছে নীল নদের সুর। সব মিলিয়ে মনে হয় ঢুকে পড়েছে ক্লিওপেট্রা বা নেফারতিতির বিলাস-কুঞ্জে। কিন্তু ঘরে কেউ নেই।

এমন সময় দরজায় একটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল।

নারীমূর্তি। কালো পোশাক, মিশরীয় রমণীদের পোশাক। আগাগোড়া বোরখার মত মোড়া। কে?

হাত বাড়িয়ে আলো জ্বেলে দিল রানা।

রমণী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের অর্ধেকটায় একটা পাতলা স্বচ্ছ আবরণ টানা। বেরিয়ে আছে শুধু দুটো চোখ। কালো দুটো চোখ। একটি হাত রাখা দরজার চৌকাঠে।

এবার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখল রানা: সে যেন দাঁড়িয়ে আছে আরব্য-উপন্যাসের কোন অচেনা রাজকুমারীর ঘরে। বিছানায় পাতা কারুকার্য-খচিত চাদর, তার উপর ভেলভেটের তাকিয়া। বিছানার উপর বড় একটা রুপার রেকাবীতে রয়েছে নকশা করা সোনালী জগ—দুটো পান পাত্র। লাল পাথর বসানো পান-পাত্র। বিছানার পাশে আগে যেটা ছিল বেডসাইড টেবিল—তাতে রয়েছে ধূপদানী। একটা ধোঁয়ার সাদাটে রেখা বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মদির

কামনাময় গন্ধ। কোথাও ঝুলছে ঝালর, কোথাও রেশমী পর্দা।

অবাক হয়ে তাকাল রানা—মেয়েটি মুখের নেকাব সরিয়ে ফেলেছিল, আবার তা তুলে দিল। দু'পা এগিয়ে এল দ্রুত। বলল, রাগতকণ্ঠে, 'ফিরলে তবে?'

রানাও দু'পা এগোল, বলল, 'প্লীজ, যা হবার হয়ে গেছে—সব কৈফিয়ত কাল দেব—তোমার ক্লিওপেট্রার ইমেজ নষ্ট কোরো না, জিসান।'

নেকাব আবার নামল। হাসল জিসান। বলল, 'সারাদিন কষ্ট করে সাজলাম…' অভিমানে আর কিছু বলতে পারে না। এগিয়ে গেল রানা, কিন্তু জিসান সরে গেল দ্রুত। বলল, 'না।'

আবার দেখল রানা চারদিক। বলল, 'কোথায় পেলে এসব?'

'হোটেলেই পেয়েছি। অনেক রোমান্টিক বিদেশী চায় আরবীয় রাত্রির আমেজ। নির্দেশ পেলে তাদের ঘর এভাবে সাজিয়ে দেয়া হয়।' জিসান হাসল, 'কিছু আমার নিজের কাছে ছিল।'

'তোমার পোশাক?'

'বাড়িতে গিয়েছিলাম দুপুরে, নিয়ে এসেছি।' জিসান হাসে, 'আমার সাতদিন ছুটি।'

'কিন্তু,' রানা বলল, 'আমার তো পোশাক নেই।'

'তুমি আগে এলে ঠিক যোগাড় হত।'

'আমার মেকআপ কি হবে?' রানা জিজ্ঞেস করল, 'মার্ক এন্টনী না সিজার?'

'মার্ক এন্টনী!' মৃদু হাসি টেনে বলল জিসান।

কোটটা ছুঁড়ে ফেলতে গেল রানা বিছানায়, কিন্তু তার আগেই জিসান ওটা ধরে ফেলল। ওয়ারড্রোব একটা পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল—তাতে রাখল।

'রোমানদের পোশাক এখন পাই কোথায়?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'রোমান সাজা তোমার ভাগ্যে নেই,' জিসান বলল।

'কিন্তু একটা পোশাকে অবশ্যি দেশ-কাল-পাত্র ধরা পড়বে না,' রানা বলল শার্ট খুলতে খুলতে, 'অকৃত্রিম পুরুষের পোশাক!'

'কি পোশাক?'

'আমার জন্মদিনের পোশাক।'

জিসানের চোখ রানার পেশীগুলোতে স্থির হয়ে থাকল। ওর পরনে এখন শুধু ট্রাউজার্স।

'তাতেও লোকে তোমাকে নিশ্চয়ই ওয়েল-ড্রেস্ড-ম্যান বলবে,' বলে সরে গেল জিসান শার্ট আর টাইটা ওয়ারড্রোবে রাখতে। জিসানকে দেখল রানা। কালো পোশাকটা বেশ স্বচ্ছ। এবং ভেতরে রয়েছে শুধু জিসান। তবে লেস প্যান্টি বোধহয় ক্লিওপেট্রাও পরত।

জিসান ফিরে এসে রানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেসে বলল, 'তোমার পোশাক পরছ না যে?' তাকিয়ে দেখল রানা হাসছে না। রানার চোখ তার শরীরে। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে তার শরীর। কিছু বলতে গিয়ে থমকে গেল। রানাও কিছু বলল না। জিসান জোর করে হাসল। বলল, 'খাবারের কথা বলব?'

'হ্যাঁ। প্রচুর পরিমাণে তামিয়া, ফালাফেল ফুল, কাবার, খিয়া…'

'আমি আগেই বলেছি।' জিসান হাসল, 'স্নান করে এসো। যাও।'

রানা গেল না। বলল, 'তুমি ক্লিওপেট্রা। সাধারণ যে-কোন পুরুষ তাকে আয়ত্তে আনতে পারত না। তার জন্যে সংগ্রহ করা হত বিশেষ ধরনের পুরুষ, হাবসী ক্রীতদাস। রোমান না হতে পারি—ক্রীতদাস হতে পারব।' রানা টি-পয়ের উপর রাখা লাল ভেলভেটের ঢাকনিটা তুলে নিয়ে বাথরুমের দরজা দিল। জিসান খাবার অর্ডার দিল কার্পেটের উপর শুয়ে পালং-এর নিচে লুকিয়ে রাখা ফোনে। তারপর চালিয়ে দিল টেপ রেকর্ডার। বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে। ঘর ভরে গেল মিশরীয় সুরে। আলো নিভিয়ে বেডসাইড লাইট আর ওপাশের একটা নীল আলো জ্বেলে দিল। ···বাথরুমের শাওয়ার খুলে দিয়েছে রানা। জিসান হাসল। দরজায় নক করল ওয়েটার। আগেই অর্ডার দেয়া ছিল। দরজা খুলে ওয়েটারকে ঘরে ঢুকতে দিল। লোকটার পরনে আরবীয় পোশাক। তার দু'জন সহকারী। তাদের সবার চোখ জিসানের শরীরে ঠিকরে পড়ে থমকে গেল—মৃদু উত্তেজনা দেখা গেল তাদের নির্বিকার মুখে। জিসান বলল, 'এখানে রেখে দিয়ে যাও—দরকার হলে খবর দেব।'

ওয়েটাররা চলে গেলে জিসান বিছানায় উঠে বসল। মাথার আবরণ নামিয়ে দিল। আধশোয়া ভঙ্গিতে বসল। বিশাল ট্রে-থেকে তুলে নিল এক থোকা আঙ্গুর—বরফ দেয়া।

ঠিক তখনই বাথরুমের দরজা খুলে গেল। জিসানের চোখ বিস্ফারিত হয়ে থমকে গেল। একটু কাঁপল। রানা দাঁড়িয়ে—পরনে শুধু এক টুকরো টকটকে লাল ভেলভেটের কাপড়। কালো চওড়া চামড়ার বেল্ট দিয়ে কোমরে শুধু জড়িয়ে দিয়েছে প্রাচীন ক্রীতদাসের মত। জিসান স্তব্ধ হয়ে গেল যেন।

এগিয়ে এল রানা। জিসান হঠাৎ অস্ফুট উচ্চারণ করল, 'রানা!' রানা দাঁড়িয়ে পড়ল। জিসান এবার স্বাভাবিকভাবে একটু হাসতে চেষ্টা করল। দেখল রানার পোড়া রঙের পেটা শরীর। উরু, পেট, ও বুকের মেদহীন পেশী। রানা দাঁড়িয়েছে। আরও বিশাল দেখাচ্ছে। পা দুটো ফাঁক করে বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে। ক্রীতদাস, হাবসী ক্রীতদাসের শরীরে কি এত শক্তির আভাস ছিল?

রানার চোখ স্থির। ছবির মত। যেন হুকুমের প্রত্যাশী।

'এসো, তোমার প্রিয়তমার পাশে দ্রুতপায়ে এসো,' জিসান মন্ত্রের মত আবৃত্তি করল, কবিতার কয়টি চরণ, 'রাজার ঘোড়াশালের তুমি যেন এক পক্ষিরাজ!' জিসান হাসল একটু। আবার বলতে লাগল, 'নানা জাতের হাজার ঘোড়ার মধ্যে বাছাই করা, আস্তাবলের রাজা।' এবার একটু শব্দ করে হাসল জিসান, 'তোমাকে নিয়েই লেখা, রানা। কবে লেখা হয়েছিল জানো? অন্তত পাঁচ হাজার বছর আগে প্যাপিরাসে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমাকে নিয়েই লেখা!' দু'হাত উঁচু করে ডাকল জিসান, 'এসো।'

এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে হাতটা ধরে আঙুলে ঠোঁট ছোঁয়ায় রানা। এবার খিলখিল করে হাসে জিসান। বলে, 'এ সেই ঘোড়া, যার দানাপানি আজব ধরনের। যার কদম প্রভুর নয়ন-রঞ্জন।' আঙ্গুরগুলো রানার মুখে দেয় জিসান একটা একটা

করে। মৃদুকণ্ঠে বলে, 'গোলাম, তুমি আমার সব কথা শুনবে, বুঝলে? ঘোড়াটার মত।' আবার আবৃত্তি করে, 'চাবুকের শিস্ কানে নিয়ে যে ছুট দেয় যোজন যোজন। সঙ্গে ওর পাল্লা দেয় এমন মহারথি মেলে না কোথাও।' জিসানের কণ্ঠ কেঁপে যায় যেন, 'ও তো দূরে নয়, ওই আসে, ওই যে আসে। বুকের মধ্যে সাড়া দেয়—রাজমহিলার হৃদয়ে।' চুপ করে যায় জিসান। দ্রুত শ্বাস নেয়। তারপর বলে, 'রানা!'

'ক্লিওপেট্রা।'

ট্রের খাবারের দিকে তাকিয়ে জিসান বলে, 'একটু পরে খাব আমি।'

'আমি ক্ষুধার্ত মহামান্য সম্রাজ্ঞী,' বলে উঠে বসল বিছানায়। ট্রে থেকে আস্ত হাঁসের কাবাবটা তুলে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে কামড় বসিয়ে দিল। জিসান হাসল। বলল, 'অবাধ্য ক্রীতদাসকে কি করত ক্লিওপেট্রা, জানো? কুমীরের মুখে দিত।' সরে এল জিসান রানার তাকিয়ায়—রানার বাঁ হাতটা নিয়ে ওর বুকে হেলান দিয়ে বলল, 'গোলাম, আমাকে খাইয়ে দাও।' রানা পুরো হাঁসটাই জিসানের মুখের কাছে ধরল। জিসান কামড় দিতে গিয়ে ব্যর্থ হলে রানা একটি অংশ খসিয়ে জিসানের মুখের সামনে ধরল। জিসান একটু একটু কামড়ে কামড়ে খেয়ে জগ থেকে একপাত্র মদ ঢালল। একটু চুমুক দিয়ে রানার মুখে ধরল। একটু চুমুক দিয়ে বলল রানা, 'শ্যাম্পেন কনিয়াক আর অরেঞ্জ জুস?' আরেক চুমুক দিয়ে বলল, 'বিউটিফুল।'

জিসান বলল, 'সমান পরিমাণে শ্যাম্পেন এবং অরেঞ্জ জুস। কনিয়াক একটু কম।' হাঁসের বুকের মাংস খসিয়ে মদে চুবিয়ে জিসানের মুখে দিল রানা।

খাওয়া হলে জিসান একটা তাকিয়া লাথি মেরে ফেলে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। উপুড় হয়ে খাবার ট্রে-টা কার্পেটে নামিয়ে রাখল রানা। পাত্রে কিছুটা মদ নিয়ে তাকিয়ায় হেলান দিল।

'এদিকে এসো,' জিসান বলল।

রানা শুধু তাকিয়ে একটু হাসল। জিসান একটা পা তুলে রানার হাতের পাত্রটা ফেলে দিতে চাইল। রানা হাত সরিয়ে নিল। জিসান যেন মজা পেল। আবার পা উঠাল। এবার রানা পা-টা ধরে ফেলল। টেনে কাছে নিয়ে এল। জিসান পা এবার রানার বুকে রাখল। পায়ের আঙুলে লোমশ বুকে বিলি কেটে বলল, 'পশু!'

পা-টা আরও উঠল। রানার গালে ছোঁয়াল। রানা তাকিয়ে দেখল, হাসছে জিসান। এবার পায়ের আঙুল রানার ঠোঁট ছুঁতে চেষ্টা করছে। আরেকটা পা বিছানায় বিছানো। ক্লিওপেট্রা-মার্কা কালো স্বচ্ছ-বাস হাঁটুর উপর থেকে খসে কোমরের কাছে জমেছে বেরিয়ে পড়েছে গোলাপী লেস প্যান্টি। গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে গেছে। বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা। জিসান ধরল। ওকে এক ঝটকায় বুকের উপর এনে ফেলল রানা জিসান ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'গোলাম আমার কথা শোনে না।'

'হুকুম হোক সম্রাজ্ঞীর। ক্রীতদাস প্রস্তুত।'

'আমাকে যুদ্ধ ভুলিয়ে দাও, গোলাম।'

*

'আমাকে বাঁচাও, রানা।'

অনেক পরে—ভোর রাতের দিকে যখন ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, বাজনা থেমে গেছে, দু'জন পাশাপাশি শুয়ে আছে ক্লান্ত হয়ে—জিসান রানার বুকে মাথা রেখে চোখ বুজে বলল, 'তুমি অদ্ভুত, তুমি···তুমি, তুমি আমার রাজা, আমার রাজা, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।' রানা ওর কপালে চুমু খেলো। জিসান আবার বলল, 'তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে রাখবে?'

'রাখব।'

'নিয়ে যাবে তোমার দেশে?'

'যাব।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

একসাথে ঘুমিয়ে পড়ল দু'জন।

ছয়

সকালে জিসানকে ঘরে রেখে তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কথা দিয়ে রানা গেল ২৬ জুলাই রোডের রূম নাম্বার সিক্সে।

কর্নেল সিক্স রানাকে বসতে বলে সামনের ফাইলপত্র গুছিয়ে রাখল। সিক্সের চোখে-মুখে আজ উত্তেজনা।

কিছুক্ষণ একভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, 'কয়েকটা সুখবর আছে।'

আগ্রহী হয়ে ওঠে রানা।

কর্নেল সিক্স স্থির কণ্ঠে বলল, 'জেনেভায় একটা ইসরাইলী প্লেন বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ভূমধ্যসাগরে তিরিশ অক্ষ তিরিশ দ্রাঘিমায় একটা জাহাজ ডুবেছে।'

'জানি ডুববে।' নিজের অস্থিরতাকে সংযত করল রানা।

'কি করে?'

'পাকিস্তানীরা করেছে এটা।'

'তোমার নির্দেশে?'

চুপ করে রইল রানা।

'তোমরা নতুন কোড ব্যবহার করছ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তোমার আগে থেকেই সব রিপোর্ট করা উচিত।' লোকটা একটা খাম এগিয়ে দিল, 'হেড-অফিস তোমাদের কংগ্রাচুলেশন জানাচ্ছে।'

উঠে পড়ল রানা। বলল, 'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আরও সুসংবাদ পাবেন আশা করছি।'

'আজ সুয়েজের তীরে বেশ বড় রকমের আক্রমণ চলেছে,' সিক্স বলল। 'মিসাইল ব্যবহার হয়েছে।'

কি ভীষণ রকম শীতল লোকটা! রানা ভাবল। বলল, 'যুদ্ধ চলবেই।'

'হ্যা।' উঠে দাঁড়াল কর্নেল সিক্স, 'যুদ্ধ চলবেই।'

বেরিয়ে এল রানা। কিছুদূর হেঁটে এসে গাড়িতে উঠল। জাহেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। মস্কোভিচ চলল ইমবাবার অভিমুখে। নির্জন জায়গায় এসে গাড়ি থামিয়ে এরিয়াল উঠিয়ে দিল। একটু চেষ্টা করেই জাহেদের কণ্ঠে শুনল, 'উল্টা পুল্টা সিক্সটি নাইন…' সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা শব্দ সব কিছুকে ঢেকে দিল। কোন কথা শুনতে পেল না—শুধু চিৎকার আর গণ্ডগোল।

কেউ একই ওয়েভে ডিসটারবেন্স সৃষ্টি করছে।

রেডিও ট্র্যান্সমিটার বন্ধ করে শহরের দিকে ফিরে চলল রানা।

বহুদূর পিছনে একটা ভক্সহল গাড়ি রানাকে ফলো করছে।

অফিসে রেডিওতে খবর শুনছিল ফায়জা। রানাকে দেখে হাসল। আবার মনোযোগ দিল রেডিওতে। যুদ্ধের খবর।

ফায়জা আজ কালো স্কার্ট পরেছে—গোলাপী ব্লাউজ, গলায় সাদা লেসের ফ্রিল। বেশ ফ্রেশ লাগছে।

রানা ভাবতে লাগল, জাহেদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে—পাম্প স্টেশনের ছেলেটি?

ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। ফায়জা তুলল, 'হ্যালো?'

রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার।'

রিসিভার তুলে নিল রানা।

'হ্যালো… কে বলছেন…?'

উত্তর এল, 'আমার নামে কিছু আসবে যাবে না। তবু ডাকতে হলে আমাকে শরিফ বলতে পারেন।'

'ঠিক আছে, মিস্টার শরিফ—কি করতে পারি আপনার জন্যে অর্থাৎ আপনি কি চান?'

'আপনার বন্ধু হবার সৌভাগ্য পেতে চাই,' কণ্ঠস্বর বলল। 'কতগুলো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে সাহায্য করার মত দুর্লভ সুযোগ আমি পেয়েছি।' বেশ কঠিন আরবী বলে শরিফ নামের ভদ্রলোক, 'অবশ্যি কিছু বলার আগে আমার জানা প্রয়োজন আপনি আমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন কিনা।'

একটু থেমে রানা বলল, 'কিন্তু সব কিছুর আগে জানা প্রয়োজন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতটা কি?'

'অবশ্যিই জানবেন। আপনি কি খুব অসহিষ্ণু?'

'এই মুহূর্তে ফোন রেখে দেবার মত অসহিষ্ণু নিশ্চয়ই হতে পারি,' রানা বলল, 'আমি ব্যস্ত লোক।'

হাসি ভেসে এল ওপাশ থেকে। শরিফ বলল, 'ব্যস্ততা এখনও আপনার শুরু হয়নি, মিস্টার মাসুদ রানা। ব্যস্ততা এখন শুরু হবে।'

থমকে গেল রানা।

'আপনি কি কিছু অনুমান করতে পারছেন?' শরিফ বলল।

'আমি ধাঁধার উত্তর ছেলেবেলায় দিয়েছি।'

'আরও একবার না হয় চেষ্টা করুন,' শরিফ বলল, 'অবশ্যি ধাঁধায় পড়েছি আমরা। নিঃসন্দেহে ডক্টর জিসান বাট আকর্ষণীয় মহিলা। এখানে অনেকে তার পেছনে ঘুরেও মনের নাগাল পাননি। আপনি কি করে পেলেন?'

'আমি পেয়েছি?' রানা বলল, 'আপনি বোধহয় আর কারও কথা বলছেন।'

'না, মিস্টার মাসুদ রানা, আমি আপনার সঙ্গেই কথা বলছি। আপনি কথা দিয়েছেন ডক্টর বাটকে দেশে নিয়ে যাবেন—সত্যি কি?'

'আমি কথা দিয়েছি?' এবার রানা অবাক হয়।

'অস্বীকার করতে পারবেন না। আমাদের কাছে গত রাতে আপনার রুমের প্রতিটি শব্দ রেকর্ড করা আছে। তবে আপনাকে কংগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি আপনার প্রচণ্ড··· কি বলে, একটু অশালীন হয়ে যাবে শব্দ ব্যবহার করলে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। সত্যি ডক্টর বাটই বোধহয় পৃথিবীতে আপনার বিছানার একমাত্র সঙ্গিনী হতে পারে।' শরিফ হাসল, 'মিস্টার রানা, একটি মেয়ের সঙ্গে বিছানায় কয়েকটা রাত কাটানো—আর দেশে নিয়ে আজীবনের সঙ্গিনী বানানো দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বলেই কি মনে করেন?'

'আপনি পরিষ্কার ভাবে কথা বলবেন কি?' রানা সোজা হয়ে বসল।

'একেবারে চমকে দেবার ইচ্ছে আমার ছিল না—কিন্তু যখন বলছেন তখন সংক্ষেপে আপনার জন্য খবর হচ্ছে: ডক্টর জিসান বাট আজ সকাল এগারোটা দশ মিনিট থেকে আমার অতিথি হয়েছেন।'

'মানে?' চমকে উঠল রানা, 'তার কি হয়েছে?'

'এখনও কিছু হয়নি।' শরিফ বলল, 'বেশ সুস্থই আছেন। তবে গতরাতের পর সকালে এই চমকের জন্য কিছুটা উত্তেজিত অবস্থায় আছেন—এই যা। হঠাৎ করে নতুন পরিবেশ বলেই হয়তো···'

'মানে আপনি জিসানকে কিডন্যাপ করেছেন?'

'অনেকটা তাই। হ্যাঁ, তাই বলা যায়।'

'বাজে কথা!' রানা রেগে ওঠে।

'আপনি আপনার হোটেলে টেলিফোন করে দেখতে পারেন। তারা বলবে: এগারোটায় ডক্টর বাটের নামে আপনার রুমে একটি মেসেজ আসে, মাসুদ রানা অ্যাকসিডেন্ট করে হসপিটালে গেছে—ডক্টর বাট তখন ছুটে বেরিয়ে যান—একটা ট্যাক্সিতে ওঠেন। এ খবরটুকু তারা এখনই দেবে। তারপরের ঘটনা···ট্যাক্সি ড্রাইভার আমার লোক।'

দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল রানা, 'আমি তোমাকে খুন করব জিসানের কিছু হলে।'

'নাটুকেপনা পরে করবেন, মি. রানা। ডক্টর বাট বেশ সুস্থই আছেন। এখন আমাদের কাছে ডক্টর বাট অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস, স্বভাবতই তাকে সযত্নে রক্ষা করব—কারণ আমাদের দরকার আপনার সহযোগিতা।'

'যদি না করি?'

'সেটা আপনার ইচ্ছা,' শরিফ বলল। 'তবে সহযোগিতা আপনি করবেন। আপনার সহযোগিতার উপরই নির্ভর করছে মিস বাটের নিরাপত্তা।'

'কত টাকা চাও?' রানা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

'এক পয়সাও না,' শরিফ বলল। 'আমি কোন গুণ্ডা দলের সর্দার নই, আপনি তা জানেন। আমি শরিফ লোক।'

'আমি জানি তুমি জিওনিস্ট···।' কথা শেষ করতে পারল না রানা। লাইন কেটে গেল।

দু'তিনবার হ্যালো বলে নামিয়ে রাখল রিসিভার। ফায়জা বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। রানা কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল—উঠল মস্কোভিচে। ছুটে চলল হোটেল সেমিরেমিসের উদ্দেশে।

না, নেই জিসান। ঘর খালি। জিসানের জিনিসপত্র যা এনেছিল তেমনি রয়েছে। বিছানা এলোমেলো, কার্পেটে জিসানের ছেঁড়া ক্লিওপেট্রা-গাউন, গোলাপী প্যান্টি, লাল ভেলভেট, কালো বেল্ট—সব তেমনি আছে, জিসান নেই।

রিসেপশন শরিফের কথারই পুনরাবৃত্তি করল।

ঘরে ঢুকতেই ফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুলে নিল রানা।

ভেসে এল শরিফের কণ্ঠ, 'কি, বিশ্বাস হচ্ছে?'

লাইন কেটে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ঘর থেকে বেরিয়ে লিফটে করে নিচে নেমে গেল রানা।

এবার রানার গাড়ি ছুটে চলেছে জিসানের বাড়ির উদ্দেশে। জিসানের সুটকেসের সঙ্গে চাবির রিংটা ছিল।

কিন্তু জিসানের দরজা খুলতে চাবির দরকার হলো না। কেউ দরজা আগেই খুলেছিল। বের করল রানা পিস্তল—এক ধাক্কায় খুলে ফেলল দরজা। ভেতরে গিয়ে পড়ল। ডাকল, 'জিসান।'

কেউ নেই।

ঝনঝন করে বাজছে শোবার ঘরের ফোন—রানা রিসিভার তুলল, 'হ্যালো?'

'এবার নিশ্চয়ই আর সন্দেহ নেই?' শরিফের কণ্ঠ।

একটু ভাবল রানা। বলল, 'না, নেই। কি চাও তোমরা?'

'এই তো ভাল ছেলের লক্ষণ! আমাদের চাওয়া খুব বড় কিছু না—কয়েকট খবর। ওটা পেয়ে গেলে—আজ রাতেই মিস বাটকে ফেরত পেয়ে যাবেন।'

'কিন্তু আমার সোনালী প্রোডাক্টের চাকরিতে এখন কোন খবর নেই; পাটের দাম ছাড়া—যা আপনাদের দিতে পারি।'

'এবার আপনি বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছেন,' শরিফ বলল। 'আমরা জানি আপনি কে, কি আপনার কাজ। আপনাকে এখনই আমরা সামরিক সিকিউরিটি পুলিসের হাতে দিতে পারি মস্কোভিচের রেডিও ট্র্যান্সমিটারের জন্যে। জানি পরে ছাড়া পেয়ে যাবেন পরিচয়পত্র দেখিয়ে—কিন্তু আপনার সব পরিকল্পনা তাতে ভেস্তে যাবে। তা ছাড়া আপনাকে হত্যা করাও যেত—করিনি।'

'যা করেননি তা অতীতের বিষয় হয়ে গেছে,' রানা বলল, 'আগামী পরিকল্পনার কথা বলুন।'

'আপনাকে হত্যা করলে আর একজন আপনার স্থান নেবে। আপনি সাহসী লোক। আমরা আপনাকে প্রথম দিন থেকেই চিনে ফেলেছি একথা জানা সত্ত্বেও আপনি কেটে পড়েননি। এটা অবশ্যি বোকামি। যাই হোক সব কিছু এখন অতীত,' শরিফ বলল। 'আমার ধারণা, মিস বাট দু'দিনেই আপনার অনেকখানি দখল করে নিয়েছিল। আমাদের এই প্রফেশনে যারা আছে তাদের জীবনে আনন্দমুহূর্তগুলো ভীষণভাবে মনে রাখার মত এবং প্রয়োজনীয়। আনন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ একটি নারীর সান্নিধ্য…নয় কি?'

'আমার জ্ঞান সীমিত।'

'কিন্তু আপনার সম্পর্কে যতদূর জানি আপনার গৌরবকাহিনীকে কারুকার্যমণ্ডিত করেছে অসংখ্য নারী মন, দেহ,' শরিফ বলল। 'অবশ্যি সব এক রাতের ব্যাপার—ভালবাসা সেখানে নেই।'

'ভাল না বেসে কারও সঙ্গ আমার পছন্দ নয়,' রানা বলল। 'আমার সম্পর্কে আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডারে এটাও যোগ করবেন।'

'তবে আপনার ভালবাসার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে অফুরন্ত,' শরিফ বলল। 'মিস বাটকে কি ভালবাসেন? আমাদের টেপ বলে, বাসেন। মিস বাটের আনন্দ-চিৎকার মাঝে মাঝে একটু বেশি রকমের হয়ে গিয়েছিল, নয় কি? যাই হোক, আপনি ভালবাসতে পারেন জেনেই আমরা ধারণা করেছি, মিস বাটের মূল্য আপনার কাছে আছে। এবার বলুন আপনি আমার কথায় রাজি হবেন কিনা।'

'আপনি কি আমাকে আমার দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলছেন?'

'আপনার দেশ মিশর নয়।'

'কিন্তু আমি দেশের পক্ষ থেকে কাজ করতে এসেছি।'

'ইচ্ছে করলে আপনি দেশ-প্রেম দেখাতে পারেন,' শরিফ বলল। 'মাসুদ রানা, আপনাকে একদিন সময় দেয়া হবে। আমাদের কথায় রাজি না হলে পরশুদিন সকালে একটি ফটোগ্রাফ পাবেন, যার বিষয় হবে—মৃত্যু বেঁচে থাকার চেয়ে অনেক ভাল।'

'একদিন এত বড় সিদ্ধান্ত নেবার পক্ষে অনেক কম সময়।'

'চব্বিশ ঘণ্টা অনেক সময়,' শরিফ বলল। 'অবশ্যি এই চব্বিশ ঘণ্টায় সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও ছবিটি হাতে পৌঁছলেই পারবেন। সেটা হবে একটি ভয়াবহ রেপের দৃশ্য।'

'কিন্তু আপনার কণ্ঠ শুনে মনে হয় না আপনি পারবেন একটি মেয়ের উপর…'

'আমি না। আফ্রিকার অভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করা লোক আমি নিয়োগ করব। আসল ক্রীতদাস, মিস্টার রানা—শুধু অভিনয় নয়।' হাসল শরিফ। 'লোকটার হাতে এ-পর্যন্ত বেশ কয়েকটা মেয়ে মারা গেছে।'

'জিসানের কিছু হলে,' রানা দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'তুমি জেনে রাখো আমি তোমাকে খুঁজে বের করবই।'

'ভয় দেখানো?' শরিফ হাসল, 'খালি কলসির বাজনা। ওতে ডক্টর বাট রক্ষা

পাবেন না। আর আপনিও পালিয়ে রক্ষা পাবেন না। হয় গোপন হত্যাকারীর হাতে আহসানের মত খুন হবেন, নয়তো আপনাকে বিদায় উপহার দেয়া হবে ডক্টর বাটের কফিন। মিস্টার মাসুদ রানা, ডক্টর বাট আপনার দেশে যেতে চেয়েছিলেন...'

কথাটা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মনটা অন্যদিকে নিতে চাইল রানা। বলল, 'দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে আমি পারি না।'

'তাতে লাভ হবে না। দেশকে ভালবাসতে হলে আপনার জীবনটা দরকার। বেঁচে থাকার দরকার আছে। আমাদের হাতে দুটো জিনিসই আছে—আমার প্রস্তাব না মানলে আপনাকে হত্যা করা হবে।'

'সেটা বরং ভাল।'

'আমার তা মনে হয় না,' শরিফ বলল। 'জীবন—বেঁচে থাকাই সবসময় সুন্দর! হতে পারে তা বিশ্বাসঘাতকের জীবন।'

'ওটা তোমার আদর্শ।'

'মাসুদ রানা, ঠিকই ধরেছেন, আমি জঘন্য ধরনের লোক। আমি আমার প্রস্তাবটা একটু ঘুরিয়ে নিচ্ছি। ধরুন, আপনার বিশ্বাসঘাতকতার কথা কেউ যদি না জানে?'

'আমি জানব।'

'অতএব আপনার উত্তর...'

'না।' রানাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। হঠাৎ বলল, 'আপনাদের কথামত কাজ করব—আপনারা যে আপনাদের কথা রাখবেন তার কোন নিশ্চয়তা আছে?'

'নেই। কিন্তু আপনার সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা উচিত আমরা আপনার কাছে যা চাই তা পেয়ে গেলে ডক্টর বাটের এক পয়সা দাম আমাদের কাছে থাকবে না, আপনার কাছে তা যত অমূল্যধন হোক না কেন।'

রানা জানে, শরিফ মিথ্যে বলছে। জিসানকে ওরা মুক্তি দেবে না। যে পথের ইশারা ওরা দেখাচ্ছে সে পথে এক পা গেলে আর ফেরার রাস্তা থাকবে না। কিন্তু এটাই জীবনের পথ। রানা বলল, 'জিসান কেমন আছে না জানলে আপনার কথায় রাজি হতে পারি না। ও বেঁচে আছে?'

'অকারণ হত্যার ঝামেলা কেন করতে যাব?'

'তোমাদের দিয়ে সব সম্ভব।'

শরিফ কয়েকটা মুহূর্ত কথা বলল না। তারপর শোনা গেল, 'যদি আপনি তার দেখা পান—কথা বলতে পারেন?'

রিসিভার আরও চেপে ধরল রানা, বলল, 'কখন?'

'আগামীকাল, অবশ্যি অন্য কারও সাহায্য যদি গ্রহণ না করেন,' শরিফ বলল। 'আপনার একটি বেসামাল পদক্ষেপ আপনাকেই শেষ করে দিতে পারে। গুডবাই, মিস্টার মাসুদ রানা, আগামীকাল দেখা হবে।'

লাইন কেটে গেল।

ক্লিওপেট্রার বিছানায় ঘুম ভাঙল রানার। কায়রোয় আরও একটি রাত কাটল। আজ একা, গতকাল রাতের সাজানো ক্লিওপেট্রার বাসরে ঘুম থেকে উঠল। এলোমেলো

ঘর।

জিসানের কাপড়-চোপড় ওর অনুপস্থিতিকে স্মরণ করিয়ে দিল। মেয়েটির দুর্ভাগ্য, মাসুদ রানার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। খুঁজে বের করল রানা লুকানো মাইক্রোফোন বেড-সাইড ল্যাম্পের শেডের ভেতর থেকে। গোসল-শেভ সেরে হোটেল থেকে বেরুল। রানার মস্কোভিচ হোটেল সেমিরেমিসের গেট দিয়ে বেরুতে তার পিছু নিল সেই ভক্সহল। হয়তো ওরা সারারাত হোটেলের সামনে অপেক্ষা করেছে। ভক্সহলটাকে ইচ্ছে করেই কাটাল না রানা।

রানা ভাবছে জিসানকে নিয়ে।

অফিসের সামনে মস্কোভিচ দাঁড় করিয়ে ফুটপাথে দাঁড়াল ও। ভক্সহলটা সাঁ করে বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে। অফিসে ঢুকতেই শুনল, ফোনে ফায়জা কার সঙ্গে যেন খুব হাসছে। রানাকে দেখে থমকে গেল। হাসি থামিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগল।

নিজের চেয়ারে বসে ফায়জার দিকে তাকাল রানা। ফায়জাকে আজ একটু বেশি রকমের ফ্রেশ লাগছে। ওর চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, চোখটা সরল হাসিতে ভরা। এবং ছেলেমানুষীতে। সবার কথা শোনে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে, সন্ধ্যা রাতেই বিছানা নেয়। এবং একা একা মুখে বুড়ো আঙুল পুরে ঘুমায়।...প্রথম দিন ওকে দেখে রানার রোমান্টিক চিন্তা হয়েছিল। আর ভাববে না। এখন রানার ভাবনা—জিসান।

জিসানকে বাঁচাতে হবে। দেখতে হবে কোথাকার পানি কোথায় যায়। রানা জানে মৃত্যু তাকে ঘিরে আছে। চারদিকে পাতা ফাঁদ। কিন্তু দেখতে হবে আহসান কেন মরল।

রিসিভার নামিয়ে রেখেছে ফায়জা! রানার চোখে চোখ পড়তেই বলল, 'স্যার, খবর পেয়েছেন, তেল-আবিব-হাইফার রেল-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে? ত্রিপোলীতে একটা ইসরাইলী জাহাজে জ্যান্ত টাইম-বোমা পাওয়া গেছে?'

'না, শুনিনি,' রানা বলল। 'তোমার কাছ থেকে শুনব বলে। বলো, আর কি কি খবর আছে?'

একটু লাল হলো ফায়জার মুখ। গম্ভীর। আবার হাসল। বলল, 'দুটো ফোন এসেছিল। বলে দিয়েছি, ২৯ জুলাইয়ের পরে যোগাযোগ করতে।'

'২৯ জুলাই?'

'আপনি এখন ব্যস্ত,' ফায়জা বলল। 'আপনি বলেছিলেন।'

'হ্যাঁ, ব্যস্ত,' রানা বলল। 'ছোটখাট কাজগুলো আপাতত তুমিই করতে পারো, ক'দিন।'

'করব,' ফায়জা হাসল, 'স্যার, পিরামিড দেখতে গিয়েছিলেন?'

'যাব আগামী শনিবার, ভাবছি।'

ফায়জা ওর সবুজ চোখ দিয়ে রানাকে দেখতে লাগল। রানা দেখল ও একটু বেশি আগ্রহ নিয়ে দেখছে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, এখানে কি কোন অসুবিধা হচ্ছে?'

'কিসের?' অবাক হয়ে তাকাল রানা। 'কেন, কায়রো আমার চেনা জায়গা।'

'না…' একটু ইতস্তত করল ফায়জা। বলল, 'আপনাকে একটু অন্য রকম লাগছে।'

'গতকাল রাতে একটু বেশি ঘুমিয়েছি।' উঠে কাঁচের জানালার কাছে গেল রানা। দেখল ফুটপাথের ধার ঘেঁষে রাখা মস্কোভিচের পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে নীল ভক্সহল। ওরা আর লুকোচুরি করছে না।…ফায়জার দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল রানা। সবুজ চোখে কৌতূহল। চুল লালচে কালো, মুখটার অর্ধেক ঢেকে রেখেছে। জিসানের চোখ কালো, কিন্তু কোথায় যেন দু'জনের মিল আছে। মিল হচ্ছে দু'জনই মেয়ে। দু'জনেরই রহস্য আছে। গোপনীয়তা আছে। এবং অবিশ্বাস আছে।

রানার দৃষ্টির সামনে একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে ফায়জা। রানা ভাবে, এর ছোট মাথায় কি কি খেলেছে কে জানে। নারী চরিত্র কি যেন কথাটা? ভাবতে শুরু করে রানা। হঠাৎ রানার মনে হলো: মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। ও কেন এখানে চাকরি করতে এসেছে? এই অস্থায়ী চাকরি?

চেয়ারে বসল রানা। হাতে নিল লেটার-ওপেনার ছুরিটা। কাঁচের উপর দাগ দেবার চেষ্টা করে বলল, 'তুমি আমার সম্পর্কে একটু বেশি ভাবছ।' নিজেই নিজের কণ্ঠের হঠাৎ উগ্রতার জন্যে অবাক হয়ে গেল রানা।

বিপন্ন দৃষ্টি সবুজ চোখ তাকে দেখছে। তারপর চোখে উষ্ণতার আভাস পাওয়া গেল। ফায়জা বলল, 'সেক্রেটারিরা তাদের বস্ সম্পর্কে সব সময় একটু বেশি ইন্টারেস্ট দেখিয়ে থাকে।' একটু হাসল, 'আপনার তা জানা উচিত।'

রানা হাসল, 'তুমি খাঁটি সেক্রেটারি দেখছি।'

'ভেবে-চিন্তে কথাটা বলা উচিত, স্যার,' ফায়জা সহজভাবে হাসল, 'এবার আমি বেতন বাড়ানোর দাবি তুলতে পারি।'

'অবশ্যি বাড়িয়ে দেব, যদি তুমি সততা, ভদ্রতা এবং বাধ্যতার সঙ্গে কাজ করে যাও,' বলল কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে।

ফায়জা হেসে ফেলল। বলল, 'এর আগে যেখানে কাজ করতাম সেই বস্-ভদ্রলোক আমার বেতন ডবল করে দিতে চেয়েছিল যদি তার সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে অভদ্র হতাম।'

রানাও হাসল। বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই চড় কষে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এলে?'

'না,' অপরাধীর মত বলল, 'অত সাহস আমার হয়নি। পরদিন আর অফিসে গেলাম না। এখানে চাকরি নিলাম।'

'এখানকার চাকরিতে তুমি নিশ্চয়তা বোধ করো?' রানা বলল, 'আমি আমার কথা বলছি।'

'কি জানি!' রানার চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে অনির্দিষ্ট ভাবে হাসল ফায়জা। বলল, 'দু'দিন কেবল দেখছি আপনাকে। আপনিও পুরুষ মানুষ, অন্য রকম হবেন কেন?'

আরও আরাম করে বসল রানা। বলল, 'ভাল প্রশ্ন। রীতিমত ভাবতে হবে প্রশ্নটা নিয়ে। যাক্, আমাদের আলোচনা কোত্থেকে শুরু হয়েছিল?'

'আমি আপনাকে বলেছিলাম পিরামিড দেখতে গিয়েছিলেন কিনা,' ফায়জা

এফিশিয়েন্ট সেক্রেটারির মত উত্তর দিল।

'যাব ভাবছি,' গাল-গল্প দিয়ে সময় কাটাতে চায় রানা। আসলে অস্থির বোধ করছে সে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে যাবে?'

'আমি···' ফায়জা খুশি হয়ে উঠে আবার থমকে গেল, বলল, 'স্যার, আপনি সিরিয়াস না।'

ফায়জার কণ্ঠে চমকে যায় রানা। ছেলেমানুষ নিঃসন্দেহে—নইলে রানার শঠতাকে এভাবে ধরে দিত না। উঠে আবার জানালার কাছে গেল রানা। ভক্সহল এখনও দাঁড়িয়ে আছে। ওরা রানাকে জানাতে চায় রানা নজরবন্দী।

ফোন বেজে উঠল।

ফায়জা তুলল রিসিভার, 'হ্যালো, সোনালী···রং নাম্বার!' ক্রেডলে নেমে গেল রিসিভার। ফায়জা টাইপ রাইটার টেনে নিল।

'রং নাম্বার একটু বেশি রকমের ডিসটার্ব করছে—তোমার রিপোর্ট করা উচিত,' রানা বলল।

ফায়জা মুখ তুলল। 'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

আবার চেয়ারে বসল রানা। এবং প্রায় তখনই উঠে পড়ল। ফায়জার উদ্দেশে বলল, 'আমি বাইরে বেরুচ্ছি। মিনিস্ট্রি অভ ট্রেড-এ যেতে পারি। আমার ফিরতে দেরি হলে ফোন করব।'

অন্যমনস্কভাবে শুনল ফায়জা কথাগুলো। রানা বুঝল অন্য কিছু ভাবছে মেয়েটা। হয়তো হতে পারে প্রেমে পড়েছে। সুন্দর মেয়েটা। শরিফ নামে লোকটার দলের সঙ্গে এর যোগাযোগ কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সে সুযোগই হয়তো এই সুন্দরী গ্রহণ করতে পারে। দুনিয়ায় অসম্ভব কি?

ভক্সহল রানাকে ফলো করছে। বেশ কয়েকটা গাড়ির পিছনে পিছনে আসছে। গাড়িটা হঠাৎ ফুটপাথের পাশে দাঁড় করাবার ভান করল রানা। দুই গাড়ির মধ্যের গাড়িগুলো ওভারটেক করলে রানা ভক্সহলের আগে আগে এগিয়ে চলল। ড্রাইভারের ভারী শরীর, অস্বাভাবিক উঁচু কাঁধ, ভারী থুতনি। উচ্চতায় সাধারণের চেয়ে নিচে। সাধারণ দেখতে। হাজার লোক এরকম পাওয়া যাবে রাস্তায় তাকালে। লোকটার পরনে একটা নীল স্পোর্টস জ্যাকেট।

ড্রাইভার রানাকে এভাবে স্বেচ্ছায় সামনে সামনে এগোতে দেখে ঘাবড়ে গেল। সে হঠাৎ পিছিয়ে পড়তে আরম্ভ করল। মস্কোভিচ আরও স্লো করল রানা, কিন্তু ভক্সহল বেমালুম কেটে পড়ল বামদিকে একটা গলি পেয়ে। হঠাৎ গাড়ির গতি বাড়িয়ে ঘোরা পথে এগিয়ে চলল রানা। আবদেল আজিজ রোডে এসে মস্কোভিচ থামিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে বলল, '২৬ জুলাই রোড।'

হলদে বিল্ডিং থেকে অনেক দূরে দাঁড় করাল ট্যাক্সি। না, ভক্সহল কাছে পিঠে নেই।

রুম নাম্বার সিক্স।

রুমের সামনে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখল রানা। এ বিশাল বিল্ডিংটায় বেশ বড় বড় কয়েকটা অফিস আছে। কিন্তু এই করিডরটা কী নির্জন, কী শীতল! দুটো পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। থমকে গিয়ে দেয়ালে একটা সাহিত্য সম্মেলনের

পুরানো পোস্টার দেখতে লাগল রানা। না, কেউ এদিকে এল না। নক করল দরজায় তিনবার দ্রুত—তারপর দুটো ধীরে ধীরে।

দরজা খুলে গেল।

প্রথম দিনের সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে। রানাকে দেখে দরজাটা আরও মেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল। রানা ভিতরে গেলে মেয়েটি বাইরে থেকে দরজা টেনে দিল।

কর্নেল সিক্স চুরুট ধরাচ্ছিল। আজ জানালার পর্দাটা একটু সরিয়ে দেয়া হয়েছে। টাকটা আরও চকচক করছে জানালা থেকে আসা আলোয়।

'হঠাৎ?' সিক্স জিজ্ঞেস করল, 'বিপদ?'

দুটো প্রশ্ন করল দুটো শব্দে। রোলগোল্ডের চশমার নীলাভ লেন্সের ভেতরে দুটো পাথরের চোখ যেন স্থির হয়ে আছে রানার উপর।

রানা বলল, 'বিপদ।'

'কিন্তু বিপদকে এড়িয়ে চলাই আমাদের উচিত,' কর্নেল সিক্স বলল। 'আল-ফাত্তাহর সশস্ত্র বাহিনীর লোক আমরা নই। আমরা কোন রিস্ক সাধারণত নিই না।'

'অকারণ রিস্ক নেয়া উচিতও নয়,' যেন আত্মসমালোচনা করল রানা।

'আপনার সম্পর্কে আমাকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে,' সিক্স বলল। 'আপনার রিপোর্ট কবে দিচ্ছেন?'

'আমাকে সময় দিতে হবে।'

চেয়ারে হেলান দিল কর্নেল সিক্স। দু'হাতের আঙুলগুলো পরস্পরকে ছুঁয়ে রইল। রানাকে ভালভাবে দেখল, বলল, 'মিশর মনে হয় যুদ্ধে নামবে। আমাদের একটু বেশি সাবধান হতে হবে তার জন্যে।'

'কিন্তু আহসানের মৃত্যুর কারণটা উদ্ধার করতেই হবে,' রানা বলল।

'আমার এখনও ধারণা—আহসানের মৃত্যুর কারণ ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার।'

'হয়তো,' রানা বলল। 'তবু আমাদের দেখতে হবে।'

'হবে,' আস্তে নিজের মনে উচ্চারণ করল সিক্স। 'আমার কথা হচ্ছে আমাদের সময় অফুরন্ত নয়।'

'আমি তা জানি। প্রয়োজনীয় সময়টুকু আমাদের ব্যয় করতেই হবে,' একটু উগ্রভাবে বলল রানা।

'মিস্টার মাসুদ রানা, আপনাকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে?' নীল চশমার ভিতরে অকম্পিত চোখ।

'আমার পেছনে ফেউ লেগেছে…'

সোজা হয়ে বসল কর্নেল সিক্স। জিজ্ঞেস করল, 'এখানে ফলো করেছে?' একটু থেমে বলল, 'রুম নাম্বার সিক্সকে সব সন্দেহের বাইরে রাখতে হবে।'

'এই খেলার কোনকিছুকেই সন্দেহমুক্ত আশা করা যায় না,' রানা উত্তর দিল।

'আপনাকে একটু বেশি উত্তেজিত দেখাচ্ছে,' সিক্স বলল।

'কারণ আপনাকে বললাম,' রানা বলল। 'আমি উঠতে চাই। আগামী দু'একদিনের মধ্যে হয়তো যোগাযোগ করতে পারব না।'

'আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন?'

'উইক এন্ডে যেতে পারি,' রানা বলল, 'আমার সহকর্মী মেয়েটি সুন্দরী এবং

ভাল সঙ্গিনী হতে পারে।'

'সাবধানে থাকতে চেষ্টা করবেন,' কর্নেল সিক্স বলল। 'জেনেভা এবং এথেন্সে আপনি যোগাযোগ করেছিলেন?'

'পারিনি করতে।'

'ইউরোপে আপনাদের সাহসী বন্ধুরা যারা কাজ করছে,' সিক্স বলল, 'ওরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে সরাসরিভাবে।'

'আপাতত আমিই যোগাযোগ রক্ষা করব।'

'যদি আপনার কিছু হয়?'

'নতুন লোক আসবে,' রানা বলল। 'এই কাজে এটাই নিয়ম।'

'আপনি দার্শনিক হয়ে পড়ছেন,' সিক্স বলল। 'আবার দেখা হবে।'

'আমার রিপোর্টসহ দেখা করব ঠিক চারদিন পর—এই সময়।'

দরজার কাছে এসে আবার তাকাল রানা সিক্সের দিকে। তার চোখ তখন কড়িকাঠ গুনছে। লোকটাকে দেখতে মনে হয় মফঃস্বল কোর্টের উকিলের মুহুরি। অথচ এই লোকটার নির্দেশেই হাজারটা লোকের জীবন যেতে পারে মুহূর্তে। কারও চলাফেরায় একটু সন্দেহ দেখলেই—শেষ!

রানা, সাবধান! হাজার লোকের একজন তুমিও হতে পারো!

সাত

চারদিকে সাবধানে দেখে নিয়ে রাস্তা ক্রস করল রানা। একটা ট্যাক্সি ডেকে আবদেল আজিজ রোডে দাঁড় করানো মস্কোভিচের কাছে ফিরে এল সে। চাবি বের করে কী-হোলে দিয়ে থমকে গেল। বুঝল চাবি একা তার কাছেই নেই। কেউ দরজা খুলেছিল।

এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলতেই দেখল একটা কার্ড ঝুলছে সুইচ প্যানেলের সঙ্গে। গাড়িতে উঠে বসে নোটটা তুলে ধরল চোখের সামনে। ইংরেজিতে একটা নির্দেশ টাইপ করা: 'যদি শরিফের শর্তে রাজি থাকেন তবে গোল্ডেন স্লিপারে রাত ৯টায় উপস্থিত থাকবেন।'

আশপাশে লোকের ভিড়। লাঞ্চ আওয়ার। এদের মধ্যে কেউ রানাকে চোখে চোখে রাখছে। ছোট্ট নোট। কিন্তু সব কথাই পরিষ্কারভাবে বলেছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা। জিসানের সঙ্গে দেখা হতেই হবে আবার। তাহলে জানা যাবে আহসান কেন খুন হলো।

অফিসে এসে দেখল ফায়জা তার ব্যাগ থেকে ছোট আয়নায় মুখটা দেখে নিচ্ছে। রানাকে দেখে বলল, 'স্যার, আমি লাঞ্চে একটু আগেই যাচ্ছি। আমার কিছু কেনাকাটা আছে। সন্ধ্যায় ব্ল্যাক-আউট।'

'ঠিক আছে। আচ্ছা, দাঁড়াও, আমার জন্যে এক প্যাকেট সিনিয়র সার্ভিস নিয়ে এসো যদি কিছু মনে না করো।' দশ ইজিপশিয়ান পাউন্ডের নোট দিল ফায়জার

হাতে।

ফায়জা হাসল। ব্যাগে নোটটা রেখে একটু ইতস্তত করল—কিছু বলতে চেয়েও বলল না। দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল। ওর হাই হিলের শব্দ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে জানালা কাছে দাঁড়াল রানা। ফায়জা রাস্তা ক্রস করছে। ফারুককে ডেকে লাঞ্চের ছুটি দিল সে।

ফারুক সালাম জানিয়ে চলে গেলে ফায়জার টেবিলের ড্রয়ার খুলল রানা। কার্বন পেপার···একটা স্ট্যাপলিং মেশিন··· নেইল কাটার, নকশা করা লিপস্টিক-চর্চিত রুমাল, চুলের ব্রাশ, স্প্রেয়ার, টাইপ রাইটারের তেল, দুই বাক্স পেপার-ক্লিপ, গোলাপী রঙের একটা হেয়ার-ব্যান্ড। দ্বিতীয় ড্রয়ারে দু'তিনটে আরবী থ্রিলার নভেল, টাইপ রাইটারের প্লাস্টিক কভার, একটা কফির কৌটো—ম্যাক্সওয়েল হাউজ।···কিছু পেল না, শুধু মেয়েটা বড় বেশি সাধারণ মেয়ে, এ-কথাটা আবিষ্কার করা ছাড়া।

নিজের টেবিলে বসে সোনালী প্রোডাক্টসের একটা ফাইল দেখতে লাগল রানা। এমন কি দুটো টাইপ করা দরখাস্তে সইও দিয়ে ফেলল।

কিছুটা চিহ্ন থাকুক, মাসুদ রানা বলে কেউ এই অফিসে বসেছিল।

ফায়জা ফিরে এল দুটো পনেরো মিনিটে। নিজের কাজে মন দিল। বেশ গম্ভীর লাগছে ফায়জাকে। সোনালী প্রোডাক্টসের হয়ে কয়েকটা ফোন করল। সব জায়গায় জানাল শীঘ্রি যোগাযোগ করা হবে। পাঁচটায় উঠল। সব গুছিয়ে রানাকে ডাকল। ফায়জা দেখল, রানা ঘুমিয়ে পড়েছে। কি আশ্চর্য!

একটা হাসি দেখা গেল ওর ঠোঁটে। আবার ডাকতে গিয়ে ডাকল না। নিজের চেয়ারে বসে পড়ে দেখল ফারুক এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে চাবি। ও অফিস বন্ধ করবে। রানাকে দেখে নিয়ে ফারুককে ছুটি দিয়ে দিল ফায়জা। ফারুক চলে গেল। পুরো অফিস বিল্ডিং নির্জন। বাইরে রাস্তায় লোক চলাচলের হৈ-চৈ শোনা যাচ্ছিল—তাও নীরব হয়ে এল। আস্তে ড্রয়ার খুলে একটা বই বের করে পড়তে লাগল ফায়জা। কিন্তু পড়তে পারছে না। বারবার চোখ তুলে রানাকে দেখছে। এক সময় ডুবে গেল থ্রিলারে।

তন্দ্রা ভেঙে যেতেই টেবিল থেকে পা নামাল রানা। কি ভয়ঙ্কর নির্জন চারদিক! চোখ পড়ল ফায়জার ওপর। একমনে বই পড়ছে।

খট্ করে লাইটার জ্বালানোর শব্দে চমকে তাকাল ফায়জা। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। রানাকে দেখে সারা মুখে রক্ত যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাসল।

'তুমি এখনও যাওনি?' রানা জিজ্ঞেস করল লাইটার নিভিয়ে।

'আপনি···' একটু থমকে গেল ফায়জা, বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।'

'ঘুম সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ,' রানা ধোঁয়া ছেড়ে বলল। 'অফিস বসদের স্বাস্থ্য সাধারণত বেশ ভালই থাকে।' ঘড়ি দেখল, পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ। নয়টা পর্যন্ত কোথাও কাটাতে হবে—কোথায়?

'স্যার, কফি?'

'এখানে!' অবাক হলো রানা।

'হিটার আছে, আমি প্রায়ই বানিয়ে খাই,' বাচ্চা মেয়ের মত বলল।

'তোমার আগের বস্ কফি পছন্দ করত?'

রানার চোখে তাকাল মেয়েটি। সবুজ চোখ, অথচ চাউনি জিসানের মত। মায়া আছে চোখে। হয়তো জিসানের মত···না, জিসানের তুলনা হয় না।

রানা বলল, 'তোমার বাড়িতে তোমার জন্যে নিশ্চয়ই কেউ অপেক্ষা করছে?'

'কে?'

'মা?' হ্যাঁ, মা-ই এর জন্যে অপেক্ষা করতে পারে। অন্য কেউ হলে অফিসে আসতে দিত না। তেমন কেউ কি হয়নি?

'মা? না, নেই।' মাথা নাড়ল ফায়জা নামের মেয়েটি। এগিয়ে গেল ঘরের কোণে। হিটার বের করল। দাঁড়াল, 'আমি আশ্রমে মানুষ। প্যালেস্টাইন আমার দেশ। আটচল্লিশ সালে, আমি তখন মায়ের কোলে। বাবা-মা পালিয়ে আসতে গিয়েছিল—কিন্তু না খেয়ে মরে যায়। আমাকে আরব ভলেন্টিয়ারদের আশ্রমে দিয়ে যায়। মাকে আমি দেখিইনি।'

এত সহজ করে এমনভাবে এসব কথা কেউ বলতে পারে? রানা ভাবছিল। কিন্তু 'মাকে আমি দেখিনি'! কথাটা যত স্বাভাবিক ভাবে বলুক না কেন রানাকে নিয়ে গেল অন্য কোথাও। রানা নিজের মাকে ভাববার চেষ্টা করে। সব মা-ই কি এক রকম হয়?

ফায়জা কফি এনে রাখল সামনে। নিজের পেয়ালাটা নিয়ে রানার টেবিলে কোমর ভর দিয়ে দাঁড়াল।

পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তাকাল রানা ফায়জার দিকে। গোলাপী স্কার্ট মিশে গেছে অনেকটা বেরিয়ে থাকা উরুর সাথে। সাদা হাতাহীন ব্লাউজ। লাল চামড়ার চওড়া বেল্ট। বেল্ট কোমরকে আরও সরু করেছে—প্রসারিত হয়েছে বুক, নিতম্ব।

বয়স একুশ। পরিপূর্ণ নারীর শরীর। মুখে বালিকার সরলতা।

না, সরলতাকে প্রশ্রয় দেবে না রানা। প্রথম কারণ, এরা রানার জীবনের জটিলতাকে বুঝবে না। দ্বিতীয় কারণ, সরলতা রানার কাছে এক রকম ফাঁদ বিশেষ। সরলতা অনেক সময় জটিলতার জটিলতম রূপ।

মেয়েটি এখন টেবিলে প্রায় উঠে বসেছে। স্কার্ট প্রায় উরু-সন্ধিতে পৌছে গেছে। নিতম্বের অর্ধবলয় সমাপ্তিতে স্কার্ট শেষ হয়েছে।

উঠে পড়ল রানা।

ফায়জাকে বলল, 'চলো তোমাকে পৌছে দিয়ে যাই।'

ফায়জা বলল, 'আমি ট্রামেই যেতে পারব।'

ফায়জা সত্যি সত্যি রাজি হলো না যেতে। ফায়জা বেরুবার এক ঘণ্টা পর অফিস থেকে বেরুল রানা। তখন রাত হয়ে গেছে।

রাত ন'টা বাজতে সাত মিনিট বাকি।

গোল্ডেন স্লিপারে তুমুল হট্টগোল ব্ল্যাক-আউটের জন্যে কিছুটা স্তিমিত হয়ে গেলেও আজ আবার কিছুটা সরগরম হয়ে উঠেছে। নর্তকী গত দু'দিনের বিশ্রাম পেয়েই হয়তো আজ বেশি উদ্দাম হয়ে উঠেছে। স্টেজ থেকে নেমে সারা ফ্লোর ভরে নেচে বেড়াচ্ছে। চুমুক দিচ্ছে দর্শকদের এগিয়ে ধরা পাত্রে পাত্রে। কাঁচুলি নিচু

করে নামিয়ে পরা, কোমরের ঝালর যেন খসে পড়বে শরীরের ঝাঁকুনিতে, কোমরের প্রচণ্ড কম্পনে।

নর্তকী রানার সামনে এসে দাঁড়াল। কোমরে আন্দোলন তুলল, আরেকটা ঢেউ বুক থেকে পেটে, তল পেটে…ঊরু-সন্ধিতে হারিয়ে যেতে গিয়ে কোমরটাকে দু'দিকে আরও আন্দোলিত করল। এবং সরে গেল। স্টেজে উঠে আরেক দফা কসরত দেখিয়ে হাত তালির মধ্যে থেমে গেল। একপাশ থেকে একটা গাউন তুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে নেমে এল ফ্লোরে। এসে বসল রানার টেবিলে।

'তুমি কি চাঁদের দেশ থেকে এসেছ?' মেয়েটি সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল, 'গোল্ডেন স্লিপারের আজ জন্মদিন। আমরা তাই সেলিব্রেট করছি। বিশেষ নাচ, বিশেষ ককটেল,' মেয়েটি হাসল, 'তুমি এমনভাবে তাকাচ্ছ যেন আমার স্মলপক্স হয়েছে।'

'স্মল বা লার্জ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই,' রানা বলল, 'কেটে পড়তে পারো।'

মেয়েটা উঠে গেল। একটু পরে ফিরে এল দুইপেগ দু'হাতে নিয়ে। একটা রানার দিকে এগিয়ে দিল। বলল, 'আজকের স্পেশাল ককটেল—গোল্ডেন-শট।'

'তুমি আমাকে অফার করার কে?'

'উত্তেজিত হয়ো না, আজ তুমি আমাদের গেস্ট।'

সন্দেহের চোখে তাকাল রানা, 'এটা তোমার গোল্ডেন স্লিপার? তুমি একা চালাও?'

'হ্যাঁ,' হাসল নর্তকী, 'অবশ্যি কখনও কখনও দু'আঙুলে হুইসেল দিতে হয়—ওটা দিলেই ভেতরের ঘর থেকে ওসমান বেরিয়ে আসে।'

'ওসমান?'

'আমার ডালকুত্তা—লোকে বলে,' নর্তকী হাসল। 'আসলে আমার স্বামী ছিল ছ'মাস আগে।'

'এখন একা?'

'একা।'

'কোন সুন্দরীর পক্ষে একা…'

হাসল মেয়েটি। বলল, 'দশ বছর আমরা বিবাহিত ছিলাম। আজই আমি নিজেকে সুন্দরী এবং তরুণী মনে করছি। আজ অনেক দিন পর নাচলামও,' মেয়েটি বলল। 'ওসমান নতুন নর্তকীর ওপর ঝুঁকে পড়লে আমি আর নাচতে পারিনি।' মেয়েটি হাসল, 'কিন্তু ও মেয়েটিও ওসমানকে ছেড়ে চলে গেছে!'

'তুমি আবার বিয়ে করলে না কেন?'

'বিয়ে করার বয়স আমার নেই।'

রানা হাসল গোল্ডেন-শট ককটেলে চুমুক দিয়ে। একটু চুকচুক করল। গোল্ডেন-শট! আসলে গত পরশু জিসান যা বানিয়েছিল—শ্যাম্পেনবেজ ককটেল। রানা বলল, 'তোমার ফিগার যে-কোন সুপুরুষের মাথা খারাপ করে দিতে পারে—তুমি জানো?'

'হুম,' পেয়ালায় চুমুক দিয়ে নর্তকী বিহ্বল ভঙ্গিতে হাসল, 'অনেকদিন এমন

কথা শুনি না। এদের সবার কাছে আমি পুরানো হয়ে গেছি। ওরাও হয়রান, চেয়ারে হেলান দিল, 'আমিও।'

ঘড়ি দেখল রানা, ন'টা দশ। মেয়েটি উঠল। 'তুমি কিছুক্ষণ নিশ্চয়ই আছ, দেখা হবে,' বলে একটু থামল, বলল, 'আমার নাম হিন্দা।'

'প্রিন্সেস হিন্দা!'

'প্রিন্সেস হতে যাব কেন?' হিন্দা বলল, 'নাসের মিশরের সব প্রিন্স-প্রিন্সেসদের দেশছাড়া করেছে।'

'তাই ওরা দুনিয়ার নাইট ক্লাবে গিয়ে জুটেছে,' রানা বলল, 'আমাদের দেশে যত বেলি-ড্যান্সার যায়—সবাই প্রিন্সেস হয়ে যায়।'

হিন্দার চোখ রেস্তোরাঁর দরজায় আটকে গিয়ে একটু চমকে গেল।

রানাও তাকাল। দরজা খুলে নতুন আগন্তুক ঢুকেছে। পাতলা-সাতলা ছোটখাট একটি মেয়ে। গায়ের রঙ জিসানের মত পরিষ্কার নয়। একটু কালোর দিকেই। হয়তো পূর্ব-আফ্রিকার রক্ত আছে শরীরে। কিন্তু সুগঠিত। এগিয়ে এল রানার দিকেই। প্রতি পদক্ষেপে কোমর আন্দোলিত হচ্ছে বেলি-ড্যান্সারের মত। দাঁড়াল রানার সামনে। ইংরেজিতে বলল, 'শুভ সন্ধ্যা। আপনি আমাকে গোল্ডেন-শট অফার করবেন কি?'

'অন্যখানে চেষ্টা করে দেখতে পারেন,' রানা বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'অনেক খদ্দের পাবেন।'

থতমত খেয়ে গেল মেয়েটা, 'মানে?'

'আমি বাজে ধরনের মানুষ,' রানা বলল। 'মানে তোমার খদ্দের হবার মত ভাল না।'

মেয়েটার মুখের মোনালিসা-মার্কা হাসি উড়ে গেল। রেগে ফিসফিস করে বলল, 'মিস্টার শরিফ আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'কোন্ শরিফ?'

'বাজে রসিকতার সময় এটা নয়,' মেয়েটি বলল, 'আপনার নিজের গরজ থাকা উচিত।'

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়ল রানা 'বলুন কি বাণী নিয়ে এসেছেন?'

'আমি আপনাকে নিয়ে যাব। একটু পরে।' মেয়েটি বসল অনুমতির অপেক্ষা না করে।

হিন্দা কাউন্টারে দাঁড়িয়েছে। হাসি নেই, কেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে মুহূর্তে। একটা সিগারেট ধরাল রানা। সামনের মেয়েটি নিজের ব্যাগ থেকে একটা সোনালী নকশা করা কেস বের করে সিগারেট নিল। রানার লাইটারের জন্যে অপেক্ষা করল। কিন্তু রানা লাইটারটা পকেটে রেখে দিলে আবার ব্যাগ খুলে দেশলাই জ্বালল।

ধোঁয়া ছেড়ে রানা বলল, 'আমরা দেরি করছি কেন?'

'শরিফের নির্দেশ,' গম্ভীরভাবে বলল ব্রিজিত বার্দো অভ ঈজিপ্ট।

একজন ওয়েটারকে ডেকে গোল্ডেন-শট দিতে বলল রানা। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম?'

'জানার খুব প্রয়োজন আছে কি?'

'সময় কাটানোর জন্যে আলাপ—এই আর কি।'

'নাম—আফসা।'

'সুন্দর নাম,' রানা বলল, 'তোমার মতই।'

ঘরটা আবার মাতাল হয়ে উঠল। রানা তাকিয়ে দেখল নতুন এক নর্তকী উঠেছে স্টেজে। আফসাও দেখল। এমন সময় পাশে এসে দাঁড়াল এক বিশালদেহী পুরুষ। আফসাকে বলল, 'আপনি মিস আফসা?... টেলিফোন।' লোকটা দাঁড়াল না। এগিয়ে গেল রেস্তোরাঁয় ভিতরের দিকে। আফসা তাকে অনুসরণ করল। উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গি, এবং দ্রুত চলা রানাকে আবার জিসানের কথা মনে করিয়ে দিল।

কোন মেয়েকে আকর্ষণীয় মনে হলেই রানা জিসানের সঙ্গে তুলনা করছে—ভেবে আরও বেশি মনে পড়ছে জিসানকে। রানার মনে হলো, জিসানের স্মৃতি তাকে একটু বেশি আন্দোলিত করছে। কেন?

দূরে হিন্দাকে দেখল রানা। নতুন নর্তকী তার প্রায়-অনাবৃত পিছনটা দেখাতে বেশি আগ্রহী মনে হচ্ছে। কয়েকটা লোক নর্তকীর নিতম্বের ছন্দে হাততালি দিচ্ছে।

নিতম্ব থেকে চোখ সরাতেই চোখ পড়ল আফসা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'আপনাকে ডাকছে শরিফ।'

ফোন বক্সে গিয়ে রিসিভার তুলল রানা। এটা মূল হলের থেকে একটু ভেতরে। হলের চিৎকার, সঙ্গীতের মৃদু আর্তনাদ কানে আসছে।

'মিস্টার মাসুদ রানা, আপনি কোন রকম বুদ্ধি খাটাচ্ছেন কি?' ফোনে শরিফের কণ্ঠ।

'এটা যখন বুদ্ধির খেলা,' রানা বলল, 'বুদ্ধির চাল-ই এখানকার একমাত্র...'

'সেজন্যেই আমি জিজ্ঞেস করছি,' শরিফ বলল। 'আমার ধারণা আপনি কোন চাল চালবেনই। আমি আপনাকে চিনি।'

'তবে জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'মনে করিয়ে দিতে যে কোন চালে লাভ হবে না,' শরিফ বলল। 'চাল এখন আমার এবং আপনি জানেন রঙের টেক্কা আমার হাতে।' ফোন কেটে গেল। রিসিভার নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা। তার পিছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে।

ঘুরে দাঁড়াল রানা

একজন নয়, দু'জন। একজনের হাতে পিস্তল।

দু'জনের মুখের দিকে তাকাল রানা। একজনকে আগে দেখেছে। ভক্সহলের নীল স্পোর্টস জ্যাকেটের ড্রাইভার। অন্যজন আফসাকে ফোনের কথা বলেছিল।

পিস্তলধারী পিস্তল দেখিয়ে রানাকে চলতে নির্দেশ দিল। কোন বাক্য ব্যয় না করে সামনে এগিয়ে গেল রানা একটা সরু প্যাসেজ দিয়ে।

একটা ঘরে এসে থামল।

খালি হাতের লোকটা দরজা বন্ধ করল।

এবার রানা মুখ খুলল, 'আফসা কোথায়?'

'কি, প্রেম জেগেছে নাকি?'

'না, আমি কোনদিন সার্কাস পার্টিতে ছিলাম না,' রানা বলল, 'পিস্তলের সামনে

প্রেম করার কসরত দেখাতে পারব না। এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

'আপনাকে এখানে কেন এনেছি জানেন?'

খালি হাতের লোকটা হাতের আস্তিন গুটিয়েছে। ওদিকে তাকিয়ে খাস বাঙলায় বলল রানা, 'বোধহয় কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাতে।'

পিস্তলধারী অবাক হয়ে তাকাল, 'কি বললেন?'

'আমরা জ্যাক-ফ্রুটের সাহায্যে বক্সিংপ্র্যাকটিস করে থাকি।'

'আমরা তোমাকে দিয়ে কিছুটা প্র্যাকটিস করব।'

'আমি সে-কথাই বলছিলাম।'

আস্তিন গোটানো চৌকো মুখের ড্রাইভারটা এগিলে এল। রানা দাঁড়িয়ে রইল ঋজু ভঙ্গিতে। ড্রাইভার আরও এগিয়ে এল। পিস্তল এবং রানার মাঝখানে দাঁড়িয়েছে। পিস্তলধারী পজিশন বদল করতে গেল। কিন্তু তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা ড্রাইভারের উপর। দুই বগলের নিচে আঙুল দিয়ে প্রচণ্ডভাবে চাপ দিয়ে পিছনে ছুঁড়ে দিল। ড্রাইভার গিয়ে পড়ল পিস্তলধারীর উপর। পিছনের চেয়ারের উপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে দু'জন মাটিতে পড়ল। পিস্তলটা ছিটকে পড়ল ঘরের কোণে।

পিস্তল লক্ষ্য করে ডাইভ দিল রানা। মেঝের উপর পড়ল, মেঝে থেকে তুলে নিল ছোট্ট লামা—স্প্যানিস পিস্তলটা। ছোট, শীতল, ভারী অনুভবটা হাতে পাবার আগেই পিঠের উপর এসে পড়ল কয়েক টনের একটা ওজন। কড়ে আঙুলটা পিস্তলের নিচে যেন চিমটের মত আটকে গেল। বুকের নিচে হাত। হাতে পিস্তল। শরীরের উপর বোঝা। হাতটা বেঁকে গেছে।

ঘাড়ের পাশে একটা মুঠোর ঘুসি বার বার উঠছে নামছে।...একটা হাত আঁকড়ে ধরেছে এক মুঠো চুল। বুকের নিচ থেকে হাত বের করে আনল রানা। চুল ধরে থাকা হাতটা দু'হাতে ধরে হঠাৎ ঝাঁকি দিল। পিঠের ওপর ওজন আলগা হয়ে গেল। কিন্তু আরেকজন এসে পড়েছে তখন রানার উপর। বেকায়দা মত একটা লাথি কষিয়ে দিয়েই গড়িয়ে গেল রানা একটু এবং উঠে দাঁড়াল। তার হাতে পিস্তল। বলল, 'এবার?'

ড্রাইভারের উপরের ঠোঁট একটু ছিঁড়ে গেছে। হয়তো চেয়ারের কোণে লেগে। সে রক্ত মুছে পিটপিট করে তাকাল।

পিস্তলওয়ালাকে এখনও বেশ স্মার্ট মনে হচ্ছে। সে হাসল। বলল, 'মিস্টার রানা, পিস্তল দেখিয়ে কিছু হবে না। মিস জিসানকে আপনি এখনও দেখতে চান?'

'চাই, এবং তার জন্যে তোমাদের মত যতগুলো কুকুরকে হত্যা করতে হয় করব।'

'কিন্তু আপনার পিস্তলের একটি গুলি বেরুলে আপনার হত্যার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

জিসানকে ভাবল রানা।

'আমি কি করে নিশ্চিত হই জিসান সুস্থ আছে?'

'সুস্থ এবং আপনার প্রতীক্ষায় আছে,' পিস্তলওয়ালা হাসল, 'আপনাকে সে রীতিমত সোনার কাঠিওয়ালা রাজপুত্তুর মনে করে। আমাদের সব সময় আপনার ভয় দেখাচ্ছে। আপনি কাউকে আস্ত রাখবেন না! একটু পাগলাটে ভাব এসে গেছে

বলতে পারেন।'

'তার উপর টর্চার করা হয়েছে?'

'না, আপনি গেলেই দেখতে পাবেন।'

'এখন নিয়ে যাবে?' রানা বলল, 'কিন্তু আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে কেন?'

'আপনাকে অজ্ঞান করে নিতে চাই।'

'আমার চোখ বেঁধে নিতে পারো।'

'তাই করব?' ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল। পিস্তলের ম্যাগাজিন বের করে ফেলল রানা। এমন সময় দরজায় নক হলো।

এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল রানা।

হঠাৎ চারদিকে হলুদ আলো দেখছে রানা। হলুদ, নীল, হলুদ···কানের কাছে বাতাস। দুটো কানের ফুটো সুড়ঙ্গের মত এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চলে গেছে। টানেলের মত।···তার মধ্যে দিয়ে সাঁ সাঁ করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে।···

আট

স্বপ্ন না, অতীত স্মৃতি শূন্য, ভয় নেই কোন অজানা ভবিষ্যতের, কিছুই নেই, শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। তার মধ্যে নতুন জন্মাল কেউ। অন্ধকারে চোখ মেলে ভাবছে রানা।

নরম বিছানা, পরিচ্ছন্ন ঘর।

অন্ধকার না, আলোয় ভরা ঘর। মাথার উপর পাখা ঘুরছে, দেয়ালে নগ্নিকার ছবি-ওয়ালা ক্যালেন্ডার। দিন নয়, নিয়নের আলো জ্বলছে।

রানার মাথায় ব্যথা, এবং ভেজা ভাব। কানের পাশে বালিশের ভেজা স্পর্শ। কেউ মাথায় পানি দিয়েছে। কোমর পর্যন্ত নকশা-চাদরে ঢাকা। চাদরের ভিতরে নগ্ন রানা। গায়ের সব কাপড় গেল কোথায়! কোথায় আমি?

কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে আধ-শোয়া হলো রানা। ড্রেসিং টেবিল। টেবিলের উপরে মেয়েদের প্রসাধনী। এবং একটা ছবি। সহাস্য যুবতী। হিন্দা।

খোলা দরজা দিয়ে হিন্দা এল। হাতে একটা ট্রে। রানাকে উঠে বসতে দেখে আরও দ্রুত এগিয়ে এল। টেবিলে ট্রে-টা রেখে ব্র্যান্ডির বোতল থেকে কিছুটা ব্র্যান্ডি গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বলল, 'জ্ঞান ফিরল? ভেবেছিলাম মরেই গেছ বুঝি।'

'মানে গোল্ডেন স্লিপারে এরকম অন্তিম-দশায় অনেকেই পৌঁছায়?' রানা বলল।

এগিয়ে এসে ব্র্যান্ডির গ্লাসটা মুখের কাছে ধরল হিন্দা। হাতে একটা সালফাডাইজিন ট্যাবলেট দিল। কথা না বলে ওগুলো গলাধঃকরণ করে হিন্দাকে গ্লাসটা ফেরত দিল রানা। ওটা টেবিলে রেখে বিছানায় উঠে এসে বসল হিন্দা।

'সত্যি চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হিন্দা বলল।

হিন্দাকে ভাল করে দেখল রানা। বয়স হয়েছে। অথচ শরীর এখনও মেদহীন যুবতীর। নাচের সময় দেখেছে এখনও এর প্রতিটি মাংসপেশীর কি উচ্ছ্বাস। অদ্ভুত লাগে রানার।

রানা বলল, 'এবার ঘটনা খুলে বলো।'

'কিসের?' হিন্দা অবাক হয়।

'এ বিছানায় কি জন্যে এভাবে শুয়ে আছি?' রানা কনুইতে ভর দিয়ে উঠতে গেলে হিন্দা আবার শুইয়ে দেয়।

'তুমি এখানে এসেছ আমার ইচ্ছায়,' হিন্দা বলে, 'আজ সন্ধ্যায় আমার পুরানো স্বামী হঠাৎ দেখি এসে হাজির। একা। বললাম, কি ব্যাপার? বলল ভাল না—বলল, ওর সঙ্গিনী ওকে ছেড়ে গেছে। বসে বসে বিনি পয়সার মদ গিলতে লাগল। আমার নেশা লাগল। ছ'মাস ছাড়াছাড়ি হবার পর প্রথম স্টেজে উঠলাম, বুঝলে? আমাকে হঠাৎ নেশায় পেল। মনে হলো আমি জিতেছি। তখনই ঠিক করলাম ওসমানের সামনে দিয়ে বারের সবচে সুপুরুষকে আমার ঘরে নেব। নাচতে উঠলাম। এমন সময় তুমি এলে। তোমাকে দেখে মনে হলো একমাত্র তুমিই আজ আমার সঙ্গী হতে পারো।··· কিন্তু ওসমান মিথ্যে বলেছিল। ওখানে এল আফসা। যার জন্যে ওসমান আমাকে ত্যাগ করেছিল। হ্যাঁ, আফসা আমার এখানে বেতন পাওয়া নর্তকী ছিল।···আফসা তোমাকে দখল করল। আমি আবার নিজেকে আগের মত পরাজিত মনে করতে লাগলাম। তারপর জানি না—তোমাদের কি হলো। ওরা তোমাকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে রেখে চলে গেল। ওসমান বলল, তুমি ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ—তাই শাস্তি দেয়া হয়েছে। আমি ওসব ভাবছি না। ভাবছি না এই জন্যে যে আমি প্রথমেই ভেবেছিলাম তুমি আজ আমার সঙ্গী হবে।'

অবাক হয়ে হিন্দার দিকে তাকিয়ে রইল রানা। হিন্দা বলল, 'কি দেখছ?'

'এর চেয়ে বেশি কিছু জানো না?'

'কি জানব?'

'শরিফ বলে কাউকে চেনো?'

'না তো!'

রানা কিছু বলল না। কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

হিন্দা উঠে গেল। ড্রেসিং গাউন খুলে চেয়ারে রাখল। বাথরুমে গেল। ফিরে এসে বিছানায় উঠল। চাদরের মধ্যে ঢুকল। রানাকে জড়িয়ে ধরে গভীরভাবে শ্বাস নিল। কাঁধে চুমু খেলো। বলল, 'তুমি কে আমি জানতে চাই না, কেন আফসা আর ওসমানের সঙ্গে তোমার গণ্ডগোল তাও জানতে চাই না—ওতে আমার কিছু আসে যায় না। তুমি কেন আমাকে জেরা করছ?'

রানা মন থেকে ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে চাইল। আগামী কালকের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। ভুলতে হবে জিসানকে, শরিফকে।

'একটা মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে তুমি সাধারণত কি করো?' কানের কাছে ফ্যাঁস-ফ্যাঁসে কণ্ঠ। কামনায় অধীর। হয়তো শরিফের চাল। কিন্তু আমি শূন্য-হাতে শুধু দানই করে যাব। রানা ভাবল। শোবার পোশাক, সুঠাম বেলি

নাচের দেহ, ভাঙা ভাঙা অধীর কণ্ঠস্বর, বাথসল্ট আর ট্যালকম পাউডারের গন্ধ রানাকে জাগিয়ে তুলল। বাতি নিভিয়ে দিয়ে নীল আলো জ্বালল হিন্দা উঠে বসে। খসিয়ে ফেলল শেষ অঙ্গ-বাস। আবার জড়িয়ে ধরল রানাকে। বলল, 'বললে না, কি বলবে?'

'সে মেয়ে যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যাব।'

'কই, কোথাও যাবার আগ্রহ তো দেখা যাচ্ছে না?'

'আগ্রহী করে নেবার কায়দা আছে। চেষ্টা করে দেখো।'

উঠে এল হিন্দা। রানার ঠোঁট ওর দুই ঠোঁটের মধ্যে চলে গেল। বলল, 'এইভাবে?'

হিন্দার পিঠে উঠে গেল রানার হাত।

'আমি কতদিন একা, ভীষণ একা,' হিন্দা বলল।

অনেক কথা ভুলে গেল রানা, অতীত ভুলে গেল, আগামী ভুলে গেল। হিন্দাকে টেনে নিল। বেলি-ড্যান্সারের দেহের প্রতিটি পেশী কাঁপতে লাগল অপূর্ব এক ছন্দে। ঝাপসা ধূসর হয়ে গেল নীল বাতিটা।

ঘুম ভেঙে গেল রানার।

আজান দিচ্ছে মুয়াজ্জিন। কিন্তু রানা উঠে বসেছে কেন? একটা শব্দে ঘুম ভেঙেছিল··· দেখল এখনও উত্তাপ আছে···এইমাত্র হিন্দা উঠে গেছে। ঘড়ি দেখল, পাঁচটা।

একটা গোঙানির শব্দ কানে এল। চাপা কান্নার মত।

বিছানা থেকে নামল রানা। না, কান্না নয়—গোঙানি।

কোমরে জড়িয়ে নিল চাদরটা। পাশের ঘরে গেল—না, শব্দটা আসছে ওপাশ থেকে। ওটা কিচেন। আবার শুনল, আরও স্পষ্ট। ধড়াস করে উঠল রানার বুক।

কিচেনে ঢুকে চোখে পড়ল গ্যাসের চুলোর উপর একটি কেটলি চাপানো রয়েছে। টগবগ করে ফুটছে পানি। এবং···

মেঝেতে উপুড় হয়ে লুটিয়ে আছে হিন্দা।

পিঠে—বামদিকে বিঁধে আছে একটা ছুরি। রক্তের একটা রেখা বেরিয়ে আসছে শরীরের নিচ থেকে। রক্তে লাল হয়ে গেছে ড্রেসিং গাউন।

এখনও বেঁচে আছে হিন্দা। পাঁচ সেকেন্ডে দুটো ঘর খুঁজে ফিরে এল রানা কিচেনে। কেউ নেই কোথাও। ওপাশের দরজার একটা পাট খোলা। করিডরও শূন্য।

বসে পড়ল রানা হিন্দার পাশে, ছুরিটা বের করে ফেলল। এবং এক হাতে কাটা জায়গাটা চেপে ধরে চিৎ করে ফেলল পুরো দেহটা। একটু গোঁ গোঁ করে উঠল হিন্দা। রানা কোলে তুলে নিল মাথাটা। ডাকতে গেল হিন্দা বলে। কিন্তু থেমে গেল। হিন্দা চোখ মেলছে। দু'বার কাঁপল চোখের পাতা, তারপর তাকাল, পুরোপুরি মেলতে পারল না। রানাকে দেখল, ঠোঁটটা কাঁপল। বড় বড় শ্বাস নিল কয়েকবার। চোখ আরও একটু মেলল।

'রানা···' আস্তে, ফিসফিস করে উচ্চারণ করল হিন্দা, 'কেন মারলে?···আমি

তোমার জন্যে এক কাপ চা বানাচ্ছিলাম।...তুমি ভোরে চলে যাবে...' থেমে গেল হিন্দা।

চমকে উঠল রানা ভীষণভাবে! বলল, 'না, হিন্দা, আমি মারিনি। আমি একাজ করতে পারি না। কে তোমাকে ছুরি মারল দেখতে পাওনি?'

'...আমি কেটলি চড়িয়ে...কাপ গোছাচ্ছিলাম...আমি কিছু জানি না, জানি সব তোমাকে বলতাম। তুমি জিজ্ঞেস করলেই বলতাম...রানা...রাতে তোমাকে নিয়ে এক ছেলেমানুষি স্বপ্ন দেখেছিলাম...তুমি ঘুমাচ্ছিলে কিন্তু তুমি...' হিন্দা আবার চোখ বুজল।

'হিন্দা!' রানা ডাকল, 'বিশ্বাস করো হিন্দা, আমি তোমাকে মারিনি!'

আবার চোখ মেলল। রানাকে ভাল করে দেখল। হাসবার চেষ্টা করল, বলল, 'ঘরে...আর তো... কেউ...ছিল না।'

দম নিতে কষ্ট হচ্ছে হিন্দার। রানা বুঝল, অবিশ্বাস করছে ওকে মেয়েটি। কিন্তু আর সময় নেই। চোখের সামনে শেষ হয়ে যাচ্ছে হিন্দা। বোঝাবার আর সময় নেই। আবার ঠোঁট নড়ল হিন্দার। অস্পষ্ট গলার স্বর। চোখ বন্ধ। দুই ফোঁটা পানি ঝরে পড়ল চোখ থেকে।

'সব বলতাম...রানা, কেন...শরিফকে আমি... চিনতাম...' কেঁপে উঠল শরীরটা মৃত্যু-যন্ত্রণায়। হঠাৎ স্পষ্ট কণ্ঠে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কেন মারলে, রানা?'

দুইবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল হিন্দা। আর কথা বলতে পারবে না। কোন দিন না। আর দোষ দিতে পারবে না রানাকে।

নামিয়ে রাখল রানা হিন্দার অসাড় দেহ। চুলোয় পানি ফুটছে তখনও। পাশে দুটো কাপ সাজানো। একটা প্লেটে কয়েকটা বিস্কুট।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাথরুমে গেল রানা। হাতে রক্ত।

হিন্দা তাকে অবিশ্বাস করল। সত্যিই তো। মানুষকে দিয়ে বিশ্বাস কি?

রক্ত ধুয়ে ফেলল। পরনের চাদরে রক্ত। ওটা খুলে বাথরুমের কোণে জামা-কাপড়ের মধ্যে ফেলল। খুলে দিল শাওয়ার। রক্তের ছোপ যেন লেগে আছে সারা গায়ে।

বাথরুম থেকে বের হয়ে ঘরে এসে পোশাক পরে নিল রানা। প্রত্যেকটা কাপড় সুন্দর করে চেয়ারের ওপর গুছিয়ে রাখা। এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে—কেউ আসার আগেই।

জানতে হবে কেন মরল হিন্দা।

বাইরে বেরিয়ে এল রানা।

ভোরের কায়রো। সূর্য ওঠেনি। একটা গাড়ি রাস্তায় পানি দিয়ে গেল। ...হকার বের হয়েছে। একটা কাগজ কিনল।

সুয়েজে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছে, জর্ডন নদীর তীরে গ্রামে বম্বিং হয়েছে।

কালো মস্কোভিচ একা দাঁড়িয়ে আছে।

হোটেলে ফিরে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল রানা। ব্যালকনিতে খবরের কাগজ এবং ইলেকট্রিক রেজার নিয়ে বসল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অনুভবে বুঝতে পারছে সে এখুনি

আসবে ফোন।

ব্রেকফাস্ট সেরে দ্বিতীয় কাপ কালো কফি পানের সময় ফোন এল।

হ্যাঁ, শরিফের কণ্ঠ।

'গতকাল রাতে হিন্দার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতাই হিন্দার মৃত্যুর কারণ, আশা করি অনুমান করতে পারছেন?'

'হত্যার কারণ বলুন,' রানা যথাসাধ্য শান্ত কণ্ঠে বলল।

'যা-ই হোক, আপনার রাতটা কিন্তু বেশ কেটেছে,' হাসল শরিফ, 'ভাবছি মিস জিসানকে জানাব কথাটা।'

'জিসান আপনাকে চেনে,' রানা বলল। 'আপনার কোন কথা বিশ্বাস করবে না সে।'

'কিন্তু পুলিস বিশ্বাস করবে। হত্যার অভিযোগে কিছুদিন হাজতে পাঠাতে পারি আপনাকে।'

'তবে এটাই হত্যার কারণ!' রানা এই প্রথম খেয়াল করল ব্যাপারটা। 'জিসানকে আটক রেখেও নিশ্চিন্ত হতে পারেননি...'

'শিকারীরা দো-নলা বন্দুক ব্যবহার করে নিরাপত্তার জন্যে,' শরিফ বলল। 'আরবী ঘোড়াকে বাগে আনতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। অবশ্যি হিন্দার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু প্ল্যানচেট করে দেখতে পারেন, হিন্দার কোন দুঃখ নেই। গতরাতে ও অনেক পেয়েছিল।'

'আমি যদি সুযোগ পাই, সুযোগ পাবই,' রানা বলল, 'তোমাকে ডাকব আমি প্ল্যানচেটে।' একটু থামল রানা। বলল, 'কেন হত্যা করলে নিরীহ মেয়েটাকে? আমাকে হত্যাকারী বানাবার জন্যে একটা অকারণ হত্যা কেন করলে?' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে রানা।

'হিন্দা আমাদের কিছু কিছু খবর জানত। ওর স্বামী আমাদের একজন পয়সা-পাওয়া সাহায্যকারী,' শরিফ বলল। 'হিন্দা সম্প্রতি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। তাই এক ঢিলে দুই পাখি মারলাম। কিন্তু হিন্দা আমাদের প্রবলেম না। আপনি বুঝতে পারছেন, আপনার ও আপনার জিসানের ভাগ্যের চাবি এখন আমার হাতে।'

'আমি আমার জন্যে ভাবি না,' রানা বলল। 'কিন্তু আমার কারণে আরও একজন আপনার হাতে খুন হোক তা আমি চাই না।'

'খুন হবে না,' শরিফ বলল, 'আমি আপনাকে এ দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করব—যদি আমাদের প্রস্তাবে রাজি থাকেন।'

'হিন্দাকে হত্যার আগেই রাজি হয়েছিলাম।'

'আমি একটু অতিরিক্ত সাবধানী লোক,' শরিফ বলল, 'অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এবার আমরা কাজে নামতে পারি। ঠিক সাড়ে ন'টায় তাহরির ব্রিজের ওপর অপেক্ষা করবেন। আফসা আপনাকে তুলে নিয়ে আসবে। আর হ্যাঁ, একটা কথা মনে রাখবেন, আপনাকে চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের লোক চোখে চোখে রাখছে। কোন বুদ্ধি খাটাতে যাবেন না।'

ফোন রেখে রানা ভাবল, বুদ্ধি নয়। কিন্তু শরিফও জানে এটা বুদ্ধির খেলা।

*

ন'টা ত্রিশ।

সবুজ ভক্সহল ব্রেক কষে দাঁড়াল রানার সামনে। গাড়ির পিছনের সীটে বসা আফসা। চোখে কালো চশমা, মাথায় স্কার্ফ।

গাড়ির দরজা খুলে দিল আফসা। রানা উঠে বসল আফসার পাশে। গাড়ি গিজার দিকে ষাট মাইল বেগে ছুটে চলল। এসে থামল জ্যুলজিক্যাল গার্ডেনের পিছনের দিকে ছোট গেটটায়। আফসা নামল রানাকে ইশারা করে। সবুজ ভক্সহল ছুটে বেরিয়ে গেল। গার্ডেনের ভিতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে বিপরীত দিকের রাস্তায় উঠল ওরা।

আফসা বাসস্টপে দাঁড়াল। কিন্তু বাস না, একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাল। উঠল দু'জন।

এসে নামল গিজা স্টেশনের কাছে।

স্টেশনের দিক থেকে এগিয়ে এল ডেইরী ফার্মের গাড়ি। এসে থামল তাদের সামনে। পিছনের দরজা খুলে গেল।

আফসা বলল, 'তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন।'

রানা বাধ্য ছেলের মত নির্দেশ পালন করল। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হলো। অন্ধকার। দিন কি রাত বোঝার উপায় নেই।

কিন্তু অনুমান করল গাড়ি কায়রোর দিকেই যাচ্ছে। এত ঘুরে আসার মানে—যেন কেউ ফলো করতে না পারে।

মিনিট কুড়ি পর দরজা খুলল। হঠাৎ আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার চোখে। সামনে দাঁড়িয়ে এক পিস্তলধারী, ঝাপসা চোখে দেখল। গতকাল রাতে যাকে রানা দেখেছিল। লোকটা পিস্তল দিয়ে ইশারা করল, 'এই দিকে।'

ডেইরী ভ্যানটা একটা দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রানা শুধু দরজাটাকেই দেখল। আশপাশের কিছুই সে দেখতে পেল না। এক পা দু'পা করে এগোল সামনে।

আবছা অন্ধকার ঘর। পুরানো বাড়ি। ঘরের আসবাবের মধ্যে এক পাশে একটা অফিস-টেবিল, তার সামনে কয়েকটা চেয়ার। পুরানো বাড়ি, নতুন ফার্নিচার।

দরজা বন্ধ হলো পিছন থেকে। রানা এখন একা।

একা। শীতল, নির্জন ঘর। কিন্তু রানা অনুভব করছে আশপাশের সব অন্ধকারে অন্ধকারে অনেক মানুষের উপস্থিতি। চারটে দরজা চারদিকে। সব ক'টা বন্ধ। জানালা ভেনিশিয়ান-ব্লাইন্ড দিয়ে বাইরের থেকে আড়াল করা।

পুরানো বাড়ি। আধুনিক সজ্জা।

একটা দরজা খুলে গেল।

আলখেল্লা পরা একটি লোক দাঁড়িয়ে। নিখুঁত শেভ করা ফর্সা চেহারা। লম্বা, সুদেহী। এবং সুদর্শন। মাথায় কোন আবরণ নেই। ব্যাক ব্রাশ করা চুল।

আধুনিক মানুষ, পুরানো পোশাক।

টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল লোকটা মুখে একটা পরিচিতের হাসি নিয়ে।

বলল, 'মিস্টার মাসুদ রানা, আমরা পূর্ব পরিচিত—নতুন পরিচয়ের দরকার আছে কি?'

পরিচিত কণ্ঠস্বর।

অফিস-টেবিলের একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

শরিফকে দেখতে দেখতে বসল রানা। শরিফও আসন নিল।

ঘরের চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখল রানা তার পিছনে ঘরের কোণে পিস্তলধারী দাঁড়িয়ে আছে একজন।

'আমাদের একটু সাবধান হতে হয় বলে আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে,' শরিফ বলল, 'তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

'অকারণ হত্যার জন্যে কেউ ক্ষমা পেতে পারে না,' রানা বলল।

হাসল শরিফ। বলল, 'আপনি হিন্দাকে ভুলতে পারছেন না, স্বাভাবিক কারণে। কিন্তু এছাড়া আমাদের কিছু করার ছিল না। আপনাকে বাগে আনার জন্যেই সব করা। আপনি একটু কম দুঃসাহসী হলে এর দরকার হত না।' দুঃসাহসী কথাটার উপর অতিরিক্ত জোর দিল শরিফ।

'হত্যাকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা না করে কাজের কথায় আসা যাক,' রানা বলল।

'আপনি নিজেকে খুব একটা আদর্শবাদী ভাববেন না, মিস্টার মাসুদ রানা,' শরিফ এবার গম্ভীর। বলতে লাগল, 'আপনি একটি মেয়ের জন্যে, যার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক মাত্র দু'দিনের, তার জন্যে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।'

'সে জবাব আমি দেশের কাছে দেব,' রানা বলল। 'আমি বুঝি, মেয়েটা নিরপরাধ, আমার কারণে তার এই অবস্থা, তাকে আমার বাঁচাতে হবে। জীবন দিয়ে হলেও।'

'আপনার জীবন আমি চাই না,' শরিফ বলল। 'আমি একজন বিশ্বাসঘাতক চাই।' এবার সুন্দর মুখে ক্রূর হাসি দেখা গেল।

হাতের আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে আবার আলগা করল রানা। দৃষ্টি স্থির শরিফের উপর। শরিফের মুখে আবার হাসি দেখা গেল। বলল, 'মিশর বা আরব আপনার দেশ নয়। দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্নও তাই ওঠে না। আপনার দেশের কোন ক্ষতি হবে না…'

'জিসানের মুক্তির বদলে আপনি ঠিক কি চান?'

নয়

শরিফ থমকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'চাই জেনেভা এবং এথেন্সের আল-ফাত্তাহদের নেতার পরিচয়।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল রানা। বলল, 'আমি যে জানি একথা কি করে বুঝলেন?'

'আপনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন রেডিও ট্র্যান্সমিটারের সাহায্যে,' শরিফ বলল, 'গত কয়েকটা ঘটনা আপনার নির্দেশেই ঘটেছে।'

উত্তর দিল না রানা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি একটু বেশি রকমের চাইছেন, মিস্টার শরিফ।'

'চেয়েছি এবং এরচেয়ে কম আমি কিছু চাইব না,' শরিফ বলল। 'এখন আপনার পছন্দ আপনি দেখবেন।'

চিন্তিত চেহারা রানার। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'জিসান কোথায়?'

'আগে আপনার মত জানা দরকার।'

দ্রুত উঠে দাঁড়াল রানা। শরিফও চমকে গিয়ে উঠে পড়ল। কেঁপে উঠল পিস্তলধারীর হাত। রানা বলল, 'আমি রাজি।'

প্রশস্ত একটা হাসি দেখা দিল শরিফের মুখে। বলল, 'ডক্টর বাট সত্যিকারের লোককেই পছন্দ করেছে, খাঁটি মানুষ।'

'এবার জিসানকে দেখতে চাই,' রানা বলল।

'দেখবেন,' শরিফ বলল। 'এবং···যে মুহূর্তে জেনেভা আর এথেন্সের লোককে আমরা ট্রেস করব সেই মুহূর্তেই ডক্টরকে ছেড়ে দেব।'

'কিন্তু ব্যাপারটা যত সোজা ভাবছেন তা নয়,' রানা বলল। 'এথেন্সে আমাদের লোককে আমি চিনি শুধু কোড নামে। এবং তৃতীয়জনের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়। সরাসরি তাকে আপনাদের হাতে তুলে দেয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।'

শরিফ বলল, 'আপনি আপনার লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে অন্যের মাধ্যমে খবর পাঠান, তারপর সেই বেনামী ব্যক্তি আপনার সঙ্গে বিশেষ কোন জায়গায় দেখা করে—এই তো?'

রানা বলল, 'হ্যাঁ।'

শরিফ বলল, 'তাই হবে—সেই ভাবেই আমরা আমাদের সব আয়োজন করব।···আর আপনি যদি কোন রকমের চালাকি খাটান···'

'জিসানকে হিন্দার কাছে পাঠাবেন—এই তো?'

'হ্যাঁ, আমাদের ঠিকই চিনতে পেরেছেন। তবে জিসানের সঙ্গে আপনিও যাবেন। সব স্বাধীনতা আপনার থাকল। হয়তো আপনি আপনার লোককে আগে থেকে সাবধান করে দেবেন—কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। জিসান আমাদের হাতে থাকবেই।'

'আমি তা জানি!'

'এবং কায়রো পুলিস আপনাকে খুঁজবে খুনী সন্দেহ করে।'

'আমাকে আপনি রীতিমত দুর্বল করে দিচ্ছেন,' রানা হেসেই বলল।

'এবার আসুন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা যাক,' শরিফ বসল, একটা সিগারেট ধরাল। 'আপনি আজকের প্লেনে এথেন্স যাবেন। আপনার সঙ্গে আমাদের লোক থাকবে। চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের লোক আপনার সঙ্গে থাকবে—তাকে কাটাবার চেষ্টা করবেন না।'

'তবে হোটেলে আমার ডবল-বেডের রুম নিতে হবে,' রানা বলল।

'ভাল রসিকতা, কিন্তু আপনি আমার কথার গুরুত্ব আশা করি বুঝতে পারছেন,' শরিফ বলল। 'আপনি আপনার লোকের সঙ্গে দেখা করবেন বিশেষ জায়গায়। আমাদের লোক আপনার কাছেই থাকবে। আপনি আপনার লোকের দেখা পেলে তার সামনে আপনার হাত ঘড়িতে দম দেবেন—এর পরের দায়িত্ব আমার লোকই পালন করবে।'

'চমৎকার পরিকল্পনা,' রানা বলল। 'আমার কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না।'

'প্রথমে এথেন্স, তারপর জেনেভা,' শরিফ বলল। 'একই ভাবে কাজ হবে। এবং আপনি কায়রো ফিরে এলে জিসানকে আপনার হাতে তুলে দেব।'

'সেটাই আমি দেখতে চাই,' রানা বলল, 'দেখতে চাই, আমি যা চাই তা আপনার আছে কিনা। জিসান কোথায়?'

'বেশ আরামেই আছে,' শরিফ বলল। 'প্রথম বেশ তেজ দেখিয়েছিল—কিন্তু কদ্দিন...'

'জিসান কোথায়?'

'আসছে,' বলে রানার পেছনে কারও প্রতি চোখ নির্দেশ করল। দরজা খুলে গেল। লোকটা বেরিয়ে গেল। শরিফ হাসল একটু। বলল, 'মিস্টার রানা, নারী তো আপনার বিছানার চাদরের মত। প্রয়োজন মত, খুশি মত, পছন্দ মত—বদলে নেন প্রতি রাতে। আপনার সঙ্গিনী হতে বেশির ভাগ মেয়ে সানন্দে রাজি, কিন্তু আপনি এই একটি বিশেষ মেয়ের জন্যে সব দিতে রাজি হলেন কেন? জিসানকে আপনি ভালবাসেন?'

'জিসান সুন্দরী মেয়ে... অনায়াসে ভালবাসা যায়,' রানা বলল। 'কিন্তু আপনি প্রেম-তত্ত্বের আলোচনায় নামতে চাইছেন কেন?'

'প্রেম-তত্ত্ব নয়,' শরিফ বলল। 'রানা-তত্ত্বের কথা ভাবছি। হাজারটা জিসান আপনার জীবনে আসবে, কিন্তু জিসানের জন্যে...'

'হাজারটা জিসান আসবে—আপনার কথা যেন সত্যি হয়,' রানা হাসল। হাসিটা ঠোঁট থেকে মিলিয়ে চোখের কোণে গেল। সেখানকার ভাঁজ আর হাসি-হাসি মনে হলো না। শরিফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাজার জনের কথা ভাবি না, এই জিসানের বিপদ আমার জন্যে হয়েছে, একথা আমি ভুলব কি করে?'

শরিফ হাসল। বলল, 'এর জন্যে যদি পি.সি.আই. ছাড়তে হয়?'

'অবশ্যিই ছাড়তে হবে,' মেজর জেনারেলকে ভাবল রানা।

'তবে চলে আসুন আমাদের সঙ্গে। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টার...'

'না, আর এসবে থাকব না,' রানা বলল। 'আমি অবসর নেব।'

ঠিক তখনই পিছনে সাড়া পাওয়া গেল লোকের। শরিফ বলল, 'জিসান এসেছে। ও কিছুই জানে না কেন ওকে আটকে রেখেছি। ওকে আপনি সব বুঝিয়ে দিন।'

কথাগুলো রানা শুনল, কিন্তু চোখ খোলা দরজায়। জিসান এগিয়ে আসছে। দু'জন দু'পাশ থেকে প্রায় ঠেলে নিয়ে আসছে। চুল রুক্ষ, যত্নহীন। ঘরের মধ্যে এসে চমকে গেল। বাঁ হাত মুখে উঠে গেল। বিশাল বিস্ফারিত চোখ চারদিকে

কালো বলয়ের জন্যে আরও বড় দেখাচ্ছে।

কিন্তু সুন্দর। এত সৌন্দর্য শুধু জিসানকেই মানায়। রানা ভাবল, 'আমি কি প্রেমে পড়েছি?'

পানিতে ভরে আসছে জিসানের বিস্ফারিত বিশাল চোখ। হাত নেমে গেল মুখ থেকে, ছোট্ট করে উচ্চারণ করল, 'রানা!' কামড়ে ধরল ঠোঁট। তারপর বাচ্চা মেয়ের মত ঠোঁট ফুলাল। রানা এগিয়ে গিয়ে ধরল জিসানকে। রানা অনুভব করল জিসান কাঁদছে, অস্পষ্ট ভাবে বারবার উচ্চারণ করছে তার নাম। এই দুর্ভোগের জন্যে সব অভিমান তার রানার উপর। জিসান বলছে, 'কেন দেরি করলে?' বলল, 'রানা, তুমি এখুনি আমাকে নিয়ে চলো এই নরক থেকে।'

রানা ওকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করল কেন ওকে আটকে রাখা হয়েছে। এবং কেন আরও দু'দিন থাকতে হবে।

'কেন?' জিসান চোখ তুলে তাকাল, 'না, আমি থাকব না। তুমি আমাকে এখুনি নিয়ে চলো।'

'লক্ষ্মী মেয়ে,' রানা ওর কপালে ঠোঁট ছোঁয়াল, 'তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। ওরা যা চায় তা করতেই হবে—তাহলে তুমি ছাড়া পাবে।'

'টাকা?'

'না।'

'তবে তুমি কি দিতে পারো ওদের?'

'পরে তোমাকে সব বলব।'

'না, এখুনি বলতে হবে, আমি ছেলেমানুষ নই।'

'আমি আল-ফাত্তাহর হয়ে এখানে কাজ করছিলাম। আহসানের মতই,' রানা বলল। 'এদের কিছু তথ্য দিতে হবে।'

জিসান অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'আমার জন্যে আল-ফাত্তাহর সিক্রেট এদের দিতে হবে?' জিসানের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। তারপর বলল, 'না, তা হতে পারে না।'

'তাই হচ্ছে,' রানা বলল। 'আমি ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

জিসান ঘুরে দাঁড়াল শরিফের দিকে। চোখে ওর ঘৃণা। দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল, 'শয়তান!'

হা হা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল শরিফ।

রানাকে আঁকড়ে ধরল জিসান। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, 'রানা, তুমি ওকে খুন করছ না কেন?'

রানা বাঁ হাতটা রাখল জিসানের কাঁধে।

'খুন?' শরিফ গম্ভীর হলো। বলল, 'আহসানকে বলেছিলাম এথেন্সের ঠিকানা দিতে, মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে। বলেছিলাম আমাদের কথায় রাজি না হলে কায়রো ত্যাগ করতে পারবে না। সাতদিন সময় দিয়েছিলাম। কথা হয়েছিল ফোনে। ও সাতদিন আমাদের হদিস বের করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু রাজি হয়নি। তাই জীবন দিয়েছিল বোকার মত। লুকাতেও পারেনি। তাই মিস্টার রানার ব্যাপারে অন্য পথ ধরেছি।'

জিসান বলল, 'রানা, আমার জন্যে তুমি ওদের ফাঁদে পা দিয়ো না।'

'দিয়ে ফেলেছি, জিসান।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি, রানা,' জিসান বলল, 'কিন্তু··· কিন্তু···আমরা আমাদের সুখের জন্যে বেশি স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি না?'

'না,' রানা বলল। 'আমি দেশে ফিরে কৈফিয়ত দিতে পারব।'

'রানা!' জিসান রানার বুকে মুখ লুকাল, 'আমাদের ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন—তুমি সব সময় জেনো, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

শরিফের ইশারায় একজন এগিয়ে এল জিসানকে নিয়ে যাবার জন্যে। রানা জিসানকে বুক থেকে বিচ্ছিন্ন করল, জিসান বলল, 'কবে আসবে?'

'শীঘ্রি।'

শরিফ এবার বলল, 'ডক্টর বাট, এবার আপনি আপনার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। মিস্টার মাসুদ রানা যদি তাঁর কথা রাখেন আপনি মুক্তি পাবেন।'

শরিফের দিকে আবার ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল জিসান। তারপর রানার দিকে তাকিয়ে কান্না চেপে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

জিসানের হাই হিলের শব্দ পাশের ঘরে···তারপর কোথায় মিলিয়ে গেল।

চেয়ারে আরাম করে বসে একটা সিগারেট ধরাল শরিফ। রানা ভাবল: এ লোকটা নিজের কথা রাখবে না। অথচ আমি রিস্ক নিচ্ছি। আহসান গেছে, গোল্ডেন স্লিপারের মেয়েটি গেল, হয়তো এথেন্সের কেউ—হয়তো জাহিদই মারা পড়বে এবং আমিও মরব। এখন কেন তবে ঝাঁপিয়ে পড়ছি না লোকটার ওপর, কেন ওর কণ্ঠের শ্বাস-নালী ছিঁড়ে ফেলছি না—যেখান দিয়ে বিষাক্ত নিঃশ্বাস বেরিয়ে চারদিক বিষাক্ত করে তুলছে। এ কিছু না। আমি সত্য উদ্ধার করতে চাই। জানতে চাই কোথাকার নির্দেশে চলছে সব।

এবং ভাবল, জিসান আমার জন্যে অপেক্ষা করবে?

'আফেন্দী,' ডাকল শরিফ।

এগিয়ে এল সেই গতরাতের পিস্তলধারী। এখনও হাতে সেই লামা পয়েন্ট থ্রী-এইট উদ্যত।

'তুমি তোমার পিস্তল পকেটে রাখতে পারো,' শরিফ আফেন্দীর উদ্দেশে বলল, 'মিস্টার মাসুদ রানার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নাও,' রানার দিকে ফিরে বলল, 'মিস্টার রানা, আফেন্দী আপনার সঙ্গে থাকবে। আফেন্দী পূর্ব-ইউরোপীয়। ওর মা-বাবা ছিল জ্যু। গত যুদ্ধে ইহুদি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী হয় দু'জন। ক্যাম্পেই ওর জন্ম।' চোখ টিপে হাসল শরিফ, 'বুঝতেই পারছেন, জার্মান গেস্টাপোর রক্ত ওর শরীরে—মায়ের নামের জন্যেই ও জ্যু। ও স্বীকার করে না আসলে ও ইহুদি হত্যাযজ্ঞের পুরোহিতেরই বংশধর। কিন্তু রক্তের দৌলতে নিষ্কম্প হাতে খুন করতে পারে। রেগে গেলে বলে, আমি গেস্টাপোর বাচ্চা,' শরিফ হাসল। রানা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল আফেন্দীও হাসছে। শরিফ আবার বলল, 'এখানে ও আফেন্দী, হিন্দার কাছে ছিল ওসমান। হিন্দাকে ও ভালবাসত—হিন্দা ওকে বসিয়ে খাইয়েছে অনেকদিন—গতরাতে ও-ই খুন করে এসেছে হিন্দাকে।' চুপচাপ সিগারেটে কয়েকটা টান দিল শরিফ, টার্কিস সিগারেট, উগ্র। আবার বলতে লাগল, 'ভাববেন

না যে এসব কথা বলে ভয় দেখাচ্ছি আপনাকে। বুঝেছি, ভয় কাকে বলে আপনি জানেন না। বললাম, আফেন্দী আমাদের খুব প্রয়োজনীয় লোক। ওর যদি কোন ক্ষতি হয় তবে আপনি পার পাবেন না। ও নিরাপদে ফিরে এলে আমি আমার চুক্তি পালন করব,' একটু থেমে বলল, 'আমাদের অন্য লোকও আছে এথেন্সে। ওর সম্পর্কে সব খবর আমি সব সময় পাব।'

রানা বলল, 'আপনার কথা শেষ হয়েছে?'

থতমত খেয়ে শরিফ বলল, 'হয়েছে। কেন?'

'আমাকে অফিসে যেতে হবে।'

'যেতেই হবে?'

'হ্যাঁ, না গেলে আমার খোঁজ পড়বে।'

'না, পড়বে না,' শরিফ বলল, 'আপনার সেক্রেটারি জানে আপনি দু'দিন অন্যত্র থাকবেন।' রানা চমকে তাকাতেই শরিফ হাসল, 'আমি ফোন করেছিলাম আজ আপনি আসার আগে। আপনার সেক্রেটারি জানিয়েছে, আপনি ছুটিতে।... মেয়েটির গলা বেশ মিষ্টি। আমাদের জুনাইদ তার রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

জুনাইদ ড্রাইভারের নাম।

রানা স্তব্ধ হয়ে গেল।

'আজ নয়, আগামীকাল সকাল দশটা পঁচিশ মিনিটের ফ্লাইটে সুইস-এয়ারে আপনার সীট-বুক করবেন,' শরিফ বলল।

রানা উঠল। এবার কেউ পিস্তল ধরল না। রানা ভ্যানে ওঠার আগে দেখল এটা কোন বাড়ির ভিতরের দিক। নাকে একটা তীব্র গন্ধ এসে লাগল।

কোথাও কিছু পচেছে। অথবা...

ভ্যান থেকে গিজার স্টেশনে রানাকে নামিয়ে দিল ওরা। ওখান থেকে ট্যাক্সি ধরে সোজা হোটেলে এল রানা। ট্যাক্সির পিছনে ভক্সহল লেগেই আছে। পোশাক বদলিয়ে একটা কাগজে চিঠি লিখল।

চিঠিটা পকেটে রেখে আবার বেরুল। হোটেলের গ্যারেজ থেকে মস্কোভিচ নিয়ে গেল কাসর আর নাইল রোডে সুইস-এয়ারের অফিসে। টিকিট বুক করে গেল গ্রীক দূতাবাসে। সেখান থেকে বের হয়ে ব্যাঙ্কে। সব শেষ হতে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিতেই দেখল ভক্সহলের ফেউ ঠিকই আসছে পিছন পিছন। রানা নাইল এবং বুস্তান রোডের মোড়ের পেট্রল-পাম্পে গাড়ি রাখল। ভক্সহল পিছনেই ব্রেক কষে দাঁড়াল সেই মুহূর্তে। ভক্সহলের ড্রাইভার এবং রানা একই সঙ্গে গাড়ি থেকে নামল। রানা সীটের উপর চিঠিটা রেখে দিল।

মনসুর এগিয়ে এল। রানার মুখের দিকে চেয়ে পেট্রল পাইপ হাতে নিয়ে বলল, 'কয় গ্যালন?'

রানা বলল, 'পেট্রল না, সার্ভিস করতে হবে।' বলে গাড়ির দরজা একটানে খুলে ফেলল, 'তাছাড়া এই যে সীটের উপর ময়লা লেগে আছে...'

রানা দেখল মনসুরের সন্ধানী চোখ চিঠির কাগজটার উপর ঠিক পড়ল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রানা, মনসুর এগিয়ে গেল ভক্সহলের দিকে। রানাকে বলল, 'আপনি অফিস থেকে রসিদ নিয়ে নিন। কালই পেয়ে যাবেন গাড়ি।'

'কাল দরকার নেই—দু'দিন পরে হলেও চলবে।' ভিতর থেকে একটা রসিদ লিখিয়ে বেরিয়ে এসে দেখল রানা ভক্সহলের পেট্রল দেয়া শেষ হয়েছে। রানা দাঁড়াল। ডাইভিং সীটে উঠে বসতেই রানা জুনাইদের উদ্দেশ্যে বলল, 'আপনি হোটেল সেমিরেমিসের কাছে আমাকে নামিয়ে দিতে পারেন?'

লোকটা একটু অবাক হলেও হেসে ফেলে বলল, 'আসুন, আসুন।'

গাড়ি পথে নামতেই রানা হাসল, 'আমি হেঁটে এলে আপনাকে শুধু শুধু কষ্ট করতে হত।'

লোকটাও হাসল। বলল, 'আপনি জবর চালু লোক।'

'কেন?' রানার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে।

'দিব্যি আমার গাড়িতে উঠে এলেন,' লোকটা বলল, 'কাল এয়ারপোর্টে আমিই পৌঁছে দেব, যান।'

জুনাইদের পাশে বসে ভাবল: আমি কায়রোয় বন্দী। পালাবার পথ নেই। জিসানের কথা বাদ দিলেও পালাবার কিংবা বাঁচবার উপায় নেই।

চারদিকে উদ্যত পিস্তল। যে-কোন মুহূর্তে সে আহসানের সঙ্গী হতে পারে।

এই রকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তার জীবনে খুব এসেছে কি? মৃত্যু কোথাও এমন ওত পেতে থাকেনি যে-কোন মুহূর্তের জন্যে। মুহূর্তটা রানার নয়—ওদের তৈরি।

দশ

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল রানা বেলা হয়েছে।

গোসল সেরে একটা সুটকেস গুছিয়ে নিচ্ছিল—এমন সময় ফোন বাজল।

শরিফ বলল, 'প্রস্তুত?'

'অনেকটা,' রানা বলল। 'এখুনি বেরুব।'

'বেশ। দেখা হবে ফিরে এলে।' লাইন কেটে গেল।

প্লেনে উঠে সহযাত্রীদের দেখল রানা।

আফেন্দী বসেছে তার তিন রো পিছনে। আফেন্দী খবরের কাগজ দেখতে ব্যস্ত।

সাড়ে বারোটায় এথেন্সে ল্যান্ড করল প্লেন। কাস্টমস্ চেকের সময় আফেন্দীকে পেছনে দেখল। চাপা কণ্ঠে রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ হোটেলে উঠবেন?'

দুই অপরিচিত লোক যেভাবে জিজ্ঞেস করে আবহাওয়ার কথা—তেমনি ভাবে রানা উত্তর দিল, 'হোটেল সাইকি।'

আফেন্দী কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল।

এবং আশ্চর্য—ওকে আশপাশে দেখল না রানা। অথচ রানার জানা আছে, লোকটা কাছেই কোথাও আছে, অথবা আর কারও উপর ভার পড়েছে চোখ

রাখার। হাজার মুখ চারদিকে, ট্যুরিস্টদের সংখ্যাই বেশি, বিচিত্র চেহারা। একটা ব্যাঙ্কে মিশরীয় মুদ্রা বদলে দ্রাকমায় করে নিল রানা। একটা ট্যাক্সিতে উঠে বলল, 'হোটেল সাইকি।'

হোটেলের নাম সাইকি, রাস্তার নাম সফোক্লিস। হোটেলের বাঁ দিকের রাস্তার নাম সক্রেটিস। সক্রেটিস রোড মিশেছে ইউরিপিডাসের সঙ্গে। সফোক্লিসকে ক্রস করেছে মিনার্ভা, এথেনা। সাইকির পিছনে টাউন হল, ও রাস্তাটার নাম অ্যাফ্রোদিতি।

রানা আগেও একবার এসেছিল এখানে স্রেফ ট্যুরিস্ট হিসেবে—যেবার জাহাজে বিশ্ব-পর্যটনে বেরিয়েছিল। এই নামগুলো বেশি চেনা মনে হয়েছিল বলে এই অঞ্চলের সাইকি হোটেলকে বেছে নিয়েছিল। কম পয়সার হোটেল তুলনামূলকভাবে। তাছাড়া…

রানা ডেস্কের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল রুম পাওয়া যাবে কিনা। মেয়েটি বলল, 'তোমার জন্যে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। পাঁচতলায়…'

'একেবারে বাঁ দিকের একটা রুম হলে ভাল হয়।'

'তুমি বুঝি পুরানো লোক, আর হৈ-চৈ পছন্দ করো না?'

রানা উত্তর দিল না। মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ, পাওয়া যাবে—তবে চারতলায়।'

'চারতলা হলেও চলবে।'

'ক'দিন থাকবে?' মেয়েটি খাতা বের করে লিখল, রানাকে দিল সই করতে। সই করে রানা বলল দু'দিন বা তিন দিন।

'দৈনিক তোমার লাগবে পঞ্চাশ দ্রাকমা। তোমার রুমটা উইথ বাথ। বাথরুম ছাড়া হলে চল্লিশ দ্রাকমা লাগত।'

রানা একশো দ্রাকমার একটা নোট দিল অ্যাডভান্স। মেয়েটি হাসল। 'তুমি পুরোটাই অ্যাডভান্স করে দিচ্ছ?'

রানা সুটকেস তুলে নিতে গেলে সাদা পোশাক পরা পোর্টার সেটা তুলে নিল। মেয়েটা চাবি এগিয়ে দিল। ৫২৯ নম্বর। মেয়েটার মুখের হাসিটি মিষ্টি। এবং মেয়েদের মতই। লিফটে উঠে রানা দেখল মেয়েটা তাকে দেখছে।

রুম নাম্বার ৫২৯।

পোর্টারকে বিদায় করে প্রথম দেখল রানা বাথরুম। বাথরুমের বাইরের দিকে একটা দরজা। সেটাও খুলল—বাইরের খোলা, ঘোরানো, নোংরা সিঁড়িটা দেখে নিল। এটা আগের বার দেখেছিল। হোটেল বিল্ডিং-এর এরকম সিঁড়ি আর কোন ঘরের সঙ্গে নেই। ফায়ার একজিট। রানা জানে, পালাতে হলে এ সিঁড়ি কোনদিন দরকার পড়বে না। পালাবার জন্যে এতদূর এই সিঁড়ির জন্যে অবশ্যিই আসেনি। তবে এ হোটেলের কথা মনে হতে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের অনুভব আর অভ্যাস বশেই মনে হয়েছিল এ ঘরটাই ভাল। তাছাড়া…

দরজা বন্ধ না করেই ঘরে এসে পোশাক ছেড়ে হোটেলের ডাইনিং রুমে বসে বেশ ভারী লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে আফেন্দীকে দেখল। আফেন্দী দুটো টেবিলের ওপাশেই বসেছে। হাতে একটা গ্রীক পত্রিকা।

রানা একাকী বোধ করল। জীবনে অনেক মুহূর্তে সে এর চেয়ে একক অবস্থায়

পড়েছে। শত্রু-শিবিরে বন্দী হয়েছে, মৃত্যুর জন্যে দিন গুনেছে জীবনের অনেক মুহূর্তে। কিন্তু এত একা বোধ করেনি কোথাও। এবার সে এগোচ্ছে অজানা অচেনা পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে। এর পরিণতি কি সে জানে না।

না, জানে সে; প্রত্যেক অ্যাসাইনমেন্টে একটা পরিণতি নিশ্চিত বলে ধরে নিয়ে এগিয়ে চলে। সে পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। অনিবার্য মৃত্যু। এক দিকে মৃত্যু, অন্য দিকে জয়। এবার, এই আজকে, এখন, কোন কিছুই তার হাতে নেই। কতকগুলো ঘটনাকে সে সংবদ্ধ করার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলেছে, একটির পর একটিকে নিখুঁত নিয়মে, পরিকল্পনা মত ঘটতে হবে। নইলে মৃত্যুই তার প্রাপ্য। হ্যাঁ, মৃত্যু। এখানকার এজেন্টকে তুলে দিতে হবে ওদের হাতে। জাহেদকে!

খাওয়া শেষ করে কড়া কফি পান করল পনেরো মিনিট বসে। উঠে গেল আফেন্দী। রানা বসে রইল আরও কিছুক্ষণ। এমনি সময় দরজায় দেখা গেল একটা বিশাল চেহারা। জাহেদ। সঙ্গে একটা গ্রীক মেয়ে।

মনসুর তবে রাতের প্লেনেই চলে এসেছে।

জাহেদের চোখ দুটো খুশিতে ফেটে পড়তে চাইল। প্রকাশ করতে গিয়ে সে সঙ্গিনীকে চুমু খেয়ে বসল। সোজা উঠে পড়ল রানা। টেবিলে রানার সিগারেটের খালি প্যাকেটটা পড়ে রইল। ওই টেবিলে এসে বসল জাহেদ। দ্রুত নিজের ঘরে চলে গেল রানা।

দরজা খুলতেই ঘরের মেঝেতে পেল এক টুকরো কাগজ। তাতে আরবীতে লেখা। 'কোথায়, ক'টায়, কখন?'

ফায়ার একজিটের দরজাটা খোলা—খোলা রেখেই রানা রাস্তায় নেমে এল। হাঁটতে লাগল অনির্দিষ্ট ভাবে। দোকানে জিনিস দেখল। সিগারেট কিনল।

শেষে একটা ওপেন-এয়ার রেস্তোরাঁয় বসে গান শুনল। সেই পরিচিত সুর। নেভার অন সানডে ছবি যে-গান জনপ্রিয় করেছে পৃথিবীময়। আবার হাঁটতে হাঁটতে হোটেলে ফিরে এল। এবং সোজা নিজের ঘরে উঠে গেল। আলো জ্বেলে বাথরুমে গিয়ে বাইরের দরজা বন্ধ করল। ঘরে এসে বালিশটা সরিয়ে ফেলল। দেখল আলোতে চকচক করছে একটা ল্যুগার। সঙ্গে বাংলায় লেখা একটা চিঠি। জাহেদের হাতের লেখা।

'আজ রাত দশটায়। কিফিসিয়া এলাকায় স্পার্টান ক্লাব। তোর নির্দেশ মতই হবে। "ম" ফিরে গেছে। "বলির পাঁঠা" ভাল দেখে বাছাই করেছি। এক ঢিলে দুই পাখি।'

এতটুকু লেখাতে অজস্র বানান ভুল।

বাংলা তো নয়, গ্রীক।

রানা একটা কাগজে লিখল, 'রাত দশটা। স্পার্টান ক্লাব।'

নেমে গেল নিচে। ডাইনিং হলে আফেন্দী নেই। ফেরার পথে করিডরে দেখা। ৫২৬ নম্বর রুম থেকে বেরুল। ওর দিকে এগিয়ে গেল রানা। ধাক্কা খেয়ে দু'জনেই সরি বলল। ওর হাতে কাগজটা দিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল রানা। রাত দশটা। এখন বাজে মোটে সন্ধে সাতটা। বিছানায় টান হয়ে শুয়ে পড়ল রানা পুরো পোশাকে। একটা সিগারেট ধরাল। আস্তে আস্তে ধোঁয়ার রিং ছাড়ল অনেকগুলো।

বারান্দায় পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। দুটো লোক। এক তালে চলছে ভারী জুতো পায়ে। শব্দ থমকে গেল তার ঘরের সামনে। কথা শোনা গেল।

তারপর নক হলো দরজায়।

ঘরে লোক আছে কিনা দেখার জন্যে নক না—যেন হুকুম দরজা খোলার।

দ্বিতীয়বার নক হলে রানা উঠল। পকেটের পিস্তলটা চেস্ট অভ ড্রয়ারের শেষ ড্রয়ারে রেখে চারদিকে দেখে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল।

দু'জন লোক। দেখতে একরকম। একরকম মুখের ভঙ্গি। একরকম পোশাক। একভাবে রানার দিকে চেয়ে আছে।

দুই গোলাকার মুখের একটির ভিতর থেকে কথা বেরুল, 'আমরা পুলিসের লোক।' পকেট থেকে হাতে উঠে এল একটা নীল রেক্সিনের ফোল্ড। সেটা রানার চোখের সামনে মেলে ধরল। গ্রীক ভাষায় পরিচয়-পত্র। পরিচয়-পত্র না হয়ে হতে পারে গাড়ির ব্লু-বুক, ড্রাইভিং লাইসেন্স, সাঁতার ক্লাবের সদস্য-কার্ড। কিন্তু বলছে, 'আমরা পুলিস।' গ্রীক হলেও রানার বুঝতে অসুবিধে হয়নি। ওদের চোখের চাউনিই বলছে ওরা পুলিস।

ওরা নিজের আগ্রহেই ঘরে ঢুকল।

ওদের একজনের গোল মুখের বাঁ গালে ঠোঁটের কোণ থেকে কান পর্যন্ত কাটা দাগ তার গুরুগম্ভীর চেহারাকে কিছুটা হাসিহাসি করেছে। লোকটা ডানদিকে গম্ভীর, বাঁ দিকে হাসিহাসি।

রানা ভেবেচিন্তে কয়েকটা গ্রীক শব্দ সংগ্রহ করে বলতে গেলে, লোকটা বলল, 'আমি কিছু কিছু ইংরেজি বলতে পারি।'

'আপনি যে ভাষায় কথা বলেন না কেন আমি বুঝে নেব,' রানা বলল, 'পুলিসের ভাষা পৃথিবীর সবখানে এক।'

'আপনার নাম মাসুদ রানা, আপনি বাঙালী, কায়রো থেকে এসেছেন?' লোকটা গুরুগম্ভীরভাবে বলল।

'হ্যাঁ, আমার নাম মাসুদ রানা। কায়রো থেকে এসেছি, বাঙালী। পাসপোর্ট-ভিসা দেখবেন?'

'যদি কিছু মনে না করেন।'

ব্যাগ খুলে পাসপোর্ট-ভিসা বের করে দেখাল রানা।

লোক দুটো আবার পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে। গাল-কাটা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এখানে পৌঁছেই পুলিসে ইনফর্ম করেননি কেন?'

'গ্রীসের নিয়ম মত তিরিশদিন এখানে থাকতে হলে পুলিসের কাছে নাম রেজিস্ট্রির প্রয়োজন বলেই জানতাম। আমি তিনদিন থাকব।'

'কিন্তু এখন দরকার হয়।' রানার পাসপোর্টের ওপর আঙুল ঠোকে লোকটা। লোকটা রেগেছে, অথচ বাঁ গালের ঠোঁট-কাটা হাসি ঠিক লেগেই আছে। 'আপনাকে হোটেল ডেক থেকে বলেছিল—যত শীঘ্রি সম্ভব পুলিসে খবর দিন?'

'না, বলা হয়নি,' রানা মেয়েটির মুখের হাসিটা মনে করে বলল, 'না, পরিষ্কার মনে আছে মেয়েটি শুধু হেসেছিল, কিছু বলেনি।'

'কিন্তু মেয়েটি জানিয়েছে,' গাল-কাটা বলল, 'সে আপনাকে বলেছিল।'

'তবে ধরে নিতেই হবে মেয়েটি ভুলে গিয়েছিল,' রানা বলল, 'অথবা মিথ্যে বলেছে।'

'আপনার ট্রাভেল এজেন্ট আপনাকে জানায়নি?'

'আমি খুব অল্প সময়ের নোটিসে এসেছি।'

'এথেন্সে কেন এসেছেন?'

'এথেন্সে লোক কেন আসে?' জিজ্ঞেস করল রানা। লোকটা রেগে উঠল। 'অবশ্যি আমার আগমন আর দারাউস জারাস্টাসের আগমনের মোটিভের তফাত আছে। আমি একজন ব্যবসা-ফার্মের প্রতিনিধি।'

'এথেন্স এসে কোন ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?'

'আমাকে আগে সরকারী বাণিজ্য দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে কাল সকালে।'

'দু'দিন মাত্র থাকবেন,' লোকটা বলল, 'একটা দিন এভাবেই নষ্ট করলেন?'

'না করিনি,' বলল রানা। 'আজ এখন ক্লাবে গিয়ে গ্রীক নাচ নাচব, মদ্যপান করব।'

দ্বিতীয় লোকটা কোন কাজ বা কথা না পেয়ে দেশলাইয়ের কাঠি বের করে কান খোঁচাচ্ছে। কিন্তু তার চোখ রানার উপর ঠিক জোঁকের মত আটকে রয়েছে।

গাল-কাটা বলল, 'আপনি ব্যবসায়ী মানুষ। অকারণে এখানে আসেননি ধরে নিতে পারি। তবে আপনি দু'দিনের বেশি যদি থাকেন তবে পুলিসে জানাবেন। যদি কিছু মনে না করেন—আমার সঙ্গী আপনার ঘরটা সার্চ করে দেখবে।'

আন-অথোরাইজড পিস্তলের কথা মনে পড়ল। ওটা ড্রয়ারে আছে। এখন প্রায় আটটা। দশটায় স্পার্টান ক্লাবে অভিসার। রানা বলল, 'মনে করার কিছু নেই—যদি সন্দেহ করার সঙ্গত কোন কারণ থাকে।'

'আমরা কারণ দর্শাতে বাধ্য নই—সব ক্ষেত্রে,' লোকটা বলল, 'মিস্টার রানা, আমরা শুধু ভদ্রতা করে অনুমতি নেই। না নিয়েও আমরা অন্যভাবে কাজ উদ্ধার করতে পারি।'

'আমি এখানে কি লুকিয়ে রাখতে পারি বলে মনে হয়?' রানা জিজ্ঞেস করল, 'সফোক্লিসের স্বহস্তে লিখিত ইডিপাসের মূল পাণ্ডুলিপি, অথবা সক্রেটিসের স্ত্রীর লেখা প্রেমপত্র?'

'সফোক্লিস বলে আপাতত কাউকে যখন চিনি না তখন সে সন্দেহ করতে যাব না,' লোকটা বলল, 'সার্চ করতে পারি?'

'করুন। গ্রীসের অতীতের প্রতি গভীর গোপন প্রেম ছাড়া আর লুকোবার মত কিছু আমার নেই।'

'ধন্যবাদ,' লোকটা বলল। 'এবার সুটকেসটা খুলুন।'

সুটকেস দেখা হলে ওরা ওয়ার্ডরোব দেখল। খাটের নিচে, বিছানার তোশক, বালিশ উল্টে-পাল্টে দেখে চেস্ট অভ ড্রয়ারের দিকে এগিয়ে গেল।

প্রথম ড্রয়ারে কিছু পেল না। দ্বিতীয় ড্রয়ারে পাওয়া গেল অ্যালকাসেলজারের কৌটো—আগের বাসিন্দারা ফেলে গেছে। কৌটোর মুখ খুলে দেখে রেখে দিল। এবং তৃতীয় ড্রয়ারে হাত দিল। ড্রয়ার খুলতে একটু শক্তি লাগল। ওটা খোলা হলে

গাল-কাটা রানার দিকে তাকাল। রানা বলল, 'খুঁজে কিছুই পাবেন না। আপনাদের অনুমান মত তেমন মূল্যবান কিছু আমি নই।'

সিনিয়র সার্ভিস ধরাল।

গাল-কাটা উঠে এল। 'মিস্টার রানা, ক্ষমা প্রার্থনীয়, আমরা নিয়ম রক্ষার জন্যেই...'

গাল-কাটা থেমে গেল। তার সঙ্গী ড্রয়ারের ভেতর থেকে কিছু একটা বের করছে। রানা বুঝল, পিস্তল হাতছাড়া হলো।

'পেয়েছি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নির্বাক লোকটি। গাল-কাটার চোখে বিস্ময়, সে কিছু পেয়ে যাবার আনন্দে এগিয়ে গেল।

ল্যুগারটা তার হাতের শোভা বৃদ্ধি করছে। গাল-কাটার একটু আগের ক্ষমা প্রার্থনার হাসি উধাও হয়েছে। সেখানে ফুটে উঠেছে রহস্যের হাসি। লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার রানা, এটা কি?'

'একটা রিভলভার মনে হচ্ছে।'

'না, এটা পিস্তল,' গাল-কাটা বলল, 'এবং আপনি তা ভাল করেই জানেন।' রানার পাসপোর্ট খুলে দেখল। তারপর বলল, 'পিস্তল রাখার পারমিশন আপনার নেই। কাস্টমস ধরেনি?'

'না,' রানা বলল। 'কেননা আমার সঙ্গে কোন পিস্তল ছিল না। জীবনে আমি ছেলেবেলায় খেলনা-পিস্তল ছাড়া কোনদিন সত্যিকারের পিস্তল দেখেছি কিনা সন্দেহ।'

'এটা কি খেলনা-পিস্তল মনে হচ্ছে?'

রানা ওটা পরীক্ষা করল চোখ বড় বড় করে। তারপর বলল, 'না, এটাকে খেলনা-পিস্তল অন্তত মনে হচ্ছে না। অবশ্যি এ বিষয়ে আমি প্রায় অজ্ঞ।'

'অজ্ঞ কিংবা বিশেষজ্ঞ এ নিয়ে আমাদের ভাবনা নয়!' লোকটা রানার দিকে রেগে-মেগে তাকাল, 'আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এটা এই দেরাজে কি করে এল?'

'আপনিই অনুমান করুন।'

কাটা গালের চেহারা বদলে গেছে। কুৎসিত দেখাচ্ছে হাসিটা। সে বলল, 'এ পিস্তল আপনাকে কে দিয়েছে?'

'কেউ না,' রানা উত্তর দিল নির্বিকারভাবে, 'আগে কোনদিন আমি এটা দেখিনি।'

'এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন?' লোকটার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, 'এটা আপনার ঘর, আপনি...'

'হ্যাঁ, চেস্ট অভ ড্রয়ারটা আমার, খাট-পালং আমার,' রানা বাধা দিয়ে বলল, 'তার মানে কি এগুলো আমার পৈত্রিক সম্পত্তি?'

লোকটা রানার নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, 'যদি আপনি এটা ওখানে না রাখবেন তবে এটা কিভাবে ওখানে এল?'

'সেটা আমিও ভাবছি।'

'আপনি পুলিসের সঙ্গে অসহযোগিতা করছেন। অন্য কে এ কাজ করবে—আপনি তো আপনার রুমেই ছিলেন?'

'না, মাঝে বের হয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে।'

'আপনার ঘরেই শুধু এল কেন?' লোকটা বলল, 'অন্য ঘরে না গিয়ে?'

'হয়তো সব ঘরেই আছে এ জিনিস একটা করে, হয়তো এ ঘরের চাবি আছে কারও কাছে,' রানা বলল, 'কিংবা হয়তো আমি এ ঘরে আসার আগেই ওটা কেউ রেখে গেছে তাড়াতাড়িতে ভুলে।'

'তা হতে পারে না,' লোকটা বলল, 'এ ঘরে আগে ছিলেন একজন মহিলা।'

রানা আঁচ করল আগের বোর্ডার সম্পর্কে এরা এড়াতে চায়। পুলিসের জন্যে ব্যাপারটা ব্যতিক্রম বলতে হবে। বলল, 'গ্রীসের মেয়েরা কি পিস্তল ব্যবহার করে না? বেশ আশ্চর্যের কথা কিন্তু!'

'এই মহিলা একজন শিক্ষয়িত্রী, এডুকেশন কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছিলেন,' লোকটা বলল। 'কাজেই আপনাকে বিশ্বাস করছি না। আপনি চালাক মানুষ। চিন্তা করে ভেবে সব কথার উত্তর দিন।'

'ভাববার কি আছে—তাছাড়া আমি খুব চিন্তাশীল নই।'

'এবার আপনি বোকামি করছেন। আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আমার মনে হয়, তাতে আমাদের দু'পক্ষেরই লাভ হবে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন?'

'পারছি—মনে হয়।'

'আপনি আমাদের সাহায্য গ্রহণে আগ্রহী?'

'হ্যাঁ,' আচমকা এক থাবা দিয়ে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিল রানা। ব্যাপারটা এতই দ্রুত ঘটল যে অবিশ্বাসে ছেয়ে গেল পুলিস দু'জনের বিস্মিত দৃষ্টি। দু'জনের মাঝখানে তাক করে ধরা আছে এখন ল্যুগারটা। নির্বিকারভাবে বলেই চলল রানা, 'হ্যাঁ, আমি প্রথম সাহায্য চাচ্ছি: এক পা নড়বেন না! চালাকি করলে মাথার খুলি উড়ে যাবে।'

ওরা দু'জনই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর গাল-কাটা বলে উঠল, 'পাগলামি করবেন না! পুলিসের কাজে বাধা দেবার ফল আপনি জানেন। এথেন্সের পুরো পুলিসবাহিনী এক্ষুণি এখানে ছুটে আসবে...'

'আমাকে ধন্যবাদ জানাতে,' রানা বলল, 'তোমরা পুলিসের লোক না। তোমরাই এ-পিস্তল আমার রূমে রেখে আমাকে দুর্বল করে, ভয় দেখিয়ে, কিছু একটা করিয়ে নিতে চেয়েছিলে,' একটু থেমে রানা বলল, 'আমি যদি তোমাদের পরিস্থিতিতে পড়তাম তবে এখনই পুলিস হেডকোয়ার্টারে ফোন করতাম। ওই টেলিফোন রয়েছে, ওটা ব্যবহার করতে পারো।'

ফোনের দিকে ওরা দু'জনেই তাকাল। তারপর আবার রানার নির্বিকার মুখের দিকে। তারপর বলল, 'আপনি একটা বিরাট অন্যায় করছেন!'

'তোমাদের চেয়ে বেশি না,' রানা দৃঢ় কণ্ঠে বলল। 'তোমরা ফোন না করলে আমি করতে বাধ্য হব।'

চুপ করে থাকল ওরা। তারপর গাল-কাটা রানার পাসপোর্ট চেস্ট অভ ড্রয়ারের উপর রেখে হাসল, 'কোনটাই প্রয়োজন নেই। আপনি তো কালই ফিরে যেতে চান কায়রো; আর ঝামেলা না বাড়ানোই উচিত, কি বলেন?'

ওরা দু'জনই দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

রানা বলল, 'এরপর তোমাদের চেহারা যেন আমাকে আর না দেখতে হয়—গেট আউট।'

ওরা বেরিয়ে যেতেই রানা ভাবল, শরিফের লোক এরা হতে পারে না। কেননা এত সাবধানী হবার প্রয়োজন তার নেই। রঙের টেক্কা তার হাতে। আমি আমার জন্যেই সাবধান থাকব সে জানে। সে জানে আমি তার হাতের মুঠোয়...হয়তো কর্নেল সিক্সের কারসাজি... কে জানে এভাবেই হয়তো চারদিকে সহস্র চক্ষু মেলে রেখেছে।

রাত ন'টা দশ মিনিট।

রানা পিস্তলটা পরীক্ষা করে দেখে পকেটে রাখল। এবং বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

নিচের তলায় ডেস্কের মেয়েটি নেই। রয়েছে আর একজন। ঝিমুচ্ছে। নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল রানা রাস্তায়।

হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল। সামনে যে রাস্তা পেল সেদিকেই মোড় নিল। অথচ কিফিসিয়া এলাকাটা কোন্‌দিকে জানে না রানা। রানা ভাবছে কেউ তার পিছনে লাগবেই। পনেরো মিনিট হাঁটার পর হঠাৎ একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বলল, 'কিফিসিয়া।'

পনেরো মিনিট পর গাড়ি একখানে থামল। রানা বলল, 'স্পার্টান ক্লাব।'

গাড়ি আরও কিছুটা এগিয়ে এসে থামল একটা গেটের সামনে। চোখ তুলে দেখল রানা গেটের উপর জ্বলছে 'স্পার্টান' কথাটা নীল নিয়নের আলোতে।

এগারো

গাড়ি ছেড়ে ভিতরে এল রানা। অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাশে আলোকিত সুইমিং-পুল। তার চারধারে লোক বসেছে দলে দলে।

হুল্লোড় ভেসে আসছে ভিতর থেকে।

মূল ক্লাব-ঘরে উপস্থিত হলো রানা। সিগারেটের ধোঁয়া, এবং মেন্ডো[illegible]নের বিধুরতা! তার সঙ্গে তালি দিয়ে নাচছে একদল নারী-পুরুষ...রানার ঠোঁটের [illegible]াণে হাসি দেখা দিল।

দুটো মেয়ের কোমর ধরে বেসামালভাবে নাচবার চেষ্টা করছে জাহেদ গ্রীসের চিরন্তন-নৃত্য। নেভার অন সানডের সুর বাজছে মেন্ডোলিনে।

এদিকে দেখছে না জাহেদ। কোন দিকেই না।

ওকে উৎসাহ দিচ্ছে একদল আমেরিকান তরুণ-তরুণী।

জাহেদের সঙ্গিনী দু'জনের একটি গ্রীক অন্যটি পশ্চিম ইউরোপের। ওরা হাসছে জাহেদের পদক্ষেপের গরমিল দেখে। একবার এর গালে, আরেকবার ওর গালে চুমু খেয়ে পদক্ষেপের ভুল শোধরাবার চেষ্টা করছে জাহেদ।

সুখে আছে শালা, রানা ভাবল।

রানার চোখ খুঁজতে লাগল আফেন্দীকে।

একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আফেন্দী। তার পাশ দিয়ে একটা করিডর। একেবারে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়েছে। হাতে মদের গ্লাস।

রানাকে একবার দেখে নিয়ে আবার হাতের গ্লাসে নজর দিল।

চারদিক দেখল রানা। নানান দেশী লোক, নানা চেহারার, বেশির ভাগ জাহাজের নাবিক। মেয়েদের মধ্যে গ্রীকই বেশি।

জাহেদ রানাকে দেখেছে। ওর মধ্যে কোন রকম আড়ষ্টতা দেখা গেল না। কিন্তু একটু পরই হঠাৎ নৃত্য শেষ করে নিজেই হাততালি দিল। সবাই সঙ্গে সঙ্গে হুল্লোড় করে উঠল।

আফেন্দী নীরব চোখে রানাকে দেখছে। একভাবে তাকিয়ে আছে। আরও একজন কি আমার উপর চোখ রেখেছে? কর্নেল সিক্সকে ভাবল রানা। অনুভব করল পকেটের ল্যাগারটাকে। মসৃণ, ভারী।

আফেন্দীকে শেষ করে দেয়া যায় না, গলা টিপে? জিসানকে মনে পড়ল। মনে পড়ল শরিফের মুখ। জিসান কি রানার জন্যে বসে আছে?

মেয়ে দুটির কোমর ধরেই একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে চেয়ার টেনে বসল জাহেদ। নিতম্বিনী মেয়েটি বসল জাহেদের কোলে, সুবক্ষা জাহেদের কোমর জড়িয়ে পাশেই একটা চেয়ার টেনে। সবাই জাহেদকে নিয়ে হাসছে। রানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক মধ্যবয়স্ক বলল, 'খুব ফুর্তিবাজ লোক!'

রানা হাসল, বলল, 'লোকটা কে?'

'স্প্যানিশ কাউন্ট বলে নিজের পরিচয় দেয়,' লোকটা বলল। 'আসলে ও সিসিলির লোক। ভবঘুরে। এখন পোর্টে চাকরি করে, সারাদিন মেয়েদের পিছনে লেগে আছে।'

'মেয়েদেরও প্রচুর উৎসাহ দেখছি!' রানা হাসল, 'মেয়ে দুটিই গ্রীক?'

'না, একজন ব্রাজিলের মেয়ে,' মধ্যবয়স্ক লোকটা বলল।

'আপনি জানলেন কি করে?'

'ওটি আমার স্ত্রী,' লোকটা হাসল।

'কোন্‌টা—কোলেরটা না পাশেরটা?'

এবার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। রানা দেখল লোকটা এগিয়ে যাচ্ছে জাহেদের দিকে। হঠাৎ লোকটার পৌরুষ জেগে উঠল নাকি! পদক্ষেপ দেখে তাই মনে হচ্ছে। ছায়াছবি হলে সঙ্গীত পরিচালক এখন ব্যান্ড ব্যবহার করত। কাছে যেতেই কোলের মেয়েটি হাস্য-মুখর হয়ে উঠল। লোকটার কাঁধ ধরে মুখটা টেনে নিয়ে কোলে বসেই চুমু খেলো। তারপর উঠল। এবং স্বামীর কোমর ধরে টলতে টলতে বাইরের দিকে চলে গেল।

উঠে দাঁড়াল জাহেদ। একটা ছোটখাট লোক দাঁড়িয়ে ছিল টেবিলের কাছেই। রানার দিকে একবার তাকিয়ে লোকটার দিকে তাকাল জাহেদ। লোকটার হাতে গ্লাস। চারদিক দেখছে ইঁদুরের মত চোখ মেলে—পিটপিট করে।

রানা ওয়েটারের হাত থেকে একটা গ্লাস নিয়ে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে।

কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। দেখল লোকটার মুখ, নেশায় আরক্ত, ফ্যাকাসে চোখ। চোখের কোণ দুটি ভেজা। লম্বা নাক। চেহারা দেখে মনে হয় লোকটা কোন অফিসের কেরানী। আজ বড় একটা ঘুষ খেয়েছে। মানসিক দিক থেকে কিছুটা বিভ্রান্ত—তাই নেশা করতে এসেছে বাড়ি ফেরার আগে। হয়তো বাড়িতে স্ত্রী অপেক্ষা করছে। এবং ছেলেমেয়েরা···

রানা ভাবল, না এসব ভাবব না। না, এর কেউ নেই। এ একা। একা একা অন্যায় করে চলেছে—বেশি বেশি লোভ করছে।

ওর টেবিলের সামনে গিয়ে বলল রানা, 'বসতে পারি?'

চোখ তুলে তাকাল। পিটপিট করল চোখ দুটো। তারপর একটা হাসি দেখা গেল ঠোঁটের কোণে। বলল. 'বসুন। আমিও একা বোধ করছি।'

পরস্পরের পরিচয় দেয়া নেয়া হলো। লোকটার নাম অরফিউস ক্রালাস।

হাতের রোলেক্স ঘড়িটা খুলে ফেলল রানা। লোকটার চোখ পিটপিট করল। রানা যখন দম দিতে শুরু করল লোকটা বলল, 'কাউন্ট বলেছিল ঘড়ি দম দেয়া দেখে আপনাকে চিনে নিতে হবে।'

রানা দম দেয়া হলে এক চুমুকে গ্লাস শেষ করল। বিল চুকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল আফেন্দীর দিকে। আফেন্দী যেন ঘুমের অতলে তলিয়ে গেছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে হ্যাটটা নামিয়ে দিয়েছে অনেকটা।

ওর সামনের দরজা দিয়ে রানা বাইরের দিকে এগিয়ে গেল। উত্তেজনা বোধ করছে না। রানা স্তব্ধ, শীতল হয়ে গেছে। মনটা স্থির। এগিয়ে গেছে সে শেষ সীমায়, ফেরার পথ নেই। সময় দাঁড়িয়ে পড়েছে যেন।

এবার ফেরার পথ করতে হবে।

লোকটা রানার পিছনে পিছনে আসছে।

লনে এসে দাঁড়াল রানা। চারদিক নির্জন। সুইমিং পুলে লোকজন নেই। শুধু এক কোণে দেখা যাচ্ছে চুম্বনরত একটি ছেলে ও একটি মেয়ে।

লোকটা বলল পাশ থেকে, 'আমরা এখানে কথা বলতে পারি?'

'না, আমাদের কেউ ফলো করছে,' রানা দ্রুত পা চালাল। এবং দু'জন এসে রাস্তায় পড়ল। এ অঞ্চলটাকে শহরতলি বলা যায়। ফাঁকা ফাঁকা কিছু বাড়ি, দোকান, দূরে একটা সিনেমা হল গোছের কিছু। পিছন ফিরে দেখল রানা আফেন্দী এগিয়ে আসছে। অন্য ফুটপাথে দুটি মূর্তি দাঁড়িয়ে ছায়ার মত, পকেটে হাত। একজনের মুখে সিগারেট। চারদিক থেকে যেন অন্ধকারে এগিয়ে আসতে দেখল অনেক মানুষকে। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে ওরা।

একটা গাড়ি ছুটে আসছে এদিকে। আলোহীন, শব্দহীন।

'ক্যাঁচ···' শব্দে ব্রেক করে গাড়িটা দাঁড়াল রানার সামনে, দশ গজ দূরে। দাঁড়িয়ে রইল—নির্বাক স্থির এবং হিংস্র। লোকটা থমকে দাঁড়াল। অন্ধকারে ওর চোখেমুখে ভয়। মৃত্যু-দেখা ভয়। রানা পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে লোকটার হাতে দিল। বলল, 'আমরা দু'জন দু'দিকে যাব। ওরা চিনে ফেলেছে আমাদের। প্রয়োজন না হলে ব্যবহার করবেন না।'

রানা অন্ধকার গাড়ির সামনে থেকে সরে অন্য ফুটপাথে চলে গেল। হঠাৎ

জ্বলে উঠল গাড়িটার হেড-লাইট। লোকটার ভয়ার্ত মুখ, বিশাল ছায়া। বিশাল ছায়াটা দুলে উঠল। রানা দেখল লোকটা ছুটছে পাগলের মত। পায়ের শব্দ। গাড়িটাও এগিয়ে গেল শ্বাপদের মত। গাড়ি ছুটে চলেছে। সামনে বিরাট ছায়া নিয়ে ছোট একটা লোক। গাড়িটা প্রায় ধরে ফেলেছে তাকে।

হঠাৎ দেয়ালের গা ঘেঁষে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল কোনাকুনিভাবে লোকটার পথ আটকে। অন্ধকারে লোকটাকে দেখা গেল দাঁড়িয়ে পড়তে।

ক্রালাসের আর পালাবার পথ নেই। এদিক থেকে দু'জন এগিয়ে গেল। লুকিয়ে পড়ল রানা পাশের বন্ধ ঘরের দরজার সঙ্গে মিশে।

দু'জন এগিয়ে যাচ্ছে ক্রালাসের দিকে। ক্রালাস কি করবে স্থির করতে পারছে না। হয়তো ও হাতের ল্যুগারটার কথা ভুলে গেছে। অথবা ওটাকে রেখেছে শেষ-রক্ষা হিসেবে। অথচ ওটাই এখন রানার একমাত্র আশা, নির্ভর। ওটা ও ব্যবহার না করলে রানার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আফেন্দীর মত দেখতে ছায়াটা এগিয়ে যাচ্ছে। ওরা জানে না ল্যুগারের কথা।

একটা শব্দ, আগুনের ঝলক।

ক্রালাসের হাতের পিস্তল গর্জে উঠল।

কিন্তু কোথাও লাগল না। ছায়াগুলো পাথরের রাস্তায় পড়ল।

ক্রালাস, অরফিউস ক্রালাস···তুমি তোমার মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাও···

ক্রালাস দ্বিতীয়বার গুলি করল গাড়ি লক্ষ্য করে। আরও দুটো অগ্নি-ঝলক নিক্ষিপ্ত হলো অন্ধকারের উদ্দেশে।

একটা আর্তনাদ।

যদি আফেন্দী মারা যায়?

না, আফেন্দীর ছায়ামূর্তি নয়, অন্য কেউ উঠতে গিয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

গাড়ির হেড-লাইট নিভে গেল।

ব্যাক করল সোঁ সোঁ শব্দে। ক্রালাস আবার ফায়ার করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা ছুটে এল শয়তানের ছায়ার মত। মাটিতে পড়ে গেল ক্রালাস দু'হাত আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে উঠিয়ে। আশ্চর্য, ছোট্ট মানুষটা আর্তনাদ করল না, যন্ত্রণায় চিৎকার করল না। গাড়ি ব্যাক করল আবার।

ফায়ার হলো—গাড়ির ভিতর থেকে। আবার হিংস্র কালো জন্তুটা ছুটে এসে পিষে দিল ক্রালাসের নিঃসাড় দেহ।

গাড়ি কয়েক হাত পিছনে সরে এসে দাঁড়াল। রাস্তা থেকে ওদের আহত সঙ্গীকে তুলল টেনে। এবং দরজা বন্ধ হবার আগেই ছুটতে আরম্ভ করল। দ্রুত। হেড-লাইট নেভানো।

মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

গুলির শব্দে ক্লাব থেকে কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসেছিল। গাড়িটা চলে যেতে দু'একজন সাবধানে এগিয়ে এল। তারপর সবাই। তাদের সঙ্গে রানাও মিশে দাঁড়িয়ে দেখল ছোটখাট লোকটাকে।

মৃত লোকটাকে দেখছে রানা। উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পিস্তলটা এখনও রয়েছে হাতের মুঠোয় ধরা, মুঠো রক্তাক্ত—আলগা। সব লোক দুঃখ করছে। রানা

দেখল, বোকা, অতি-লোভী একটা সাধারণ লোক। নিজের মৃত্যুর পথ নিজেই করে নিয়েছে। হয়তো এ সহানুভূতি পাবার যোগ্য নয়। রানার জীবনে এমনি অনেক দু'মুখো বিশ্বাসঘাতককে মারতে হয়েছে কৌশলে। কিন্তু লোকটা বাঁচতে চেয়েছিল। হয়তো বাড়িতে স্ত্রী আছে, আছে কিশোর পুত্র, ফ্রক ঘুরিয়ে ছুটে বেড়ানো মেয়ে। তাদের কাছে এ আর ফিরে যাবে না। এর জীবনভর অপরাধের চেয়ে তাদের শোক, দুঃখটাই হয়তো বড়। কিন্তু মৃত্যুই সবচেয়ে অনিবার্য, অনস্বীকার্য সত্য।

ক্রালাস তুমি মৃত্যুকে কোনদিন এড়াতে পারতে না…

ভিড় থেকে বেরিয়ে এগিয়ে যেতে গিয়ে শুনল রানা কানে কানে কে যেন বলল বাংলায়, 'দুঃখ করিস না, দোস্ত। মৃত্যু এর পাওনা ছিল।'

তাকিয়ে দেখল জাহেদ।

কিন্তু জাহেদ দাঁড়াল না। বান্ধবীর হাত ধরে ক্লাবের দিকে চলে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ এসে ট্যাক্সি নিল রানা।

গাড়ি ছুটে চলল সফোক্লিস রোডে সাইকি হোটেলের উদ্দেশে। ক্লান্তি, ভীষণ ক্লান্তি।

এবার হয়তো জেনেভায় যেতে হবে। কিন্তু তার আগে কায়রোয়। শরিফ জানতে পারবে না ক্রালাসের রহস্য। কিন্তু ক্রালাসের মৃত্যুর জন্যে, হাতে পেয়েও হাত-ছাড়া হয়ে গেল বলে দুঃখ করবে।

হোটেলের বাইরে ট্যাক্সি ছেড়ে রানা ফায়ার একজিটের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। কেননা মূল প্রবেশ-পথের রিসেপশনিস্ট তাকে দেখুক রানা এটা চায় না। কেননা স্পার্টান ক্লাবের অর্ধমাতালদের কেউ হয়তো পুলিসকে বলতে পারে মৃত ক্রালাসকে এই রকম দেখতে একটি লোকের সঙ্গে বের হতে দেখেছিল ক্লাব-ঘর থেকে। রানা চায় না রিসেপশনিস্ট তার রহস্যময় চলাফেরা টের পাক।

কিন্তু সিঁড়ির মুখে এসে থমকে দাঁড়াতে হলো। কেউ উপর থেকে নেমে আসছে দ্রুত পায়ে। কম আলো। কালো পোশাক পরা ছায়ামূর্তিটি ঘুরানো সিঁড়ি ধরে ঘুরে ঘুরে নামছে। কে?

সরে দাঁড়াতে গিয়েছিল রানা—ঠিক তখনই মূর্তিটি থমকে দাঁড়াল শেষ সিঁড়িতে। লোকটা সম্পর্কে কিছু ভাবার আগেই বুঝল রানা ছায়ামূর্তিটা থতমত খেয়ে গেছে। রানাকে চিনে ফেলেছে, ভেবেছে রানা তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

এবং লোকটা বিশ্বাস করে, আক্রমণ করে বসাই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। কারণ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল সে।

রানা শুধু দেখল ছায়ামূর্তিটি তার উপর হিংস্র বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনুভব করল তার কণ্ঠনালীতে চাপ। বিদ্যুৎগতি ছায়ামূর্তির।

এই হঠাৎ আক্রমণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে চেষ্টা করল রানা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু কণ্ঠের উপর হাত যেন সেঁটে বসেছে। দুই চ্যাপ্টা বুড়ো আঙুল ক্রমেই বসে যাচ্ছে কণ্ঠে, দম বন্ধ হয়ে আসছে।

খানিকটা বাতাসের জন্যে রানার বুক যেন জ্বলতে লাগল। দুইজন গিয়ে পড়ল

দেয়ালের গায়ে। রানার মাথা ঠুকে দেবার চেষ্টা করছে লোকটা দেয়ালের সাথে। একবার দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরতে পারলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না—রানা বুঝতে পারছে। প্রচণ্ড শক্তিতে শরীরটাকে দেয়াল থেকে সরিয়ে নিল রানা। এবং আছড়ে পড়ল মাটিতে।

লোকটা তার বুকের উপর এসে পড়ল। কিন্তু গলা থেকে হাত খসে গেল। লোকটা আবার ধরার চেষ্টা করল। রানা ততক্ষণে বুক ভরে শ্বাস নিয়েছে। এবার প্রস্তুত হলো আক্রমণের জন্যে। ডান হাতে সব শক্তি জড়ো করে লোকটার ঝুঁকে পড়া মাথা যেখানে কাঁধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে—সেখানে এক কোপ বসাল রানা।

ছায়ামূর্তি 'ওঁক' করে ছিটকে ওপাশে গিয়ে পড়ল।

রানা বারকয়েক বুক ভরে শ্বাস নিয়ে উঠে বসল। গলার ভেতরটা খসখসে লাগছে, কেউ যেন শিরিস কাগজ দিয়ে ঘষে দিয়েছে। দেয়ালে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

অপেক্ষা করতে লাগল লোকটার জন্যে। লোকটা দু'বার উঠতে চেষ্টা করল। উঠে বসার চেষ্টা করে আবার পড়ে গেল। এবং তৃতীয়বারের চেষ্টায় উঠল। উঠে দাঁড়াল হাঁটুতে ভর দিয়ে। দাঁড়াল রানার সামনে। একটা লাথি মারবে কিনা ভাবল রানা। কিন্তু লোকটা মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়েছে—সামনে হাত দুটো অস্থিহীন ভঙ্গিতে ঝুলছে।

এবার দেখল রানা লোকটা সন্ধ্যার নকল পুলিসের একজন। গাল-কাটা।

লোকটা রানার দিকে দেখল। এবং ঘাসের উপর থেকে হ্যাটটা তুলে নিয়ে কোন কথা না বলে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। ওকে থামাতে চেয়েও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রানা। রানা জানে ওকে ধরে কোন লাভ নেই শুধু শুধু ঝামেলা ছাড়া। তবে জানা যেত ও কার হয়ে কাজ করছে। কিন্তু নির্যাতন করে কথা আদায় করবার মত মানসিক অবস্থা বা শক্তি রানার মধ্যে নেই এখন।

লোকটা চলে গেল।

রানার এতক্ষণে মনে হলো: লোকটা তার ঘরে গিয়েছিল কেন? কেন রানাকে খুন করতে চেয়েছিল?

খুন করার ইচ্ছে থাকলে ওরা আবার আসবে। এবং এরপর হয়তো ওরা ব্যর্থ হবে না।

ঘুরানো সিঁড়ির প্রথম ধাপে উঠে বুঝল রানা সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় উঠতে তার সারারাত লেগে যাবে। ক্লান্তি। ক্লান্তিতে ভরে গেছে সারা শরীর। যদি গাল-কাটা এখন ফিরে আসে—কিংবা যে-কেউ এখন রানাকে শেষ করে দিতে পারে। রানা ক্লান্ত। রেলিং ধরে আস্তে আস্তে উপরে উঠে এল।

বাথরুমে দাঁড়িয়ে বুঝল এখুনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। দরজায় শরীরের ভর রেখে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে রইল। তার সব কিছু ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। জিসান কায়রোয় অপেক্ষা করছে তার জন্যে, আহসানের অশরীরী আত্মা বলছে মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে।

রানা ভাবল, যদি আবার উঠে আসে গাল-কাটা তার দলবল নিয়ে?

আফেন্দী কি বুঝতে পেরেছে তাকে ফাঁকি দেয়া হয়েছে?

আমি ফিরে যেতে পারব কায়রোয়। রানা ভাবল। এবং সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বেসিনের কল ছেড়ে দিয়ে মুখে পানি দিল। আঁজলা ভরে পান করল।

ঘরে ঢুকে রানা বুঝল কেন এসেছিল গাল-কাটা। তার ঘরের উপর দিয়ে টর্নেডো বয়ে গেছে। পুরো ঘরটা পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে।

চেস্ট অভ ড্রয়ারের ড্রয়ারগুলো কার্পেটে ছড়ানো। তার সুটকেস খোলা। টুথপেস্টের টিউব পর্যন্ত কেটে দেখেছে। বিছানার ম্যাট্রেস কেটে দেখেছে। বিছানার চাদর, বালিশ, কম্বল মেঝেতে পড়ে আছে দলা পাকিয়ে।

সারা ঘরে ছড়ানো রানার জামা-কাপড়।

রানা হাসল মনে মনে। লুকানো কোন কিছু কোথাও পাবে না। যা আছে সব আমার মাথার মধ্যে। ওখান থেকে একটা কথাও কেউ বের করতে পারবে না—যতক্ষণ রানা নিজে প্রকাশ না করবে।

সব কিছু যে-ভাবে আছে সেভাবেই রেখে দিল রানা। শুধু গুছিয়ে নিল শোবার পোশাক। আর কিছু সে চায় না। চায় শুধু ঘুম।

মেঝে থেকে চাদরটা তুলল। ঠিক তখনই বাইরে একটা পায়ের শব্দ শোনা গেল। হ্যাঁ, এদিকেই এগিয়ে আসছে। লাইট নিভিয়ে দিল রানা। শব্দটা তার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর নক হলো দরজায়। এবং নবে হাত দিল আগন্তুক। আস্তে করে ঘোরাতে চেষ্টা করল। দরজায় চাবি দেয়া। দরজা খুলল না। আবার নীরবতা। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করল একটা কণ্ঠস্বর। খুব নিচু কণ্ঠে ডাকল, 'আফেন্দী, আফেন্দী!'

রানার ভাবনা বিদ্যুৎ-চমকের মত নতুন ভাবে চমকে উঠল। গাল-কাটা তার ঘর সার্চ করতে এসেছিল, কিন্তু তার আগেই আফেন্দী কাজ শেষ করে গেছে। অথবা আফেন্দী এখনও এসে পৌঁছায়নি। তার সঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

রানার ঘর গাল-কাটার সার্চ না করাই স্বাভাবিক। সে সন্ধ্যায় সার্চ করেছিল। কিন্তু সে রানাকে খুন করতেই বা আসবে কেন? আর তা হলে রানাকে দেখে ভয়ই বা পাবে কেন?

আবার নক হলো। এবং তারপর ফিরে চলে গেল পায়ের শব্দ।

শব্দটা মিলিয়ে যেতেই রানা আলো জ্বালল। হয়তো আফেন্দী এখন আসবে। অথবা ফিরে আসবে গাল-কাটা। কিন্তু রানা চায় শুধু ঘুমাতে। ঘুম…ঘুম… আফেন্দী…গাল-কাটা…জিসান…

ঘড়ির পেন্ডুলামের দোলের মত কথাগুলো তার মনের মধ্যে দুলছে, ফিরে ফিরে বাজছে। হঠাৎ ঘড়ি থেমে গেল।

হাতে ধরা ব্ল্যাঙ্কেটটা আরও টেনে তুলল। একটা জুতো। রাবারের সোল, চকচকে কালো জুতো। এটা এ-ঘরে ছিল না।

একটা তোশকের ভিতর থেকে বের হয়ে আছে জুতোর অর্ধাংশ। তোশকটা সরিয়ে ফেলল—এক জোড়া পা।

একজোড়া পা, চলে গেছে ভিতরে। খাটের নিচে অন্ধকারে, যুক্ত হয়েছে

একটা শরীরের সঙ্গে। কালো স্যুট পরা শরীর। রানা ঝুঁকে উঁকি দিল খাটের নিচে—মুখটা দেখা গেল না।

পা ধরে টেনে শরীরটাকে বাইরে নিয়ে এল।

আফেন্দী!

বারো

বজ্রপাত হলো কি কোথাও!

রানা অনুমান করল গাল-কাটা চেয়েছিল রানাকে খুন করতে। অপেক্ষা করছিল রানার জন্যে, কিন্তু আফেন্দী এসে পড়ে। রানার ভাগ্য আফেন্দী গ্রহণ করে।

ছুরি এখনও বিদ্ধ রয়েছে কণ্ঠার কাছে, নিচের দিকে গেঁথে দেয়া হয়েছে। কালো হাতল। একটা হুক ব্লেড ধরে রাখে বন্ধ থাকা অবস্থায়। একটা চাবি আছে—চাপ পড়লেই বেরিয়ে যায় ছয় ইঞ্চি ব্লেড। ঠিক এ-রকম ছুরি দিয়েই হত্যা করা হয়েছিল হিন্দাকে। এক সময়ের প্রেমিকা, স্ত্রীকে হত্যা করেছিল আফেন্দী। আজ একই ধরনের ছুরিতে সে বিদ্ধ।

ছুরি ছিল আফেন্দীর হাতে, ছুরির মালিক আফেন্দী। দেরি হয়ে গিয়েছিল বের করতে ছুরিটা। তার আগেই গাল-কাটা আক্রমণ করে। হয়তো গাল-কাটার কোন ইচ্ছেই ছিল না হত্যার। কিন্তু তবু আফেন্দী খুন হয়েছে।

আফেন্দী তাকে খুন করতে এসেছিল? শরিফের হয়তো তেমনি নির্দেশ ছিল। না, তা থাকার কথা না। রানাকে শরিফ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে—জেনেভায় পাঠানোর কথা এরপর।

ছুরিটা বের করল রানা।

পাতলা ব্লেড। কিছুটা রক্ত বের হয়ে এল। তারপর মুখটা বন্ধ হয়ে গেল আপনা থেকে। লেগে রইল রক্তের দলা। গেস্টাপোর রক্ত!

হোটেলের তোয়ালে ছিঁড়ে ফেলল রানা। ভাঁজ করে ক্ষতস্থানে চেপে দিল।

এবং টাইটা খুলে জায়গাটা বাঁধল। বোতাম লাগাল কোটের।

তারপর মৃতদেহটা সোজা বসিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

এটাকে এখনি বের করতে হবে এখান থেকে। আফেন্দীর এই পরিণতি গ্রীক-পুলিস বা শরিফ জানলে চলবে না। জানার আগে রানাকে কায়রো পৌঁছতে হবে।

সাবধানে দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এল রানা। ডান দিকে এগিয়ে গেল। আফেন্দীর রূমের দরজায় এসে দাঁড়াল।

আস্তে নবে চাপ দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। ভেতরে আলো জ্বলছে।

ঘরে কেউ নেই···

আবার বের হতে গিয়ে কয়েকটা পায়ের শব্দ শুনল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রানা। শব্দগুলো মিলিয়ে গেলে দরজা খুলে বের হলো নির্জন করিডরে।

পা টিপে ফিরে এল নিজের ঘরে।

একটু পরে আবার উঁকি দিল রানা ঘুমন্ত করিডরে। তারপর সাবধানে বের হয়ে এল।

রানা একা নয়। সঙ্গে আফেন্দী। রানার কাঁধে।

দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গেল রানা আফেন্দীর ঘরের দরজাটা খুলে গেল চাপ দিতেই। ঢুকে পড়ল নিঃশব্দে। ঘরের ভেতর গিয়ে নিঃশ্বাস ফেলল। আফেন্দীকে একটা চেয়ারে বসাল। গলায় বাঁধা ব্যান্ডেজটা খুলে ফেলল।

ছুরিটা পকেট থেকে বের করে বাটন টিপে ব্লেড বের করে আগের বিদ্ধ জায়গাটাতে চাপ দিয়ে আমূল বসিয়ে দিল। গেস্টাপোর রক্ত এখন জমে গেছে। গেস্টাপোপুত্র, ইহুদি-ত্রাতা, আফেন্দী ওরফে ওসমান ওরফে…

আফেন্দীর দু'হাত তুলল। প্রথম হাতে ধরাল ছুরির বাঁট। দ্বিতীয় হাতটা তার উপর চেপে দিল। রক্তাক্ত তোয়ালেটা নিয়ে ফেলে দিল বাথরূমের কোণে। আফেন্দীর পকেট থেকে আগেই ঘরের চাবি বের করে নিয়েছিল। ওটা হাতে করে বের হলো ঘর থেকে। উঁকি দিল বারান্দায়—কেউ নেই। ঘরের আলো নিভিয়ে বের হলো ঘর থেকে। বারান্দায় পায়ের শব্দে চমকে তাকাল রানা। এক দম্পতি পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে এগিয়ে আসছে। নিজেদের মধ্যেই বিভোর। চুমু খাচ্ছে, কি সব বলছে। হয়তো হানিমুন করতে এসেছে এখেন্সে। রানাকে দেখে মেয়েটা হাসল। ছেলেটাও। তারপর নিজেদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়েটা ব্যাগ থেকে চাবি বের করে ছেলেটার হাতে দিল। ছেলেটা ঘর খুলছে।

ঘর বন্ধ করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল রানা ওদের পার হয়ে। সিঁড়ির কাছে গিয়ে দরজা বন্ধ হবার শব্দে আবার ফিরে এল। পা টিপে টিপে চলে এল নিজের ঘরে।

আর কেউ তাকে দেখেনি। এবার একটা ঘুম। ঘুম থেকে উঠে কায়রোর প্লেন। তারপর এ হোটেল টের পাবে ৫২৬ নম্বর রূমের দরজা কেউ খুলছে না। দরজা যখন হোটেলের লোকেরা খুলবে, তখন দেখবে একটা লোক আত্মহত্যা করেছে। পুলিস লাশ নিয়ে যাবে। মর্গ থেকে রিপোর্ট আসবে…ততক্ষণে রানা কায়রো। কিন্তু শরিফ কি তার আগেই খবর পাবে যে তার ডান-হাত গেস্টাপোর রক্তের উত্তরাধিকারী ইহুদী আফেন্দী আর বেঁচে নেই? জিসানকে তখন কি করবে?

গুছিয়ে ফেলল রানা ঘরটা। ম্যাট্রেস কোনমতে জোড়া লাগিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। ড্রয়ারগুলো তুলল যথাস্থানে। ঘরটা মোটামুটি ভদ্র হয়ে উঠলে নিজের কাপড় সব খসিয়ে নগ্ন দেহে দাঁড়াল শাওয়ারের নিচে। ক্লান্তি, ভীষণ ক্লান্তি দেহে মনে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শাওয়ারের নিচে। প্রতিটা পেশী যেন সজীব হয়ে উঠল। শীত লেগে উঠল। গা মুছে বেরিয়ে এল।

এখন খিদে পেয়েছে।

কিন্তু উপায় নেই, বাপ। আজ তোমাকে ক্ষুধার্ত থাকতে হবে।

টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। সব ভুলে গেল। একবার শুধু জিসানকে মনে পড়ল। ক্লিওপেট্রা…নেফারতিতি…ক্লিওপেট্রা… জিসান জিসানই।

জিসান, দেখা হবে তোমার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।

সকালে উঠে নাস্তা করল রানা। এবং বের হয়ে পড়ল পথে।

একটা ব্যাগ কিনল। সঙ্গে কিছু পোশাক, বই, শো-কার্ড।

গিয়ে উঠল এয়ারপোর্ট। বেলা তখন দশটা।

বৈরুতগামী প্লেনে উঠল।

এগারোটায় একটা প্লেন যাবে কায়রো। কিন্তু শরিফের লোক অপেক্ষা করতে পারে আফেন্দীকে রিসিভ করার জন্যে। বৈরুত থেকে মিড-ইস্টার্নের প্লেনে কায়রো পৌঁছল রানা বিকেল চারটায়। এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে তুর্কি বাজারের ওদিকে সস্তা একটা হোটেলে উঠল। হোটেলটার নাম 'হোটেল ইস্তাম্বুল'। ওখান থেকে ফোন করল মনসুরকে পেট্রল পাম্পে। দু'কথায় ইস্তাম্বুলের ঠিকানা বলে চলে আসতে বলল।

তারপর ডায়েল করল সোনালী প্রোডাক্টসের নাম্বারে।

ফায়জা এখনও অফিসে আছে। রানার গলা শুনে বলল, 'কবে এলেন? এদিকে আমি ভয়ে মরি।' ফায়জা ভয়ের ভান করল অথবা সত্যিকারের ভয়ের কথাই বলল।

'কেন? কিছু হয়েছে?'

'না, তেমন কিছু না-ও হতে পারে। তবে গত দু'দিন আমার ধারণা হচ্ছে কে যেন আমাকে ফলো করছে···সব সময়। এবং আরও কল আসছে। যেই ফোন তুলি, একটা ভুল নাম্বার বলে। একই কণ্ঠে, বারবার। আপনি অফিসে থাকার সময়েও হয়েছে। আমি টেলিফোন ডিপার্টমেন্টে জানিয়েছিলাম। ওরা চেক করে বলেছে—কোন গণ্ডগোল নেই। অথচ···'

রানার ভ্রূ-তে ভাঁজ পড়ল। 'অথচ কি?'

'আমি জানি, স্যার, আপনি হাসবেন···কিন্তু আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি।'

'তুমি ভয় পেতে ভালবাস—এমন মেয়ে নিশ্চয়ই না। লোকটাকে দেখতে কেমন, যে ফলো করে?'

'গোল মুখ। গায়ে একটা নীল স্পোর্টস্ জ্যাকেট থাকে। কখনও ভক্সহল, কখনও সিটরোন, আবার কালো একটা ভ্যানও চালায়।'

সত্যিকারের দ্বিধায় পড়ল রানা। শরিফ নতুন ট্রিক চালাচ্ছে কেন? রানা ওর জালে ধরা পড়েছে বলে এখনও জানে সে। এবং জাল থেকে পালাবে না তা-ও জানে। কেননা জিসানকে রানা চায়।

রানা বলল, 'একটা লোক তোমাকে ফলো করে এতে ভয় পাবার কি আছে? আর ফলো করবেই বা না কেন? নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে?' তিনটে প্রশ্ন করে একটু থেমে বলল, 'সব খুলে বলো।'

থতমত খেয়ে গেছে ফায়জা। বলল, 'না, আর কিছু আমি জানি না।'

'তবে ফলো করার কথা ভুলে যাও,' রানা বলল, 'হতে পারে লোকটা একতরফাই তোমার প্রেমে পড়েছে।'

একটু নীরবতার পর ফায়জা বলল, 'সত্যি কথা বলতে আমার বাধছিল। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি।' আবার নীরবতা। হঠাৎ ফায়জার কণ্ঠ বদলে গেল। ভয়, বা ভয়ের অভিনয়, সাহস, প্রার্থনা সব বিদায় নিল কণ্ঠ থেকে। পরিষ্কার কণ্ঠে উচ্চারণ

করল, 'আমার ধারণা, আপনি জানেন লোকটা কে এবং কেন আমাকে ফলো করছে।'

প্রথমে থমকে গেল রানা। তারপর তার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল। একে এখনও রানা সন্দেহ করছে? সব সন্দেহ যেন ধুয়ে মুছে গেল এক মুহূর্তে। হয়তো রানার সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে মেয়েটিকে সন্দেহমুক্ত ভাবতে ভাল লাগল তার।

রানা বলল, 'কি যা-তা বলছ! কোন সুন্দরী মেয়েকে কতজন ফলো করে তা আমার পক্ষে জানা কি করে সম্ভব? লোকটা হয়তো লাজুক প্রেমিক!'

'বাজে কথা,' রেগে উঠল ফায়জা। 'আপনি স্বীকার করেন আর নাই করেন, আমি জানি আপনি বিপদে পড়েছেন। সেই যেদিন এয়ারপোর্টে নামলেন সেদিন থেকেই।'

'তুমি বেশি বেশি এসপিওনাজ ছবি দেখছ,' রানা বলল। 'সত্যি যদি তোমার নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে তবে পুলিসে খবর দাও।'

একটু নীরবতার পর ফায়জা বলল, 'আপনার কাছ থেকে এটা আশা করিনি।'

'কি আশা করেছিলে?'

'আশা করেছিলাম আপনি পুরুষ মানুষ···যাকগে, কাল অফিসে আসছেন?' ফায়জা হঠাৎ প্রাকটিক্যাল হয়ে পড়ল।

'নিশ্চয়ই!' রানা বলল, 'পিরামিড ট্রেডার্স থেকে কোন রকম ফোনকল পেয়েছ আজ?'

'না।'

'আশ্চর্য!' রানা যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'ওরা বলেছিল, আজ ফোন করবে···অথচ···আচ্ছা, তোমার কি বাড়ি ফেরার খুব তাড়া আছে?'

'খুব না। কেন?'

'তুমি আর আধ ঘণ্টা···মানে ধরো ছ'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারো? হয়তো ওরা ফোন করতে পারে।'

'ঠিক আছে আমি ছ'টা দশ পর্যন্ত অফিসে থাকব। খোদা হাফেজ।'

ফোন রেখে পেছন ফিরতেই দেখতে পেল রানা, বাইশ বছর বয়সের সুশ্রী ছেলেটা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। পাম্প স্টেশনের মনসুর।

আল-ফাত্তাহর কায়রো অপারেটার।

দু'জন একসঙ্গে বেরুল। রানার পরনে আরবী পোশাক। রানা বলল, 'ঠিক ন'টায়—মনে থাকে যেন।'

মনসুর বিদায় নিল।

চোখে গগলস লাগিয়ে নিল রানা। একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়ে বলল, 'শারা আল তৌফিক।'

অফিসের সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে ঠিক সামনের রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসল। বসল কাঁচের জানালার পাশে। এখান থেকে অফিস বিল্ডিং-এর গেট দেখা যায়। ছ'টা বাজতে পাঁচ মিনিট।

কফি খেয়ে সিগারেট টানতে লাগল। কাঁটায় কাঁটায় ছ'টা এগারো মিনিটে ফায়জাকে দেখা গেল। বেরিয়ে এল ফায়জা গেট দিয়ে ধীর পদক্ষেপে। ছোট মেয়ে, ছেলেমানুষ—রানার মনে হলো। ক্লান্ত। মুখটা শুকনো, চুল কিছুটা এলোমেলো। আজ জংলীছাপা একটা গাউন পরেছে। পরিপূর্ণ সুঠাম শরীরের সঙ্গে লেগে আছে। কাঁধে কালো চামড়ার একটা ব্যাগ।

ফায়জা কোনদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রানাও বেরিয়ে পড়ল রেস্তোরাঁ থেকে। তাকে কেউ চিনবে এমন সাধ্য কারও নেই। এ পোশাকে অনেক লোককে দেখা যায় পথে।

কিছুদূর এগিয়ে দেখল ফায়জার পিছনে পিছনে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে জুনাইদ।

ফায়জা পিছন ফিরে দেখল না বেশ কিছুক্ষণ। একভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছন ফিরে দেখল জুনাইদকে। এবং দাঁড়িয়ে রইল।

রানা মাথা নিচু করে এগিয়ে চলল।

জুনাইদ চলার গতি কমিয়ে ফেলেছে।

ঘড়ঘড়, ট্রাম এসে দাঁড়াল ফায়জার সামনে। ফায়জা উঠে পড়ল ফার্স্ট ক্লাসে। জুনাইদ উঠল তার সঙ্গে সঙ্গে। রানা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হলো। বসল বাঁ দিকের জানালার কাছে।

ট্রাম ছুটে চলেছে পূর্ব কায়রোয়। গভর্নরেট, ইসলামিক আর্ট মিউজিয়াম হয়ে আল ইমাম আশাফি রোডের এক স্টপেজে নামল জুনাইদ। এবং তারপর ফায়জা। অর্থাৎ জুনাইদ রোজই ওকে ফলো করছে। এবং জানে এখানেই নামবে ফায়জা।

ফায়জা একটা পুরানো বাড়ির দোতলায় থাকে। ডাক্তারের ডিস্পেন্সারীর পাশ দিয়ে উঠে গেছে ফায়জার ঘরের সিঁড়ি। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। ফায়জা উঠে গেল, দোতলার ঘরে জ্বলে উঠল আলো। জুনাইদ সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে লাগল। আধঘণ্টা এক অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে রইল রানা।

ঠিক আটটার সময়-সঙ্কেত হলে হাঁটতে হাঁটতে আরও একটু এগিয়ে গেল জুনাইদ। থমকে দাঁড়াল টেলিফোন বুদের সামনে। ইতস্তত করল একটু। নির্জন রাস্তাটা দেখল। ডাক্তারখানা থেকে দু'জন লোককে বেরুতে দেখে আবার বার দুই পায়চারি করল ফোন-বুদের সামনে। লোক দু'জন চলে গেলে ও ঢুকে পড়ল। দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গেল রানা ফায়জার সিঁড়ির দিকে। ডাক্তারখানায় ঢুকে পড়ে দুটো ডিসপ্রিন কিনল। একটা কাগজ চেয়ে দ্রুত ইংরেজিতে লিখল:

> 'এ চিঠি পড়ার সময় কোন শব্দ করবে না। আমি ফোনে তোমাকে সব কথা বলতে পারিনি। এখন বলছি। যে লোকটা তোমাকে ফলো করে, সে এখন বাইরে অপেক্ষা করছে। আমার ধারণা তোমার ঘরে মাইক্রোফোন লাগানো হয়েছে। তোমার প্রতিটি চলাফেরা ওদের কানে পৌঁছাচ্ছে। কথা বলবে না। রেডিও চালিয়ে দাও—তারপর দরজা খোলো।
>
> —রানা'

কাগজটা হাতে রেখে দোকানিকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরে তাকাল। বেরিয়ে এসেছে জুনাইদ। পায়চারি করছে আবার। সিঁড়ির মুখ ছেড়ে

একটু এগিয়ে যেতেই সিঁড়িতে উঠে পড়ল রানা। উঠে গেল উপরে। ফায়জার দরজা পেয়ে গেল। দরজায় ফায়জার নাম লেখা।

দরজার নিচ দিয়ে গলিয়ে দিল রানা কাগজটা। তারপর নক করল—খুব আস্তে।

আবার নক করল একটু থেমে।

চতুর্থবার নক করার পর কান পেতে শুনল, ফায়জা এগিয়ে আসছে। রানা দরজার নিচের কাগজটা আরও একটু ঠেলে দিল ভেতরে। ফায়জার নজরে ফেলবার জন্যে।

ভয় হলো, ফায়জা এখন, 'কে?' বলে না ওঠে। আর নক করল না। এগিয়ে আসছে ফায়জা। একেবারে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ, কাগজটা তুলে নিয়েছে।

দরজার নিচে আলোর সরল রেখায় কাগজের ছায়া নেই।

নীরবতা।

দাঁড়িয়ে থেকে সময় গুনতে লাগল রানা। মনে মনে হিসেব করে দেখল চিঠিটা অন্তত দু'বার পড়া শেষ করেছে ফায়জা।

আস্তে খুলে গেল দরজা।

ঠোঁটে আঙুল রাখল রানা। ফায়জা মাথা ঝাঁকাল, সে বুঝেছে। ওর চোখ বিস্ফারিত। কিন্তু ভয় নেই। রানা ঘরে ঢুকছে না দেখে ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। শূন্যে রেডিও এঁকে দেখাল রানা। সুইচ অন করার ভঙ্গি করল। ফায়জা তাতে নতুন একটা খেলা পেয়ে গেল যেন। ঠোঁটে 'সরি' উচ্চারণের ভঙ্গি করে হাই হিল স্যান্ডেলে শব্দ তুলে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল।

রানা বাইরে থেকে ওর হাই হিলের শব্দ শুনছে। জানালা বন্ধ করল, পর্দা টানল। রেডিওতে মৃদু শব্দ হলো। তারপর একটা স্টেশনে স্থির হলো। আরবী গান হচ্ছে কোথাও। ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে ফিরে এল ফায়জা।

সুন্দর অভিনয়। একাকী একটা মেয়ে ঘরে বসে যা করে, কোনখানে লুকানো কানের মাধ্যমে কেউ শুনছে তা দূরে বসে।

ফায়জা এগিয়ে আসতেই ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা।

প্রথমেই খুঁজতে লাগল মাইক্রোফোন। কিছুক্ষণ খুঁজতেই পেয়ে গেল। প্রথমটা, বসার ঘরে টেবিলের নিচে। দ্বিতীয়টা, রানার হোটেলের মত বেড সাইড ল্যাম্পের শেডের সঙ্গে। ফায়জার চোখ বিস্ফারিত হলো। এবার ভয় পেয়েছে ও। আর ছুটাছুটি করছে না। বুঝেছে এটা ঠিক মজার খেলা নয়।

হাসল রানা নিঃশব্দে।

দেখল ফায়জাকে।

ছেলেমানুষী চেহারা। ভেজা লালচে চুল। অফিস থেকে ফিরে শাওয়ারে দাঁড়িয়েছিল। সাদা ছোট একটা শার্ট গায়ে। কোমরের কিছুটা অনাবৃত। তার নিচে লাল একটা প্যান্ট। কালো স্যান্ডেল।

রানার চোখের সামনে লজ্জা পেল ফায়জা।

দু'জন বাথরুমে এল। রানা বেসিনের ট্যাপ খুলে দিল। ঝরঝর করে পানি

নামল। রানা বাথ-টাবের কোণে বসে পড়ল। পাশেই কমোডের উপর বসবার ইঙ্গিত করল ফায়জাকে। বলল, 'আমাদের হাতে খুব কম সময়। সব শোনো, খুব মন দিয়ে শুনবে।'

একটু ইতস্তত করল ফায়জা। তারপর বসে পড়ল কমোডের উপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। সংক্ষেপে পুরো কাহিনী বলে গেল রানা। বীভৎস ঘটনাগুলো বাদ দিল বেমালুম। প্রায় সবই বলল, যতটুকু ওকে বলা চলে। জিসানের কথা, আহসানের কথা, শরিফের কথা। আরবের মুক্তি আন্দোলনের কথা। এথেন্স থেকে পালিয়ে আসার কথা।

সব শুনে ফায়জা বলল, 'আমি জানতাম আপনি একটা বিপদে পড়েছেন। কিন্তু এ রকম বিপদ বুঝিনি। কি করব আমি এখন?'

'কিছু না,' রানা বলল, 'তুমি শহর থেকে অন্য কোথাও চলে যাও। এখানে তুমি আর এক মুহূর্তের জন্যেও নিরাপদ নও।'

'আমি যেতে পারি না,' উঠে দাঁড়াল ফায়জা। বলল, 'ওরা ভাবতে পারে এটা আপনারই কোন চাল। তখন...তখন মিস বাটের ক্ষতি হতে পারে।'

'জিসানের কথা তোমার ভাবতে হবে না—ওটা আমি ভাবব।'

ফায়জা বলল, 'নিজের উপর এত বেশি বিশ্বাস রাখবেন না। তাছাড়া বাইরের লোকটাকে ফাঁকি দেব কি করে?'

'সে দায়িত্বও আমার।'

'না, যাব না,' অবাধ্য মেয়ের মত মাথা নাড়ল।

উঠে দাঁড়াল রানা। বলল, 'তোমাকে যেতেই হবে। নইলে তুমি বুঝতে পারছ, তোমারও দশা জিসানের মত হবে। তখন আমি দ্বিগুণ বিপদে পড়ে যাব।'

'জিসানের জন্যে আপনার সেরকম দায়িত্ব থাকতে পারে, আমার জন্যে তা নেই,' ফায়জা চোখ তুলে বলল। 'শরিফ তা জানে। না, আমার কিছু হবে না।'

অভিমান, জেলাসী...

রানা ভাবল, এ মেয়ে সহজে পথে আসবে না। অথচ একে সরাতে হবে। যদি একে শরিফ কিডন্যাপ করে, আজই করবে। হয়তো আগামী কয়েক মিনিটের মধ্যেই। অফিসের ফোনও ট্যাপড্ হয়েছে। ওরা ভাবছে, ফায়জার সঙ্গে রানার বিশেষ যোগাযোগ আছে। রানাকে কাবু করার জন্যে ফায়জাকে কিডন্যাপ করবেই ওরা—কিন্তু সেই বাড়িতে যদি না নেয়? ঠিক আছে, যেখানেই নিক, রানা সে বাড়িতেও পৌঁছবে। রাত এগারোটায় নাটকের শেষ হবে। সব কিছুর শেষ।

নিজের জন্যে দুঃখ হলো রানার।

তাকাল ফায়জার দিকে। কেন মেয়েটা তার কথা শুনছে না? অন্য সময় হলে হয়তো এতক্ষণে ওর গালে চড় বসিয়ে দিত। আজ ইচ্ছে হলো মেয়েটা এমনিতেই তার কথা শুনুক।

ফায়জাও রানাকে দেখল। অদ্ভুত তার চোখের চাউনি। বলল, 'আপনি আমাকে সব কথা বলেননি। সত্যি কিনা?'

রানা উত্তর দিল, 'সব বলিনি, কিন্তু যা বলেছি তাই কি তোমার জন্যে যথেষ্ট নয়?'

'যথেষ্ট কিনা জানি না,' ফায়জা বলল, 'আপনার কথায় আমি রাজি হতাম, কিছু না শুনেও, যদি জানতাম আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন।'

'কি বললে তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে?'

'কেন আমি এখান থেকে পালাব? আমি পালিয়ে গেলে এরা সন্দেহ করবে আমি আপনার সব জানি। এরা আমাকে ছেড়ে দেবে না।'

ফায়জা ঠিকই বলছে। রানা বলল, 'গত রাতে আমি একজনকে খুন করেছি এথেন্সে।'

'কি হয়েছিল?' কয়েকবার দ্রুত শ্বাস নিয়ে বলল ফায়জা।

'লোকটা আমাকে তার একজন মক্কেল ভেবেছিল, তাকে তাই ভাবতে দেয়া হয়েছিল। ও খবর বিক্রি করত। যে-কোন ধরনের গোপন দলিল তুলে দিত যেখানে টাকা পেত। কিন্তু আমার সঙ্গে আলাপ করেই বোঝে ও ফাঁদে পা দিয়েছে। ওকে ধরার জন্যে কয়েকজন অপেক্ষা করছিল।'

'শরিফের লোক?'

'হ্যাঁ। আমি তখন ওর হাতে পিস্তল তুলে দিই। ও তখন যারা ধরতে আসে তাদের গুলি করে। এবং স্বভাবত গুলির উত্তর গুলিতেই হয়ে থাকে।'

'আপনি তাই চেয়েছিলেন, কেননা,—তা নাহলে, অর্থাৎ ধরা পড়লে অনেক কিছু ফাঁস হয়ে যেত।'

'হ্যাঁ। বেরিয়ে যেত সে আসল লোক নয়।...আমিই ওকে গুলি ছুঁড়তে বলি। কিন্তু ওকে ধরিয়ে দেবার কথা ছিল না। ও পয়সা খাওয়া, অসৎ খবরদাতা। আমাদের এথেন্সের লোক ওকে চিনত। আমি এ ব্যাপারটার পরিকল্পনা করলে ও-ই ওকে বেছে দেয়। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে।'

'আমি বুঝেছি,' ফায়জা বলল, 'আপনি প্রথম থেকেই শরিফকে ঠকিয়ে চলেছেন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু শরিফ ভাবছে ও-ই আমাকে ঠকিয়ে চলেছে। তাই ও যে ঠকেছে একথা বুঝে ফেলবার আগেই আমি ওর ওখানে যেতে চাই।'

'জিসানের কাছে?' ফায়জা বলল, 'কিন্তু আপনি ওদের আস্তানা চিনবেন কেমন করে?'

'কৌশল ভেবে ফেলেছি। খুব একটা অসুবিধে হবে না,' মৃদু হাসল রানা।

তেরো

রেডিওর সঙ্গীত এখন ঝঙ্কার-মুখর হয়ে উঠেছে।

ফায়জা বলল, 'ঠিক আছে, আমি বাইরেই যাব। আমার এক বান্ধবী আছে...'

থামিয়ে দিল ওকে রানা। বলল, 'কোথায় আছে আমাকে বোলো না। কায়রোর বাইরে হলেই হবে। একটা সুটকেসে সব গুছিয়ে নাও। আর বাইরের পোশাক পরে নাও...এখান থেকে বেরিয়ে তুমি প্রথম ফোন-বুদে গিয়ে ঢুকবে।

তারপর হাঁটতে হাঁটতে এই বাড়ির সামনে দিয়ে এগিয়ে যাবে—গিয়ে পার্কের কাছ থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ফিরে আসবে এখানে। এখানে এসে তোমার সুটকেস তুলবে ট্যাক্সিতে। তারপর কি করতে হবে তুমিই বুঝবে।'

মন দিয়ে শুনে মাথা ঝাঁকাল ফায়জা। বলল, 'আপনার কি হবে?'

'আমার কথা তোমার ভাবতে হবে না। আমি তোমাকে বিপদ থেকে দূরে রাখতে পারলেই কিছুটা সহজ হতে পারব,' রানা বলল, 'যাও, শীঘ্রি করো।'

বাথরুমের দরজা খুলে দাঁড়াল ফায়জা। রানাকে একবার ভালভাবে দেখে ঘরের ভিতরে চলে গেল। একটা সিগারেট ধরাল রানা।

তিন মিনিট পর ফিরে এল ফায়জা। গাঢ় রঙের একটা গাউন পরেছে। তাড়াহুড়োতে ভুলে জিপার লাগায়নি। বাথরুমের একটা ড্রয়ার থেকে কিছু বের করবে। শোবার ঘরে চলে এল রানা। সুটকেসটা বন্ধ করে ফায়জা সোজা হয়ে দাঁড়াতেই রানা ওকে কাছে টেনে গাউনের জিপারটা তুলে দিল। রানার দিকে ফিরে দাঁড়াল ফায়জা। রানা দেখল ওর চোখ দুটো ছলছলে হয়ে উঠেছে। কিছু বলতে গেলে ফায়জার ঠোঁটে আঙুল রাখল রানা। রানার বুকের একান্ত কাছে এসে দাঁড়াল ফায়জা। খুব আস্তে করে বলল, 'আপনাকে কিন্তু ভীষণ সুন্দর লাগছে মিশরীয় পোশাকে। একেবারে মিশরীয় মনে হচ্ছে।'

ফায়জার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল রানা। মুখে হাসি, কৌতূহলের, খুশির। আশ্চর্য! মেয়েটা সব ভুলে গেছে। ভয়, বিপদ—সব। বিশ্বাসের এমন গুণ! সত্যিই, বড় বেশি ছেলেমানুষ মেয়েটা। তার আলখেল্লা পরা লম্বা, পেটা শরীরের কাছে মেয়েটাকে ছোট্ট পুতুলের মত লাগছে।

ওর একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল রানা।

একটু সরে গেল এবার ফায়জা।

সোজা চোখে তাকাল রানার দিকে। বলল, 'আমাদের আবার কখন দেখা হবে?'

'শীঘ্রি হয়তো না,' রানা উত্তর দিল। বলল আস্তে করে, 'হয়তো কোনদিন না। তুমি আগামীকাল, না, পরশু, অফিস ছাড়া যে-কোন জায়গা থেকে নাইল ও বুস্তান রোডের মোড়ের পেট্রল পাম্পে ফোন কোরো মনসুর নামে একজনকে। সে আমার খবর দিতে পারবে। শুধু আমার কথা জিজ্ঞেস কোরো—আর কোন প্রশ্ন নয়। তার সাথে দেখা করার চেষ্টা কোরো না। বুঝেছ?'

'বুঝেছি,' গলা ভেঙে এল ফায়জার কথাটা বলতে। 'আপনি এভাবে একা…' মুখ তুলে তাকাল, 'রানা, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে পারি না?'

'না। এটা একা আমারই কাজ। আমাকেই করতে হবে,' রানা বলল, 'তুমি শুধু শুধু ভাবছ।'

'তা আমি জানি,' ফায়জা বলল, 'জানি তুমি ভয়ঙ্কর লোক। প্রথম দিনই বুঝেছিলাম।'

রানা হাসল, বলল, 'তুমি ভারি মিষ্টি মেয়ে। তাইতো আমার সঙ্গে মানায় না।'

'হ্যাঁ, তোমার তো জিসানই রয়েছে,' দরজার কাছে এগিয়ে গেল। ফিরে

দাঁড়াল, কাছে এসে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চুমু খেলো রানার ঠোঁটে, গালে। ভেজা অনভিজ্ঞ, কম্পিত চুম্বন।

এবং আর দাঁড়াল না।

বসার ঘরে সুটকেসটা রেখে বেরিয়ে গেল।

ওর পিছনে পিছনে বেরিয়ে এসে অন্ধকার সিঁড়িতে দাঁড়াল রানা। ফায়জা এগিয়ে যাচ্ছে ফোন-বক্সের দিকে।

থমকে দাঁড়িয়েছে জুনাইদ। হাতের সিগারেট রাস্তায় ফেলে দিয়ে দাঁড়াল সোজা হয়ে।

এক মিনিট…দুই মিনিট…ফায়জা কথা বলছে ফোনে কল্পিত কারও সঙ্গে। জুনাইদ উত্তেজিত। ফোন-বুদ থেকে বের হয়ে আসছে ফায়জা। জুনাইদ অন্য দিকে তাকাল। জ্যাকেটের কলারটা উঁচু করে দিল। ফায়জা কোন দিকে দৃষ্টিপাত করল না। হাই হিলের শব্দ তুলে এগিয়ে আসছে। এবং জুনাইদকে অবাক করে দিয়ে ঘরে ওঠার সিঁড়ি পার হয়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল সামনে। এবার জুনাইদ এগিয়ে আসছে…ফায়জার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। জুনাইদ এগিয়ে এসেছে। থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে ফায়জার গমন পথ। তারপর দৌড় দিতে উদ্যত হলো।

হাতের আঙুলগুলো শক্ত করল রানা, ইস্পাতের মত।

আরও কাছে এগিয়ে এল জুনাইদ—ডান হাতটা তুলে ওর ঘাড়ে মারল রানা প্রচণ্ড শক্তিতে। বাঁ হাতে ধরে ফেলল ওর মুখ। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল লোকটা, এবং কাদার মত গড়িয়ে পড়তে গেল। ওর ভারী শরীরটা ধরে ফেলল রানা।

কোন শব্দ হলো না। টেনে এনে সিঁড়ির উপর ফেলল।

মরে গেল নাকি? না, মরেনি। হ্যাঁ, জুনাইদ মরলে চলবে না। হঠাৎ মনে হলো ফায়জার ফিরে আসার সময় হয়েছে। জুনাইদকে এ অবস্থায় দেখে চমকে যেতে পারে, ভয় পেতে পারে। দেহটাকে টেনে সিঁড়ির নিচে ফেলল রানা। এবং বের হয়ে রাস্তার অন্যদিকে অন্ধকারে দাঁড়াল।

ঠিক তক্ষুণি একটা ট্যাক্সি এসে ব্রেক কষল সিঁড়ির মুখে। ফায়জা নামাল, দ্রুত দৌড়ে উপরে উঠে গেল। রানা দেখল, ঘরের আলো নিভল। তারপর সিঁড়ির মুখে ফায়জাকে দেখা গেল। ওর হাতে সুটকেস। চারদিকে দেখল একবার।…দ্রুত উঠে পড়ল ট্যাক্সিতে।

গাড়ি স্টার্ট দেবার আগেই পিছনে আরেকটা গাড়ি এগিয়ে এসেছিল। ব্রেক করতে গিয়েও করল না। এগিয়ে গেল ফায়জার ট্যাক্সির পিছনে শিকার স ্ানী নেকড়ের মত।

গাড়িটা সবুজ ভক্সহল। ড্রাইভার একটা মেয়ে।

রানা ভাবল, এটা কো-ইন্সিডেন্স ছাড়া কিছু নয়। ভাবতে চাইল। কিন্তু গাড়িটার রঙ সবুজ, ভক্সহল। গাড়ি চালাচ্ছে একটি মেয়ে। কায়রোর অনেক মেয়ে গাড়ি চালায়। তাদের যে-কারও ভক্সহল থাকতে পারে।

অন্ধকারে দুটো গাড়ি হারিয়ে গেল রানাকে স্তব্ধ করে দিয়ে।

নেড়ি কুকুরটা দৌড়ে রাস্তা পার হলো। কোথাও তাড়া খেয়েছে।

ফায়জাকে বাঁচাতে পারল না। রানাই তুলে দিল ওকে অনিশ্চয়তার হাতে।

বাতাস। রাস্তার উপরে একটা খালি ওষুধের বাক্স গড়িয়ে গেল।

নির্জন রাস্তা। ডাক্তারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। সিঁড়ির নিচ থেকে বের হয়ে এল একটা ছায়া—জুনাইদ। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। জুনাইদ বুঝে নিয়েছে পুরো ঘটনাটা, তবু সে নিশ্চিত হতে চায়।

উপরে বেশি দেরি করল না জুনাইদ। নিচে এসে প্রায় দৌড়াতে লাগল। সর্বস্ব হারানো মানুষের মত।

হ্যাঁ, মানুষের মত। সরীসৃপ-শ্বাপদের চেয়ে ভয়ঙ্কর বিষধর হিংস্র মানুষের মত।

ট্রামে উঠল জুনাইদ। রানাও উঠল পিছনের কামরায়। গভর্নরেটের সামনে নামল ট্রাম থেকে। দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে একটা ট্যাক্সি নিল। রানাও আরেকটা ট্যাক্সিতে উঠল। আগের ট্যাক্সির আলো দেখে পথের নির্দেশ দিতে লাগল রানা। তৌফিক রোডে এসে সোনালী প্রোডাক্টসের অফিসের সামনে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দৌড়ে চলল জুনাইদ একটা গলি দিয়ে। রানা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল, 'এখন একটা ভ্যান আসবে, ওটাকে ফলো করবে। ও যেন টের না পায়।'

ভ্যানটা দ্রুত বেরিয়ে এসে ছুটতে লাগল এয়ারপোর্টের দিকে।

রানার ট্যাক্সি ড্রাইভার বেশ দূর থেকেই অনুসরণ করে চলল। কিছুদূর চলে ভ্যানটা মোড় নিল—এগিয়ে চলল ২৬ জুলাই রাস্তা ধরে। ২৬ জুলাই ব্রিজ পার হলো। জামালিক ব্রিজ পার হয়ে ভ্যান এগিয়ে চলল ইমবাবার দিকে।

কিছুদূর এগিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিল ভ্যান। নির্জন পথ। ড্রাইভারকে হেড-লাইট অফ করে দিয়ে এগিয়ে যেতে বলল রানা।

ভ্যানের গতি কমে গেল। ফাঁকা পথ ধরে এগিয়ে ভ্যান ঢুকল একটা বিরাট পুরানো আমলের বাড়ির সিংহদ্বার দিয়ে।

রানা চিনল। এই বাড়ি!

রানা ড্রাইভারের পিঠে টোকা দিয়ে বলল, 'এবার ফিরে চলো। কিন্তু অন্য পথে।'

তুর্কি বাজারের হোটেল হয়ে ফিরে এল রানা হোটেল সেমিরেমিসে। আর কেউ নেই তাকে ফলো করার। করলেও তারা ওর সিদ্ধান্ত জানে। আর ওদের সিদ্ধান্তও রানা বুঝে নিয়েছে। হয় রানাকে আরও একবার চান্স দেয়া হবে। নয়তো হত্যা করা হবে।

জল্লাদ বেরিয়ে পড়েছে।

টেলিফোন বেজে উঠল।

শরিফ বলল, 'কায়রো ফিরে আপনি কোথায় ছিলেন? আমি এ নাম্বারে অন্তত পনেরো বার রিং করেছি।' আগের সেই ভারিক্কি চাল নেই।

'আমি তুর্কি হামামে কাটিয়েছি কয়েক ঘণ্টা,' রানা বলল। বেল টিপল বাঁ হাতে বেল-বয়ের জন্যে।

'বাজে বকবেন না,' শরিফের কণ্ঠে রাগ স্পষ্ট ফুটে উঠল, 'এই ক'ঘণ্টায় কতগুলো আজগুবি ঘটনা ঘটেছে। আমার মনে হয় আপনি তার জন্যে দায়ী। সাড়ে

পাঁচটায় আপনার সেক্রেটারির সঙ্গে ফোনে আলাপ করার পর কি কি করেছেন?'

'তুর্কি হামামে ঢুকি। কাপড় খুলি।...আমাকে বিশ্বাস না হয় অ্যাটেনডেন্টকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

'কিন্তু...আপনি বানিয়ে গল্প বলছেন।'

'বেশ। তাই বলছি।'

এক হাতে আস্তে আস্তে কাপড় ছাড়তে লাগল রানা। কোন তাড়া নেই যেন তার।

'আপনি এথেন্স থেকেই চালাকি খাটাচ্ছেন!'

'আপনার লোকের নির্বুদ্ধিতার দোষ আমার ঘাড়ে চাপাবেন না। আমি তাদের হাতে জিনিস ধরিয়ে দিলাম, নিতে পারেনি—তা কি আমার দোষ?'

ওপাশ একটু নীরবতা অবলম্বন করল।'

'আফেন্দীর খবর নিশ্চয়ই আপনাকে নতুন করে দিতে হবে না?'

'আপনার জানা দরকার। গতরাতে আফেন্দী গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবার পর আর দেখা পাইনি।'

'দেখা পাননি কারণ তাকে খুন করা হয়েছে।'

রানা বলল, 'দুঃখিত। কিন্তু অনুগ্রহ করে আমাকে জানাজায় যেতে বলবেন না যেন।'

'এটুকুই আপনার বক্তব্য?'

'আর কি বলব?' রানা বলল, 'আপনি কি আশা করেছিলেন আফেন্দীর জন্যে আমি কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেব?'

'ওকে হত্যার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ আপনার, অস্বীকার করতে চান?'

'আমার কথা আপনাকে আমি বলেছি।'

'স্পার্টান থেকে বের হয়ে আপনি কোথায় যান?'

'হাঁটতে থাকি।'

'কেন?'

'রাতটা সুন্দর ছিল। এবং আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধুটি তখনই আপনার লোকদের হাতে প্রাণ দিয়েছিল। আমার চোখের সামনে।'

'তারপর?'

'হোটেলে ফিরে আসি।'

'ক'টা বাজে তখন?'

'সময় দেখিনি। তবে রাত এগারোটার বেশি হবে।'

'না, আফেন্দী তখন আপনার ঘরে ছিল না।' নিজের মনেই যেন বলল শরিফ।

'ও! তবে আফেন্দীর থাকার কথা ছিল? আমার ঘর সার্চ আফেন্দীই করেছিল তাহলে?' রানা বলল, 'আমি ভেবেছিলাম...'

'কি?'

রানা নকল পুলিসের গল্প করল। সব শুনে শরিফ বলল, 'আপনার একটা কথাও আমার বিশ্বাস করা উচিত নয়। তবে... লোকটা কেন আপনাকে আক্রমণ করল?'

'আমি জানি না।'

'কেন ওরা আপনাকে খুন করতে চাইবে?'

'তা ওরাই জানে,' রানা বলল। 'প্রথমে ভেবেছিলাম আপনার লোক। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, তাতে আপনার লাভ নেই।'

'কিছুতেই কোন লাভ নেই,' শরিফ বলল, 'আসলে লোক দু'জন গ্রীক ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট। যাই হোক, আপনি আপনার সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করেছেন ফিরে এসে?'

'না,' রানা বলল, 'শুধু ফোনে কথা বলেছি।'

'কি কি বলেছে সে?'

'আমার চেয়ে সেকথা আপনি ভাল জানেন। আপনি অফিসের ফোন ট্যাপ করেছেন আমি জানি, তবে আপনার জুনাইদকে ছাঁটাই করা উচিত।'

'কেন?'

'ওকে আমার সেক্রেটারি চিনে ফেলেছে।'

'তাতে কোন অসুবিধা হবে না,' শরিফ বলল, 'মিস ফায়জা ফয়সল এখন আমাদের এখানে।'

রানা জানত। তবু একটু চমকে গেল।

'কেন ওকে ওখানে নিয়েছেন?'

'আপনি বাধ্য করেছেন। মিস ফায়জা শুধু আপনার সেক্রেটারি, ঠিক তা নয়। আপনি জিসানকে হারিয়ে ওকে নিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখছিলেন, অথবা দেখার সম্ভাবনা ছিল—তাই সরিয়ে আনলাম,' শরিফ বলল, 'জুনাইদের সঙ্গে অনেক চাতুরি করে মিস ফয়সলকে শহরের বাইরে পাঠাতে চেয়েছিলেন…'

'কি যা-তা বলছেন, মিস্টার শরিফ। ফায়জার সঙ্গে ফোন করার পর দেখাই হয়নি। আপনি ভুল করছেন…'

'না, ভুল আমি সাধারণত করি না,' শরিফ বলল। 'একবার করেছি আপনাকে বিশ্বাস করে। যা হোক, আফেন্দীকে হারিয়েছি। আর কাউকে হারাতে চাই না। আপনার অপরাধের বোঝা বইতে হবে ডক্টর বাটকেই।'

'কিন্তু আপনি বলেছিলেন, আপনি ওকে ছেড়ে দেবেন আপনাদের কথামত কাজ করলে,' রানা বলল। 'আমার জানা উচিত ছিল আপনাদের মত খুনে নরপিশাচ পশুদের বিশ্বাস করা উচিত নয়।'

'না, মিস্টার রানা, আমি আমার কথা সব সময় রাখি।'

'আপনাদের লোকের হাতে নিজেদের লোক তুলে দিয়েছি বিশ্বাসঘাতকতা করে—তারপরেও আপনি বলছেন…'

'পরে এ নিয়ে কথা হবে।'

'মিস্টার শরিফ, জিসানের কিছু হলে আপনাকে শেষ করে ফেলব!'

'পরে দেখা হলে ওকথা বলবেন, আগামীকাল সকালের ডাকে একটা ছবি পাবেন, তারপর আপনার সঙ্গে আলাপ করা যাবে,' শরিফ বলল। 'শুভ রাত্রি। সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখুন।'

লাইন কেটে গেল।

স্বপ্ন রানা দেখতে পাবে না, এখনি হাজির হবে কোন গুপ্তঘাতক। বের হয়ে

পড়তে হবে এখনই।

হোটেলের সামনে থেকে নতুন ঝকঝকে একটা ট্যাক্সি নিল রানা। সবল ড্রাইভার।

রানাকে বেশ ধোপদুরস্ত এবং স্থির দেখাচ্ছে।

ট্যাক্সিকে প্রথমে পুরানো কায়রোর দিকে যেতে বলল।

একটা চিরকুটের ড্রইং দেখে একটা ভাঙা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

অন্ধকারের কোন এক ছায়া থেকে একজন আরব এসে তুলে দিল একটা অ্যাটাচি কেস। লোকটার মুখ দেখা গেল না। রানাকে দেখার চেষ্টা করল না। বাঁ হাতে বাড়িয়ে দিল একটা চাবি।

রানা ড্রাইভারকে বলল, 'চলো—ইমবাবা।'

চাবিটা হিপ পকেটে রাখল।

ইমবাবার পথে এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকের নির্জন রাস্তায় টার্ন নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামল রানা।

ট্যাক্সি-ওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে অ্যাটাচি তুলে নিল ডান হাতে। দেখলেই বোঝা যায় ওটা ভারী।

নির্জন। দূরে ফাঁকা ফাঁকা বসত-বাটির আলো। কেউ কোথাও নেই।

চাঁদের আলোয় ভরে আছে। তাই নির্জনতা শূন্য করতে পারেনি রাস্তাটাকে। ভরাট। ভরে আছে সব চাঁদের মায়াবী আলোয়।

রাস্তার দু'পাশে গাছ। সেখানে ছায়া-অপচ্ছায়ার খেলা। ছায়ার মত, হয়তো অপচ্ছায়ার মত এগিয়ে চলল রানা সেই পুরানো বাড়িটার দিকে।

শরিফ বলেছিল আগামীকার সকালের ডাকে ছবি আসবে, তারপর দেখা হবে।

রানা এখনই দেখা করবে শরিফের সঙ্গে। শেষ দেখা।

জিসানকে ভাবল রানা।

অভিসার!

অন্ধকারে চেষ্টা করলে হয়তো দেখা যেত রানার ঠোঁটের কোণে একটা তিক্ত হাসি ফুটে উঠেছে।

কেন হাসছে রানা নিজে জানে কি? রানা তাই জানতে চায়, কেন সে হাসছে।

দোতলা বাড়িটার উপরের জানালায় চৌকো আলো। আলোকিত তিনটি জানালা। নিচের তলায় একটা ঘরে আলো।

আলোগুলো যেন অন্ধকারের চোখ।

কোন শব্দ নেই, কিন্তু···

আশ্চর্য, এখানেও ঝিঁঝি ডাকে।

নীলের বাতাস আসছে। পাতায় মৃদু মর্মর।

গেটটা খোলা। কেউ নেই। হয়তো বাড়িটাকে যেন অসাধারণ না মনে হয় তাই এরকম। যেন কারও সন্দেহ না হয়।

না, সন্দেহ হয় না।

অথবা শরিফ জানে রানা আসবেই—তাই ফাঁদ পাতা হয়েছে। শরিফ জানে

জিসানের জন্যে রানা আসবে। অথবা মনে করে ভয়াবহতায় রানার নেশা আছে।

রাতের মত নিঃশব্দে এগিয়ে গেল রানা। গেটের পাশ দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

ভিতরে গিয়ে একটা আলোকিত চত্বর দেখতে পেল। দেখল সেই বিশাল দরজা।

এখান দিয়েই রানা ভিতরে গিয়েছিল।

দরজা বন্ধ। কিন্তু জানালা খোলা। ঘরটা অন্ধকার। তারও ওপাশের ঘরে, যেখানে রানা বসেছিল, সেখানে থেকে কথা ভেসে আসছে। দু'ঘরের মাঝের দরজা ভিড়ানো।

জানালার উপর অ্যাটাচি কেসটা রাখল রানা। পিছনটা দেখে নিয়ে উঠে পড়ল। আস্তে করে নামল ভিতরে। জানালা থেকে সরে অন্ধকারে দাঁড়াল। হোলস্টারে অনুভব করল বেরেটার উপস্থিতি।

পুরুষ কণ্ঠ…নারীকণ্ঠ…আরেক পুরুষ কণ্ঠ…আবার নারী কণ্ঠ…

কথা কাটাকাটি হচ্ছে।

নারী কণ্ঠ রানার চেনা।

ফায়জা ফয়সল।

টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে। কোন লাভ নেই…রানার সাধ্য নেই…তুমি বলতে বাধ্য…আমরা মানুষ খুন করতে দ্বিধা করি না…জুনাইদ…

রানা অন্ধকারে দু'ঘরের মাঝের দরজাটার আলোর রেখা লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

সেই মুহূর্তে শোনা গেল আর্তনাদ।

'না, না আমাকে ছেড়ে দাও…আমি কিছু জানি না।…ওহ্…'

বেরেটা পয়েন্ট টু-ফাইভ হাতে চেপে ধরল রানা। আঙুল স্পর্শ করল ট্রিগার।

আরেক নারীকণ্ঠ বলল, 'জুনাইদ, আবার চেষ্টা করো। ও বলবেই।'

'না, না, আমি কিছু জানি না, ও আমাকে শুধু পালিয়ে যেতে বলেছিল কায়রো থেকে…আমি আর কিছু জানি না…' ভয়ার্ত অনুনয় ফায়জার কণ্ঠে। আবার চিৎকার করে উঠল ফায়জা।

'না…'

রানা যখন ঘরের দরজা খুলে দাঁড়াল তখনও ফায়জা চিৎকার করছে। চিৎকারটা দরজা খোলার শব্দ ঢেকে দিয়েছে।

'না, আমাকে মেরো না,' ফায়জা চিৎকার থামিয়ে বলল। গালের উপর আরেকটা চড় বা ঘুসি অথবা সিগারেটের ছ্যাঁকা দিল না দেখে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে কাঁদতে ভয়ার্ত চোখে তাকাল জুনাইদের মুখে। দেখল শরিফকে, দেখল আফসার বিস্ফারিত চোখ। সবাই থমকে গেল কেন?

ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে ডান কোণের দিকে ঘাড় ফেরাল ফায়জা। ওর ঠোঁট কাঁপল। অস্পষ্ট কিছু উচ্চারণ করতে চাইল।

ওদের দৃষ্টি রানার দিকে। বলল, 'কোন কথা না, নড়াচড়া না। সোজা হয়ে দাঁড়াও…'

ফায়জাকে বাঁধা হয়েছে চেয়ারের সঙ্গে। কেউ ওর গাউনের সামনের দিকটা ছিঁড়ে দু'ভাগ করে ব্রেসিয়ার পরা বুক উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ব্রেসিয়ারের বাঁ কাঁধের ফিতে ছেঁড়া। বাঁ স্তনের উপর একটা ক্ষত। জুনাইদের হাতের জ্বলন্ত সিগারেট বলে দেয়, কিসের ক্ষত। জ্বলন্ত সিগারেট ওখানে চেপে ধরা হয়েছিল।

বোবা দৃষ্টিতে ফায়জা দেখছে রানাকে। আস্তে আস্তে সেখানে ফুটে উঠল বিস্ময়। আবার ভয়।··· লোকটা একা এসেছে এভাবে—হাতে একটা পিস্তল, এ-বাড়িতে কত কি আছে ও জানে না? স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ফায়জাকে দেখেও দেখছে না। ফায়জা ওকে দেখেই বেশি ভয় পাচ্ছে। ওর নাম ধরে প্রাণপণ ডাকতে চাইল, কিন্তু কান্না তার কণ্ঠ রোধ করল। মাথা নিচু করে কেঁদে ফেলল হু-হু করে।

আরও দু'পা এগিয়ে এল রানা। পিস্তল একটু কাঁপল। জুনাইদকে বলল, 'ওকে খুলে দাও।'

জুনাইদ নড়ল না। ও এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না রানাই এ-ঘরের হুকুমকারী। রানার চোখের দিকে এক পলক চেয়ে তাকাল শরিফের দিকে। শরীফ বলল, 'আমি অনুমান করেছিলাম আপনি জুনাইদকে ফলো করবার জন্যেই ওকে অজ্ঞান করে মিস ফয়সলকে পালাতে দিয়েছিলেন। ঠিকই অনুমান করেছিলাম। কিন্তু মিস ফয়সল এসে উত্তেজিত করে তুলল···'

'শাটআপ!' রানা বলল, 'ওই কুত্তাটা যদি এক থেকে দশ গোনার মধ্যে মিস ফয়সলের বাঁধন না খোলে, গুলি করতে বাধ্য হব। কাকে প্রথম গুলি করব ঠিক নেই।···এক···দুই···তিন···'

ওরা তিনজন অন্য দিকে মন দিতে চেষ্টা করছে। পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে।

···পাঁচ···ছয়···

একমাত্র ফায়জা তাকিয়ে আছে রানার স্থির চোখের দিকে। এবার ভয়ে চোখ বন্ধ করল।···সাত···আট···

শরিফ জুনাইদের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ রানার দিকে তাকিয়ে দ্রুত উচ্চারণ করল, 'ও যা বলে করো।'

'নয়···' জুনাইদ দড়িতে হাত দিল। রানা দশ উচ্চারণ করতে গিয়ে করল না।

শরিফ বলল, 'আপনি বড় এক-রোখা লোক।'

অনেকগুলো দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসে ভরে গেল ঘর। সবাই যেন কত কাল শ্বাস নেয়নি।

দড়ি খোলা হলে উঠে দাঁড়াল ফায়জা। রানাকে দেখল। তারপর ঘুমের ঘোরে যেন দুই পা এগিয়ে এল রানার দিকে। দাঁড়িয়ে বুকে ছেঁড়া কাপড় টেনে দিল। ওর কাছে এগিয়ে গেল রানা। হাতের অ্যাটাচি কেস রাখল ফায়জার বসে থাকা চেয়ারে। বাঁ হাতে বেষ্টন করে ধরল ফায়জাকে।

ফায়জার সর্বাঙ্গ কাঁপছে থরথর করে। রানা আরও কাছে টেনে নিল ওকে। শরিফের উদ্দেশে বলল, 'এবার ভাল ছেলের মত বলো জিসান কোথায়।'

তিনজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। আফসা ও জুনাইদ একবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে শরিফের মুখে দৃষ্টি ফেলল। শরিফ বলল, 'সে এখানে নেই। আমি

জানতাম, আপনি সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করবেন। সেজন্যে অতিরিক্ত সাবধান হয়েছিলাম।' শরিফ হাসল, 'আপনার হাতে পিস্তল থাকলেও লাভ নেই। টেক্কা এখনও আমার হাতে। তাই না?'

ফায়জা চিৎকার করে উঠল, 'মিথ্যে কথা। জিসান ওপরের তলায় আছে। আমি কথা বলতে শুনেছি ওপরে।' ফায়জা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। ফের কেঁপে উঠল। রানা ধরে ফেলল । নইলে হয়তো পড়ে যেত।

একটু সহজ হয়ে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'তার ওপর এখনও টর্চার করা হয়নি। করত। আমাকেও ওরা ভয় দেখাচ্ছিল। আমি বলেছিলাম, জানি না তুমি কোথায় আছ। ওরা বিশ্বাস করছিল না। তারপর তোমাকে ফোনে পেয়ে জিজ্ঞেস করছিল, আমি আর কি কি জানি… কিন্তু ওরা আমার কথা শুনছিল না—শুধু ভয় দেখাচ্ছিল…'

শরিফকে দেখছে রানা। হঠাৎ শরিফ বলল, 'এ বাড়ির মধ্যে ডক্টর বাট থাকলেও আপনার কিছু করার নেই।'

'আছে, তোমাদের গুলি করতে পারি।'

'তাতে কি সমস্যার সমাধান হবে? তিনজনকে আপনি গুলি করার আগেই কারও না কারও হাতে পিস্তল এসে যাবে…' শরিফ হাসল, 'আজীবন আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনার কিছু করার নেই।'

'আছে,' রানা বলল, 'আমার অ্যাটাচিটাকে অপ্রয়োজনীয় মনে কোরো না। ওটা একটা শর্ট ওয়েভ ট্র্যান্সমিটার।'

চমকে তাকাল শরিফ।

রানা বলে চলে, 'ওটা সিগন্যাল পাঠাচ্ছে আল-ফাত্তাহর স্থানীয় গোপন বাহিনীর কাছে। যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে দুই ট্রাক সশস্ত্র স্বেচ্ছা-সেবক।'

'মিথ্যে কথা,' শরিফ বলল। 'আপনি ওদের সঙ্গে করেই আনতে পারতেন, অথবা শুধু তাদেরও পাঠাতে পারতেন। আর তাছাড়া আপনি ওদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করবেন না, জানি। করলে আগেই করতেন।'

'ওসব করিনি,' রানা বলল, 'কারণ আমি জিসানকে সুস্থ পেতে চাই। এবং নিজেকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করি না আমি।'

শরিফের চোখ তখনও অ্যাটাচির উপর। হঠাৎ বলল, 'ওরা কি বিপদ-সঙ্কেত রিসিভ করতে শুরু করেছে?'

'না করলেও অল্পক্ষণেই করতে শুরু করবে,' রানা বলল। 'আমি একটু আগেই এটার সুইচ অন করেছি। ওদের রিসিভার যে-কোন মুহূর্তে ফিক্স হবে।'

গলা পরিষ্কার করে জুনাইদ বলল, 'আপনি সুইচ অন করেছেন আমি অফ করতে পারি,' বলে এক পা সামনে বাড়াল।

'আর এক পা-ও নয়!' রানা বলল, 'আমার গুলি সহজে মিস্ হয় না।'

দাঁড়িয়ে গেল জুনাইদ। কিন্তু মুখে হাসি। আফসা হাসছে। শরিফের মুখেও হাসি। সবার চোখেমুখে হাঁফ ছাড়ার ভাব।

ফায়জাও অবাক হয়ে দেখছে ওদের।

শরিফ বলল, 'আমরা যা দেখছি, আপনিও যদি তা দেখতেন তবে মুখ সামলে

কথা বলতেন।' শরিফের চোখ জ্বলে উঠল, 'পিস্তল ফেলুন। নইলে মিস ফয়সলের পিঠ এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবে।'

কিছু বলতে গিয়ে ফায়জার মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল রানা। ফায়জা রানার কোট আঁকড়ে ধরল, আরও কাছে সরে এল। তার মুখ রক্তহীন, ফ্যাকাসে। রানার কাঁধের উপর দিয়ে পেছনের দিকে কি যেন দেখছে। থরথর করে ঠোঁট কাপছে ওর। কিছু বলতে পারল না। রানা দেখল ওর চোখে সেই বোবা চাউনি।

পিছনে পায়ের শব্দ শুনল রানা এতক্ষণে। এগিয়ে আসছে এক পা, দু'পা করে। নড়ল না রানা। নড়লেই···

'বলুন তো কে আপনার পেছনে?' শরিফ জিজ্ঞেস করল মাস্তানী ভঙ্গিতে।

'আমি জানি কে,' রানা বলল। 'যে আহসানের মৃত্যুর কারণ, যে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমি যাকে সন্দেহ করে কায়রোর মাটিতে পা দিয়েছিলাম, সে।' ফায়জা ভয় পেয়ে রানাকে আরও আঁকড়ে ধরল। রানার পিস্তল অবনত হয়েছে। চোখ দেয়ালের গায়ে টাঙানো মোনালিসার ছোট, এক-রঙা, ঝুল লাগা রি-প্রোডাকশনের উপর স্থির। ফায়জাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে বলল 'আহসান লিখেছিল তার শেষ আন-অফিশিয়াল রিপোর্টে···একটি মেয়ে অপূর্ব, তুলনাহীন, ভাবতে ইচ্ছে করে না অন্য কিছু, তবু তাকে সন্দেহ করি। আমাকে ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছিল: জিসান মেয়েটিকে আমি ভালবাসি।' রানা থামল, 'পিশাচিনীর নাম রিপোর্টে আহসান লিখতে পারেনি··· কিন্তু আমি প্রথম দিনই চিনেছিলাম। ফ্রেইলটি দাই নেম ইজ জিসান—জিসান বাট।'

অবাক হয় তাকিয়ে আছে সবাই। বিস্ময় কাটিয়ে শরিফ বলল, 'সব জেনে এত ঝামেলা করলেন কেন?'

'পুরোপুরি সত্য উদ্ধার করতে,' রানা বলল, 'তোমাদের পুরো দলের উচ্ছেদ করতে।'

'তা আপনি পারবেন না,' শরিফ বলল, 'আমরা এখন পালাতে পারি আপনাদের দু'জনকে হত্যা করে।'

'আমি মরতেই এসেছি। আর গ্রহের ফেরে নিরপরাধ ফায়জার নিয়তিও তাই,' রানা বলল, 'কিন্তু পালাতে হলে সময় দরকার, এখানে তোমাদের সব কিছু রয়ে যাবে। তোমাদের চেয়ে এই বাড়িটা বেশি প্রয়োজনীয়।'

'ট্যান্সমিটার বন্ধ করে দিচ্ছি,' জুনাইদের দিকে তাকাতেই জুনাইদ এগিয়ে গেল রানার দিকে, রানার পিস্তল কেড়ে নিল হাত থেকে। রানা কিছু বলল না। অ্যাটাচিটা তুলে নিল শরিফ চেয়ার থেকে।

সামনে এসে দাঁড়াল জিসাম।

শুধু বদলে গেছে চাউনি। সাপের হিংস্রতা সেখানে। একভাবে দেখছে রানাকে, হাতে বিশাল আকারের ব্রাউনিং পয়েন্ট ফোর ফাইভ। পরনে জিন্‌স, কাঁচা চামড়ার হাতে সেলাই করা বেল্ট, গায়ে লাল অরলনের সোয়েটার।

ঠোঁটের কোণে একটা শীতল হাসি।

রানা বলল, 'এটা খোলা যাবে না। তালা মারা রয়েছে।'

শরিফ টেবিলের উপর রেখেছে অ্যাটাচি।

রানার দিকে ফিরে দাঁড়াল। বলল, 'চাবি কোথায়?' ফায়জাকে ছেড়ে সরে দাঁড়াল রানা, সহজ ভাবে। বলল, 'ফেলে দিয়েছি।'

টেবিলের অন্য দিকে সরে গেল রানা। জিসানের পিস্তল তার বুকের দিকে ধরা। জিসান বলল, 'সোজা হয়ে দাঁড়াও।'

শরিফ জুনাইদকে ইশারা করতেই সে এগিয়ে এল। সোজা রানার পকেটে হাত দিতে গেল। রানা ওকে সরিয়ে দিল।

জিসান শরিফকে বলল, 'ওটাকে একটা গুলি করলে তো অকেজো হয়ে যায়।'

'না, ডাক্তার!' রানা বলল, 'ওটা তোমার চেয়েও কমপ্লিকেটেড মেকানিজমের সমষ্টি। বুলেট-প্রুফ বাক্সের ভেতর বসানো আছে ট্র্যান্সমিটারটা। বুলেট ওর কিছু করতে পারবে না। অবশ্যি চেষ্টা করতে পারো।'

জিসানের মুখে হাসি দেখা গেল একটু। বলল, 'জুনাইদ, অত কষ্ট না করে ওই কুত্তিটার ওপর তোমার কসরত দেখালেই···'

জুনাইদের পছন্দ হলো কথাটা। ও ফায়জার দিকে তাকাতেই ফায়জা রানার কাছে সরে এল। রানা তাকাল জিসানের দিকে। হিংস্র চাউনি সেই মায়াবী চোখে। বলল, 'নড়বে না!'

জুনাইদের হাত ফায়জার বাঁ গালে পড়তেই রানা পকেটে হাত দিল। ফায়জা রানার হাত ধরল, 'না!'

আবার চড় পড়ল ফায়জার গালে। ফায়জা কোন শব্দ করল না। শুধু শ্বাস নিল বড় করে। প্রস্তুত হলো আরও অত্যাচারের জন্যে। রানার দিকে তাকাল।

রানা দু'আঙুলে বের করে আনল চাবিটা। জুনাইদের চোখের সামনে ধরতেই ফায়জা বলল, 'ওটা দিয়ো না, রানা। আমার কিছু হবে না। আমার জন্যে তুমি ভেবো না।'

কথা ক'টা বলতে গিয়ে কাঁচা রক্ত বের হয়ে এল ফায়জার ঠোঁটের কোণে।

জুনাইদ চাবি নিয়ে নিল ছোঁ মেরে।

ওটা হাতছাড়া হতেই রানা অনুভব করল সে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর বাইরে অনন্ত শূন্যের কোনখানে। যেখানে তার কোন অস্তিত্ব নেই। এরা সবাই এখন তাই—অস্তিত্বহীন, অবসরহীন, অবস্থাহীন। কিছুই এখন সত্য নয়।···রঙ্গ-মঞ্চের নাটকের শেষ পাতা অভিনীত হচ্ছে। কিন্তু কাউকে এ অভিনয় দেখাবার সুযোগ নেই। নিয়তি, ভাগ্য সবাইকে পুতুলের মত চালাচ্ছে। সবার জন্যেই অপেক্ষা করছে মৃত্যু।

না, ফায়জা বাঁচবে। ফায়জা রানার উপর বিশ্বাস রেখেছে। ওর মুখ দেখল রানা। রানার দিকে তাকাচ্ছে। চোখে একটা অদ্ভুত হাসি। হাসল। এখনও ও বিশ্বাস করে রানা ওকে বাঁচাবে।

বিশ্বাস, প্রেম, আর এইমাত্র চোখ থেকে নেমে আসা নীরব দু'ফোঁটা পানি ওকে কি সুন্দর করে তুলেছে! ফায়জা বলল, 'কেন ওদের ওটা দিলে?'

এক···দুই··· তিন···সময় দাগ কেটে যাচ্ছে। রানার ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে সব। চাবি কাঠি ওদের হাতে।

দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে রানা বলল, 'ভয় কোরো না। যা হবার তা হবে।'

রানার বুকের মধ্যে আর কাঁপল না ফায়জা। শুধু রানার হাতটা নিজের গালে চেপে ধরে থাকল। বলল, 'না, ভয় করি না। মরলে দু'জনই মরব একসাথে…না?'

বয়স এর একুশ, তাই মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পারে।

কিন্তু রানার বাঁচাতে হবে এই অস্বীকার করার সুন্দর অনুভবটাকে।

রানার হাত সরে গেল। ফায়জার কাঁধ চেপে ধরল। জিসানের পিস্তল এখনও উদ্যত, নিষ্কম্প।

শরিফ চাবিটা অ্যাটাচির বাঁ তালার গায়ে লাগিয়েছে। খুলল।

রানার সব পরিকল্পনা এই মুহূর্তে শেষ হলো…

আফসাকে শরিফ বলল, 'হয়তো ওরা এতক্ষণে রিসিভ করেছে। করলে এখুনি এসে পড়বে। তুমি তারচে' গাড়ি বের করো।'

আফসা কি যেন বলল।

রানার চোখ অ্যাটাচির ওপরে স্থির।

চাবি ডান তালায় লাগিয়েছে এবার…

আফসা দরজার দিকে এগিয়ে গেল তিন পা, জুনাইদ শরিফকে দেখছে, জিসানও অ্যাটাচির দিকে তাকাল রানার চোখের আশ্চর্য স্থিরতা দেখে।

শুধু তৃপ্তির সঙ্গে রানার কণ্ঠের দপদপ করা ধমনীর উপর কপাল ছোঁয়াল ফায়জা।

'খুট।' চাবি খোলার শব্দ হলো। ডালা খুলল।

পাঁচ…চার… তিন…

শরিফ বুঝে নিয়েছে—দুই হাত উঁচু করে মাথা আড়াল করতে চাইল। আতঙ্কিত কণ্ঠে উচ্চারণ করল—'ন্-না'!

দুই…এক…

ফায়জাকে বুকের মধ্যে ধরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা মেঝেতে—টেবিলের পাশে, তারপর নিচে।

প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ হলো। ফায়জাকে বুকের নিচে নিয়ে শুনল রানা কতগুলো চিৎকার, তারপর ভেঙে পড়ার, সব ধ্বংস হয়ে যাবার শব্দ…সব ভাঙছে…সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে… যেন ডাকছে 'রানা'… 'রানা'…মাথায় কিসের যেন আঘাত লাগল। অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে রানা।…

'রানা, রানা…' কে যেন টানছে রানাকে। কে যেন বলছে উঠতে, 'রানা, ওঠো…আমাদের এখান থেকে বেরুতে হবে…'

ফায়জার গলা।

চোখ মেলল রানা, দেখল ফায়জা তাকে ওঠাতে চেষ্টা করছে। ফায়জার মুখে রক্ত, পোশাক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো। সমস্ত গা ধুলায় ধূসর।

তবু কী সুন্দর!

ঝাপসা চোখে রানা দেখছে: ফায়জা বেঁচে আছে।

কি সুন্দর এই বেঁচে থাকা।

চারদিকে এত আলো কেন?

বিস্ফোরণের গন্ধ, ধোঁয়ার মধ্যে কোনমতে মাথা উঁচু করল রানা।

আগুন জ্বলে উঠেছে জায়গায় জায়গায়। উঠে বসতে চাইল রানা। কিন্তু পারল না। পা-টা আটকে গেছে। রানার চেপে যাওয়া পা-টা বের করল ফায়জা টেবিলের নিচ থেকে।

রানা উঠে দাঁড়াল। সাহায্য করল ফায়জা।

চোখে পড়ল শরিফ আর জুনাইদের প্রাণহীন দেহ। জুনাইদ মুখ থুবড়ে পড়েছে। শরিফের চেহারা চেনা যায় না। মুখটা থেঁতলে গেছে, ঝলসে গেছে। দরজার কাছে আফসা পড়ে আছে। তিনজন। কিন্তু আরেকজন?

জিসান দেয়ালের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। দেয়ালের প্লাস্টার খসে পড়েছে বেশ খানিকটা।

জিলানের মুখ থেকে গলগল করে রক্ত পড়ছে। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। প্রাণ নেই—কিন্তু রক্ত এখনও উষ্ণ, জমাট বাঁধেনি।

আহসান, তোমার কাছেই পাঠিয়ে দিলাম। তুমি একে ভালবাসতে! বিশ্বাসঘাতিনীর আত্মাও কি বিশ্বাসঘাতকতা করবে?

'রানা, আগুন। আমাদের বেরুতে হবে।'

চারদিকে তাকাল রানা। বলল, 'আমাদের পালাতে হবে কেউ এসে পড়ার আগেই।'

জুনাইদের হাত থেকে মেঝেতে ছিটকে পড়া বেরেটা পিস্তলটা তুলে পকেটে রাখল রানা।

যে পথে এসেছিল সে পথে গেল না।

নির্জন পথ ধরে দক্ষিণ দিকে চলল। দু'জন দু'জনের উপর ভর রেখেছে। দমকল ছুটে গেল দুটো। ওদিক দিয়েও আসছে।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে—না?'

'না,' মাথা নাড়ল ফায়জা। রানার কোটটা ওর গায়ে ওভারকোট হয়ে গেছে। এক হাতে কলার ধরেছে, অন্য হাতে রানার কোমর।

দু'একজন পথচারি অবাক হয়ে দেখছে ওদের। দুটো মিলিটারি লরী ছুটে গেল ওদিকে। দেশে এখন জরুরী অবস্থা, এরকম একটা বিস্ফোরণ—মিলিটারি হেডকোয়ার্টারে খবর চলে গেছে। গালা ব্রিজে, তাহরির ব্রিজে নিশ্চয়ই মিলিটারি পোস্টিং হয়েছে। ওদের হাতে পড়লে চলবে না।

পিছন থেকে একটা গাড়ি এসে থেমে পড়ল ওদের পাশে। কালো রঙের পুরানো মডেলের ডজ সেডান। পকেটে হাত দিল রানা।

গাড়ি থেকে নেমে এল আরবী পোশাক পরা প্রৌঢ় এক লোক। এগিয়ে এল ওদের দিকে।

গম্ভীর কণ্ঠ—কোন ভূমিকা না করে বলল, 'আপনাদের আমি লিফট দিতে পারি?'

রানা দেখল, কর্নেল সিক্স।

কর্নেল রানার চোখের দিকে তাকাল। নির্বিকার চাউনি। আর কোন কথা না

বলে গাড়িতে ফিরে গেল। রানা ফায়জাকে বলল, 'চলো, ওঠা যাক।'

ফায়জা ইতস্তত করল, 'কে না কে!'

'তবু লিফট দিতে চেয়েছে…'

পিছনে উঠে বসল ওরা।

গাড়ি ছুটে চলল তাহরির রোড ধরে।

গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল রানা। আপন মনে বিড়বিড় করে বলল, 'ঘুম পাচ্ছে। আজ শুধু ঘুমাব। অনেক, অনেকক্ষণ ঘুমাব। জানো, কায়রোয় এসে একদিনও ঘুমাতে পারিনি।'

ফায়জা দেখল রানাকে। এখনই ঘুমিয়ে গেল নাকি? ছড়ে যাওয়া, কালো ছোপ লাগানো মুখ, ধুলোমাখা, চুল রক্ত মেখে জট বেঁধে গেছে। মুখের উপর আলো পড়ছে, দ্রুত সরে যাচ্ছে। সত্যিকার সুপুরুষের প্রোফাইল।

ফায়জা তাকিয়ে রইল।

মাথাটা রাখল রানার কাঁধে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলল। তাকাল রানার প্রোফাইলের দিকে।

ঘুমন্ত পুরুষের ছবি।

কিন্তু রানা ঘুমায়নি, ফায়জা জানে।

কেননা রানার কোলের উপর রাখা হাতে পিস্তল। আঙুল রাখা ট্রিগারে।

— ০ —

পটভূমি

১৯৪৮ সাল, ১৫ মে।

পৃথিবীর সব ইহুদি মন্দিরে বেজে উঠল আনন্দ-ঘণ্টা। ইহুদিদের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে জাতীয়-নিবাস: ইসরাইল। ইহুদিরা স্বপ্ন দেখত, একদিন আসবেন সেই মহাপুরুষ, যিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন তাদের পবিত্রভূমি জেরুজালেমে। সেই স্বপ্ন সফল হলো এতদিন পর।...সমস্ত ইহুদিরা কৃতজ্ঞতা জানাল সেই 'মহাপুরুষে'র কাছে।

বলা বাহুল্য, সে 'মহাপুরুষ' হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ। ট্রুম্যান ডকট্রিনের কারসাজি।

থিওডোর হার্জেল জিওনিজমের প্রচারক।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে জার্মেনী এবং ফ্রান্সে ইহুদি নির্যাতন হয়ে ওঠে প্রবল। নির্যাতিত ইহুদিরা তখনই অনুভব করে তাদের কোন বাস-ভূমি নেই। থিওডোর হার্জেল তাঁর বইতে প্রথম প্রস্তাবরূপে উত্থাপন করেন একটি পৃথক ইহুদি রাষ্ট্রের কথা। জেরুজালেম থেকে প্রথম পারসিকরা, তারপর রোমান পম্পে বিতাড়িত করেছিল ইহুদিদের। হার্জেলের প্রস্তাবে জেরুজালেমের কথা উল্লেখ ছিল না। তিনি বলেছিলেন, আফ্রিকার পূর্বাংশে এই নিবাস গড়ে উঠতে পারে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইহুদি কংগ্রেসে প্রথম উল্লেখ করা হয় এই নিবাস হবে জেরুজালেমে। কিন্তু এই সময় (১৯০৩ সাল) পুরো প্যালেস্টাইনে ইহুদির সংখ্যা ছিল মাত্র পঞ্চাশ হাজার। ১৯১৪ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় আশি হাজারে। তখন ইহুদিরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে প্যালেস্টাইনের। ইউরোপের অত্যাচারও চরমে পৌছেচে—ওখান থেকে দলে দলে পালিয়ে আসতে শুরু করেছে ইহুদিরা, আশ্রয় নিচ্ছে আরব-ভূমিতে। ১৯৩১ সালের হিসেবে এদের সংখ্যা দাঁড়াল এক লক্ষ আশি হাজার। কিন্তু তখনও তারা প্যালেস্টাইনের মোট লোকসংখ্যার সতেরো ভাগ। বাকি তিরাশি ভাগ আরব। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, ১৯৪৬ সালে ইহুদিদের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা বত্রিশ ভাগ।

তবু প্যালেস্টাইনে জন্ম হলো ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের। পশ্চিমা শক্তি জোটের মধ্য-প্রাচ্য প্রহরী।

আরবরা আক্রোশে ফেটে পড়ল। ১৯৪৮ সালের ১৬ মে আক্রমণ করল ইসরাইল।

কিন্তু পারল না একদিনের রাষ্ট্রকে পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ করতে।

১৯৪৮ সালের এই যুদ্ধে, ফালুজা রণক্ষেত্রে কয়েকজন মিশরীয় তরুণ অফিসার দেখল যে-সব গোলাবারুদ তাদের সাপ্লাই দেয়া হয়েছে সেগুলো মরচে ধরা, ব্যবহারের অযোগ্য। প্রমাণিত হলো, দেশ-নেতা রাজা ফারুক থেকে শুরু করে

প্রত্যেক সভাসদ অসৎ ও লোভী। শত্রু-শিবিরে মিশরীয় যুদ্ধাস্ত্র চোরা পথে পাচার হয়ে যাচ্ছে। মিশরীর জনসাধারণের পয়সায় কেনা অস্ত্র শত্রুপক্ষকে শক্তিশালী করছে। পরাজিত, বিক্ষুব্ধ কয়েকজন অফিসার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো, তারা মিশরকে কলুষ-মুক্ত করবে। এই তরুণ অফিসারদের নেতা ছিলেন, গামাল আবদুল নাসের। পরবর্তীকালে নাসের এই দুঃসহ রাতগুলোর কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আমাদের আসল রণক্ষেত্র মিশর।' দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক ও দালালশ্রেণীর কতকগুলো লোক তখন দেশের শাসক। যুদ্ধ হবে তাদের বিরুদ্ধে। জনতার যুদ্ধ।

এই সামরিক অফিসারদের সংগ্রাম শুরু হলো ভিতরে ভিতরে। ১৯৫২ সালের তেইশে জুলাই মহাপ্রাণ সুদানী জেনারেল নাগিবের নেতৃত্বে এরা ক্ষমতা দখল করল। ২৪ জুলাই সকালে মিশরবাসী কায়রো বেতারে জেনারেল নাগিবের ঘোষণা শুনল: 'বিশ্বাসঘাতক ও হীনবলদের দূর করে আমরা মিশরের ইতিহাসে এক নতুন এবং গৌরবময় ভবিষ্যৎ রচনা করতে অগ্রসর হয়েছি।'

রাজা ফারুককে হত্যা করা হলো না, কারণ অসৎ এবং হীনবল হলেও তিনি সাহসী বীর মোহাম্মদ আলীর বংশধর। আলবেনীয়ার এই তরুণ এসেছিল তুর্কীর অথোমান সুলতানের খেদিব হিসেবে। খেদিব হলেও সুলতান এবং ব্রিটিশরা তাকে আরব-নেতা বলেই মনে করত। তার একটি স্বপ্ন ছিল। সে স্বপ্নের কথা জানতেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোন। নেপল্সের রাজদূতকে একটি চিঠিতে এই সময় পামারস্টোন লিখেছেন, 'মোহাম্মদ আলীর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত আরবী ভাষাভাষী অঞ্চলগুলোকে এক করে আরব রাজ্য গঠন করা। কিন্তু এর মানে হচ্ছে তুর্কী সাম্রাজ্যকে ভেঙে দেয়া। তাতে ব্রিটিশ রাজি হতে পারে না। কারণ তুর্কীরা রাশিয়ার ভারতবর্ষে যাবার পর আটকে রেখেছে।' আরবদের এক হতে দেননি পামারস্টোন, ডিজরেলি, গ্ল্যাডস্টোন, কার্জন, এলেনবী, চার্চিল। ব্রিটিশ রাজনৈতিক ইতিহাসে এঁদের প্রজ্ঞা আরব জাতীয়তাবাদকে দমিয়ে রেখেছে, একটা জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

নাসের আরব শক্তিকে এক করতে চাইলেন। আরবদের বললেন, রুখে দাঁড়াতে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে। কিন্তু রুখে দাঁড়াবার শক্তি তখন শতাব্দীর কূটনৈতিক শিকার, হীনবল, স্মৃতিজীবী আরবদের কোথায়?

নাসের বললেন, 'আমাদের একমাত্র দুর্বলতা, আমাদের শক্তি যে কতখানি তা আমরা জানি না।' তিনি তিনটি শক্তির কথা বললেন। (১) আরবদেশ থেকে পৃথিবীর প্রধান তিনটি ধর্মের উৎপত্তি। সব দেশের সঙ্গে আরবদের নীতিগত যোগ আছে। (২) তিনটি মহাদেশের মিলন-কেন্দ্র আরব। বাণিজ্য বা যুদ্ধে সুয়েজ ছাড়া পৃথিবী অচল। (৩) মধ্যপ্রাচ্যের তেল। বর্তমান পৃথিবীতে যে পরিমাণ তেল উত্তোলন হয় তার শতকরা ২৫ ভাগ মধ্যপ্রাচ্যের। রাশিয়াকে বাদ দিয়ে দেখা গেছে ভূগর্ভে সংরক্ষিত যা তেল আছে তার শতকরা ৭৫ ভাগই আছে মধ্য-প্রাচ্যের মরুভূমিতে।

এই তিনটি মধ্য-প্রাচ্যের শক্তি। আর এই তিন কারণেই মধ্য-প্রাচ্য পশ্চিমী শক্তি-জোটের কাছে মহার্ঘ বস্তু।

ইসরাইল সৃষ্টি হলো, হাজার হাজার আরব বিতাড়িত হতে লাগল ইসরাইল

থেকে। অকথ্য, অমানুষিক অত্যাচার করা হলো তাদের উপর নারী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে। পালিয়ে গিয়ে কেউ আশ্রয় নিল জর্ডনে, কেউ গাজাতে। এবং তখনও রয়ে গেছে 'স্টেট উইদিন এ স্টেট': সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানি। রয়ে গেছে ক্যানাল রক্ষার জন্যে ইংরেজ বিমান বহর, নৌবাহিনী, মিশরের মাটিতেই।

ক্যানাল কোম্পানির মালিকানা ব্রিটেনের—অথচ খাল খননের সময়ে যখন ইউরোপের সমস্ত দেশ কিছু না কিছু শেয়ার কিনেছিল তখন ইংরেজ একটিও কেনেনি। একটি পয়সাও দেয়নি। পরে ডিজরেলী বিরাট শঠতার সাহায্যে মিশরীয় শেয়ারগুলো কেনে খেদিব ইসমাইল পাশার কাছ থেকে। মিশরের সুয়েজে মিশরের কোন অধিকারই ছিল না।

মিশর এই খাল খননের সময় টাকা দিয়েছিল, জমি দিয়েছিল, লক্ষ লক্ষ মিশরীয়কে ভূমিহীন করেছিল। খাল খনন করতে গিয়ে মারা গিয়েছিল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার মিশরীয় শ্রমিক। এই সব শ্রমিকের পবিত্র অস্থির কথা স্মরণ করলেন নাসের ১৯৫৬ সালের ২৬ জুলাই প্রাচীন নগর আলেকজান্দ্রিয়ার বিশাল জন-সমুদ্রের সামনে। ঘোষণা করলেন, 'সুয়েজ এখন থেকে চালাবে মিশরবাসী, মিশরবাসী, মিশরবাসী!'

ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইসরাইল সমবেতভাবে আক্রমণ করল মিশর ৩০ অক্টোবর। সিনাইতে প্রবেশ করল ইসরাইলী বাহিনী। ফরাসী এবং ইংরেজ বিমান কায়রোতে বোম্বিং করল। দখল করল পোর্ট সৈয়দ।

পৃথিবী-ব্যাপী জনমত প্রতিবাদে ও আক্রোশে ফেটে পড়ল এই সাম্রাজ্যবাদী হামলায়।

মিশরীয়দের পাশে এসে দাঁড়াল রাশিয়া।

ব্রিটেন, ফ্রান্স গুটিয়ে নিল সাম্রাজ্যবাদীর কলুষিত নখর।

সুয়েজ হলো মিশরের।

১৯৬৭ সাল। গাল্‌ফ অফ আকাবাকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য দেশে আবার শুরু হয়ে গেল সলাপরামর্শ। ২৬ মে আমেরিকায় গেল ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী। ৬ জুন ইসরাইলী বাহিনী আক্রমণ করল আরব। দখল করল জেরুজালেম। সুয়েজ বন্ধ হলো। দুই তীরে কামান পেতে বসে থাকল মিশরীয় আর ইসরাইলী বাহিনী মুখোমুখি।

যে-কোন মুহূর্তে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে পরস্পরের উপর।

যুদ্ধ চলছে। আরবরা বিশ্বাস করে না ইসরাইলকে। ধনকুবের ইহুদিরা ইউরোপ থেকে পালিয়ে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিল প্যালেস্টাইন, ওটা তারা দখল করে নিল। আস্তে আস্তে তারা সীমানা বাড়াবে।

ইসরাইলের দাবি তুলে জিওনিস্ট নেতা (পরবর্তীকালে ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট) বৈজ্ঞানিক ড. ওয়াইজম্যান বলেছিলেন, 'পৃথিবী ইসরাইলকে বিচার করবে আরবদের প্রতি তার ব্যবহারের মাপকাঠিতে।'

কে আজ বিচার করবে ইসরাইলের? তার সঙ্গীদের?

রক্ষণশীল ঐতিহাসিক, ইহুদিদের প্রতি যার সহানুভূতি আছে, ড. টয়েনবী তাঁর 'স্টাডি অভ হিস্ট্রি' বইতে একখানে লিখেছেন: ঈশ্বর ব্যথা ও দুঃখ দিয়ে যে আলোর

সন্ধান দেন তাকে কতখানি অগ্রাহ্য করা হয়েছে অন্যায়ের প্রকৃত মাপ-কাঠি হচ্ছে তাই। আর এই মাপ-কাঠিতে ইহুদিদের প্যালেস্টাইন থেকে আরব বিতাড়নের অন্যায়ের তুলনা ইতিহাসে নেই।···তাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে, নাৎসী জার্মেনীর হাতে যে নির্যাতনের ভেতর দিয়ে তাদের যেতে হয়েছিল, তা পরিত্যাগ না করে আরবদের উপর সেই অত্যাচারেরই পুনরাবৃত্তি করছে।

আর নিপীড়ন নয়: বাস্তুত্যাগী আরবরা গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ। তারা তাদের দেশে ফিরে যাবে। তারা প্রাণ দিচ্ছে, তারা দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত-প্রাণ: ফেদাইন। তারা আল-ফাত্তাহর সদস্য।

দার্শনিক নীটশে বলেছিলেন, 'পশ্চিমা শক্তিগুলো সাম্রাজ্য গড়েছে তাদের চরিত্রের অনুরূপ। তাদের চরিত্র হলো শিকারী জানোয়ারের চরিত্র।'

আল-ফাত্তাহর গেরিলা যোদ্ধারা ঢুকে পড়েছে ইসরাইলে।

যাও, উদ্ধার করো তোমার দেশ। বীর-বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ো শত্রুর ওপর। কিন্তু খুব সাবধান, জানোয়ারটা শিকারী জানোয়ার!

মৃত্যু প্রহর

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৬৯

এক

ভূমধ্য সাগরের উপরে তেত্রিশ ডিগ্রী উত্তর দ্রাঘিমা ধরে পুব দিকে ছুটে চলেছে একটা তুপোলেভ বম্বার। আলো জ্বলছে না। একভাবে ছুটে চলেছে।

চারটে জেট ইঞ্জিনের একটানা গর্জন ছড়িয়ে পড়েছে মহাশূন্যে, অন্ধকারে।

উইং কমান্ডার ইকবাল বেগ নিজের মধ্যে বিভোর। চোখের সামনে মেলে ধরা একটা বই। থ্রিলার।

সাইড-স্ক্রীনে চোখ লাগিয়ে বাইরের অন্ধকার দেখল রানা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। রানাকে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উইং কমান্ডার বইটা আঙুলের চিহ্ন রেখে বন্ধ করল। বইয়ের মলাটে একটা নগ্ন মেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সাদা ধবধবে বিছানায়, পিঠে বিদ্ধ সোনালী বাঁটের ছুরি। রক্তে লেখা বইয়ের নাম।

'ব্যাটাচ্ছেলে লেখে চমৎকার!' কমান্ডার বাঁকা পাইপটায় আরাম করে একটা টান দিয়ে তাকাল পাশে বসা অল্প বয়সী কো-পাইলটের দিকে। বলল, 'না হে, ছোকরা, এভাবে ন্যাংটো মেয়েছেলের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। এ বই তোমাকে পড়তে দেয়া যাবে না। এখনও বয়স হয়নি।'

'আমরা এখন কোথায় আছি?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'কি করে বলি?' উইং কমান্ডার হাত নেড়ে বলল, 'আজ বিশ বছর প্লেন চালাচ্ছি। কাজ ড্রাইভারী। আমার এক নেভিগেটর থাকে, নেভিগেটরের কাছে থাকে রাডার সেট। দুটোর একটাকেও আমি বিশ্বাস করি না।' পাইপে দু'বার টান দিয়ে হাতের বইটার একটা পাতা ভাঁজ করে চিহ্ন দিয়ে রেখে দিল পাশে। এবং উঁচু হয়ে সাইড-স্ক্রীন খুলে অন্ধকারে মাথাটা একটু বের করে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে নিয়ে এল। দুই চোখ হাতে চেপে ধরে বসে পড়ে বলল, 'মেজর, যুদ্ধে মাতাল ইসরাইলের মরুভূমিতে পথ হারালে কেমন হয়?'

'ভেবে দেখিনি,' রানা বলল, 'তবে পথ হারালে বলতেই হবে, আপনার সম্পর্কে বিমান বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে অনেক মিথ্যে কথা চালু আছে। আমাকে বলা হয়েছিল ইসরাইলের ম্যাপ আপনার মুখস্থ—পাশের বাড়ির মেয়েটার চেয়েও বেশি চেনা।'

'হ্যাঁ, আমার কিছু বন্ধু-নামের শত্রুরা ওসব কথা রটিয়েছে,' উইং কমান্ডার বলল, 'যাতে আমি আরাম করে দিন কাটাতে না পারি। এয়ার-ফোর্স থেকে অবসর নিলাম, পাঠিয়ে দিল ইউ. এ. আর. এয়ারফোর্সে।' ঘড়ি দেখল কমান্ডার। বিরক্তির সঙ্গে তাকাল পাশে বসা কো-পাইলটের দিকে। 'ফ্লাইং অফিসার সা'দ আবদুল্লাহ

সাহেব, কর্তব্যে তোমার এই বিরাট অবহেলা পুরো মিশনকে বিপদের মুখে ফেলতে পারে—জানো?'

'স্যার?' সা'দের তরুণ-কিশোর মুখটিতে ফুটে ওঠে বিমূঢ় ভাব।

'তুমি হয়তো জানো না, তিন মিনিট আগেই কফির সময় পার হয়েছে,' উইং কমান্ডার বলল।

রানা উইং কমান্ডারকে ভাল করে দেখল। আবার বইটা বের করে নিয়েছে। বয়স পঁয়তাল্লিশের উপরে। চুলের এক দিকে পাক ধরেছে। হালকা-পাতলা শরীর। মুখে এক জোড়া নিচের দিকে নামানো গোঁফ। কোন ভাবনার লেশ নেই কোথাও।

রানা ঘুরে দাঁড়াল। বম্বারে বসবার ব্যবস্থা নেই। ছ'জন লোক পাটাতনে বসে অপেক্ষা করছে একটা বিশেষ মুহূর্তের জন্যে। সবার চোখে-মুখে উত্তেজনা।

রানার মত সবার পরনেই ইসরাইলী হোগানা—অর্থাৎ ইসরাইলী স্বেচ্ছাবাহিনীর পোশাক। রানার কাঁধে মেজরের ব্যাজ। অন্যরা লেফটেন্যান্ট বা সার্জেন্ট। সবাই তৈরি আছে প্যারাশুট পরে।

সবচে' এ পাশে বসেছিল আব্বাস। ইরাকের লোক। রানা ওর দিকে তাকাতেই ও জিজ্ঞেস করল, 'আর কতক্ষণ?'

রানা বসে পড়ল। বলল, 'উইং কমান্ডার নিজস্ব নেভিগেশন পদ্ধতিতে এগিয়ে চলেছেন। উনি বাতাসের গন্ধ শুঁকে দিক ঠিক করেন। এখন নাক আমাদের যেদিক নেয় সেদিকে চলেছি।'

'মানে?'

'নাকই এঁর রাডার-সেট।'

বম্বারের সার্জেন্ট এয়ার গানার সবাইকে কফি দিয়ে গেল এনামেলের মগে করে।

আব্বাস ঘড়ি দেখল। বলল, 'স্যার, একত্রিশ মিনিট পর আমাদের জাম্প করতে হবে।'

আব্বাসের পাশে বসা ইয়াফেজ বলল, 'যদি বম্বার মেডিটারেনিয়ানে জাম্প না করে!'

হঠাৎ কেঁপে উঠল বম্বার। ইয়াফেজের হাতের মগ থেকে খানিকটা কফি চলকে পড়ে গেল। কোণে বসা লেফটেন্যান্ট আতাসী এদের দেখছিল। নিজেকে সামলে বলল, 'মেডিটারেনিয়ানে জাম্প না করলেই ভাল। আমি সাঁতার জানি না।'

আব্বাসকে বেশ সিরিয়াস মনে হচ্ছে। ও আতাসীর কথায় কান দিল না, যদিও আতাসী দলের সেকেন্ড-ইন কমান্ড। আব্বাস চিন্তিত কণ্ঠে বলল, 'মেজর, পুরো সেট-আপেই যেন গলদ রয়ে গেছে।'

'যেমন?' রানার চোখ আব্বাসের মুখে। কফির মগ নামিয়ে রেখেছে ঊরুর উপর। কথার ছলে যদি দলের সবার আড়ষ্টতা কেটে যায়, মন্দ কি?

'আমাদের সবার কথা ভেবে দেখুন, আমরা আত্মহত্যাই করতে যাচ্ছি।' সবার মুখের দিকে তাকিয়ে নিল আব্বাস। রানা দেখল—আব্বাস, ইয়াফেজ, সালাল, আতাসী, মাহের পাশা, আজহারী…

আব্বাস বলল, 'আমি আর ইয়াফেজ কায়রোতে কেরানীগিরি করতাম।

সালাল ফরজারীতে ছিল...'

'হ্যাঁ। এবং সবাই ওয়্যার ডিপার্টমেন্টেই।'

'মাহের আর্মি রেডিও-অপারেটার, আপনি...'

'এক্স আর্মি মেজর, কায়রোতে পাটের কারবার করতাম,' রানা বলল।

'আর আজহারী সুদানের জার্নালিস্ট। গেরিলা ছিল তাই এক্সপ্লোসিভ সম্পর্কে জ্ঞান আছে।' আতাসীর দিকে তাকাল আব্বাস। 'লেফটেন্যান্ট আতাসীরই শুধু মরুভূমি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে।'

'হ্যাঁ, আমি বেদুইন। বারো বছর পর্যন্ত তাই ছিলাম। এখন ভদ্রলোক। যদিও সিরিয়ার মরুভূমিতে এখনও আমার বাবা-মাকে দেখতে পাবে।'

'মাহের পাশা জীবনে একবারও প্যারাশুটে জাম্প দিয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না,' কথা শেষ করল আব্বাস।

বনেদী পাশা পরিবারে আদরে লালিত চেহারা মাহেরের। ঘুম-ঘুম চোখে তাকাল সে। বলল, 'আব্বাস, আপনার জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে: আমি জীবনে প্লেনেই চড়িনি!'

'দেখুন তবে,' বিজ্ঞের মত আব্বাস বলল প্লেনের আরেকটা বাম্প সামলে নিয়ে।

রানা সবার মুখের উপর চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'আমাদের সবার মনে রাখা উচিত, আমরা একটা সুপ্রীম কমান্ডের অধীনে কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কর্নেল সিক্স আমাদেরই সিলেক্ট করেছেন এবং আমাদেরই যেতে হচ্ছে।'

রানা কথাগুলো বলল উত্তর না পাবার জন্যেই। সবাই চুপ করে গেল।

উঠে দাঁড়াল রানা। আপার মেশিনগানের স্বচ্ছ অভঙ্গুর প্লাস্টিকের মাস্তুলের ল্যাডার বেয়ে উঠে গেল।

প্রথমে বাইরের অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখল না। তারপর দেখল, বম্বার এখন স্থলভূমির উপর দিয়ে যাচ্ছে। লেবানন। অন্ধকারে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

নেমে এল রানা। ককপিটে গিয়ে দেখল, উইং কমান্ডার সীটটাকে আরও কায়দা করে নিয়ে আরাম করে বসে চোখ বুজে পাইপ টানছে। চার ইঞ্জিনের গর্জন। রানা কিছু বলার জন্যে মাথা নামিয়ে আনতে শুনল, কমান্ডার গজল গাইছে।

অতএব এখনও দেরি আছে। বম্বার সিরিয়ার ভেতর দিয়ে গ্যালিলী সাগরের উপর দিয়ে ইসরাইলে প্রবেশ করবে।

রানা ফিরে এসে দেখল আতাসী ঘুমোবার চেষ্টা করছে। সবার চেহারা চিন্তাযুক্ত।

স্মৃতি চিত্রণ করছে শেষ বারের মত।

রুম নাম্বার সিক্স, কনফারেন্স রুম।

কায়রোর ছাব্বিশে জুলাই রোডের হলদে বাড়িটার আফ্রো-এশিয়ান লেখক-সঙ্ঘের অফিসের ছয় নম্বর ঘরের কনফারেন্স টেবিলটা ঘিরে বসে ছিল কয়েকজন লোক।

মিশরীয় ইন্টেলিজেন্সের সহকারী প্রধান কর্নেল আসাদ, মিলিটারি সিকিউরিটির পক্ষ থেকে এসেছে ব্রিগেডিয়ার নুরুদ্দীন নাফিজ, আল-ফাত্তাহ সিক্রেট অপারেশনের প্রধান জেনারেল সালেহ দীন আরাবী ও এয়ার কমোডোর রিফাত দানী একদিকে বসেছে।

অন্যদিকে রানা, আতাসী, ইয়াফেজ, মাহের পাশা, সালাল, আজহারী, আব্বাস এবং ওদের মাঝখানে আল-ফাত্তাহর বৈদেশিক সংযোগ দপ্তরের প্রধান কর্নেল সিক্স।

কর্নেল সিক্স সামনের তিন জনের দিকে তাকিয়ে বলছিল, 'মেজর মাসুদ রানা ছাব্বিশে জুলাই এই দপ্তরে আহসান মার্ডার সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। তখনই আমাকে জানান এগারোই আগস্ট মেজর জেনারেল রাহাত খান কায়রো আসতে পারেন। তারপর মেজর মাসুদ দেশে ফিরে যান। নয় তারিখে আমি সিরিয়া থেকে রিপোর্ট পাই, মেজর জেনারেল রাহাত খান সিরিয়ায় আল-ফাত্তাহ হেডকোয়ার্টারে আমাদের অপারেশন স্ট্র্যাটেজী পরীক্ষা করছেন। এবং আমাকে জানানো হয়, তিনি কায়রো আসছেন এগারো তারিখে। কিন্তু···' থেমে গেল কর্নেল সিক্স। রোলগোল্ডের ফ্রেম, নীল লেন্স, তার ভেতর স্থির দুটো চোখ।

সামনের আটটা চোখ এক এক সময় এক এক জনের উপর থেমে যাচ্ছিল। জেনারেল আরাবীর চোখ কর্নেল সিক্সের চশমার নীল লেন্সের উপর লেগে ছিল। একবারের জন্যেও সরছিল না।

আরাবীর ডানে বসা কর্নেল আসাদ বলতে শুরু করল, 'হ্যাঁ, এগারো তারিখে মেজর জেনারেল রাহাত খান সিরিয়া ত্যাগ করেন একটা সিরিয়ান এয়ার-ফোর্সের সেসনা বিমানে। কিন্তু মেডিটারেনিয়ানের উপর ইসরাইলের হাইফা এয়ার-বেস থেকে তিনটি মিরেজ সেসনাকে চেজ করে ল্যান্ড করায় রুশ পিন্না বিমান-বন্দরে। ওখান থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মাউন্ট কানানে টাগার্ট ফোর্টে।' কর্নেল আসাদ উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল বাঁ দিকের বিশাল মিডলইস্টের ম্যাপের সামনে। ইসরাইলের ম্যাপে গ্যালিলী হ্রদের ডান দিকের কোণে টোকা দিয়ে বলল, 'টাগার্ট ফোর্ট আসলে ক্রুসেডাররা বানিয়েছিল। সালাদীন ওদের পরাজিত করে। ইংরেজ সেনাপতি টাগার্ট পরে এটাকে মেরামত করে আরব মুক্তি সেনাদের প্রতিরোধ করার জন্যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। এখন এটা ইসরাইলের সিক্রেট সার্ভিস এবং গেস্টাপো স্টাইলে বন্দী আরব বিদ্রোহীদের নির্যাতন কেন্দ্র।'

নুরুদ্দীন নাফিস বললেন, 'ইতিহাস এখানে খুব প্রয়োজনীয় নয়। আমাদের কথা হচ্ছে, মেজর জেনারেল রাহাত খানকে কথা বলতে বাধ্য করার আগেই ফিরিয়ে আনতে হবে।'

'স্যার,' আজহারী বলল, 'এই উদ্ধার কাজে আমাদের কেন নির্বাচিত করা হলো?'

কর্নেল সিক্স বলল, 'তুমি জার্নালিস্ট মানুষ, তাই-এ প্রশ্ন করছ।···হ্যাঁ আমরা প্যারাট্রুপার পাঠাতে পারতাম। ওয়র ডিপার্টমেন্ট তাই বলেছিল। কিন্তু প্যারাট্রুপারের কয়েকটা ব্যাটেলিয়ান পাঠালেও টাগার্ট ফোর্ট থেকে মেজর জেনারেলকে বের করে আনা যাবে না। আমি জীবিত উদ্ধারের কথাই বলছি।

তোমাদের বাছাই করা হয়েছে অনেক চিন্তা করে। মেজর রানা তার প্রিয় মেজর জেনারেলকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সবচে আগ্রহী। লেফটেন্যান্ট আতাসী বহুদিন ওই অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ করেছে। মাহের আর্মি-রেডিও অপারেটর। আজহারী যদিও জার্নালিস্ট, কেমিস্ট্রির ছাত্র। সন্ত্রাসবাদী দলে থেকে এক্সপ্লোসিভ সম্পর্কে অনেক জানে। সালাল, আব্বাস এবং ইয়াফেজ অন্য কাজ করবে...এবং রানা ছাড়া তোমরা সবাই হিব্রু অথবা ইহুদিস জানো। যদিও ইসরাইলে হিব্রুর চেয়ে আরবীই বেশি চলে তবু হিব্রু ছদ্মবেশের জন্যে খুব প্রয়োজন।'

আজহারী বলল, 'স্যার, বম্ব মেরে ফোর্ট উড়িয়ে দেয়া হলে মনে হয় সহজ কাজ হত। তাহলে, কথা বলা আর না বলার প্রশ্নই উঠত না।'

'তা ঠিক।' মৃদু হাসির রেশ মুখে মেখে প্রথম মুখ খুললেন জেনারেল আরাবী। বললেন, 'মেজর জেনারেল রাহাত খান আমাদের বন্ধু-দেশের একজন অত্যন্ত সম্মানিত উচ্চপদস্থ লোক। বম্বিং-এ তাঁর কোন ক্ষতি হলে তাঁরা আমাদের ক্ষমা করবেন না। কি বলেন, মেজর মাসুদ রানা?'

'রাহাত খান আমাদের দেশের অত্যন্ত সম্মানিত নাগরিক,' বলল রানা।

মাহের বলল, 'কিন্তু স্যার, মেজর জেনারেল এখন আর্মিতে নেই। তাঁর জন্য এতখানি রিস্ক আমরা কেন নেব?'

'তোমাদের কাজ তোমরা করবে,' বলল কর্নেল সিক্স পরিষ্কার কণ্ঠে, 'কোন প্রশ্ন তোমরা করতে পারো না।'

জেনারেল আরাবী বললেন, 'কর্নেল, আমরা এদের যখন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছি তখন সব জানতে দেয়াই উচিত।' কর্নেল আসাদ এবং ব্রিগেডিয়ার নুরুদ্দীন নাফিস মাথা নেড়ে কথাটায় সমর্থন জানাল। জেনারেল আরাবী ব্রিগেডিয়ারকে বলতে ইঙ্গিত করলে ব্রিগেডিয়ার মুখ খুলল:

'আপনারা জানেন না, মেজর জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জেনারেল আরাবী মিশরেরই আল-আমিন ফ্রন্টে এক সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। মেজর জেনারেল রাহাত খান একজন সামরিক বিশেষজ্ঞ। যুদ্ধ পরিকল্পনায় তাঁর মত ক্রিয়েটিভ ব্রেন খুব কমই আছে। গত এগারো তারিখে তিনি আল-ফাত্তাহর নেট ওয়র্ক সম্পর্কে ভালমত জেনেশুনে আসছিলেন কায়রোতে একটা পঞ্চমুখী আক্রমণের খসড়া নিয়ে। মূলত তিনি এই পঞ্চমুখী আক্রমণের কো-অর্ডিনেটরের ভূমিকা পালন করছেন। তিনি আল-ফাত্তাহ, লেবানিজ, সিরিয়া, ইরাকী এবং সৌদী বাহিনীর নাড়ী-নক্ষত্র সম্পর্কে যত বেশি জানেন আমাদেরও কেউ তেমন জানে না। জরিপ-কাজ শেষ করে কায়রো সম্মিলিত আরব শক্তি জোটের মীটিং-এ তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবার কথা ছিল।' ব্রিগেডিয়ার চুপ করলেন। সবাই নীরব।

কর্নেল সিক্স বলল, 'এখন মেজর জেনারেলকে যদি কথা বলতে বাধ্য করানো হয়...'

'করানো হবে,' জেনারেল আরাবী বললেন ভারী কণ্ঠে, 'মেজর জেনারেল রাহাত খানের মুখ দিয়েও কথা বেরুবে। মেসকালিন এবং স্কোপোলামিন মিক্স করে রক্তে মিশিয়ে দিলে কথা বলতে যে কেউ বাধ্য।'

নীরবতা।

মাহের বলল, 'দুঃখিত, মেজর রানা, প্রশ্ন করার জন্যে।'

রানা বলল, 'না না, তাতে কি হয়েছে?'

জেনারেল আরাবী আড়াইশো পাউন্ডের দেহটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এবার আমরা আমাদের অভিযান নিয়ে আলোচনা করতে পারি।'

ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

'বি রেডি ফর মিরেজ অ্যাটাক!'

উইং কমান্ডার ইকবাল বেগের কণ্ঠ।

'মিরেজ!' উঠে দাঁড়াল লেফটেন্যান্ট আব্বাস।

উইং কমান্ডার সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। রানাকে বলল, 'এখন আমরা ইসরাইলী টেরিটরিতে ঢুকে পড়েছি। গ্যালিলী সাগরের উপর দিয়ে আমরা যাচ্ছি। দশ মিনিট।' উইং কমান্ডার কো-পাইলটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'খোকা বাবু, এবার আমাকে তোমার জায়গাটা দাও। অনেক চালিয়েছ।'

সা'দ সীট ছেড়ে দিল।

উইং কমান্ডার আরাম করে বসে সীট বেল্ট লাগাল। হেড ফোন ঠিকমত লাগিয়ে সুইচ অন করল মাইক্রোফোনের।

'সার্জেন্ট রিয়াদ,' উইং কমান্ডার কল-আপের নিয়মের তোয়াক্কা না করেই বলল, 'জেগে আছ?'

নেভিগেটর জেগেই আছে। তার চোখ সবুজ রাডার-স্ক্রীনের উপর স্থির। মাঝে মাঝে চোখ তুলে চার্ট বা এয়ার স্পীড ইনডিকেটর দেখছে। কমান্ডারের কণ্ঠ শুনে সোজা হয়ে বসে বলল, 'জেগে আছি, স্যার।'

'নিয়ে যাও দেখি সাফেদের ডান দিকে।'

'স্যার, পাহাড়ে জাম্প করবে?' বলল সা'দ।

'না, খোকা-বাবু, মাউন্টের উপরে করবে। জায়গাটা তিনশো গজ চওড়া। উপরে মাউন্টেইন, নিচে খড়ি। এটাই পুরো ইসরাইলে নিরাপদতম জায়গা। ওরা ভাবতে পারবে না এখানে প্যারাট্রুপার নামতে পারে।' পাইপ ঝেড়ে পকেটে রাখল উইং কমান্ডার।

'কিন্তু মাত্র তিনশো গজ।'

'আমরা এই গরুর-গাড়িটা ত্রিশ ফুট চওড়া রান-ওয়েতে ল্যান্ড করিয়ে থাকি।' বলেই ঘড়ি দেখে পেছন ফিরে বলল, 'মেজর রানা, আর তিন মিনিট।'

সা'দ সোজা হয়ে বসল। উইং কমান্ডারের মুখের দিকে তাকাল, তারপর সম্পূর্ণ মনোযোগ ও দৃষ্টি রাখল শুধু তিনটি জিনিসে: কম্পাস, অলটিমিটার এবং উইং কমান্ডার ইকবাল বেগের মুখ। বম্বার এক ডিগ্রী পশ্চিমে গেলে মাউন্ট কানানে ক্র্যাশ করবে, পুবে গেলে মিরেজ তাড়া করবে। একটু নিচুতে নামলেও একই অবস্থা। উইং কমান্ডারের একটা সিগন্যাল মিস্ করা মানে পুরো মিশনের সমাপ্তি। সা'দের চোখ দুটো মেশিনের মত তিনটি জিনিসের উপর ঘুরতে থাকল—কমান্ডার, অলটিমিটার, কম্পাস। কমান্ডার, অলটিমিটার, কম্পাস।

ভেতরে সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। লাইন করে দাঁড়িয়েছে বন্ধ দরজার সামনে।

প্রথমে রয়েছে রেডিও অপারেটর, সার্জেন্ট মাহের পাশা তারপর আতাসী, আব্বাস। চতুর্থ জাম্পার রানা। দলনেতা হিসেবে সে মাঝামাঝি নামবে। দু'দল দুপাশ থেকে মাঝে মিলিত হবে। রানার পর সালাল, ইয়াফেজ, সবশেষে আজহারী। মাহের পাশার সঙ্গে আতাসীকে দেয়া হয়েছে কারণ আতাসী পাকা প্যারাট্রুপার। মাহের বিপদে পড়লে রক্ষা করতে পারবে।

মাইক্রোফোনের সুইচ অন করে উইং কমান্ডার ঘোষণা করল, 'দুই মিনিট...'

দরজার সামনে দাঁড়ানো হেড-ফোন লাগানো সার্জেন্ট এয়ার-গানারের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হলো, 'দুই মিনিট।'

আতাসী মাহেরের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'রেডিও ট্র্যান্সমিটার সাবধানে রেখো।'

'হ্যাঁ, আমি ঠিকমত প্যারাশুট শুট করতে পারলে ওটা বেঁচে যেতে পারে,' বলল মাহের। 'অথবা আমি নেমে যাওয়ার পর ওটা ফেললে কেমন হয়, নিচ থেকে ক্যাচ করে নিতাম?'

আব্বাস হাসল।

রানা বলল, 'অল কোয়ায়েট!'

'এক মিনিট।' সার্জেন্ট এয়ার-গানার হেড-ফোনের প্রতিধ্বনি করল। 'লাল আলো নিভে যখন সবুজ আলো জ্বলবে...'

থেমে গেল সার্জেন্ট। জেটের প্রচণ্ড গর্জনে চিৎকার করে গলা ফাটালেও কেউ কিছু শুনবে না।

মাহের পাশার মুখের রক্ত সরে গেছে। রানার দৃষ্টি মাহেরের উপর। কেউ কোন কথা বলছে না। শুধু ইঞ্জিনের গর্জন।

লাল আলো জ্বলছে।

আতাসী বাঁ হাতটা রাখল মাহেরের পিঠে। মাহের ঠেলে সরিয়ে দিল সে-হাত। বলল, 'সান্ত্বনা দিয়ো না, বন্ধু! ধাক্কাও দিয়ো না। সুইসাইড করতে হলে নিজেই করব।'

সোজা হয়ে পজিশন নিয়ে দাঁড়াল।

উইং কমান্ডার সাইড-স্ক্রীন খুলে মাথা বাইরে নিল। বাঁ হাত পেছনের দিকে মেলে রেখে সিগন্যাল দিতে লাগল। কো-পাইলটের চোখ হাতের প্রতিটি ভঙ্গি লক্ষ করছে। হাতের ইঙ্গিতে বম্বার হঠাৎ কাত হয়েই সোজা হয়ে গেল।

উইং কমান্ডারের হাতটা আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল পাশের সুইচ প্যানেলের দিকে। একটা সুইচের উপর হাত পড়ল, চাপ দিল।

মাহের দেখল লাল আলোর বদলে সবুজ আলো জ্বলছে। এক পা এগিয়ে গেল। মাথা নিচু করে একবার চোখ বন্ধ করল। হঠাৎ এক পা বাড়িয়ে শূন্য অন্ধকারে অদৃশ্য হলো। জাম্প ঠিক না, হেঁটে বেরিয়ে গেল। আতাসী দুই পা-হাঁটু এক করে নিখুঁত ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আব্বাসের পেছনে রানা। সবাইকে দেখে আব্বাসের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেল রানা।

প্যারাশুট শুট করে রানা তাকাল নিচের দিকে। পাশে পাহাড়ের চূড়া, নিচে ঢাল। মাহের শূন্যে দুলছে পেন্ডুলামের মত। বাঁ হাতের কর্ড বেশি টেনে ধরেছে।

প্যারাশুটে বাতাস ধরে রাখতে পারছে না, কাত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মাহের দ্রুত নেমে যাচ্ছে বাঁ দিকে। এবং অদৃশ্য হয়ে গেল। আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল রানার।

উপরের দিকে তাকাল। স-া-, ইয়াফেজ, আজহারী পাশাপাশি নেমে আসছে।

আজহারী ঝাঁপ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সার্জেন্ট এয়ার-গানার ছুটে গেল বম্বারের পেছন দিকে। টেনে বের করল একটা প্যাকিং বাক্স। তারপুলিনের আবরণ তুলে ফেলল।

কফিনের মত প্যাকিং বাক্সটায় একটি মেয়ে শুয়ে আছে। সার্জেন্ট হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে সোজা দাঁড় করিয়ে দিল। ছোট-খাট দেখতে, ভারী মুখের গড়ন, চোখ দুটো সবুজ। পুরুষদের মতই প্যারাট্রুপারের পোশাকের মধ্যে সে হারিয়ে গেছে। ঘর্মাক্ত মুখ। পায়ে ঝি ঝি ধরেছে, ঝাঁকি দেবার চেষ্টা করল কিন্তু সার্জেন্ট এয়ার-গানার একটি মুহূর্ত ব্যয় করতে রাজি নয়। বাঁ হাতে তাকে ধরে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল দরজার সামনে। মেয়েটি কিছু বলার আগেই সার্জেন্ট এয়ার-গানারের ব্যস্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, 'জাম্প! কুইক!'

দরজার কাছে আরও একজন ক্রু দাঁড়িয়ে ছিল প্যারাশুট এবং তারপুলিনের বস্তা নিয়ে।

মেয়েটি জাম্প করল নিখুঁতভাবে। সার্জেন্ট সঙ্গে সঙ্গে প্যারাশুট লাগানো বস্তাটা ফেলে দিল। সার্জেন্ট এয়ার-গানার অনেকক্ষণ অন্ধকারে তাকিয়ে রইল। তার কাছে পুরো ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

তুপোলেভ জেট প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল। দরজা বন্ধ হলো। জেট পূর্ণ শক্তিতে ছুটতে শুরু করল ভূমধ্যসাগরের উদ্দেশে।

দুই

প্যারাশুটের কর্ড টেনে ধরল রানা বালিতে সমস্ত শরীরটা বিছিয়ে দিয়ে। কয়েক ফুট টেনে নিয়ে গেল ওকে বাতাস। বাতাস বেরিয়ে গেল প্যারাশুটের। বালিতে লুটিয়ে পড়ল। কাঁধের বাঁধন খুলে ফেলল রানা। গুটিয়ে ফেলল প্যারাশুটটা, খানিকটা জায়গায় বালি সরিয়ে পুঁতে ফেলল সেটা। তারপর তাকাল চারদিকে।

কানান পাহাড়ের একটা সমতল জায়গা। পাশে উঁচু শৃঙ্গ, নিচে খাদ।

বাতাস, নির্জন, নিশ্চুপ। অষ্টমীর চাঁদের আবছা আলোয় পাহাড়গুলোকে অশরীরী অপচ্ছায়া মনে হয়। রানা ৩৬০ ডিগ্রী ঘুরে চারদিগন্ত দেখল। কেউ কোথাও নেই। শুধু পাহাড়ের কালো ছায়া।

পকেট থেকে বের করল টর্চ এবং বাঁশি। সিগন্যাল দিল পূর্ব ও পশ্চিমে। অন্ধকারে সিগন্যালের উত্তর হলো দূরে। প্রথম এল ইয়াফেজ, সালাল ও আতাসী। তারপর আব্বাস আর আজহারী।

কিন্তু মাহের পাশা…এল না।

আতাসী বলল, 'আমি মাহেরকে শেষবারের মত দ্রুত নেমে যেতে দেখেছিলাম। প্যারাশুট কর্ডে অসুবিধা হলেও আমার মনে হয় প্যারাশুট-জনিত বিপদ ঘটেনি।…ও ভয় পেয়েছিল, এই যা। হয়তো হাত-পা ভেঙে বসে আছে কোথাও।'

'ওকে খুঁজে বের করো,' রানা হুকুম দিল।

ছয়টা টর্চের আলো তির্যকভাবে ঘুরে ঘুরে ফিরছে। বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তিন চারশো গজ সমতলটা ধরে ওরা এগিয়ে চলল।

হঠাৎ একটা ডাক শুনে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকটা আলো গিয়ে ছিটকে পড়ল ডাকের কণ্ঠ লক্ষ্য করে। আব্বাস দাঁড়িয়ে আছে কিছু এগিয়ে, খাদের ধারে। রানা এগিয়ে গেল দৌড়ে। আব্বাসের চোখে মুখে ভয়। বলল, 'মেজর,…মাহের পাশা…'

'কোথায়?'

আব্বাসের কম্পিত টর্চের আলো অন্ধকারে নিচে নেমে গেল কয়েক হাত। পাহাড়েরই ছোট খাদ। তার পাশে একটা পাথরের চাঁই। মাহের পাশা তার পাশে চিত হয়ে পড়ে আছে। পা ছুঁয়েছে পাহাড়ের গা। মুখটা উপরে তোলা। থুতনি ঊর্ধ্বমুখী।…সবাই বুঝল মাহের পাশা বেঁচে নেই। কেননা ওর চোখ খোলা। কিন্তু চোখে এসে বালি পড়ছে, তা ও দেখছে না। রানা খাদে পা রেখে কিছুটা নেমে গেল। এক লাফে গিয়ে পড়ল সার্জেন্ট মাহের পাশার প্রাণহীন দেহের পাশে। হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ল। হাত দিয়ে মাহেরকে সোজা করে বসাল। কিন্তু সোজা হলো না মাথাটা। কাপড়ের পুতুলের ভেঙে যাওয়া গলার মত ঢলে পড়েছে এক পাশে। শুইয়ে দিল রানা মাহের পাশাকে। গলার পাশে হাত দিয়ে পালস দেখে থমকে বসে থাকল কয়েক মুহূর্ত।

নীরবতা ভাঙার জন্যেই যেন আব্বাস বলল, 'প্রাণ নেই?'

রানা উঠে দাঁড়াল। চেহারা ভাষাহীন। বলল, 'ঘাড় ভেঙে গেছে। হয়তো প্যারাশুটের রশিতে জড়িয়ে পড়েছিল।'

'এরকম হয়,' আতাসী বলল নিজের মনেই যেন, 'আমি জানি এরকম ঘটে।…বস্, রেডিওটা নেব?'

রানা মাথা ঝাঁকাল। আতাসী হাঁটুতে বসে মাহের পাশার পিঠ থেকে রেডিও খসিয়ে নিতে গেল। কিন্তু স্ট্র্যাপের কোন আগা-মাথা পেল না। রানা দেখছিল আতাসীকে। হঠাৎ বলল, 'না, ওভাবে হবে না। একটা চাবি আছে ওর গলার সঙ্গে পোশাকের ভেতর। তালা পাবে বুকের কাছে, বাম পাশে।'

বেশ কষ্ট হলো রেডিওটা ছাড়িয়ে নিতে।

আতাসী উঠে দাঁড়াল রেডিওটা নিয়ে। বলল, 'পড়ে যে-ভাবে ঘাড় ভেঙেছে, মনে হয় না রেডিওটা কাজে আসবে।'

কথা না বলে রানা রেডিওটা হাতে নিয়ে একটা পাথরের উপর বসল। অ্যান্টেনা তুলে দিয়ে ট্র্যান্সমিট-সুইচ অন করল। কল-আপ হ্যান্ডেল ঘোরাল। ঠিক আছে। রেডিও রিসিভারের সুইচে চাপ দিল। কোথা থেকে ভেসে এল একটা সুর।

রানা অনেকক্ষণ পরে যেন শ্বাস নিল। উঠে পড়ে যন্ত্রটা এগিয়ে দিল আ'গা'র হাতে। বলল, 'সার্জেন্ট মাহেরের চেয়ে যন্ত্রটা নিরাপদে ল্যান্ড করেছে। চলো।

আব্বাস থমকে দাঁড়াল। ইয়াফেজও দাঁড়িয়েছে তার পাশে। আব্বাস বলল, 'কবর দেবেন না?'

'দরকার হবে না।' মাথা নাড়ল রানা। টর্চের আলো বালির ওপর ফেলল, 'বাতাস আর বালিই মাহের পাশাকে করব দেবে। এক ঘন্টার মধ্যে।'

সাপ্লাই-ব্যাগ খুঁজে বের করে নাইলনের কর্ড বের করল রানা। গোল করে গুণাতারের মত পেঁচানো এক হাজার ফুট কর্ড কোম্পানী যেভাবে প্যাক করেছে সেভাবেই রয়েছে। কর্ডের এক মাথায় হাতুড়ি বাঁধল রানা। পাহাড়ের খাদ ভারটিক্যাল লাইনে উঠেছে, একেবারে খাড়া।

রানার বাঁ হাত ধরল আতাসী। আতাসীর হাত ধরল ইয়াফেজ। খাদের ধারে যতদূর সম্ভব ঝুঁকে পড়ল রানা। আব্বাস কর্ডের রোল থেকে কর্ড আলগা করল। হাতুড়ি নামিয়ে দিল নিচে। বেশ কিছুদূর নেমে হাতুড়ি থেমে গেল। রানা কর্ডে নাড়া দিল। হাতুড়িটা উঁচু করে পেন্ডুলামের মত দুলিয়ে আবার ফেলল। হ্যাঁ, সমতল স্পর্শ করেছে। সমতল মানে তিন হাজার ফিট উঁচু পাহাড়ের আরেকটা ধাপ। রানাকে টেনে তুলে আনল আতাসী।

আব্বাস জিজ্ঞেস করল, 'কত ফুট নিচু?'

'শ'খানেক, বেশি না,' বলল রানা, 'পেরেক আর ওয়াকি-টকি বের করো।' ওয়াকি-টকি হচ্ছে দু'মুখো রেডিও টেলিফোন। দু'মাথা থেকে দু'জন কথা বলতে পারে।

খাদের ধার থেকে পনেরো ফুট সরে এসে একটা পাথরের গায়ে এক-ফুট পেরেক বসানো হলো। কর্ডের এক মাথায় গেরো দিল রানা। এই গেরো জাহাজীরা ব্যবহার করে। সহজ, কিন্তু নিরাপদ। পা বসাল গেরোর ভিতর। কোমরের-বেল্ট খুলে কর্ড ভিতরে দিয়ে আবার পরল বেল্টটা। পেরেকের সঙ্গে জড়িয়ে কর্ডের অন্য মাথা ধরে ভেতরের দিকে টেনে দাঁড়াল আব্বাস, ইয়াফেজ ও আজহারী। আতাসীর হাতে ওয়াকি-টকি। রানা ঝুলে পড়ল নিচে। প্রথমে দশ ফুট নেমে চরকির মত ঘুরল। পনেরো সেকেন্ড। কর্ড এখন ছাড়া হচ্ছে না। রানা পা দিয়ে খাদের ধার আটকে পাক থামাল···আস্তে আস্তে কর্ড ছাড়ছে ওপর থেকে। নেমে গেল রানা অন্ধকারে। নিচে তাকিয়ে কিছুই দেখল না, শুধু অন্ধকার। পাহাড়ের ছায়া পড়েছে। ···পা বালি স্পর্শ করল। দু'ইঞ্চি ডুবে গেল বালিতে। আলো জ্বালল পকেট থেকে টর্চ বের করে। বালির ঢাল নেমে গেছে নিচে, দূরে। বালি। মাঝে, এদিকে-সেদিক দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় পাথরেই চাঁই। ওয়াকি-টকির সুইচ অন করে বলল, 'কর্ড টেনে তোলো। প্রথমে সাপ্লাই ব্যাগ পাঠাবে, তারপর তোমরা।'

সাপের মত উঠে গেল নাইলন-রশি। পাঁচ মিনিট পর দুই কিস্তিতে মালপত্র নেমে এল। তারপর এল সালাল।

রানা ওকে পুরো ঢালটা জরিপ করতে পাঠাল। এটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে দেখতে হবে।

সালাল স্ফূর্তিতে ঢাল বেয়ে নেমে চলল টর্চ জেলে।

একটু পরে সবাই নেমে এল আতাসী ছাড়া।

আতাসীর কণ্ঠের আক্ষেপ শোনা গেল ওয়াকি-টকিতে। আতাসী বলছে, 'মেজর, সবাই তো লিফটে আরামে নামল। আমাকে ঝুলে ঝুলে একশো দেড়শো ফিট নামতে হবে?'

'না, তুমিও লিফটে নামবে, লেফটেন্যান্ট।' রানা বলল, 'পেরেকের সঙ্গে কর্ড জড়িয়ে অন্য মাথাটা নয়শো ফিট নিচে ফেলে দাও।'

'মাথায় আমার বেদুইনের বুদ্ধি ভরা। এই সহজ কথাটা মনে হয়নি। নিচে শক্ত করে ধরবেন, বস্। আমার ওজন আবার একটু বেশি।'

আতাসীকে নামানো হলো। এর মধ্যে সালাল জরিপ শেষ করে ফিরে এল। বলল, 'বেশ কিছুদূর এই ঢাল নেমে গেছে। তারপর একটা খাদ আছে। খাদ দেখার চেষ্টা করিনি। আমি বিবাহিত মানুষ।...খাদটার বাঁ ধারে আবার ঢাল। কোন ঝামেলা নেই। ওখানে কয়েকটা পাথরের চাঁই-ঘেরা জায়গা আছে। তার নিচুতে অলিভ গাছের সারি।'

রানা বলল, 'পাথরের চাঁইয়ের ভেতরেই আমাদের প্রথম তাঁবু পড়বে।'

'এত কাছাকাছি?' বলল আতাসী, 'রাতের মধ্যেই আমাদের কিছুটা নেমে যাওয়া উচিত, বস্।'

'ভোরের দিকেও আমরা নামতে পারব, সূর্য ওঠার আগে।'

'আমার কিন্তু, স্যার, ধারণা, লেফটেন্যান্ট আতাসী ঠিকই বলেছেন,' লেফটেন্যান্ট আব্বাস বলল, 'ইয়াফেজ, তোমার কি মত?'

'সার্জেন্ট ইয়াফেজের মতে কিছু এসে যাবে না।' রানার কণ্ঠস্বর নিচু, কিন্তু স্পষ্ট একটা প্রত্যয় মেশানো। আব্বাসের দিকে তাকাল, 'তোমার মতের কথাও চিন্তা করছি না। এটা আরব শীর্ষ-সম্মেলন নয়, সেমি-মিলিটারি অপারেশন। এখানে আমি সুপ্রীম কমান্ড।'

অন্য পাঁচজন রানার মুখের দিকে তাকাল। তারপর পরস্পরের মুখে। ওরা থমকে গিয়েছিল। তারপর জিনিসপত্র গোছাতে হাত লাগাল।

'ওখানে এখনই তাঁবু লাগাব, বস্?' জিজ্ঞেস করল আতাসী।

'হ্যাঁ।' আতাসীর মুখের দিকে তাকাল রানা। 'টিন-ফুড গরম করা হবে, তারপর কায়রোর সঙ্গে যোগাযোগ করব...'

রানা থমকে গেল। তারপর কিছু না বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সালালের উপর। সালাল উপর থেকে খাদ বেয়ে ঝুলে থাকা কর্ড টেনে নামাতে যাচ্ছিল। ছিটকে পড়ল সালাল। রানা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'সর্বনাশ হচ্ছিল!'

আতাসী তুলল সালালকে। রানা বলল, 'দুঃখিত, সার্জেন্ট। আমাকে আবার উপরে উঠতে হবে। মাহের পাশার পকেটে আমাদের রেডিওর একমাত্র ফ্রিকোয়েনসি কোড, কল সাইন লিস্ট রয়ে গেছে। ওটা ছাড়া আমরা অচল।'

আতাসী বলল, 'আমি ওটা আনতে পারি, স্যার।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা, 'ভুল আমি করেছি, আমাকেই যেতে হবে।'

কর্ডের অন্য মাথা বেশ কিছুটা উপরে উঠে গিয়েছিল। রানা আব্বাসের কাঁধে

দাঁড়িয়ে পাথরের একটা চাঁই ধরে ঝুলছে কিছুটা উঠে গিয়ে হাত বাড়িয়ে কর্ডের মাথাটা নামিয়ে আনল। বলল, 'আগে খাওয়া দরকার। অনেক পরিশ্রম করেছি। চলো!'

আজহারী সবাইকে গরম খাবার খাওয়াল। কফি খেয়ে উঠল রানা। তাঁবুর বাইরে উঁকি দিয়ে সবার দিকে ফিরে বলল, 'আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কোড-বুক নিয়ে ফিরে আসছি।'

বেশ জোরে বাতাস বইছে। বালি উড়ছে।

আতাসী রানার সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে এল। বলল, 'বস্, একা যাবেন?'

'হ্যাঁ, আমি ভাল মাউন্টেনিয়ার। তুমি এখানে থাকবে। আমি কোড-বুক আনতে যাচ্ছি। এসে যেন না দেখি, রেডিওর ওপর কেউ বাই-চান্স উল্টে পড়ে ওটাকে বিগড়ে দিয়েছে।' একটু থেমে রানা আতাসীর ছয় ফিট দুই ইঞ্চি লম্বা শরীরের দিকে তাকাল। দেখল বেদুইনের পোড়া চেহারা। কাঁধে হাত রেখে বলল, 'লেফটেন্যান্ট আতাসী, রেডিওটা তুমি রক্ষা করবে। তুমি যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ ওটার কোন ক্ষতি যেন না হয়।'

চমকে তাকাল বেদুইন আতাসী। রানার চোখে তাকিয়ে আস্তে করে বলল, 'তাই হবে, বস্।'

অন্ধকারে এগিয়ে চলল রানা আগের সেই খাড়ির উদ্দেশে। উপরে উঠে নাইলন-কর্ডের এক মাথার গেরোটা পেরেকের সঙ্গে লাগিয়ে বাকিটা নিচের দিকে ঠেলে দিল। কোমর থেকে হাতুড়ি নিয়ে আরও শক্ত করে গেঁথে দিল পেরেকটা। তারপর কোমরের লুপ থেকে অন্য আরেকটা পেরেক বের করে কয়েক ফুট দূরে পাথরের গায়ে গাঁথল, আলগা করে। টেনে দেখল, টান দিলেই খুলে যায়। নিম্নাভিমুখী কর্ডটা টেনে এনে নতুন পেরেকের সঙ্গে জড়িয়ে দিল আলতো করে। পরীক্ষা করল আবার প্রথম পেরেকের বাঁধন, ঠিক আছে।

উঠে দাঁড়াল রানা।

অন্ধকারে চারদিক দেখে এগিয়ে গেল খাড়া শৃঙ্গের দিকে। টর্চ জ্বেলে চারদিক আলো ফেলে শিস দিল, 'বউ কথা কও।' আবার শিস দিল রানা, 'বউ কথা কও।'

নীরব চারদিক। শিসের প্রতিধ্বনি হলো। নীরব। আবার শিস দিল, 'বউ কথা কও।'

দূরে, অন্ধকারে বাতাসের শন্ শন্ শব্দের ভেতর দিয়ে ভেসে এল, 'বউ কথা কও।'

প্রতিধ্বনি না, অন্য কারও শিস।

রানা এগিয়ে গেল শব্দ লক্ষ্য করে।

অন্ধকার রাত্রির বুক থেকে একটা ছায়া বেরিয়ে এল। ছায়াটা দৌড়ে আসছিল, রানাকে দেখে থমকে দাঁড়াল কোমরে হাত দিয়ে।

'না এলেও তো পারতে!' ছায়ার কণ্ঠ শুনতে পেল রানা, 'এত দেরি করলে কেন?'

'একটা মিনিটও বাজে নষ্ট করিনি, ফায়জা,' বলল রানা, 'ডিনার, কফি খেতে

যা একটু সময় লাগল।'

'কফি··· ডিনার! স্বার্থপর, ছোটলোক!' ছুটে এসে রানার বুকের উপর কিল-ঘুসি বসিয়ে গলা জড়িয়ে ধরল দুবাহু দিয়ে, 'আমি তোমাকে ঘৃণা করি।'

'তা আমি জানি,' ফায়জার গালে হাত বুলিয়ে রানা বলল, 'খুব কষ্ট হয়েছে?'

'বলে কি কষ্ট হয়েছে! একশো বার কষ্ট হয়েছে,' ঝঙ্কার দিয়ে উঠল ফায়জা, 'প্লেনে প্যাকেট করে রেখে দিলে। আমি দম আটকে প্রায় মরে যাচ্ছিলাম। যখন কফি খেলে তখন কি আমাকে দেয়া যেত না? হুঁঃ, আমি ভাবতাম তুমি আমাকে ভালবাস!'

'এখন বুঝলে সেটা ভুল, এই তো?' রানা ফায়জার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বলল, 'জিনিসপত্র কোথায়?'

'ওখানে। আর, হাতটা সরাও। পুষি বেড়ালের মত আদর না করলেও চলবে।'

ফায়জার পরনে স্ল্যাক্স আর শার্ট। পায়ে ভারী জুতোটা অবশ্যি আছে। রানা বলল, 'এ পোশাক কেন?'

'ওই জোব্বাটা আমাকে মেরে ফেলছিল।' রানার হাত ধরে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে চলছিল ফায়জা, জিজ্ঞেস করল, 'এই, ওদের কিভাবে ফাঁকি দিয়ে এলে?'

'তোমার জন্য এখানে আসিনি,' বলল রানা। 'এসেছি কোড-বুক নিতে। ওটা সার্জেন্ট মাহেরের পকেটে ছিল। আমি ওটা ভুলে রেখে যাবার ভান করেছিলাম।'

'সার্জেন্ট কোড-বুক হারিয়ে ফেলেছে?' বলল ফায়জা, 'আচ্ছা বে-আক্কেলে লোক নিয়ে এসেছ তুমি!'

'না, সার্জেন্ট ওটা হারায়নি, ফায়জা।' রানা ফায়জার ব্যাগটা তুলল কাঁধে। প্যারাট্রুপারের খুলে রাখা ওভার-অল পোশাকটাও কাঁধে নিল। বলল, 'মাহের পাশা মারা গেছে।'

ফায়জা অস্ফুট ধ্বনি ছাড়া কিছু করল না। রানার হাতটা আরও শক্ত করে ধরল শুধু।

ওরা এল নিচে নামার দড়ির কাছে। রানা ব্যাগটা নামাল। ফায়জা অবাক হয়ে বলল, 'কোড-বুক?'

'আগে এখানে বসে দড়িটা দেখব।'

'দড়ি?'

'অবাক হবার কি আছে?'

'কিছু নেই,' ফায়জা বলল, 'তুমি···যা ঠিক, তাই সব সময় করো।'

'হ্যাঁ, তাই করি।' ব্যাগের উপর বসে ফায়জাকে পাশে বসতে ইঙ্গিত করল রানা।

ফায়জা বসল। রানা সিগারেট ধরাল।

রানার চোখ কর্ডের উপর। কর্ডের মাথা জড়ানো শক্ত পেরেকের সঙ্গে, তারপর ঘুরে পাক দিয়েছে দশ হাত দূরে দ্বিতীয় পেরেকে—নেমে গেছে নিচে।

নীরবতায় ফায়জা আরও কাছে সরে এল রানার। বাঁ হাতে ওকে বেষ্টন করে ধরল। ফায়জা রানার কাঁধে থুতনি রাখল। হাত তুলে দিল অন্য কাঁধে। ক্লান্ত,

ছেলেমানুষি-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে রানা ভাবল, এর সঙ্গে পরিচয় এক মাসেরও কম। অথচ কত আপন, পরিচিত হয়ে গেছে। রানার উপর ও এতটা নির্ভর করে কেন?...রানা চমকে উঠে দাঁড়াল। ফায়জাও। কর্ডে টান পড়েছে।

প্রথম পেরেকটা খুলে গেল। টং করে শব্দ হলো পাথরে। সড়-সড় করে নেমে গেল কর্ড। আটকে গেল প্রথম পেরেক। আবার টান পড়ল। টানের জোর বাড়ল। ঝুলে পড়েছে কেউ অন্য ধার ধরে। রানা এগিয়ে গেল পেরেকের কাছে। দড়ি ধরে টানল, টানের জোর আরও বাড়ছে। কিন্তু পেরেক অটল।

'এ কি...এ সব কেন...' ফায়জা ভয়ে, বিস্ময়ে ফিসফিস করে মন্ত্রের মত কথাগুলো উচ্চারণ করল।

'চমৎকার!' রানা নিচু কণ্ঠেই হাসল, 'নিচের একজন আমাকে পছন্দ করছে না! কি, অবাক হচ্ছ?'

'মানে...যদি ধরো পেরেকটা উপড়ে যেত, তবে আমরা এখানে আটকে থাকতাম?'

'মোটেও না,' রানা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে এক পাক দিয়ে বলল, 'তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমিও লাফ দিতাম।'

ফায়জা বোঝে—এপাশে মৃত্যু, ওপাশে মৃত্যু, সামনে মৃত্যু, তবু রানা খুশি, কারণ রানা বুঝে নিয়েছে এরপর সে কি করবে।

রানা ওর হাত ধরে এগিয়ে চলেছে। অন্য হাতে টর্চ।

সার্জেন্ট মাহের পাশার মৃতদেহ দেখল ফায়জা।

রানা মাহেরের বুকের চেন খুলে বের করল রেডিও-কর্ড। ওটা পকেটে রাখল। তারপর মাহেরকে উপুড় করে ফেলল।

ফায়জা কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে বলল, 'প্লেনে ও বলছিল, জীবনে প্লেনে ওঠেনি। বেচারা!'

রানা সার্জেন্টের ঘাড়ের পেছনটা দেখছিল। মাথাটা কি অদ্ভুত ভাবে সামনে ঝুলে পড়েছে।

'কি দেখছ?' ফায়জা দু'পা এগিয়ে এল।

'এর ঘাড় ভেঙে গেছে। দেখছি কি করে ভাঙল।' ফায়জার দিকে একবার তাকাল রানা। বলল, 'তোমার না দেখলেও চলবে।'

ফায়জা সরে গেল। বলল, 'আমি দেখতে চাই না।' ভয়ে কাঁপা কণ্ঠ।

রানা দেখল, মাথায় কোন আঘাত লাগেনি; লেগেছে কানের পাশে। কিছু একটা দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।

উঠে এল রানা। হাঁটতে শুরু করল। ফায়জা বলল, 'কি হয়েছে?'

'ওকে খুন করা হয়েছে। প্রথমে আঘাত করা হয়েছে কানের নিচে, তারপর অজ্ঞান হলে প্যারাশুটের কর্ড দিয়ে ঘাড়টা মটকে দিয়েছে, যাতে মনে হয় এটা নামতে গিয়ে হয়েছে।' রানা দ্রুত বলল কথাগুলো। ঢোক গিলল ফায়জা।

'কি সব বলছ?...না, তুমি আমার চেয়ে ভাল বোঝো। তুমি জানো, এ সবের মানে কি। তুমি জানো, কে করেছে এসব,' আপনমনেই বলল ফায়জা।

'করেছে হয়তো কোনো পাহাড়ী জিন বা পরী।'

'ঠাট্টা কোরো না, রানা।' ফায়জা দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'আমি জানি, কে করেছে তুমি জানো।…রানা, আমার ভয় করছে।'

'আমারও।'

'ভয়? তোমার?' ফায়জা রানার সামনে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইল। বলল, 'না, মাসুদ রানা, ভয় তুমি পাও না।'

'পাই না। কিন্তু এখন পেয়েছি, ফায়জা।'

রানা এক পা কর্ডের ফাঁসে লাগিয়ে দুই হাতে কর্ড ধরে নেমে গেল নিচে। প্রথমে ডান পা পাহাড়ের গায়ে রেখে আস্তে আস্তে নামল পনেরো ফিট। থেমে গেল। বাঁ হাতে পেঁচিয়ে ধরল কর্ড। ডান হাত কোমরের কাছে নিয়ে বের করল পিস্তল: পয়েন্ট থ্রী-টু ওয়ালথার পি. পি. কের সেফটি ক্যাচ সরিয়ে দিয়ে তাকাল নিচে। এবং নামতে শুরু করল।

না, কোন রিসেপশন কমিটি তার জন্যে অপেক্ষা করছে না। টর্চ বের করে চারদিক দেখল। কেউ নেই। রানা কর্ডে টান দিল। পাঁচ মিনিট পর নেমে এল ফায়জার ব্যাগ। তারপর এল ফায়জা। ফায়জা আবার প্যারাট্রুপার পোশাকের ভেতর ঢুকেছে। রানা কর্ড নামিয়ে গুটিয়ে ফেলল। তুলে নিল কাঁধে। অন্য কাঁধে নিল ফায়জার ব্যাগ। খাড়া পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ওরা এগিয়ে গেল দক্ষিণে। কিছুদূর হেঁটে একটা গুহার মত জায়গা পেল।

'তাঁবু খাটাবার দরকার নেই,' বলল রানা, 'ওটা বিছিয়ে নাও। পোশাক খুলবে না। আগুন জ্বেলে কফি বানাবে না, যা আছে তাই খাবে। চাদর মুড়ি দিয়ে শোবে, বালির ঝড় উঠতে পারে।'

'উঠলে আমার কবর হবে।'

'না, তার আগেই আমি আসব। হ্যাঁ, ভোরের দিকে।' রানা ফিরে চলল। কয়েক পা এসে দেখল, ফায়জা দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে চেয়ে। চোখে-মুখে কোন বিশেষ ভাব নেই কিন্তু সব মিলিয়ে ওকে একা, অসহায়, করুণ লাগছে। রানা একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তারপর এগিয়ে গেল ওর কাছে। কথা না বলে তাঁবুটা বের করল। বালির ওপর বিছাল। ব্ল্যাঙ্কেটটা রাখল তার ওপর। ব্যাগটা মাথার কাছে। ফায়জার দিকে চাইতেই ফায়জা এসে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। হাসল। রানা ব্ল্যাঙ্কেটটা মেলে দিল ওর গায়ে। ফায়জা রানার হাত ধরল। কোলের কাছে বসে পড়ল রানা। কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিল। দেখল বাঁ কপালের পাশে ছড়ে যাবার দাগ। রানা জিজ্ঞেস করল, 'লেগেছে এখানে?' মুখ নামিয়ে চুমু খেলো জায়গাটায়। বলল, 'সকালে আসব।' উঠতে গেল। কিন্তু হাত ছাড়ল না ফায়জা। বলল, 'আর একটু থাকো।'

'ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'আমার মত কেউ করবে না।' রানার কোমর জড়িয়ে ধরে মাথা রাখল ফায়জা রানার ঊরুর উপর।

'তোমার জন্যে হাজারটা রাত সামনে রয়েছে।'

'কিন্তু আজকের মত?' ফায়জা আকাশে তাকিয়ে হাসল, 'এত নির্জন, এত

একা, এত…কি সুন্দর জায়গা, তাই না?'

রানা ফায়জার মাথাটা ব্যাগে আবার নামিয়ে দিল। বলল, 'লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুম দাও।'

'রানা,' রানা উঠে দাঁড়ালে ফায়জা ডাকল, 'রানা, আমার এইখানে,' বুকের বাঁ পাশে হাত রেখে বলল, 'শরিফ যেখানটা পুড়িয়ে দিয়েছিল, সেখানেও না ছড়ে গেছে সত্যি…'

'ইয়ার্কি রাখো তো, ফাজিল মেয়ে!' আর দাঁড়াল না রানা।

এগিয়ে চলল তাঁবুর আলো লক্ষ্য করে।

তাঁবুতে আজহারী তার প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, ফিউজ, ডিটোনেটর এবং গ্রেনেডগুলো পরীক্ষা করছে। সালাল, আব্বাস এবং ইয়াফেজ চেষ্টা করছে ঘুম দেবার। আতাসী সিগারেট টানছে, সামনে ধরা একটা বই, পাশে রাখা রেডিও।

রানাকে দেখে বলল, 'পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।' পকেট থেকে কোড-বুক বের করল রানা। বলল, 'দেরি হয়ে গেল, বড্ড বাতাস!'

আতাসী রেডিও এগিয়ে দিল রানার দিকে। বলল, 'আমরা আধঘণ্টা করে সবাই গার্ড দেব, সকাল পর্যন্ত।' শুয়ে পড়ে বলল, 'এখন আজহারীর পালা।'

'ধারে কাছে এ তল্লাটে দ্বিতীয় প্রাণী নেই! কার বিরুদ্ধে গার্ড দেবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পাহাড়ী জিন।'

একটু যেন চমকে গেল রানা। তারপর বসে পড়ে দশ মিনিট ধরে কোড-বুক দেখে একটা মেসেজ তৈরি করল। ওকে চিন্তিত দেখাচ্ছে।

রেডিও নিয়ে রানা বাইরে বেরিয়ে এল। আজহারী তাঁবুর বাইরে বসেছে। হাতে পিস্তল।

কিছুটা উপরের দিকে এগিয়ে গেল রানা। ওখানে ফোল্ড খুলে চোদ্দ ফুট টেলিস্কোপিক এরিয়ালটা খাড়া করল। কল-আপ সিগন্যাল দিল।

সাড়া পেল, 'সিক্স স্পীকিং। কর্নেল সিক্স…'

'এম. আর. নাইন, দিস ইজ এম. আর. নাইন, ক্যান আই স্প ক টু জেনারেল?…ওভার।'

'আন এভেইলেবল। ওভার।'

'হিয়ার ইজ দা কোড,' রানা বলল। 'ওভার।'

'রেডি। ওভার।'

পকেট থেকে মেসেজটা বের করে অবিন্যস্ত কতগুলো সংখ্যা এবং অক্ষর বলে গেল রানা। কোডের অর্থ, 'মাহের মারা গেছে। সেফ ল্যান্ডিং। সব ঠিক আছে। জেনারেল আগামীকাল আটটায় যেন মেসেজ রিসিভ করে।'

রানা এরিয়াল নামিয়ে ফিরে এলে আজহারী জিজ্ঞেস করল, 'মেজর, পেলেন?'

'না,' বলল রানা, 'বড় বেশি পাহাড়-পর্বত!'

'ভাল করে চেষ্টা করলে হত।'

'না। এর চেয়ে বেশি সময় নিলে ফোর্ট টাগার্টের রেডিও মনিটরে ধরা পড়ে

যেতাম, এটা আপনার জানা উচিত, সাংবাদিক সাহেব।'

'এককালে করতাম সাংবাদিকতা,' বলল আজহারী, 'এখন আমি পুরোপুরি অর্থে গেরিলা ফাইটার।'

রানা বলল, 'আপনি ঘুমাতে যান। আমি পাহারা দেব।'

'কিন্তু...'

'তর্ক কিন্তু গেরিলাদের মধ্যেও অচল, না?'

কথা বলল না আজহারী, উঠে দাঁড়াল। চলে গেল ভিতরে। বালির উপর অন্ধকারে চোখ রেখে জেগে রইল রানা।

তিন

অন্ধকার থাকতেই সবাই উঠে পড়ল, ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলল। নীরবে সংক্ষিপ্ত নাস্তা সারল। নীরবতা, কারণ কথা বলার মত সকাল এটা নয়। সবাইকে ঝড়োকাকের মত লাগছে।

রানা ঘড়ি দেখে বলল, 'দশ মিনিটের মধ্যে আমরা রওনা হব। সামনে মনে হয় আর খাড়ি নেই। তবু আমি ওপরে গিয়ে পুরো এলাকাটা দেখে আসছি। হয়তো নামার সহজতম পথটা বের করা যাবে।'

'যদি সহজ পথ না পাওয়া যায়?' জিজ্ঞেস করল আব্বাস।

'না পাওয়া গেলে এক হাজার ফিট নাইলনের দড়ি আমাদের একমাত্র সঙ্গী,' বলতে বলতে বাঁ দিকে উঠে গেল রানা এবং একটা ঢিবির আড়ালে ক্যাম্প অদৃশ্য হতেই ডান দিকে প্রায় দৌড়েই উঠতে লাগল।

ফায়জা চাদর মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে রানার জন্যে অপেক্ষা করছিল। 'বউ কথা কও' শিসের ধ্বনি কানে আসতেই উঠে বসল। রানা এগিয়ে এসে টেনে তুলে ফেলল ফায়জাকে।

ফায়জা বলল, 'এখনই?'

'হ্যাঁ।'

'আমি এক ফোঁটা ঘুমাতে পারিনি।'

'আমিও না। সারারাত রেডিও গার্ড দিয়েছি।' তাঁবু, ব্ল্যাঙ্কেট গুহার কোণের দিকে ছুঁড়ে ফেলল রানা। বলল, 'এখন বাইরের বসন ত্যাগ করে মেয়েমানুষ হতে পারো। কিন্তু জুতো খুলবে পাহাড় থেকে নেমে। ওটা না হলে নামতে পারবে না বালির উপর দিয়ে। আমরা রওনা দিচ্ছি। ছোট ব্যাগটায় কিছু খাবার নিয়ে নেবে, আর কিছু তোমার দরকার হবে না। আমাদের পিছন পিছন নামবে, কিন্তু কাছে আসবে না।' রানা ঘড়ি দেখে বলল, 'আমরা সাতটার সময় অলিভ গাছের নিচে থামব। ঠিক সাতটায়। সাবধানে নামবে, যেন আমাদের ওপর হুমড়ি খেয়ে না পড়ো—বুঝলে?'

'তুমি আমাকে কি মনে করো?'—ফায়জা রুখে দাঁড়াল। রানা কি মনে করে কিছু বলল না। নেমে গেল নিচে।

ফায়জা রানার দল থেকে দু'শো গজ দূরত্ব বজায় রেখে পাথরের চাঁইয়ের আড়াল দিয়ে নামছে। খুব সাবধান হবার দরকার হচ্ছে না। আবছা আলোয় ওদের ভাল করে দেখা না গেলেও পাহাড়ী বাতাসে মাঝে মাঝে ওদের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। ফায়জা পাথরের আড়ালে ওদের অবস্থান বুঝে নিচ্ছে।

বিশতমবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গতি কমিয়ে দিল ফায়জা। সাবধান হলো। সাতটা বাজতে সাত মিনিট বাকি।

ঠিক সাতটায় অলিভ গাছের সারির ভেতর দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। পিছনের সবাই এগিয়ে এলে ঘোষণা করল, 'আমরা এখন প্রকৃতি দেখব।'

ইয়াফেজ ও সালাল বসে পড়ল। আতাসী ডান দিকে চলে গেল খোলা জায়গায়। আজহারীও নিচের দিকে গেল কিছুটা।

হঠাৎ রানা মুখে একটা শব্দ করল। আতাসী ও আজহারী বসে পড়ল। রানার হাতে টেলিস্কোপ। ওরা রানার সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে ফাঁকা জায়গায় চলে এল। দূরে-দেখা যায় কানানের প্রধান শৃঙ্গ। উপত্যকায় একটা ছোট লোকালয়, সাফেদ।

চোখে টেলিস্কোপ লাগাল রানা।

চারদিকে পাহাড়, ভ্যালিটাকে মনে হয় একটা বড় গামলা, দক্ষিণ দিকটা অবশ্যি খোলা। রানার টেলিস্কোপের দৃষ্টি পুব দিকে কানানের গা বেয়ে শৃঙ্গে উঠে যেতে লাগল।

অপূর্ব! নগ্ন পাথর আর বালির এই পাহাড়, নিচের দিকে সার দেয়া অলিভ গাছের ছায়া। দক্ষিণের দিকে পাইন গাছ। পাথর, বালিতে সূর্যের প্রথম আলো পড়েছে। চকচক করছে। মুক্ত আকাশপটভূমিতে শৃঙ্গের পুরো ছবি পাওয়া যায়। বিরাট বিরাট ধাপ, সিঁড়ির মত উঠে গেছে শৃঙ্গের দিকে। এমনি এক বিরাট ধাপের উপর রানার চোখ থমকে গেল···

ফোর্ট টাগার্ট!

পাথুরে ধাপ যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই শুরু হয়েছে ফোর্টের পাথরের দেয়াল। কোনটুকু পাহাড়ের অংশ, কোনটুকু মানুষের তৈরি বোঝা যায় না। পাহাড়ের কন্দরে বিশাল দুর্গ।

স্বপ্নের বা রূপকথার রূপরাজ্যের কোনো দুর্গ যেন। এ দুর্গটা তৈরি করেছিল ইউরোপ থেকে আসা ক্রুসেডারদের হাঙ্গেরীয় বাহিনী। গাজী সালাউদ্দীনের হাতে পুরো হানাদার বাহিনী ধ্বংস হয়। তার পর এই দুর্গ কেউ ব্যবহার করেনি। পাহাড়ের পাদদেশ সাফেদ শহর ছিল ইহুদিদের মিস্টিক সাধনার পুণ্য-ভূমি। ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা এদের বিশ্বাস করত না বলে সেই সময় সাময়িক ভাবে সাফেদ থেকে এদের উচ্ছেদ করেছিল। মুসলমানরা ক্রুসেডারদের পরাজিত করলে ইহুদিরা আবার সাফেদে ফিরে আসে। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে জিওনিস্ট আন্দোলন শুরু হলে ইউরোপ থেকে ধনবান ইহুদিরাও এখানে জমি কিনে বসবাস শুরু করে। আরবদের তাতে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু ত্রিশ সালের দিকে শুরু হয় এদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। গোপন দলের নাম ছিল হোগানা। এর আগেই

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, ব্রিটিশ সেনাপতি টাগার্ট জেরুজালেমকে ঘিরে পাহাড়ে পাহাড়ে ক্রুসেডারদের পুরানো ফোর্টগুলো সংস্কার করে। যুদ্ধের পর এই ফোর্টগুলো হয় হোগানা এবং ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর আরব-প্রতিরোধ কেন্দ্র। এবং ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইন ইহুদিদের হাতে তুলে দিয়ে ব্রিটিশরা চলে গেলে ইহুদিরা কানানের এই ফোর্ট টাগার্টে গড়ে তোলে নাজী জার্মানীর গেস্টাপো ধরনের নির্যাতন কেন্দ্র। তফাৎ শুধু, জার্মানীতে গেস্টাপো ছিল ইহুদিদের জন্যে, আর এটা আরব-দলন কেন্দ্র। ইহুদিরা অবশ্যি ফোর্ট টাগার্টকে হিব্রুতে বলে, 'বারাক বেন কানানা,' কানানের বজ্র। কানানের এই ফোর্ট টাগার্ট জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় ঘাঁটি।

দুর্গটা অতীত এবং বর্তমানের মিশ্রিত রূপ। পুরো আকারটা চৌকো। ছাদে কামান দাগার ফোকর রয়েছে। দু'পাশে গোলাকৃতি টাওয়ারও দেখা যাচ্ছে। সুদৃশ্য ছোট টাওয়ার আছে অনেকগুলো। রানা দেখতে পেল দুর্গের একটি মাত্র প্রবেশ দ্বার, তার লোহার তৈরি গেট।

লাল পাথরের দুর্গটা সূর্যের আলোয় জ্বলছে। রানার দৃষ্টি নেমে এলে নিচে পাইন গাছের মাথায়। জায়গাটা এত সবুজ কেন?…পাইন ঘেরা একটা লেক। নীল, গভীর নীল পানি। পরিষ্কার আকাশ, সবুজ পাইন, নীল পানি… অভিভূত হয়ে যায় রানা। লেকের ওপাশে সাফেদ শহর। ছোট্ট শহর। এলোমেলো ঘর-বাড়ি, রেল লাইন এগিয়ে এসেছে গ্যালিলী-সমতলের দিক থেকে, চলে গেছে পশ্চিমে হাইফার দিকে। সাফেদের প্রান্তের ঢালে গিয়ে একটা রাস্তা শেষ হয়েছে। সেখানে শুরু হয়েছে কেবল-কারের কেবল-স্টেশন। কেবল-লাইন দু'সার দিয়ে চলে গেছে ফোর্ট পর্যন্ত। মাঝে চার-পাঁচটা সাপোর্টিং পোস্ট দেখা যাচ্ছে। একটা কেবল-কার উঠছে, ঢুকে গেল ফোর্টের পশ্চিম কোণের কেবল-স্টেশনের ভেতর। আর একটা কার নেমে যাচ্ছে নিচের স্টেশনে।

'বস্।' পাশে আতাসী বিনকিউলার দিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'লেকের পাশে একটা মিলিটারি ব্যারাকের মত…'

'হ্যাঁ,' রানা বলল, 'ওটা মিলিটারি একাডেমী। হোগানাদের অর্থাৎ অনিয়মিত বাহিনীর ট্রেনিং হেডকোয়ার্টার। কেন, তুমি তো আরব গেরিলাদের সঙ্গে ছিলে, এখানে আসোনি?'

'না, আমি আকুতে কাজ করেছি।'

রানা সবার উদ্দেশেই বলল, 'আমরা এখানে অনিয়মিত বাহিনীর লোক, হোগানা। এখানে একটা দলের ট্রেনিং পিরিয়ড মাত্র দু'মাসের। সবসময় লোক আসছে, যাচ্ছে। সেজন্যেই আমাদের পরনে হোগানার পোশাক। আমরা এদের মধ্যে অনায়াসে মিশে যেতে পারব।'

'কি সাংঘাতিক!' আতাসী বলল।

'তোমার উটের চেয়ে?'

'না, বস্, উটের হাতে সাব-মেশিনগান থাকে না।' আতাসীর কথায় সবাই হাসল। 'বস্!' আবার আতাসীর কিছু মনে পড়েছে। বলল, 'আমরা বোধহয় হেলিকপ্টারটা ভুলে রেখে এসেছি।'

'কেন?' অবাক হয়ে রানা ওর দিকে তাকায়।

'হেলিকপ্টার ছাড়া এই ফোর্টে ওঠার কোন পথ আছে?'

'পথ আমাদের বের করে নিতে হবে,' বলল রানা, 'কর্নেল সিক্স যদি এখানে এই বারাক বেন কানানের একজন বস্ হিসেবে আসতে পারে এবং পালাতে পারে, তবে আমরাও পারব।'

'কর্নেল সিক্স!'

'তুমি জানো না?'

'কি করে জানব?' আতাসী বলল, 'গতকালের আগে তার সিক্রেট নাম্বারটা ছাড়া কিছু জানতাম না।'

'কর্নেল '৬২ সালেও ইসরাইল আর্মিতে কর্নেল ছিল। জেনারেল দায়ানের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ আছে তার।'

'মাথা খারাপ!'

'হয়তো,' বলল রানা, 'কর্নেল পারলে আমরাও পারব।'

'লজিক!' আজহারী বলল মৃদু কণ্ঠে।

রানা আজহারীর হাতে টেলিস্কোপ দিয়ে অন্য সবাইকে নিয়ে অলিভ গাছের নিচে চলে এল। একটা তাঁবুও খাড়া করল। কফি খেয়ে রানা রেডিও নিয়ে ওদের থেকে একটু দূরে বসে এরিয়াল খাটিয়ে সশব্দে ট্র্যান্সমিট সুইচ অন করে কল-আপ হ্যান্ডেল ঘুরাল। কোন সাড়া নেই। কারণ, হ্যান্ডেল ঘুরাবার সময় সুইচটা অফ করে দিয়েছিল সে সবার অলক্ষ্যে।

সালাল বলল, 'গাছের নিচে বোধহয়।'

'হ্যাঁ,' রানা উঠল, 'ওপাশে গিয়ে দেখি···'

রেডিও কাঁধে ফেলে উপরের দিকে উঠে গেল রানা। নিরাপদ দূরত্বে এসে নব্বই ডিগ্রী বাঁক নিয়ে উপরে উঠে গেল। আর কিছুটা এসে শিস দিল: 'বউ কথা কউ'। 'বউ কথা কও' পাখি আরব দেশে আছে? যাক, রানা বাংলাভূমি থেকে আর কিছু না হোক এই ডাকটা উপহার দিয়েছে, আরব সিক্রেট সার্ভিসকে কোড-মিউজিক হিসেবে। আবার শিস দিল। না, বাতাস···নিচের ওরা শুনতে পাবে। কিন্তু···ফায়জা গেল কোথায়?

পাইন গাছ ছেড়ে পাথরের চাঁইয়ের ভেতর এসে পড়েছিল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল কোথাও কেউ নেই।

'হ্যালো, ডার্লিং!'

একটা পাথরের আড়ালে ছায়ায় আরাম করে বসে আছে ফায়জা। হাতে একটা আপেল, কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে।

রানা ওর পাশে বসে এরিয়াল তুলে দিল রেডিওর কোন কথা না বলে। আটটা বেজে গেছে।

কল-আপ করতেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, 'জেনারেল অপেক্ষা করছেন। এক সেকেন্ড।'

রুম নাম্বার সিক্স।

রেডিওর সামনে বসেছেন জেনারেল আরাবী। পাশে কর্নেল আসাদ, ব্রিগেডিয়ার নুরুদ্দীন নাফিস এবং সামনে অন্য পাশে বসেছে কর্নেল সিক্স।

রানা কোড বলে গেল। সিক্স টুকে নিয়ে ডিকোড করে জেনারেলের সামনে দিল: ফরেস্ট, ডিউ ওয়েস্টকাসল্, ডিসেন্ডিং পি. টি. দিস ইভনিং।

জেনারেল আরাবী বললেন, 'বুঝেছি। এগিয়ে যাও। মাহেরের মৃত্যু কি দুর্ঘটনা? ওভার।'

'না? ওভার।'

'শত্রু? ওভার।'

'না। আবহাওয়ার খবর কি? ওভার।'

'ভাল না। বাতাস থাকবে, মেঘাচ্ছন্ন, ভূমধ্যসাগরের চাপ।'

রানা বলল, 'পরে কখন কথা বলব, বলতে পারছি না।'

'আমি অপেক্ষা করব,' জেনারেল বললেন, 'মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত। গুড বাই।'

রানা লাইন কেটে দিলে ঘরের মধ্যে নীরবতা ভরে থাকল কয়েক মিনিট। সবার চোখেমুখে চিন্তার ছাপ।

'বেচারা!' বলল বিগ্রেডিয়ার নুরুদ্দীন নাফিস।

'প্রথম বলি,' উচ্চারণ করল কর্নেল সিক্স।

'হ্যাঁ।' উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল আরাবী। বিরাট-দেহী পুরুষ। খানিকক্ষণ পায়চারি করে মুখ খুললেন, 'যে মুহূর্তে মাহেরের হাতে রেডিও দেয়া হয়েছিল সেই মুহূর্তেই ওর মৃত্যু-পরোয়ানা জারি হয়েছিল।'

'এরপর কে যাবে—রানা?' কর্নেল আসাদ বলল।

'না,' কর্নেল সিক্স নীল চশমার ভেতর দিয়ে তাকাল। বলল, 'প্রায় সব মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে। কিন্তু রানার সপ্তম, অষ্টম এবং নবম ইন্দ্রিয় আছে। বিপদের মুখে ও একটা রাডার হয়ে যায়, বাতাসে গন্ধ পায়। যে কোন অবস্থায় পড়ুক না কেন, ও বেঁচে থাকবেই—মাত্র তিন সপ্তাহ আগে ওকে প্রথম দেখি। স্যার, আমার যা অভিজ্ঞতা তাতে আমার ধারণা, ও এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সিক্রেট এজেন্ট।'

জেনারেল আরাবীর মুখে হাসি দেখা গেল। হয়তো খুশির। বললেন, 'তোমার পরেই ওর স্থান, কর্নেল। তুমি শ্রেষ্ঠতম। ফোর্ট টাগার্টে তুমি শুধু যাওইনি, অনেকদিন ছিলেও। তুমি জানো, রানা রাডার হলেও ফোর্টের নাম টাগার্ট, বারাক বেন কানান! ভয়ঙ্কর জায়গা। তুমি বেঁচে এলেও ওখান থেকে থেকে কেউ কোনদিন ফিরে আসেনি।'

রানা গম্ভীর ভাবে বসে সিগারেট টানছে গভীর চিন্তার ছাপ মুখে। একটু আগে দেখা দুর্গের দুর্গম ছবিটা তার চিন্তাকে নানা দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং এক জায়গায় এসে হোঁচট খাচ্ছে: অসম্ভব এই দুর্গে প্রবেশ করা। কোনো পথ নেই। বিশেষত সঙ্গে রয়েছে শত্রুর চর।…কে বিশ্বাসঘাতক?

জেনারেলকে জানাবে রানা, 'মিশন ইজ ওভার?' আর এক পা এগিয়ে যাওয়া মানে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়া শুধু নয়, মৃত্যুকে গ্রহণ করা।

ফায়জা রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হাসল রানা। বলল, 'দুর্গটা দেখেছ?'

খালি চোখে এখান থেকে সামান্যই দেখা যায়। তবু রানা আঙুল দিয়ে দেখাল।

'সর্বনাশ! ওখান থেকে মেজর জেনারেল রাহাত খানকে বের করে আনা কি করে সম্ভব?'

'মোটেই অসম্ভব নয়। আজ রাতেই ওখানে যাব, বের করে আনব মেজর জেনারেলকে।'

রানার মুখের দিকে চাইল ফায়জা। একটুও মজা পেল না রানার রসিকতায়। বলল, 'তোমার প্ল্যানটা কি?'

'বললাম তো!'

ফায়জা রেগে গিয়ে হাতের আপেলে দুই কামড় বসাল। 'ম্যাসুদ রানা, মনে হচ্ছে তুমি ওখানে সোজা উঠে যাবে। গিয়ে মেইনগেটে নক করে বলবে, হ্যালো, মিস্টার দায়ান!'

'গেট অথবা কোন জানালায়।' ফায়জার হাতের আপেলটা নিয়ে একটা কামড় দিল রানা, 'জানালাটা খুলে যাবে। আমি হাসব। বলব, হ্যালো ডার্লিং। তুমি বলবে, এসো।'

'তুমি…মানে?'

'আমি ভেতরে গিয়ে তোমাকে বলব, ধন্যবাদ।' রানা পাথরের ছায়ায় আরও আরাম করে বসল, 'ধন্যবাদ জানাবার ভদ্রতা…'

'প্লীজ।' থামিয়ে দিল ফায়জা রানাকে, 'হেয়ালি না করে বুঝিয়ে বলো।'

'তুমিই ভেতর থেকে জানালা খুলে দেবে,' রানা বুঝিয়ে বলল।

'রানা!' কাছে সরে এল ফায়জা। রানার কপালে হাত দিয়ে বলল, 'তুমি সুস্থ আছ তো?'

সোজা হয়ে বসল রানা। সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলতে লাগল, 'ইসরাইলে এখনকার যুদ্ধকালীন অবস্থায় লোকের অভাব দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে বিশ্বাসী লোক। টাগার্ট ফোর্টে লোকের দরকার। তোমার মত একজনকে পেলে ওরা লুফে নেবে। সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, অল্প বয়সী, টাইপ জানো, জুতো পালিশ থেকে ঘর মোছা, বাসন ধোয়া তোমাকে দিয়ে চলবে। এমন কি কর্নেল ইউরিসের কোটের বোতাম লাগিয়ে দেয়া…'

'কর্নেল ইউরিস কে?'

'ডেপুটি চীফ জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনাল। টাগার্ট, বারাক বেন কানানের হেড।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।' ফায়জার কণ্ঠে কোনোরকম সন্দেহ নেই।

'মাথা খারাপ না হলে একাজে আসতাম না,' বলল রানা, 'অনেক দূর চলে এসেছি, ফেরার কোন উপায় নেই। আমরা পাঁচটার সময় নেমে যাব।'

'পাঁচটা পর্যন্ত আমাকে এখানে থাকতে হবে? এই রোদে?'

'হ্যাঁ। তারপর তুমি নেমে সোজা খুঁজে বের করবে কিং ডেভিড রোড। ও রাস্তায় একটা নাইট-ক্লাব দেখবে, পেটাহ টিকভা মানে আশার তোরণ। মনে

রেখো পেটাহ টিকভা, কিং ডেভিড রোড। ক্লাবের পেছন দিকে একটা ঘর আছে, ওটা সাধারণত স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং তালা লাগানো থাকে। আজ আটটার সময় তুমি তালার সঙ্গে চাবিও পাবে।' রানা উঠে দাঁড়াল, 'আজ রাত আটটায় তোমার সঙ্গে ওখানে দেখা হবে!'

ফায়জাও উঠে দাঁড়াল। রানার চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এতসব তুমি জানলে কি করে?'

ফায়জার সবুজ চোখে এক না-বোঝা সন্দেহ থমকে গেছে। রানা আঙুলে ওর ঠোঁটটা ছুঁয়ে হাসল। বলল, 'দু'সপ্তাহ পি. সি. আই, স্পাই ট্রেনিং সেন্টার তোমাকে কি শুধু প্রশ্ন করতে শিখিয়েছে?'

ফায়জা রানার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'ট্রেনিং সেন্টারে গিয়েছিলাম তোমার কথামত। কোন প্রশ্ন করিনি, রানা।' পাথরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ভাঙা গলায় বলল, 'তুমি একটা কথাও বলো না, শুধু ঘটনাগুলো ঘটিয়ে যাচ্ছ। কাউকে বিশ্বাস কর না তুমি।' ঘুরে দাঁড়াল, 'এমন কি আমাকেও না।'

রানা ফায়জার কাছে এগিয়ে গেল। বুকে জড়িয়ে ধরে রাখল কয়েক সেকেন্ড। রানার বুকে মাথা রাখল ফায়জা। নিচু হয়ে চুমু খেলো রানা ওর গালে। বলল, 'ঠিক আটটা, দেরি কোরো না, কেমন?'

শান্ত মেয়ের মত মাথা ঝাঁকাল ফায়জা।

রানা ওকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে রেডিও তুলে নিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে গেল। একটু পরে পিছন ফিরে দেখল, বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক নির্বাক নারীমূর্তি। ফায়জাকে সব বলা যায় না। ও ফোর্টের ভিতর যাবে। ধরা পড়ে গেলে কর্নেল ইউরিস সব কথা বের করে নেবে গেস্টাপো-স্টাইলে টর্চার চালিয়ে। না, ওকে কিছু বলা যাবে না।

লেফটেন্যান্ট আতাসী টেলিস্কোপ লাগিয়ে ঢালে শুয়ে আছে শরীরের অর্ধেকটা বালিতে ডুবিয়ে। রানা ওর পাশে গিয়ে বসতেই আতাসী টেলিস্কোপ এগিয়ে দিল, 'একটা মজার জিনিস দেখুন, বস্।'

টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে টাগার্টের পাথরের দেয়াল দেখল রানা। আতাসী বলল, 'নিচে চলে আসুন, একেবারে নিচে…'

রানা দেখল, নিচে ঢালে দু'জন মেশিন কারবাইনধারী সৈনিক এবং চারটি কুকুর।

'ডোবারম্যান পিনশার, বস্,' আতাসীর কণ্ঠে ভয়।

রানা চেনে নেকড়ের চেয়ে সাংঘাতিক এই কুকুরগুলোকে। ডোবারম্যান পিনশার! টেলিস্কোপ উঠে গেল উপরে। থমকে গেল। উচ্চারণ করল, 'ফ্লাড লাইট!' নামিয়ে আনল দৃষ্টি। 'তারের বেড়া।'

'ওটা কেটে ফেলা দু'মিনিটের কাজ,' বলল আতাসী, 'টপকেও পার হওয়া যাবে।'

'কিন্তু বেদুইনজি, ওটা টপকালে তোমার ছাই ছাড়া কিছুই পাওয়া যাবে না। ও তারে ২,৩০০ ভোল্টের কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে।'

'শালারা তবে কোনও উপায় আর রাখেনি,' আতাসী বলল। 'তাঁবু গোটাব?'

'ডোবারম্যান, ফ্লাড, তার,' বলল রানা, 'এই সম্মিলিত চক্র আমাদের আটকাতে পারবে না, আতাসী। তাঁবু গোটানোর কথা ভেবো না।'

'নিশ্চয়ই না! আমাদের কে আটকাবে! হুঁ!' একটু থমকে গেল আতাসী, 'কিন্তু বস্, কি করে···আল্লার কসম করে বলেন, কি করে সম্ভব?'

হঠাৎ টেলিস্কোপ নামিয়ে ফেলল রানা। ওর চোখ মুখের ভাব দেখে আতাসী দক্ষিণ দিকের আকাশে তাকাল। দূ লকের উপর দিয়ে ঠিক এই দিকেই ছুটে আসছে একটা হেলিকপ্টার। আতাসী ৬ ঠ অলিভ গাছের দিকে দৌড় দিল। বলল, 'বেদুইন, পালাও! ওরা খোঁজ পেয়ে গেছে।'

রানা দেখল। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, 'যেখানে আছ ওখানেই শুয়ে পড়ো, লেফটেন্যান্ট।'

আতাসী হুমড়ি খেয়ে পড়ল বালিতে। মুখটা বালিতে গিজগিজ করে উঠল। পোশাকের ভেতর চলে গেল। কিন্তু বালি থেকে মুখ তুলল না আতাসী।

হেলিকপ্টার কাছাকাছি চলে এসেছে। এদিকেই আসছে। কে খবর দিল? অলিভ গাছের নিচে ওদের চারজনের দিকে চাইল রানা। ওরাও দেখছে হেলিকপ্টার। সবাই মাটিতে শুয়ে বুকের উপর আশ্রয় নিয়েছে। সবার মুখে মৃত্যুর ছায়া।

গুড়গুড় শব্দটা কাছে এসে হঠাৎ ঘুরে গেল। উঠে বসল রানা। দেখল, ওটা ফিরে যাচ্ছে বাঁক নিয়ে ফোর্ট টাগার্টের দিকে। রানা টেলিস্কোপ চোখে লাগাল।

হেলিকপ্টার টাগার্টের ভিতরে উঁচু জায়গায় নামল। রোটর থামল। সিঁড়ি লাগানো হলো। একজন বেরিয়ে এল 'কপ্টারের ভিতর থেকে, কোন ·ড়সড় অফিসার। তারপর দেখল বড়সড় মানে বেশ বড়সড় লোক। এর ছবি দে·ছে রানা। টেলিস্কোপ নামিয়ে ও দেখল আতাসী পিটপিট করে চাইছে।

'দেখো,' বলল রানা।

চোখে যন্ত্র লাগাল আতাসী। বলল, 'বস্, আপনার দোস্ত মনে হচ্ছে?' লোকটা ভিতরে চলে গেল। টেলিস্কোপ নামিয়ে আতাসী আবার রানার দিকে তাকাল।

'লোকটা,' রানা বলল, 'জেনারেল প্রেমিঙ্গার।'

'গ্যালিলী ফ্রন্টের চীফ অভ স্টাফ?' উত্তরের অপেক্ষা না করে আতাসী বলল, 'ও কি করতে এসেছে এখানে, কি চায়?'

'চায় মেজর জেনারেল রাহাত খানকে।'

'উনি কেন?'

'রাহাত খান আরব শক্তির কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।' রানার কণ্ঠস্বর গম্ভীর। 'আরবদের ভবিষ্যৎ পঞ্চমুখী আক্রমণের পুরো খসড়া মেজর জেনারেলের করা। তাঁকে একজন ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করতে পারে না।'

'মেজর জেনারেলকে উনি নিয়ে যাবেন?'

'না,' রানা বলল। 'টাগার্টে কেউ একবার ঢুকলে বেরুতে পারবে না। টাগার্ট দুর্গের নাম বারাক বেন কানান, কানানের বজ্রদের কথা মতই ইসরাইল চলে। বারাক বেন কানানই দেশের আসল শাসক।' রানা থেমে বলল, 'কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে ওরাই মেজর জেনারেল রাহাত খানের ভাগ্য নির্ধারণ করবে।'

*

দুপুরের জ্বলন্ত সূর্য আর তপ্ত বালি ওদের ঝলসে দিচ্ছে। এরই মধ্যে পালাক্রমে টেলিস্কোপে ওরা টাগার্ট পাহারা দিচ্ছে।

এমন সময় জেনারেল আরাবীর ওয়েদার রিপোর্ট অনুযায়ী বাতাস শুরু হলো। বালি আর ঘামে গা চিটচিট করছে রানার। পায়ের জুতোর মধ্যে কিছুটা বালি চলে গেছে।

আজহারী বলল, 'রেডিও লাইন পাওয়াই গেল না?'

'দু'বারই ব্যর্থ হলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'কারণ,' ইয়াফেজ টেলিস্কোপ হাতে এসে দাঁড়াল, বলল, 'জেনারেল আরাবীকে জানাতে হবে, ছ'জন নয়, পুরো এক ব্রিগেড প্যারাট্রুপার পাঠানো প্রয়োজন।...মেজর, স্টেশনে এক ট্রেন বোঝাই নতুন হোগানা স্বেচ্ছাবাহিনী এসে নামল।'

'চমৎকার!' উৎফুল্ল হয়ে রানা বলে উঠল, 'এবার এখানকার পুরানোরা আমাদের নবাগত মনে করবে, নতুনরা মনে করবে আমরা পুরানো দল। অনেক সুবিধা হলো।'

'মেজর, সুবিধা-অসুবিধা আমরাও বুঝতে পারি!' একটু ইতস্তত করে ইয়াফেজ বলল, 'পুরো পরিকল্পনাটা আমাদেরও কিছুটা জানালে আলোচনা করা যেত।'

রানা সোজা হয়ে বসল, 'কি বলতে চান, সার্জেন্ট ইয়াফেজ?'

'আমরা কি বলতে চাই,' উত্তর দিল লেফটেন্যান্ট আব্বাস, 'আপনি তা ভাল করেই জানেন। কেন আমরা, কোন্ সাহসে সৈন্য-ঘেরা শহরে যাব? কিভাবে মেজর জেনারেলকে বের করে আনবেন?'

'আত্মহত্যা করতে হলে জেনেশুনে করাই ভাল,' সালাল যোগ করল।

উঠে দাঁড়াল রানা, 'তিনটি কথা মনের মধ্যে ভাল করে গেঁথে নিন—প্রয়োজনীয় মুহূর্তে প্রয়োজনীয় কথাটাই আমি কেবল আপনাদের জানাব। সেটাকে অর্ডার বলে মনে করবেন। এবং প্রশ্ন করবেন না।'

সাফাদের রেলওয়ে স্টেশনটা নতুন, এবং ছোট।

বাতাস এখানেও বালির ঝড় তুলেছে। রানা তার পাঁচ অনুচর নিয়ে লাইন ধরে ভেতরের প্ল্যাটফর্মে উঠল। বন্ধ বুক স্টল, কার্গো এবং বুকিং অফিস পার হয়ে একটু দূরে নির্জনে গিয়ে দাঁড়াল। ওরা যে ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছে তার দরজায় হিব্রুতে কি যেন লেখা। আজহারী একনজর দেখে বলল, 'জমাঘর, লেফট লাগেজ অফিস।'

পেন্সিল-টর্চে কি-হোলটা দেখে নিয়ে বের করল রানা অদ্ভুতদর্শন কয়েকটা চাবি। ওর একটা ঢুকিয়ে দু'একবার নাড়াতেই দরজা খুলে গেল। মুখে একটু শব্দ করে ভেতরে ঢুকল সে। সবাই অনুসরণ করল ওকে। পিঠ থেকে নামিয়ে ফেলল বোঝা। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

পেন্সিল টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গেল রানা সামনের দিকে, জানালার কাছে। কাঁচের জানালা। বাইরের আলো দেখা যায়। টর্চ ফেলে জানালার চৌকাঠ দেখে নিয়ে

ছুরির মাথা দিয়ে এক চিলতে পাতলা কাঠ বের করে ফেলল রানা। ভেতরে দেখা গেল তার। তারের নেগেটিভ পজেটিভ এক না হয় সে-ব্যাপারে সাবধান থেকে কেটে ফেলল রানা তার দুটো। আবার চিলতে কাঠটা বসিয়ে দিল।

'অ্যালার্মের তার,' ওদের না জিজ্ঞেস করা প্রশ্নের উত্তর দিল রানা।

আতাসী বলল, 'বস্, আপনি জানতেন এখানে তার আছে?'

'অনুমান করলাম,' বলল রানা। 'এখন এদেশে লোকের ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে। স্টেশনে কর্মচারী বোধহয় দু'জনই—স্টেশন মাস্টার আর তার সহকারী। এ ঘরটা সব সময় খোলাও হয় না। জানালায়ও শিক নেই। অথচ এ ঘরে দামী জিনিস থাকতে পারে। কেউ ইচ্ছে করলে, কাঁচের জানালা দিয়ে ঢুকে পড়লে, কে বাধা দেবে? সেজন্যে অনুমান করলাম, জানালায় যখন শিক নেই তখন অ্যালার্মের ব্যবস্থা আছে।' রানা জানালাটা খুলে আবার বন্ধ করে রাখল। বলল, 'সব এখানেই রেখে চলুন ওয়েটিং-রুম থেকে ফ্রেশ হয়ে শহরে বেরুনো যাক, গলা পর্যন্ত পান করব আজ।'

'হিপ-হিপ হুররে, বস্!' আতাসী খুশিতে ফেটে পড়ল।

পনেরো মিনিট পর।

ইসরাইল আর্মির স্বেচ্ছাবাহিনী হোগানার মেজর মাসুদ রানা, লেফটেন্যান্ট আতাসী, আব্বাস, সার্জেন্ট আজহারী, সালাল, ইয়াফেজ স্টেশন থেকে বের হয়ে শহরের রাস্তায় নামল। রাস্তায় আলো নেই, ব্ল্যাক আউট। দু'একটা মিলিটারি গাড়ি পাশ দিয়ে চলে গেল দানবের মত। সাধারণ পথচারীরা তাদের দিকে তাকাল না। ওরা অভ্যস্ত। তাদের মত আরও দু'একটা দল এদিক-ওদিক দিয়ে যাচ্ছে, আসছে। প্রথম প্রথম ওরা সচেতন হয়ে পড়েছিল, কিন্তু দশ মিনিট হাঁটার পর সহজ হয়ে গেল।

রানা স্টেশন-বাথরুমে দেখে নেয়া ম্যাপ অনুসারে হাঁটছে। অনুমান করল এটাই কিং ডেভিড রোড। শুধু হিব্রু নয়, নানা ভাষায় সাইন বোর্ড। জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজী, আরবী।

আতাসী বলল, 'বস্, গলা শুকিয়ে আসছে।' ওর দৃষ্টি একটা 'বারের' সাইন বোর্ডে, একটু পরে বারের দরজায় একদল নারী ও সৈনিকের উপর নেমে এল ওর চোখ।

ঢোক গিলল আতাসী।

রানা সবার চোখ-মুখের ভাব দেখে গম্ভীরভাবে বারের দিকে এগিয়ে গেল। দরজায় দাঁড়ানো সৈনিকরা পথ ছেড়ে দিল রানার কাঁধে ব্যাজের দিকে তাকিয়ে। বারের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখল রানা। ভেতরে মার্চের সুরে অর্কেস্ট্রা বাজছে। দরজায় দাঁড়ানো সৈনিকদের উদ্দেশে আরবীতেই বলল, 'পৃথিবীতে জায়গার আকাল পড়েছে।'

ওরা সমর্থনসূচক হাসল।

বেরিয়ে এলে আতাসী বলল, 'এখানে বড় ভিড়। আরেকটা জায়গা দেখা যাক।'

আরও দু'একটা ক্লাব, বার পার হয়ে এসে রানা দেখল, 'পেটাহ টিকভা'

আশার তোরণ, দি গেট অভ হোপ। রানার চোখে আশার আনন্দ দেখা গেল। বলল, 'এটায় ঢুকে পড়ি, যা থাকে কপালে।'

সবাই অনুসরণ করল রানাকে।

ভিতরে দাঁড়িয়ে আব্বাস ইয়াফেজের কানে কানে বলল, 'এটাতে নাকি ভিড় নেই! আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি।'

'সেয়ানা পাগল।'

চার

'আশার তোরণে'র দরজায় দাঁড়িয়ে রানা যা ভাবল তা হচ্ছে: জীবনে এত ভিড় দেখিনি কোনদিন কোন নাইটক্লাবে। শ'চারেক নারীপুরুষ গো-গো বাজনার সঙ্গে মাতাল হয়ে হল্লা করছে। সবাই প্রায় সেনা-বাহিনীর লোক এবং তাদের সঙ্গিনী। সঙ্গিনীদেরও কেউ কেউ ইউনিফর্ম পরিহিতা।

রানা এবং পিছন পিছন পাঁচজন বারের দিকে এগিয়ে গেল। তিনশো পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট এক চাঁদমুখো লোক মেশিনের মত গ্লাস ভরছে। গোটাদশেক সুন্দরী মেয়ে, একই রকম পোশাক পরা, ট্রে নিয়ে যাচ্ছে, আসছে। রানা মেয়েগুলোকে দেখতে লাগল মনোযোগ দিয়ে।

পাশ থেকে আতাসী কনুই দিয়ে গুঁতো দিল, ফিস ফিস করল, 'বস্!'

একটি মেয়ে ট্রে এবং খালি বিয়ারের মগ নিয়ে ফিরে আসছিল। রানাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। রানার চোখে চোখ পড়তেই এগিয়ে এল। রানা অনুমান করল, এ মেয়ে এই নাইট ক্লাবের সেরা আকর্ষণ হতে পারে। সবার মত হলদে লো-কাট ব্লাউজ ও মিনি স্কার্ট পরেছে। সু-বক্ষা, নিতম্বিনী। কোমর হাতের মুঠোয় ধরা যেতে পারে। কালো চুল। রানার চোখে থমকে তাকাল। দৃষ্টিটা এক মুহূর্তের। কিন্তু গভীর। এক ক্যাপ্টেনকে নড করল। রানা সঙ্গীদের ইশারা করে দেখাল, একদল মাতাল অর্ধ-মাতাল সৈনিক তাদের সঙ্গিনীদের নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ড্যান্স-ফ্লোরের দিকে যাচ্ছে। টেবিলটা দখল করল ওরা। রানাও গিয়ে বসল ওদের সঙ্গে।

সেই বারমেইডটি এগিয়ে এল চোখের ভাষা বদলিয়ে, শরীরের সঙ্গে মিল দিয়ে, মদির এক হাসি ফুটিয়ে। জিজ্ঞেস করল, 'মেজর, আপনার জন্যে কি আনব?'

'ডার্ক বিয়ার,' বলল রানা, 'ছ'টা।'

'এক্ষুণি আনছি,' বলে হাসল সেই মোহিনী হাসি। চোখের ভাষা এবার অন্য কিছু বলল। এবং শরীরে দ্রুত ঢেউ তুলে চলে গেল। প্রতি পদক্ষেপে প্রক্ষিপ্ত নিতম্ব। হাঁটা, না নাচের মুদ্রা? আতাসীর চোখ সেখানেই লেগে ছিল। ও উঠে দাঁড়াল। ওর হাত ধরল রানা।

আতাসী আবার বসে পড়ল কিন্তু চোখ সরাল না। বলল, 'বস্, মরুভূমি ছেড়ে ভদ্রলোক হবার কারণ এতদিনে খুঁজে পেলাম। কারণটা উট না।'

'কিন্তু, লেফটেন্যান্ট, তুমি এখানে কারণ খুঁজতে আসোনি,' রানা মেয়েটির দিকেই তাকিয়ে আক্ষেপের সুরে বলল, 'ওরা জানে কে কোথায় খুন হলো! এবং ও মেয়েটি একটু বেশি রকমের জানে। ঠিক আছে, আমিও রাজি।'

'কিসে রাজি, বস্?' আবার উঠে দাঁড়াল আতাসী।

'ওর কটাক্ষে খুন হতে।'

'বস্, আমি আগে দেখেছি।' মিনতি ঝরল আতাসীর কণ্ঠে। রানার হাতটা চেপে ধরল, 'আমি আগে খুন হয়েছি।'

'ঠিক আছে, পরে একপাক নেচে নিয়ো ওর সঙ্গে,' বলল রানা। তার চোখের সচেতন চাউনি সারা ঘরটায় সার্চ লাইটের মত ঘুরছে। বিশেষ বিশেষ মুখ, ইউনিফর্মের ব্যাজের ওপর থমকে যাচ্ছে। চোখ না তুলেই বলল, 'তোমরা সবাই ড্রিঙ্কস নিয়ে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়বে। কোথাও মেজর জেনারেল রাহাত খান বা জেনারেল প্রেমিঙ্গারের নাম উচ্চারণ হলে কান পাতবে।'

ওরা বুঝল এটা অর্ডার।

রানার পাশের টেবিলে একজন লেফটেন্যান্ট এবং ক্যাপ্টেন একটা বিষয় নিয়ে তর্ক করছিল। সবচেয়ে বড় কথা, মেয়েটি ছাড়া আর কারও বিশেষ দৃষ্টি রানারা আকর্ষণ করেনি।

মেয়েটি বাঁ হাতে ট্রে উঁচু করে ভিড়ের ভিতর হেসে কারও মাথায় চাঁটি মেরে, নিজের পিছনে চাঁটি খেয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল।

জনপ্রিয় মেয়ে, মক্ষিরাণী! রানা হাসল। আতাসী দু'পা এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির হাত থেকে মগ নিয়ে রানার দিকে করুণ ভাবে তাকিয়ে মেয়েটাকে দেখতে দেখতে ভিড়ে হোঁচট খেয়ে অদৃশ্য হলো। অন্যরাও আতাসীকে অনুসরণ করল।

শেষ মগটা রানার হাতে দিয়ে মক্ষিরাণী হাসল। চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে বলল, 'মেজর এখানে প্রথম?'

রানা তাকাল কালো চোখের দিকে। হাত উঠে গেল মেয়েটির কোমরে। টান মেরে কোলে এনে বসাল মেয়েটিকে। বলল, 'হুঁ, নতুন। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে আগে কেন আসিনি।'

পাশের টেবিলের ক্যাপ্টেন-লেফটেন্যান্টের আলোচনা থমকে গেল। রানা ওদিকে চোখ দিয়ে সময় নষ্ট করল না। মুখে একটা বিজয়ের হাসি ফুটিয়ে মেয়েটির উরুতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'তোমার নামটা যেন কি—মিস ইসরাইল?'

'মার্সিয়া,' মেয়েটা উঠতে চেষ্টা করল কোল থেকে, কিন্তু পুরোপুরি চেষ্টা নয়। বলল, 'মেজর, আমার কত কাজ পড়ে আছে, ছাড়ো এখন।'

'দেশের জন্যে নিবেদিত-প্রাণ সৈনিকদের আনন্দ দেয়ার চেয়ে বড় কাজ কিছু হতে পারে না,' উচ্চকণ্ঠে বলল রানা। মগে চুমুক দিল, দেখল মেয়েটাকে। বলল, 'একটা গান শুনবে?'

'কি গান?' মার্সিয়া চারদিকে দেখল। বলল আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে, 'রোজ অনেক গান শুনতে হয় আমাকে।'

'তবে তোমাকে শিস দিয়ে একটা গান গেয়ে শোনাই,' আস্তে শিস দিল, 'বউ কথা কও।' তিন-চারবার শিস দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল?'

রানার কোলের উপর বেশ সচেতন হয়ে উঠল মার্সিয়া। সঙ্গে সঙ্গে আবার হেসে ফেলে গা ছেড়ে দিল। বলল, 'ভীষণ সুন্দর। তুমি গানও গাইতে পারো?'

খটাস করে মগ নামিয়ে রেখে হাতের পিঠে ঠোঁট মুছতে মুছতে রানা বলল, 'বারে মোটা লোকটা কে? পেছন ফিরো না!'

'টিকটিকি,' দ্রুত বলে আবার ওঠার ভঙ্গি করল মার্সিয়া, 'ফোর্টের লোক।'

'এখানে লিপ-রিডার আছে। কথা না শুনেও বলে দিতে পারবে কি বলছ,' রানা মগ মুখের সামনে ধরে বলল, 'তোমার রুমে যাব, পাঁচ মিনিটের মধ্যে। এখন আমার গালে জোরে একটা চড় কষে দাও।'

থতমত খেয়ে তাকাল মার্সিয়া। রানা ওর লো-কাট ব্লাউজের উন্মুক্ত কাঁধে, বুকে হাত বুলিয়ে চুমু খেতে উদ্যত হলো। ছিটকে উঠে দাঁড়াল মার্সিয়া। ডান হাত শূন্যে উঠল এবং সশব্দে পড়ল রানার গালে।

চারশো লোকের হট্টগোল স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। মিউজিক বক্সে স্যাক্সোফোন তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ড্রামে দ্রুত বিট পড়ল।

রানা আগেই টেবিলের ওপর একটা চিরকুট রেখেছিল। ক্ষিপ্ত হাতে মার্সিয়া ট্রে এবং চিরকুটটা নিয়ে চলল দৃপ্ত পদক্ষেপে চারশো লোকের চোখের সামনে দিয়ে বারের দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল, 'জানোয়ার, ছোট লোক...'

সবাই রানাকে দেখছে।

উঠে দাঁড়াল রানা। অপমানে মুখ লাল। চোয়াল শক্ত। স্তব্ধতা ভেঙে গুঞ্জরন উঠল।

এলোমেলো ভাবে পা বাড়াল রানা। কিন্তু পথ রোধ করে সামনে দাঁড়িয়ে পাশের টেবিলের সেই তরুণ ক্যাপ্টেন। রানা তাকাল ক্যাপ্টেনের দিকে। লালচে ঢুলুঢুলু চোখে-মুখে আত্মমহিমার ভাব।

'আপনার ব্যবহার একজন আর্মি অফিসারের পক্ষে শোভন নয়,' বেশ জোরেই বলল ক্যাপ্টেন।

রানা ঘুরে দাঁড়াল সোজা হয়ে। তাকাল ক্যাপ্টেনের চোখেচোখে।

'ছোকরা,' রানা ঘরের ওপাশ থেকেও যেন শোনা যায় এইভাবে বলল, 'আমার সাথে কথা বলার সময় প্রথম মেজর, তারপর স্যার বলতে হয়, ভুলে গেছ?' দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ এবং অর্থপূর্ণ করে বলল, 'আমি মেজর জেসি দায়ান। নামটা শুনেছ আশা করি।'

গুঞ্জরন উঠল। রানা বুঝল, আলোচ্য বিষয় হচ্ছে: জেনারেল মোশি দায়ান, ডিফেন্স মিনিস্টার! ওদের সন্দেহ, লোকটা দায়ানের কেউ। পুত্র হলেই বা দোষ কি?

'আগামীকাল সকাল আটটায় ব্যারাকে আমার কাছে রিপোর্ট করবে।' উত্তরের অপেক্ষা না করে একটু কম্পিত পায়ে বেরিয়ে গেল রানা। ক্যাপ্টেন ধপাস করে বসে পড়ল চেয়ারে।

রাস্তায় পা দিতেই রানা দেখল, পেছনে আতাসী। রানা আস্তে করে বলল, 'সবার ওপর চোখ রেখো। আমি আসছি।'

কয়েক পা এগিয়ে ক্লাবের খিড়কি দরজা দিয়ে অন্ধকারে ঢুকে পড়ল রানা। একটু এগিয়ে কাঠের ঘরটা দেখতে পেল। চারদিক দেখে দরজার সামনে গিয়ে

একটু ঠেলে দেখল, খোলা। ফিসফিস করে বলল, 'আটটা বাজে, বেরিয়ে এসো।'
ভেতরে খস্ খস্ শব্দ শোনা গেল।
এল বেরিয়ে একটি মেয়ে, ফায়জা। রানা কোন কথা বলার সুযোগ দিল না ওকে। হাত ধরে প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল আরও সামনে। ক্লাবের মেইন বিল্ডিঙের পিছন দিকের একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। মৃদু আলোকিত ঘরটা থেকে অন্ধকার করিডর। তারপর একটা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। একটা দরজা। গিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভেতরে। রানা দ্রুত বন্ধ করে দিল কপাট ভিতর থেকে।
ছোট ঘর। সাদাসিধে ভাবে সাজানো। ছোট একটা বেড, ড্রেসিং টেবিল, প্রসাধনী। মেয়েদের অন্তর্বাস—কোনো একাকী মেয়ের ঘর। বিছানায় বসে পড়েছে ফায়জা, শ্বাস-প্রশ্বাসকে বাগে আনতে চেষ্টা করছে। রানার দিকে চোখ, ক্ষুব্ধ দৃষ্টি।
'তুমি ও-ঘরে অপেক্ষা করতে বলেছ,' ফায়জা এখনও হাঁপাচ্ছে, 'কিন্তু জানো, ও-ঘরে কি আছে?' শিউরে উঠল ও।
'কি?' জিজ্ঞেস করল রানা, 'কি আছে?'
'আরশোলা!' তিড়িক করে লাফিয়ে উঠল ফায়জা, 'একটা আমার গায়ে উঠে পড়েছিল! আমাকে সারাদিন রোদে বসিয়ে রেখেছ, তারপর আরশোলার সঙ্গে...' রাগে কথা বলতে পারছে না ফায়জা।
'ছেলেমানুষরা আরশোলা দেখে ভয় পায়,' রানা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'তুমি কাজের মেয়ে।'
'তোমার কথায় আর ভুলব না,' ঘোষণা করল ফায়জা।
'দরকার নেই ভোলার। সময় কম।' ঘড়ি দেখে রানা বলল, 'কাপড় খোলো।'
'কাপড়...কি?'
'কাপড় খোলো, সব কাপড়—তাড়াতাড়ি।' রানা ঘরটার চারদিক দেখে কয়েকটা প্যাকেট এনে ফেলল বিছানার উপর। দেখল, ফায়জা হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। রৌদ্রদগ্ধ ক্লান্ত মুখশ্রী। চোখে কিছুটা না-বোঝা চাউনি। সবুজ চোখ। রানা ওর কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রাখল। কপালের চুলগুলো তুলে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'কাপড় ছেড়ে ওই প্যাকেটের কাপড়গুলো পরে নাও। সময় খুব কম।'
'মানে?'
'আহ্ তর্ক কোরো না, যা বলছি করো।'
রানার চেহারা দেখে কিছু না বলে ফায়জা ঘরের কোণে চলে গেল। বলল, 'এদিকে তাকিয়ো না কিন্তু, বলে দিচ্ছি।'
'এটা তাকাবার সময় না।' জানালায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল রানা, বলে চলল, 'তুমি ট্রেনে জাফা শহর থেকে এসে পৌঁছেছ এইমাত্র। হাতে ব্যাগ, তাতে কিছু পোশাক। তোমার নাম জর্দানা ক্লাসকিন, রুমানিয়ান ইহুদী, মার্সিয়া ক্লাসকিনের ছোট বোন। জাফায় চাকরি করতে, এখন বোনের কাছে এসেছ, চাকরির খোঁজ পেয়ে। তোমার চাকরি হয়েছে বোনের চেষ্টায় ফোর্ট টাগার্টে। তোমার পরিচয়-পত্র সব ওই ব্যাগটার ভেতর আছে। এবার...আমার সব কথা

বুঝেছ তো?'

'বুঝেছি,' ফায়জা বলল। 'কিন্তু আমার গা কিচকিচ করছে বালিতে। গোসল না করলে...'

'জাফা থেকে আসলেও গায়ে বালি লাগতে পারে,' রানা বলল। 'আমার সব কথা মনে আছে?'

'আছে। জর্দানা ক্লাসকিন। জাফাতে ছিলাম। এখানে বোন থাকে। হয়েছে?' একটু থেমে ডাকল ফায়জা, 'রানা।'

'বলো।'

'এদিকে তাকাও।' একটু অপেক্ষা করে বলল, 'আমাকে দেখবে না?'

'আহ্, বড় বিরক্ত করছ...' বলে রানা কোন উত্তর না পেয়ে পেছনে ফিরল। দেখল, সামনে দাঁড়িয়ে শুধু অন্তর্বাস-পরা ফায়জা। কিন্তু ফায়জার চোখে-মুখে বিস্ময়। অন্তর্বাস পরীক্ষা করছে।

'রানা,' ফায়জা জিজ্ঞেস করল। 'এ পোশাক আমার জন্যেই কেনা?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু একই মাপের কি করে!' ফায়জার কণ্ঠে বিস্ময়, 'এমন কি ব্রা, সাধারণত আমি একটু টাইট কিনি।'

'কায়রোর ফ্ল্যাট থেকে তোমার পোশাকের পুরো সেট্ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এখানে, দু'সপ্তাহ আগে,' রানা বলল।

'দু'সপ্তাহ?'

'দু'সপ্তাহ না হলে পোশাক কেনা, পরিচয়-পত্র জাল করা এসব সম্ভব হত?'

'দু'সপ্তাহ!' ফায়জা বলল, 'কিন্তু মেজর জেনারেল রাহাত খানের প্লেন মাত্র গতকাল নামানো হয়েছে। তুমি আগে থেকেই জানতে রাহাত খান শত্রুর হাতে পড়বে? এবং আমি এখানে আসব?'

'অনুমান করেছিলাম,' বলল রানা। 'আর কোন কথা না। কাপড় পরো।'

দরজায় কে যেন টোকা দিল। রানার হাতে সাঁৎ করে বের হয়ে এল ওয়ালথার পি. পি. কে। ফায়জা গাউনের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিল। রানা এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াতেই আবার নক হলো। পিস্তল ডান হাতে ধরে দরজা খুলে ফেলল রানা।

সামনে দাঁড়িয়ে মার্সিয়া।

ভেতরে এসে ও দরজা বন্ধ করে দিল।

ওয়ালথার পকেটে রেখে মেয়ে দু'টিকে দেখল রানা। ফায়জাকে আমেরিকার ফ্যাশন-বাজার থেকে আসা পোশাকে অন্য রকম লাগছে। মার্সিয়া আগেই একটু ময়লা করে রেখেছিল পোশাকটাকে।

'দুই বোনের দেখা হলো,' রানা বলল। 'এসো পরিচয় করিয়ে দিই। এ হচ্ছে মার্সিয়া ক্লাসকিন, এ ফায়জা ফয়সল এখন থেকে জর্দানা ক্লাসকিন। দু'জনের পরিচয় হলো। এবার আমি কেটে পড়ি।'

'কিন্তু আমি কি করব?'

'মার্সিয়া বলে দেবে।'

'মার্সিয়া!' অবাক হয়ে ফায়জা মার্সিয়ার দিকে তাকাল।

'মার্সিয়া একজন আরব। তোমার মত প্যালেস্টাইন ওরও দেশ। ও ফেদিয়ান, দেশের মুক্তির জন্যে আত্মোৎসর্গকারিণী। আল-ফাত্তাহদের সিক্রেট এজেন্ট।'

'সিক্রেট এজেন্ট!' ফায়জার বিস্মিত চোখ মার্সিয়ার শরীরের আঁকেবাঁকে ঘুরে মুখের রহস্যময়ী হাসিতে স্থির হলো, 'মনেই হয় না!' ঠোঁট উল্টে বলল ফায়জা।

'এরাও মনে করে না।' মার্সিয়াকে দেখল রানা। মূর্তিমতী কামনা। যে পুরুষ ওর দিকে তাকাবে তার মনে তপ্ত কামনা ছাড়া কিছুই জাগবে না। আশ্চর্য ছদ্মবেশ!

মেয়েটা দু'বছর ধরে কত পুরুষের কামনার শিকার হয়ে শিকার ধরেছে। না, এটা শ্রদ্ধা জানাবার সময় না। রানা বলল, 'আসি।' দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

'রানা।' ফায়জার কণ্ঠ।

রানা পেছন ফিরে তাকাতেই ফায়জা একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'আদর করলে না?'

রানা হেসে বাঁ হাতে ওকে আরও কাছে এনে কপালে ঠোঁট ছোঁয়াল। পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। ফায়জা শরীরের ভার তার উপর ছেড়ে দিতে গেলে রানা সোজা করে দিল ওকে।

ফায়জা বলল, 'কখন দেখা হবে?'

উত্তর দিল না রানা, এর উত্তর নেই। মার্সিয়াকে নড করে বেরিয়ে গেল। ফায়জা ওর গমন-পথে তাকিয়ে থেকে মার্সিয়ার হাসিমাখা মুখের দিকে চাইল। সব কিছু তার দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে।

বাইরে এসে রানা দেখল ভীষণ বাতাস বইছে মরুশহরে বালিকণা নিয়ে। আলো থেকে হঠাৎ অন্ধকারে, চোখে সব অন্ধকার লাগছে। রাত বেড়েছে। লোকজন কম। সাবধানে পিছন দিক দিয়ে বেরুতে গেলে কি যেন ঠেকল পায়ে। সচকিতে বের হয়ে এল পিস্তল। বাঁ হাতে বের করল পেন্সিল টর্চ। চারদিকে ঘুরিয়ে নিল আলোটা।

এক মাতাল সৈনিক রাস্তার বালিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। রানা টর্চ বন্ধ করতে গিয়ে খেয়াল করল দেহটা স্পন্দনহীন। ওয়ালথার পকেটে চালান দিয়ে দেহটাকে চিত করল। হ্যাঁ, লোকটাকে হত্যা করা হয়েছে। রক্তে ভিজে গেছে বালি। টর্চের আলো ফেলল মুখে। আলো কেঁপে উঠে বন্ধ হয়ে গেল। রানা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখল।

আবার টর্চ ফেলল মুখে: আজহারী। সুদানী সাংবাদিক। আল-ফাত্তাহ গেরিলা। তার সঙ্গী।...মৃত্যু-শীতল চাউনি। আজহারী তাকিয়ে আছে, কিন্তু মণি দেখা যাচ্ছে না।

টর্চের আলোটা চারদিকে ঘুরাল রানা। দেখল ধস্তাধস্তির চিহ্ন নেই কিন্তু ইউনিফর্মের বোতাম খোলা। ধস্তাধস্তি হয়েছে অন্য কোথাও। সুদানী সহজে জীবন দেয়নি। আলো নিভিয়ে টর্চটা পকেটে রাখল রানা। আকাশে তাকিয়ে ভাবল কয়েকটা মুহূর্ত। এগিয়ে গেল ক্লাবে ঢোকার দরজার দিকে। থমকে দাঁড়াল। রাস্তার অন্য দিকে একটা পোস্ট অফিস। অফিসের রাস্তায় টেলিফোনে কথা বলছে

অপরিচিত সৈনিক।

একমুহূর্ত ভেবে রানা ঢুকে পড়ল ক্লাবে।

আতাসী বারের টেবিলে কনুই ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গুনগুন করছে, 'ব্রিজ অন দ্য রিভার কাওয়াই' ছবির থিম মিউজিক। এ সুরটা ইসরাইলী আর্মির ভেতর খুব জনপ্রিয়। রানার কথা শুনে গান বন্ধ হলো।

'আজহারী!' আতাসী বলল, 'না, বস্ না!'

আতাসীর চোখে আতঙ্ক। ও আবার বলল, 'আপনি বেরুবার মিনিট তিনেক পর অবশ্যি ওকে বাইরে যেতে দেখেছিলাম।'

'তিন মিনিট?' রানা বলল, 'তবে ও আমাকে ফলো করেনি। আর কে বেরিয়েছিল?'

'জানি না, বস্।' আতাসী হাতের সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল। 'এ ঘর থেকে বের হবার আরেকটা দরজা আছে। এত ভিড়ে কে কোথায় গেল খেয়াল রাখা যায় না। আজহারী মরবে কেন, বস্! ও ছিল আমাদের মধ্যে সবচে' বুদ্ধিমান, বয়স্ক। সাংবাদিক লোক।'

'সেজন্যেই ওকে মারা হয়েছে।'

'বস্,' আতাসী বলল। 'মিশন এখানেই শেষ করুন। দলের ভেতর বিশ্বাসঘাতক নিয়ে আরও এগুবেন?'

'বিশ্বাসঘাতকের মূল বের করার জন্যে এ মিশন,' বলল রানা। 'হয়তো আমাদের সবারই জীবন দিতে হবে।'

'কিন্তু, বস্...'

'তর্ক কোরো না, আতাসী।' রানার কণ্ঠস্বর দৃঢ়, কিছুটা উগ্র। হুইস্কির অর্ডার দিয়ে আতাসীকে দ্রুত কিছু নির্দেশ দিল ও।

কথা শেষ করতেই আতাসী বলল, 'বস্...'

'কোন আর্গুমেন্ট আমি শুনতে চাই না।' রানার দৃঢ়, উগ্র কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল যেন। মার্সিয়াকে দেখা গেল বারের দিকে এগিয়ে আসতে। রানার দিকে দৃষ্টিবাণ হেনে সার্ভ করতে লেগে গেল। ওর বান্ধবীরা হাসছে রানার দিকে চেয়ে। রানার চোখ দরজায়। ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে জর্দানা-বেশী ফায়জা। ওর চোখ সারা হল ঘুরে ফিরছে। চোখে-মুখে ক্লান্তি। চিন্তান্বিত। হঠাৎ মার্সিয়াকে দেখে ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল খুশিতে। সুটকেস নামিয়ে রেখে কিছুটা এগিয়ে গেল ফায়জা। তারপর দু'জন প্রায় দৌড়ে এসে দু'জনকে জড়িয়ে ধরল।

সবার দৃষ্টি ওদের দু'জনের উপর। কিছুক্ষণ 'মার্সিয়া, ও মার্সিয়া আর জর্দানা, আমার ছোট্ট জর্দানা' ইত্যাদি শোনা গেল। তারপর মার্সিয়া সোলজারদের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল খুশিতে। ফায়জাকে বলল, 'দেখো, এগুলো তোমাকে কিভাবে দেখছে। এখানে আসার আগে তোমার সঙ্গে করে রাইফেল আনা উচিত ছিল।' নিজেই হাসল, বলল, 'এরা নিজেদেরকে শিকার বাহিনী বলে। চোখের দিকে চেয়ে দেখো, শিকারী বেড়াল!'

হুল্লোড় করে উঠল সৈন্যরা। মার্সিয়া সামনের অফিসারটির গালে আদুরে চড় দিয়ে ফায়জার সুটকেস তুলে নিল হাতে। বলল, 'এদের মধ্যে বেশিক্ষণ থাকা

নিরাপদ না।'

একজন সিভিলিয়ান পোশাক-পরা লোক এগিয়ে গেল ওদের সামনে। মার্সিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল, 'এই যে, ক্যাপ্টেন।'

ক্যাপ্টেনের চোখ তখন ফায়জার উপর। চোখ না তুলেই জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বোন!'

'হ্যাঁ, জর্দানা। এর কথাই বলেছিলাম। জর্দানা, ইনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি, রোবার্টো পুচ্চেল্লি। ইটালিয়ান অরিজিন। টাগার্ট ফোর্টে থাকেন।' মার্সিয়া হাসল, 'আমার বোন কিন্তু রোমানদের ভক্ত।'

ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি অন্য কথা বলল, 'মার্সিয়া তোমার বোন-ভাগ্য ভাল।' ফায়জাকে বলল, 'মিস ক্লাসকিন, তুমি আসবে জানতাম। কিন্তু তুমি যে এত সুন্দরী তা জানতাম না।'

'আপনি জানতেন, আমি আসব!' ফায়জার কণ্ঠে সত্যিকারের বিস্ময়।

'জানতো,' উত্তর দিল মার্সিয়া। 'ক্যাপ্টেন...'

'মার্সিয়া, বোনকে এখনই ভয় পাইয়ে দিয়ো না,' ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি বলল। 'পনেরো মিনিট পর একটা কেবল-কার ছাড়বে। আমি সুন্দরী মহিলাকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে পারি...'

'সুন্দরী মহিলা এখন তার বোনের ঘরে যাবে,' মার্সিয়া বলল। 'গোসল করবে; ফ্রেশ হয়ে তারপর অন্য কথা। দেখছ না, রোদে-গরমে কি শ্রী হয়েছে?'

'তবে পরের কেবল-কারের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়,' ক্যাপ্টেন না দমে বলল।

'ঠিক আছে,' মার্সিয়া বলল। 'আজ আমিও যাব।'

'দু'জন।' ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি হাতের পাত্রে চুমুক দিল। হাসল, স্বগতোক্তির মত করে বলল, 'রাত, আজ তুমি শেষ হয়ো না!'

মার্সিয়া আর ফায়জা বারের পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে চলে গেল। রেকর্ডে বেজে উঠল যুদ্ধের সুর। সবার পরিচিত গান। একসঙ্গে অনেকগুলো মাতাল-কণ্ঠ রেকর্ডের সঙ্গে গাইতে লাগল কোরাস।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল এক এক করে: ইয়াফেজ, সালাল, আব্বাস। রানা তিনজনের মুখের প্রতিটি মাংসপেশী জরিপ করল। তারপর আস্তে করে বলল, 'আজহারীকে দেখেছ?'

'না তো!' সালাল বলল, 'খুঁজে দেখব?'

'না,' রানা আস্তে করে বলল। 'দেরি হয়ে গেছে।'

'আজহারী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?' আব্বাসের প্রশ্ন।

'বিশ্বাসঘাতকতা কেউ করেছে নিশ্চয়ই,' বলল রানা। 'কিন্তু আজহারী নয়।'

'এরা তবে আমাদের খবর...'

কথাটা শেষ করতে পারল না ইয়াফেজ।

'পেটোহ টিকভা' নাইট ক্লাবের দু'দিকের দরজাই সশব্দে খুলে গেল। হুড়মুড় করে ঢুকল একদল সৈন্য। সশস্ত্র মিলিটারি পুলিস। সবার হাতে মেশিন-কারবাইন। দ্রুত পদক্ষেপে লাইন করে দৌড়ে ঘরের চার দেয়ালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল,

কারবাইন প্রস্তুত। সবার আঙুল ট্রিগারে। সমস্ত ঘরে স্তব্ধতা নেমে এল। কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্যে। তারপর গোটা ঘর ভরে গেল ভয় ও বিস্ময়-ধ্বনিতে। রানা তার সঙ্গীদের মুখ দেখল। চুমুক দিল হুইস্কিতে।

তাদের দিকে এগিয়ে আসছে একজন কর্নেল। রানার পিছন থেকে বারের গোল চত্বরের ভেতর বসে থাকা লোকটা ভীত আর্তনাদ করে উঠল, 'কর্নেল ফ্রেমন্ট!'

'এখানে কয়েকজন লোক খুঁজছি,' ফ্রেমন্ট বলল।

'ফেদাইন!' ভয়ে চিঁচিঁ করে উঠল মোটা লোকটার গলা, 'আবার ফেদাইন...'

'না,' চারদিকে তাকিয়ে বলল কর্নেল ফ্রেমন্ট, 'না, ভয় পাবার কিছু নেই। আমাদেরই লোক, শাস্তি দেয়া হয়েছিল। জেল থেকে পালিয়েছে।'

'বস্, আমরা না,' আতাসী বলল মহাস্বস্তির সঙ্গে।

'আমরাই,' রানা বলল। 'ও চালাকি করছে।'

কর্নেল ফ্রেমন্ট এগিয়ে গেল ঘরের মাঝখানে। বলল, 'এখানে যারা এসেছে তাদের মধ্যে স্বেচ্ছা-বাহিনীর লোকই বেশি। হোগানার মেজর এবং ক্যাপ্টেন যারা আছেন তারা এখানে আসুন।'

চারজন লোক এগিয়ে এসে কর্নেলের সামনে স্যালুট করে দাঁড়াল। কর্নেল বলল, 'আপনারা আপনাদের সব অফিসার এবং লোকদের চেহারা মনে করতে পারবেন?'

'পারব, স্যার।'

'গুড!' বলল কর্নেল, 'আপনার লোকদের এক এক করে চেহারা দেখে দেখে বের করে দিন ক্লাব থেকে।'

'তার দরকার হবে না, কর্নেল।' এগিয়ে এল মার্সিয়া। মুখে রহস্যের হাসি, হাঁটায় সেই ছন্দ। বলল, 'আপনি কাদের খুঁজছেন আমি জানি।'

রানা তাকিয়ে আছে মার্সিয়ার চোখে।

'তুমি তো ফোর্ট টাগার্টে যাও, না? হ্যাঁ, মনে পড়েছে তোমার নাম মার্সিয়া।' কর্নেল বলল, 'তুমি জানো?'

'হুঁ।' সবার দিকে তাকাল মার্সিয়া। রানার উপর চোখ পড়তেই জ্বলে উঠল তার চোখ, বলল, 'এই লোকটা...কর্নেল, এ আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল টাগার্টের কথা। আর...আর আমি মেজর জেনারেল রাহাত খানের কথা শুনেছি কিনা।'

'মেজর জেনারেল!' রানার দিকে তাকাতেই দু'জন কারবাইনধারী রানার দু'পাশে দাঁড়াল। কর্নেল তাকাল মার্সিয়ার দিকে। বলল, 'মার্সিয়া, তুমি সত্যিকারের একজন জিওনিস্ট, দেশ-প্রেমিকা, বুদ্ধিমতী।'

'হ্যাঁ,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা, 'সত্যি তাই।'

দোতলার ঘরে জানালার পর্দা সরিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ফায়জা দেখল রানা এবং তার চার সঙ্গীকে দুটো গাড়িতে তোলা হলো। অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও। তারপর আছড়ে পড়ল বিছানায়। বালিশে মুখ চেপে ধরল। কাঁদছে।

দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল মার্সিয়া। দেখতে লাগল ফায়জাকে। একটু

পরে বলল, 'দলেরই কেউ হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। হ্যাঁ, তাই করেছে...' একটু থেমে মার্সিয়া বলল, 'কেউ খবর দিয়েছে কর্নেলকে। কর্নেল অবশ্যি এত তাড়াতাড়ি বের করতে পারত না, আমিই দেখিয়ে দিলাম!'

'তুমি!' বালিশ থেকে মুখ তুলল ফায়জা। আবার বলল, 'তুমি?'

'রানা ধরা পড়তই। আমি সেই সুযোগে নিজের পজিশনটা ঠিক করে নিলাম।' সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল মার্সিয়া।

'তাই বলে রানাকে ধরিয়ে দিলে?' উঠে দাঁড়াল ফায়জা। লাইট জ্বেলে দিল। হয়তো দেখতে চায় মার্সিয়ার মুখ।

'হ্যাঁ,' মার্সিয়া বলল, 'এখন আমরা দু'জনই সন্দেহমুক্ত।'

'কিন্তু তাতে কি হবে?' ফায়জা বসে পড়ল বিছানায়। বলল, 'রানাই তো নেই।' দু'হাতে মুখ ঢাকল। মার্সিয়া ওর পাশে বসে পিঠে হাত রেখে বলল, 'রানা আছে। আমার কেন জানি বিশ্বাস হচ্ছে রানার কিছু হবে না। যদিও আমি ওকে এই প্রথম দেখলাম, জেনারেল আরাবী নিজে আমার কাছে যে খবর পাঠিয়েছিলেন তাতে ওর সম্পর্কে জানিয়েছিলেন, ওকে যেন বিশ্বাস করি। রানা অপ্রতিরোধ্য। আরাবী বাজে মন্তব্য করার লোক না। তাছাড়া ওকে নিজে দেখেছি। ওর কিছু হবে না, দেখে নিয়ো।' মার্সিয়া ফায়জার মুখ উঁচু করে বলল, 'ওকে আমি একদিন দেখেই বিশ্বাস করেছি, তুমি করো না?'

উত্তর দিল না ফায়জা। পানি ভরা চোখ দুটো শুধু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মার্সিয়া রুমাল বের করে ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল, 'রানাকে তুমি ভালবাস?'

ফায়জা মাথা ঝাঁকাল। অসহায় সম্মতি—বাসে।

'রানা তোমাকে বাসে?'

'জানি না,' বলল ফায়জা। 'ওর সঙ্গে কায়রোতে আলাপ মাসখানেক আগে। কায়রো থেকে ভুলিয়ে কত কথা বলে ঢাকায় নিয়ে যায়। ওখানে গিয়ে আবার এটা সেটা বলে ঢুকিয়ে দেয় এক ট্রেনিং সেন্টারে। আমাকে ষোলো ঘণ্টা রুটিন করে স্পাই ট্রেনিং দেয়া হত। প্রথম দু'দিন ও নিজেও ছিল আমার সঙ্গে, তারপর উধাও হয়ে যায়। আবার দেখা হয় মাত্র এই তিনদিন আগে। নিয়ে আসে কায়রোয়। ওখানে রেখে কিছু না বলে চলে যায়। একদিনও আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলেনি! না, ও আমাকে ভালবাসে না।' একটু থেমে ফায়জা বলল, 'ও ভালবাসতে জানেই না।'

মার্সিয়া হাসল ফায়জার দিকে তাকিয়ে। বলল, 'তুমি একেবারেই ছেলেমানুষ,' উঠে দাঁড়াল, 'হাতে সময় কম। ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

সব গুছিয়ে ঘর থেকে বেরুবার সময় ফায়জা দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'মার্সিয়া, তুমি সত্যি বিশ্বাস কর, রানার কিছু হবে না?'

'বিশ্বাস করি।' মার্সিয়ার কণ্ঠে অবিশ্বাসের লেশমাত্র নেই।

'গাড়ি থামাতে বলো, কর্নেল,' রানা ফিসফিস করে কর্নেল ফ্রেমন্টের কানের কাছে মুখ নিয়ে শীতল, হুকুমের ভঙ্গিতে বলল কথা ক'টা।

কর্নেল ফ্রেমন্ট রানার দিকে চমকে হতবাক হয়ে তাকাল। রানা চাউনি-টাউনি

উপেক্ষা করে গজগজ করল রাগে। কর্নেল দ্বিধান্বিত হয়ে 'স্টপ!' বলে চেঁচিয়ে উঠল। হার্ড ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল শেভ্রোলে।

'গর্দভ, বোকার হদ্দ।' রাগে রীতিমত কাঁপছে রানার কণ্ঠ। 'তুমি সব পরিকল্পনা দিলে ভণ্ডুল করে। দেখো, ফ্রেমন্ট, কাল তোমার চাকরিটা থাকে কিনা। কোর্ট মার্শালও হতে পারে।'

'মানে,··· কি যা তা বলছেন? মাথা খারাপ নাকি?'

রানা আবার সব উপেক্ষা করে বলল, 'এই মেজর জেনারেল রাহাত খানের কথা জানো কিছু?'

'হ্যাঁ, কাল রাতে ফোর্ট টাগার্টে ডিনারে গিয়েছিলাম।'

'কর্নেল ইউরিস বলেছে কিছু? তার সম্পর্কে আলোচনা করেছে?'

মাথা নাড়ল কর্নেল ফ্রেমন্ট। রানা আরও অস্থির হয়ে পড়ল। উরুতে হাত চাপড়ে বলল, 'আর কি, দেশের কারও আর জানতে বাকি রইল না। হায় সেন্টজিওন। সর্বনাশ হয়ে গেল!' রানার পাঁজরায় পাশে বসা এম. পি-র কারবাইনের খোঁচা আলগা হয়ে গেছে। সাবধানে একটা কার্ড বের করল রানা। এম. পি-দের দিকে আগুনেদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সামনে ড্রাইভার এবং অন্য এক গার্ডের মাঝে বসা আতাসীকে দেখল। সেও হতবাক! এরা দু'জনই উঠেছে কর্নেলের গাড়িতে। কার্ডটা গোপনে কর্নেল ফ্রেমন্টের হাতে দিল।

ফ্রেমন্ট টর্চ জ্বেলে নিরীক্ষণ করল কার্ডটা। রানা বলল, 'এক্ষুণি ব্যারাকে চলুন, কর্নেল ফ্রেমন্ট। আমি তেল-আবিবের সঙ্গে যোগাযোগ করব। চাচাকে সব জানানো দরকার।'

'চাচা?' রানার দিকে চাইল কর্নেল ফ্রেমন্ট। আবার দেখল কার্ড। বলল, 'আপনার চাচা···জেনারেল দায়ান আপনার চাচা?'

'আপনি কি ভেবেছিলেন?' রানা টিটকারি-হাসি হাসল, 'মিকি মাউস?' রানার মুখের ভাব আবার স্থির এবং দৃঢ় হলো। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'ব্যারাক এবং তাড়াতাড়ি।'

গাড়ি চলল কর্নেলের ইশারায় অন্যদিকে। হ্যাঁ, ব্যারাকের দিকে।

রানা ক্ষিপ্তভাবে তাকাল এম. পি-র দিকে। বলল, 'উটের মত হাঁ করে ওটা ধরে রেখেছ কেন।' কারবাইনের মাথা ধরে সরিয়ে দিল। গার্ডও শুনেছে দায়ানের নাম। ও-একটু হতবাক হয়ে গেল। সামনের সীটে আতাসীও তার পাশে বসা গার্ডের হাতের কারবাইন সরিয়ে দিল। হঠাৎ রানা গার্ডের হাত থেকে টান মেরে কারবাইনটা খসিয়ে নিয়ে পাঁজরায় প্রচণ্ড গুঁতো দিল কারবাইনের বাঁট দিয়ে। ককিয়ে উঠল গার্ড, জ্ঞান হারাল সঙ্গে সঙ্গে। রানা তখন কর্নেলকে চেপে ধরেছে জানালার সঙ্গে। কারবাইন কর্নেলের পেটে চেপে ধরল। একটু নড়তেই গুঁতো খেলো কর্নেল। রানা বলল, 'কেউ নড়বে না। নড়লেই কর্নেলের পেট ঝাঁঝরা হয়ে যাবে গুলিতে।'

আতাসীর হাতেও একটা কারবাইন। ও গাড়ির জানালায় চেপে বসে ড্রাইভার এবং গার্ডকে বলল, 'কি খবর, সোনামণি? এবার গাড়িটা থামাবে?'

থেমে গেল গাড়ি।

রানা গাড়ির জানালা দিয়ে দেখতে পেল ব্যারাকের আলো। কারবাইনের গুঁতো দিল কর্নেলের পাঁজরায়। বাঁ হাতে কর্নেলের পকেট থেকে বের করে নিল দুটো পিস্তল।

'বেরোন!' গুঁতো দিল কারবাইনের।

কর্নেল ফ্রেমন্ট এখনও সব বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু অভিজ্ঞ অফিসার জানে এ সময় কি করতে হয়।

দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে গেল কর্নেল।

রানা বলল, 'মাথার পেছনে হাত রেখে দাঁড়ান। হ্যাঁ, গুড। আতাসী, তোমার সঙ্গীকে নিয়ে কর্নেলের পাশে গিয়ে দাঁড়াও।' রানার কারবাইন এবার ড্রাইভারের কানের কাছে ধরা। আতাসী গার্ডকে নিয়ে নেমে গেলে রানা ড্রাইভারকে নামতে নির্দেশ দিল। ওদের তিনজনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে ওদের পিছনে টার্গেট করল আতাসী। রানা অন্য পাশের দরজা খুলে পা দিয়ে ঠেলে বাইরে ফেলল দ্বিতীয় গার্ডের অজ্ঞান দেহ। উঠে বসল কর্নেলের সীটে। আতাসী এসে উঠল ড্রাইভিং সীটে।

পুরো ঘটনা ঘটতে লাগল এক মিনিট। কালো শেভ্রোলে ছুটে চলল আবার।

'মেজর দায়ান, ইউ আর গ্রেট!' আতাসী বলল। রানার চোখ ব্যারাকের গেটে। বলল, 'স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যাও।'

ঘণ্টায় কুড়ি মাইল বেগে গেট পার হলো। তারপর চেক-পোস্টের গেটটা আপনা থেকে খুলে গেল। কালো শেভ্রোলের সামনে উড়ছে ত্রি-কোণ নিশান।

আধ মাইল ছুটে চলার পর দেখল সামনে পাহাড় থেকে দেখা সেই লেকটা। লেকের ওপাশে পাইন আর অলিভ গাছ। এপাশে ব্যারাক। গাড়ির গতি কমিয়ে দিল আতাসী। সামনে রেলিং। এখানে রাস্তা শার্পটার্ন নিয়েছে। আতাসী বলল, 'যাচ্ছিলাম!' রানার দিকে তাকাল। হঠাৎ কি ভেবে জোরে ব্রেক কষল আবার। সামনে হুমড়ি খেয়ে গাড়ি থেমে গেল।

রানা বুঝল আতাসী কি করতে চায়। বলল, 'বেদুইন তোমাকে দেশে নিয়ে যাব আমি।' কারবাইন দুটো দু'হাতে নিয়ে নেমে গেল। আতাসী গাড়ি ফার্স্টগিয়ারে দিয়ে চোক টেনে দিল। শেভ্রোলে সচল হতেই লাফিয়ে পড়ল বাইরে। একটুও বাধা পেল না কাঠের রেলিং-এ, গোঁ-গোঁ করে শেভের ফার্স্টগিয়ারে দেয়া ইঞ্জিন রেলিং ভেঙে ছুটে গেল। পরক্ষণে ছিটকে পড়ল বিশ ফুট নিচে হ্রদের পানিতে। থপাস করে শব্দ হলো।

দু'জন ঝুঁকে পড়ে দেখল চিত হয়ে পড়েছে শেভ্রোলে। আলো এখনও জ্বলছে। দেখা যাচ্ছে তলিয়ে কোথায় গেছে গাড়িটা। রানা একটু ভেবে মাথার টুপিটা ঘুরিয়ে ফেলল পানিতে। চিত হয়ে পড়ল টুপিটা। ভাসছে, পানিতে গাড়ি পতনের আন্দোলনে ভারসাম্য বজায় রেখে ভাসছে। গাড়ির ভেতর থেকে বুদ্বুদ উঠছে। আস্তে নিভে গেল আলোটা।

দূরে, পিছন থেকে একটা আলোর কম্পন দেখা গেল। কয়েকটা গাড়ি এগিয়ে আসছে। ওরা দু'জন কারবাইন দুটো চেপে ধরে দৌড়ে গিয়ে রাস্তার ধারে পাইন গাছের পাশে দাঁড়াল। গাড়িগুলো হুড়মুড় করে এসে পড়ল ভাঙা রেলিং-এর কাছে।

থমকে দাঁড়াল প্রথম গাড়িটা। ব্রেক কষল পিছনের গাড়ি দুটোও।

প্রথম গাড়িটার তিনজন রেলিং-এর কাছে দৌড়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড পর শোনা গেল একজনের কণ্ঠ, 'কর্নেল, গাড়িটাকে ষাট মাইল বেগে এদিকে ছুটে আসতে দেখেছি, ওরা অন্ধকারে এই বাঁকটা দেখেনি। পানিতে পড়েছে। এখানে পানি একশো মিটার গভীর।'

'গাড়ি হয়তো পড়েছে। কিন্তু ওরা পালিয়ে যেতে পারে আমাদের ফাঁকি দিয়ে।' কর্নেল ফ্রেমন্টের পরিষ্কার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, 'ব্যারাকে খবর দাও, দু'শো লোক পাঠাতে বলো এখুনি। ওরা হয়তো পাইনের জঙ্গলে লুকিয়েছে।'

এক সার্জেন্ট ঝুঁকে পড়ে হ্রদের পানি দেখছে। হাতে টর্চ, হঠাৎ বলে উঠল, 'স্যার একটা হ্যাট!'

কর্নেল এগিয়ে গেল রেলিঙের ধারে। ঝুঁকে দেখল। তারপর ফিরে এল গাড়ির কাছে।

'হ্যাঁ, মেজরের হ্যাট,' কর্নেল বলল আপন মনেই যেন, 'লোকটা দুঃসাহসী ছিল। দুঃসাহসী লোকটার এভাবে মৃত্যু···সত্যি দুঃখজনক।'

পাঁচ

কেবল্-কার প্রায় খাড়া উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা অসম্ভব এবং ভয়াবহ মনে হলো ফায়জার এই প্রথম। গরম সোয়েটার পরেছে, তবু ঠাণ্ডা লাগছে। কারণ বেশ উঁচুতে এসেছে। ইংরেজী বর্ণমালার 'টি' বর্ণের মত পিলারগুলো দুই হাতে ধরে রেখেছে, দুটো কেবল-লাইন। তার সঙ্গে ঝুলে আছে এ ছোট কুঠুরীটা।

ছুটে চলেছে টাগার্ট ফোর্টের দিকে, উঁচুতে। নিচে গভীর খাদ, অসমতল খাড়ি।

কেবল-কারের যাত্রী মোট ছ'জন। ফায়জা, মার্সিয়া, ক্যাপ্টেন পুচ্চেলি, দু'জন সোলজার, একজন সাদা পোশাকের লোক, হয়তো গুপ্ত-বাহিনীর কেউ-কেটা। কেউ-কেটা না হলে কেউ টাগার্টে যেতে পারে না। অবশ্যি সুন্দরী হলে, মার্সিয়ার মত বিশ্বস্ত হলে, অন্য কথা।

সবাই রড ধরে দাঁড়িয়েছে। ফায়জা ডান হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে রড, বাঁ হাত রেখেছে মার্সিয়ার কাঁধে। ভীষণ বাতাস বাইরে। নাগর-দোলার মত দুলছে কেবল-কার।

ফায়জার পিছনে ইটালিয়ান ক্যাপ্টেন আরও কাছে ঘেঁষে এল। হাত রাখল ফায়জার কাঁধে। রামের গন্ধে ভুরভুর মুখ কানের কাছে এনে জিজ্ঞেস করল, 'ভয় লাগছে?'

'ভয়?' ফায়জার মনে হলো, ভয় করার অনুভূতি তার আর নেই। বলল, 'না, লাগছে না। তবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি: কেবল-কার ছিঁড়ে পড়ে যেতে পারে?'

'না!' ক্যাপ্টেনের হাত কাঁধ থেকে নেমে গেল। বেষ্টন করল ফায়জার কোমর। নিজের দেহের সঙ্গে চেপে ধরল। বলল, 'ছিঁড়লেও ভয় নেই, তুমি আমার

কাছে আছ।'

মার্সিয়া এদিকে না তাকিয়েই বলল, 'রোবার্টো ওকথা এতদিন আমাকেই বলত।'

'সিনোরিনা মার্সিয়া ক্লাসকিন আমি একেবারেই সাধারণ পুরুষ মানুষ,' রোবার্টো পুচ্চেল্লি বলল। 'আমার আর একটা হাত যখন নেই তখন—গেস্ট ফার্স্ট।'

ফায়জা অনুভব করছে হাতটা স্থির থাকছে না। ওর গা ঘিনঘিন করে ওঠে।

আতাসী একটা টেলিফোন-পোস্টের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা পায়ে পিষে দিল। তার চোখ কিছুদূরের একদল নাইট সেন্ট্রির ওপর। একশো গজ দূরে রাস্তার উপর পায়চারি করতে করতে ওরা থমকে দাঁড়িয়েছে অন্ধকারে। পেছনে ব্যারাকের ঢাকা-দেয়া মৃদু আলো। কথা শোনা গেল। ওরা এগিয়ে গেল ব্যারাকের গেটের দিকে।

আতাসীর চোখ এবার উঠে গেল পোস্ট বেয়ে ওপরে। পোস্টের মাথায়, ক্রস-বারের সঙ্গে মিশে আছে মাসুদ রানা।

রানার হাতে অদ্ভুত আকারের ছুরি। বিশেষ ভাবে তৈরি: 'একের মধ্যে চার,' রানা ফোল্ড খুলে, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ওটাকে ওয়্যারকাটার বানিয়ে নিল। পরপর আটবার কুট শব্দের সঙ্গে আটটা তার ঝপ, ঝপাৎ করে ঝোপের উপর পড়ল। ছুরি ফোল্ড করে সাঁৎ করে নেমে এল রানা নিচে। বলল, 'কিছুটা নিরাপদ হওয়া গেল।'

'কিছুক্ষণের জন্যে হলেও এরা ব্যস্ত হয়ে পড়বে।' মেশিন-কারবাইন কাঁধে ফেলে রানার পিছু নিল আতাসী। গভীর পাইন আর অলিভ গাছের ভিতর দিয়ে ওরা দৌড়ে চলল পাহাড়ের দিকে। ওখান থেকে নিচে নামতে হবে।

ফায়জার কপাল কেবল-কারের জানালায় ঠেকানো। কোমর জড়িয়ে ধরা হাতটা আরও দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। সোয়েটারের ভেতরে যেতে চাইছে। ফায়জা বাধা দিল না। দম বন্ধ করে উপরের দিকে দেখতে চেষ্টা করল। এখন আরও খাড়াভাবে উপরের দিকে উঠছে কার। ফোর্ট টাগার্ট চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। রূপকথার দুর্গ! আবার ভয় পাচ্ছে ফায়জা। একটু কেঁপে গেল। পুচ্চেল্লির হাতটা আরও কাছে টেনে নিল ফায়জাকে। ফ্যাঁস-ফ্যাঁসে কণ্ঠে বলল কানের কাছে, 'ভয় কি, সিনোরিনা, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তাই হোক,' মৃদু কণ্ঠে বলল ফায়জা, যেন কোন ভৌতিক কণ্ঠ। রানার মুখটা মনে পড়ল। ও এখন কোথায়?

মেঘ সরে গিয়ে সারা স্টেশনটা আলোকিত হয়ে উঠল। রানা আর আতাসী উল্টো দিক থেকে লাইন পার হয়ে জমা-ঘরের ছায়ায় এসে দাঁড়াল দেয়ালে হেলান দিয়ে। ওদের চোখ গেল লাইন পার হয়ে কানান শৃঙ্গে। আলোকিত ফোর্ট টাগার্ট। কেবল-কার একটা উঠছে, ছুটে যাচ্ছে দুর্গের দিকে, অন্য একটা নামছে।

'বস্, দিনের মত আলো,' আতাসী বলল। 'আজ দশ দিনের চাঁদ।'

রানা আকাশে তাকিয়ে বলল, 'এখনও আকাশে অনেক মেঘ।' নিচু হয়ে তার

বিদঘুটে চাবিটা জমা-ঘরের দরজায় লাগিয়ে চাপ দিল। দু'জন ভেতরে গিয়ে আবার দরজা বন্ধ করল।

রানা তাদের মালপত্র বের করল। নাইলনের দড়ি কেটে ফেলল, কিছুটা জড়িয়ে নিল কোমরে। বেশ কিছু হাত-বোমা এবং প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ভরল ক্যানভাস ব্যাগে। তারপর বলল, 'নাইলনের দড়ি নিলাম প্রয়োজন মত। তোমার আর আমার ব্যাগ থেকে এক্সপ্লোসিভ কিছু কিছু করে। ওরা বুঝতে পারবে না আমরা এখানে এসেছিলাম। যা যেভাবে আছে রেখে যাব।'

'কিন্তু রেডিও...'

'ওটাও এখানে থাকবে। ওদের জানতে দেয়া হবে না যে আমরা হ্রদের পানিতে ডুবে মরিনি। এখানে বসে ট্র্যান্সমিট করতে গেলে ধরা পড়ে যেতে পারি। তাই নিরাপদ জায়গায় গিয়ে ট্র্যান্সমিট করে যথাস্থানে রেখে যেতে হবে।'

'নিরাপদ জায়গা পুরো ইসরাইলে নেই, বস্।'

'আছে। মেয়েদের ওয়েটিং-রুম।'

আস্তে, অনেক কায়দা করে কেবল-কারটা সফর শেষ করে ঢুকল টাগার্টের কেবল-স্টেশনে। ঝাঁকি খেয়ে থামল। দরজা খুলে নামল সবাই। আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন। ক্যাপ্টেন ফায়জার সুটকেস নিতে নির্দেশ দিল একজন সোলজারকে। ফায়জার পিঠের উপর দিয়ে হাত নিয়ে বাহুমূল প্রায় খামচে ধরল। একটা টানেলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে সুরঙ্গের অন্য মুখে পৌঁছাল। সিঁড়ির দু'মুখে লোহার গেট। স্টেনগানধারী সেন্ট্রির কঠোর মুখ। তার পাশে বিরাট জিভ বের করা ডোবারম্যান পিনশার সবাইকে দেখছে। উপরে বেশ শীত। খোলা সিমেন্ট বাঁধানো প্রাঙ্গণ। সেখানে তারপুলিন মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনারেল প্রেমিঙ্গারের হেলিকপ্টার। তার নিচে একজন পাইলট কিছু ঘষামাজা করছে। ফায়জা হাসল ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লির দিকে চেয়ে। পুচ্চেল্লির হাত ফায়জার নরম বাহু-মূলে আরও বসে গেছে।

'এই দুর্গ, পুরুষের রাজত্ব,' বলল ক্যাপ্টেন।

'দেখলে মনে হয় একটি মেয়েও হয়তো নেই। ধরুন, আমি যদি আত্মরক্ষার জন্যে পালাতে চাই ক্ষুধার্ত সৈনিকের খপ্পর থেকে?'

'সহজ উপায় আছে।' হাসল পুচ্চেল্লি হো হো করে। হাসি থামিয়ে বলল, 'তোমার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে এক লাফ দেবে। কয়েকশো গজ শূন্যে ভেসে নিচে গিয়ে ঢালে পড়ে কিছুদূর গড়িয়ে নামবে। তুমি তখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অবশ্যি সংখ্যায় নগণ্য হলেও দু'একটা মেয়ে এখানে আছে।'

মার্সিয়া বলল, 'ক্যাপ্টেন, প্রথম দিনই তুমি আমার বোনকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ।'

মেয়েদের ওয়েটিং-রুমের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে রেডিও খুলে বসল রানা। কোড-বুক দেখে পেন্সিল দিয়ে একটা মেসেজ তৈরি করে আতাসীর কোলে কোড-বুক ছুঁড়ে দিল। বলল, 'এটা পুড়িয়ে ফেলো।'

'পুড়িয়ে ফেলব?' কথাটা না বুঝে আতাসী জিজ্ঞেস করল, 'এটা আর লাগবে

না?'

কল-অ্যাপ হ্যান্ডেল ঘুরাতে ঘুরাতে মাথা নাড়ল রানা, 'না।'

জেনারেল আরাবী ঝুঁকে পড়লেন। শুনলেন, রেডিও-কণ্ঠ বেজে উঠল, 'এম. আর. নাইন। এম. আর. নাইন, মিস্টার নাইন।'

অপারেটর বলল, 'সবাই এখানে আছে—বলুন।'

'কোড। রেডি? ওভার।'

'রেডি। ওভার।'

রানা মেসেজ দিল: 'আজহারী নিহত। সালাল, আব্বাস এবং ইয়াফেজ বন্দী। আমি ও আতাসী শত্রুপক্ষের কাছে মৃত। দুর্গে এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছাব। নব্বই মিনিটের মধ্যে ট্র্যান্সপোর্ট প্রয়োজন। ওভার।'

আরাবী অপারেটরের লেখা মেসেজ দেখে মাইক্রোফোন নিজের হাতে নিলেন। বললেন, 'এম. আর. নাইন, জেনারেল বলছি।' কেঁপে গেল বিশালদেহী জেনারেলের ভারী কণ্ঠ। বললেন, 'এখানেই শেষ করো। মিস্টার নাইন, এখানেই মিশন শেষ। আর এগুবার দরকার নেই। নিজেকে বাঁচাও। ওভার।'

'আপনি রসিকতা করছেন!'

'কিন্তু যা বলেছি তুমি তা শুনেছ।' এবার জেনারেলের কণ্ঠ পরিষ্কার এবং স্পষ্ট। বললেন, 'এটা অর্ডার। মিশন ইজ ওভার, ইটস অ্যান অর্ডার। ওভার।'

একমুহূর্ত নীরবতার পর রানার কণ্ঠ শোনা গেল, 'ফায়জা এখন দুর্গের ভেতর। ওভার অ্যান্ড আউট।'

কেটে গেল লাইন। অপারেটর তাকাল জেনারেল আরাবীর দিকে। আরাবী বসে পড়লেন চেয়ারে। কপাল চেপে ধরলেন দুই আঙুলে।

ত্রিশ সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল আরাবী। বললেন, 'চলো, কর্নেল, এয়ার-ফিল্ডের দিকে যাওয়া যাক, যাবে?'

উঠে দাঁড়াল কর্নেল সিক্স। বলল, 'আরও দূরে যেতে পারি। সব কিছুর জন্যে আমি দায়ী।'

জেনারেল বললেন, 'কর্নেল, আমি বুঝতে পারছি এত বড় একটা মিশন ব্যর্থ হওয়াতে তোমার কেমন লাগছে। দরকার হলে মরতেও পারো তুমি এখন।'

কর্নেল নীল চশমার ভিতর দিয়ে চেয়ে থেকে নীরবে তুলে নিল স্টেনগান। বলল, 'শুধু মরতে নয়, শত্রুর মুখোমুখিও হতে পারি, স্যার!'

'মিশন ইজ ওভার!' আতাসী মাথা নাড়ল, 'না বস্, তা হতে পারে না। আপনি ঠিকই বলেছেন। ফায়জা দুর্গের ভেতর চলে গেছে। আমরা কেটে পড়লে ফায়জা ধরা পড়ে যাবে। ফায়জা ধরা পড়ার দশ মিনিট পর মার্সিয়া ধরে পড়বে।'

রানা এরিয়াল গুটাতে গুটাতে বলল, 'আতাসী, মার্সিয়াকে তুমি পাঁচ মিনিটও দেখোনি।'

'তাতে হয়েছে কি?' আতাসী বলল, 'প্যারিস হেলেনকে কতক্ষণ দেখেছিল? কয়বার দেখা হয়েছিল অ্যান্টনি-ক্লিওপেট্রার? রোমিও জুলিয়েটকে একবার দেখেই

ভালবেসেছিল। লায়লী মজনু···

'হয়েছে, হয়েছে,' মৃদু হেসে থামিয়ে দিল রানা আতাসীকে। বলল, 'এখন রেডিও ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে।'

দু'জন উঠে পড়ল। রেডিওটা মাল-ঘরে রেখে স্টেশনের গেটের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল ওরা। মিলিটারি লরির আওয়াজ। আলোকিত গেট। ওরা দেয়ালের সঙ্গে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর দৌড়ে গিয়ে বুকিং অফিসের পাশে লুকাল।

বুটের দ্রুত ধ্বনি দ্রুততর হয়ে ছুটে এল। লরি থেকে সোলজার নামছে বাইরে। ছুটে এগিয়ে আসছে দল ধরে। সবাই গেল লেফট লাগেজ-রুমে। খুলে ফেলল দরজা। ভেতরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একজন সার্জেন্ট বের হয়ে এল। চেঁচিয়ে বলল, 'ক্যাপ্টেনকে বলো, সব পেয়েছি। ওরা সত্যি কথাই বলেছে।' সোলজারদের অর্ডার দিল সব বের করে লরিতে তুলতে।

সব হাতে-হাতে তুলে নিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। হঠাৎ সার্জেন্ট রেডিওটা নিল একজন সোলজারের হাত থেকে। নিয়েই এদিক-ওদিক তাকিয়ে ছুটতে লাগল, আর চিৎকার করে উঠল, 'ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন···'

ক্যাপ্টেনকে একবার দেখা গেল। সে-ও দৌড়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল।

সার্জেন্ট বলল, 'রেডিওটা গরম, ক্যাপ্টেন। পাঁচ মিনিট আগেই এখান থেকে ট্র্যান্সমিট করা হয়েছে।'

'অসম্ভব! ওরা তো···'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন, ওরা দু'জন না হলেও ওদের দলে হয়তো আরও লোক আছে।'

'হয়তো গেরিলা। আল-ফাত্তাহ।' তীক্ষ্ণ বাঁশি আর্তনাদ করে উঠল অন্ধকার বিদীর্ণ করে। ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে অর্ডার দিল স্টেশন ঘিরে ফেলতে।

রানা আতাসীর হাত ধরে ইঙ্গিত করে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে গিয়ে পড়ল লেডিজ ওয়েটিং-রুমের দরজায়। ল্যাভেটরির ভেতর গিয়ে তালা মেরে দিল ভেতর থেকে।

'বস্!' আতাসী বলল, 'এখানে গুলি খেলে শোকবার্তায় বলা হবে: ওঁরা কানান পাহাড়ের পাদদেশে সাফেদ শহরের এক লেডিস ল্যাভেটরিতে দেশের জন্যে জীবন দিয়েছেন···'

বাইরে ক্যাপ্টেনের গলায় প্যারেড ফিল্ডের কমান্ড শোনা গেল, 'প্রত্যেকটা ঘর, প্রত্যেকটা কোণ খুঁজতে হবে। ওদের কাছে মেশিন-কারবাইন আছে। অতএব ধরার চেষ্টা করবে না। দেখামাত্র গুলি করবে। এবং হত্যার জন্যেই গুলি।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'শুনেছ?'

'শুনলাম।' কমোডের ওপর বসে পড়ল আতাসী মাথায় হাত দিয়ে।

গুলির শব্দ হলো। গুলি করে তালা খোলা হচ্ছে। রানা দরজা থেকে একটু সরে দাঁড়াল। পাশের ঘরের দরজাও গুলি করে খোলা হলো।

'বস্, সারেন্ডার করবেন?' উঠে দাঁড়াল আতাসী।

'দেখা যাক।'

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দু'জন।

ওয়েটিং-রুমের দরজা মেশিনগানের বাঁট মেরে খোলা হলো। ওরা দরজার দু'পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে দু'জন সোলজার।

একটা গুলি এসে বিদ্ধ হলো ল্যাভেটরির দরজার তলায়।

না আর হলো না। থমকে গেছে। কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'এই, মেয়েদের পায়খানা এটা। দেখতে পাচ্ছিস্ না?' আরেকটা গুলি হলো। অন্য কোথাও লাগল। হাসি শোনা গেল। এবং দু'জনই বের হয়ে গেল। পাশের ঘরে গুলির শব্দ হলো।

'বস্, মেয়েদের বাথরুমে কি ওদের ঢোকা বারণ?'

দম নিল রানা। ট্রিগারের ওপর আঙুল আলগা করে বলল, 'না। ওরা ইচ্ছে করেই এখানে ঢুকল না। কারণ যে আগে ঢুকবে সে মারা যেতে পারে, ওরা জানে। ওরা চেক করছে। কিন্তু রিস্ক নিচ্ছে না। ওদের ভয়কে ওরা ঢাকছে, নিজেরাই একটা অজুহাত বের করে নিচ্ছে।'

ওরা দু'জনই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। আতাসী বলল, 'বস্, আপনি বেঁচে যাবার একটা অজুহাত বের করলেন। এবার?'

'ওদের বিভ্রান্ত করতে হবে,' বলল রানা, 'বাইরে দরজা খোলা আছে কিনা দেখো। খোলা থাকলে ওটা ভেজিয়ে রাখো। সময় খুব কম।' কমোডের ওপর উঠে দাঁড়াল রানা। উঁচুতে একটা জানালা। জানালার কাঁচে চোখ লাগিয়ে কিছু দেখতে পেল না। ঘষা-কাঁচ। জানালা খুলতে হবে। জং ধরে লেগে গেছে বল্টু। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলে ফেলল। থমকে গেল। মিলিটারি লরির মাথা দেখা যাচ্ছে।

আরও একটু উঁচুতে ওঠা দরকার। আতাসী এসে নিচে দাঁড়াল। রানা ওর কাঁধে পা দিয়ে উপরে উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে মাথাটা বের করে দিল বাইরে। না কেউ গুলি করল না। এবার পিঠের ব্যাগ থেকে বের করে নিল একটা গ্রেনেড।

স্টেশনের গেটের কাছে অর্ধ-বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচজন সৈনিক। সবার দৃষ্টি গেটের ওপর। গাড়ি এদিকে পিছন ফেরানো। তিনটে লরির আলো তিনদিক আলো করে রেখেছে। এবং সেজন্যেই তাকে কেউ দেখছে না। রানা 'এক, দুই, তিন' বলে লরির ভেতরে ছুঁড়ে দিল গ্রেনেডটা। এবং কনুইতে ভর দিয়ে আতাসীকে সরে যেতে দিল। আতাসী সরে যেতেই রানা কমোডের উপর নেমে এল।

দুটো বিস্ফোরণ হলো। প্রথম গ্রেনেড তারপর পেট্রল ট্যাঙ্ক। জানালার কাঁচগুলো ভেঙে পড়ল রানার মাথায়। কিছু ঢুকল শার্টের ভিতর। ওরা ল্যাভেটরি থেকে বের হয়ে ওয়েটিং-রুমে আর দাঁড়াল না। সোজা প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল। রানা বলল, 'পাহাড়ের দিকে।'

তিন লাফে প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে এল ওরা নিচে। নিচু হয়ে ছুটতে লাগল। রানার অনুমান মত সবাই ছুটে গেছে বাইরে। যারা যায়নি, তারা ভাবছে বাইরেই ধরা পড়েছে লোক দুটো। এই চমকে যাওয়া মুহূর্তের সুযোগেই পালাতে হবে।

স্টেশনের সীমান্তের ঢাল বেয়ে নেমে ছুটতে লাগল ওরা। নিরাপদ দূরত্বে এসে থামল। আতাসী বলল, 'ওরা এবার ডোবারম্যান পিনশার ছেড়ে দেবে আমাদের ব্যাগগুলো শুকিয়ে। ডোবারম্যান এখানে পৌঁছতে তিন মিনিট নেবে। ওরা দেশ

ভরে ডোবারম্যান পেলেছে আরব ফেদাইন গেরিলাদের ধরার জন্যে।'

রানা হাসল, 'আমি মনে করতাম শুধু উটেই তোমার বিতৃষ্ণা।'

'না, বস্। চতুষ্পদ জন্তুগুলোকেই আমি ভয় পাই।'

'ঠিক আছে,' রানা বলল। 'এখন যেখানে যাব সেখানে তোমার চতুষ্পদ বন্ধুরা তাড়া করবে না।'

আতাসীর চোখে সন্দেহ। 'কোথায় যাব?'

'দুর্গে,' রানা উঠে দাঁড়াল। 'যার জন্যে এখানে এসেছি আমরা।'

ফায়জা মাঝে, একপাশে মার্সিয়া, অন্যদিকে ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি। বিরাট হল-ঘরের পাথুরে দেয়াল আর চারদিকের স্তব্ধতা ফায়জাকে মুহূর্তের জন্যে বিহ্বল করে দিল। একজন এসে দাঁড়িয়েছে হলের অন্য প্রান্তের দরজা দিয়ে। দেখল তিনজনকে তারপর আবার এগিয়ে এল। অনেকটা মার্চের ভঙ্গিতে।

অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে, ফায়জা মনে মনে ভাবল। সোনালী চুল, নীল চোখ, এবং সুন্দরী। তবে আকারে বিরাট। জার্মান অরিজিন মনে হলো। নীল চোখের চাউনি ভীষণ রকমের শীতল। মেটে রঙের ইউনিফর্ম। ক্যাপ্টেনের ব্যাজ বুকে।

'গুড্ ইভনিং, কারিন।' ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লির কণ্ঠে নিরাসক্ত ভাব। বলল, 'এই যে নতুন মেয়েটি, এ হচ্ছে সিনোরিনা জর্দানা ক্লাসকিন। মার্সিয়ার বোন। জর্দানা, ইনি হচ্ছেন কর্নেলের সেক্রেটারি মেয়ে কর্মচারীদের প্রধান, ক্যাপ্টেন কারিন বারজার।'

সুন্দরী মেয়েটি নীল চোখে ফায়জাকে নিরীক্ষণ করে বলল, 'মিস ক্লাসকিন, তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। এসো।' সুন্দরীর সুন্দর কণ্ঠ-স্বরে ইচ্ছাকৃত ভাবে আরোপ করা কঠোরতা। এগিয়ে গেল পাশের ঘরের দরজার দিকে। ফায়জা তাকাল মার্সিয়ার চোখে। পুচ্চেল্লি উত্তর দিল, 'তোমাকে যেতেই হবে, সিনোরিনা। এটাই নিয়ম।'

ফায়জা কোন কথা না বলে বিশালদেহিনী সুন্দরীকে অনুসরণ করল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল ওদের পিছনে। মার্সিয়া ও পুচ্চেল্লি পরস্পরের দিকে তাকাল। মার্সিয়ার ঠোঁট দৃঢ়-সংবদ্ধ। ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লির ভাবখানা: আর কি করবে? সব কারিনের ইচ্ছা।

বন্ধ দরজার ভিতর থেকে উচ্চকণ্ঠ ভেসে এল। তারপর মৃদু ধস্তাধস্তি এবং তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। মার্সিয়া দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে থেমে গেল। পিছনে পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়াল।

সিভিলিয়ান পোশাকে এক মধ্য-বয়স্ক লোক আসছে। আর্মির পোশাক না থাকলেও বোঝা যায় উচ্চপদস্থ কেউকেটা। পরিষ্কার শেভ, ভারী গ্রীবা, পরিপাটি চুল।

ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, 'গুড ইভনিং, কর্নেল ইউরিস।'

'গুড ইভনিং, ক্যাপ্টেন। গুড ইভনিং, মার্সিয়া।' যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল কর্নেল। বলল, 'তোমার এখানে…'

কর্নেলের কথা শেষ হবার আগেই আবার চিৎকার শোনা গেল। কর্নেল

দরজার দিকে চেয়ে হাসল। এবং যাবার জন্যে পা বাড়াতেই দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল কারিন। কারিনের মুখ লাল। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ভারী। পিছনে কয়েক সেকেন্ড পর বের হলো ফায়জা। ওর পোশাক ও চুল এলোমেলো। কান্নার চিহ্ন চোখে-মুখে। কারিনের চোখ কর্নেলের উপর পড়তেই একটু সচেতন হয়ে উঠে বলল, 'নতুন কর্মচারীর ইন্টারভিউ নিলাম।'

'তোমার নিজস্ব কায়দায়,' কর্নেল বলল। 'বাচ্চা মেয়েগুলোকে এভাবে জোর করে সন্ত্রস্ত না করলেও চলে, কারিন।' একটু হেসে বলল, 'অন্তর্বাস ঈজিপশিয়ান কটনে তৈরি কিনা দেখলে?'

'নিরাপত্তার জন্যেই দেখা,' আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে উত্তর দিল কারিন।

কর্নেল তাকাল ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লির দিকে। বলল, 'শহরে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, না?'

'হ্যাঁ। পলাতকদের নিয়ে।'

'আমি তাই বলতে বলেছি কর্নেল ফ্রেমন্টকে,' হাসল কর্নেল ইউরিস। 'পলাতক বন্ধুরা আসলে আরব গেরিলা। বা সিক্রেট এজেন্ট। বাঙালীও থাকতে পারে।'

'কেন স্যার, বাঙালীরা কেন?'

'মেজর জেনারেল রাহাত খানের জন্যে।' কর্নেলকে বেশ খুশি খুশি লাগল, বলল, 'আর ভয়ের কিছু নেই। তিনজন এখানে আসছে ধরা পড়ে।'

'কিন্তু ওরা পাঁচজন ছিল, স্যার। আমরা পেটাহ টিকভা ক্লাবে দেখেছি।'

'পাঁচজন ছিল,' কর্নেল বলল। 'এখন তিনজন। ওদের নেতা এবং তার সহকারী পালাতে গিয়ে পাহাড় থেকে লেকে পড়েছে।'

ফায়জা সবার দিকে পিছন ফিরে বেল্টের ভিতর সোয়েটার গুঁজছিল। কথাটা কানে যেতেই চমকে চাইল কর্নেলের দিকে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে মার্সিয়া, যেন কিছু হয়নি। ফায়জা মুখে হাত চেপে ঝুঁকে পড়ল সামনে। এবার মার্সিয়া এগিয়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াল। ফায়জা উত্তেজিত হলে চলবে না। ওর চোখে-মুখে ভয়। ফায়জাকে ধরে বলল, 'ট্রেন-জার্নি, তারপর···' তাকাল কারিনের দিকে, বলল, 'ও অসুস্থ বোধ করছে। ওকে ঘরে নিয়ে যাব?'

'যাও। তুমি এসে যে ঘরে থাকো ওখানেই নিয়ে যাও।'

ছোট ঘর। একটা লোহার খাট, চেয়ার, ছোট ড্রেসিং টেবিল দিয়ে সাজানো। দরজা বন্ধ করে মার্সিয়া ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। ফায়জা বিছানায় বসে তাকাল মার্সিয়ার চোখে। আশ্চর্য শূন্য চাউনি। মার্সিয়া কাছে এগিয়ে এলে ফায়জা শূন্য কণ্ঠেই বলল, 'শুনেছ?'

'শুনেছি,' মার্সিয়া একটু থেমে বলল। 'কিন্তু বিশ্বাস করিনি।'

'কিন্তু ওরা মিথ্যে বলবে কেন?'

'ওরা বিশ্বাস করে তাই।' মার্সিয়া কিছুটা যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বলে, 'মেজর রানার মত লোকদের মৃত্যু আর যেভাবেই হোক না কেন, পাহাড় থেকে পানিতে পড়ে হয় না। আমি জানি সে বেঁচে আছে এবং সে এখানে আসবে। তুমি এখানে ওকে সাহায্য না করলে তার মরা ছাড়া দ্বিতীয় পথ থাকবে না।' মার্সিয়া তার স্কার্ট

তুলে নিচে হাত দিল। তারপর বুকের ওপর বের করে রাখল কতগুলো জিনিস, বলল, 'এই নাও লিলিপুট পয়েন্ট টু-ওয়ান অটোমেটিক, দুটো ম্যাগাজিন, এক বান্ডিল কর্ড, সীসার ওলন, ফোর্টের প্ল্যান, এই রইল নির্দেশ।' বলে ঘরের কোণের দিকে চলে গেল। নিচু হয়ে দেয়ালের এটা চৌকো পাথর সরিয়ে ফেলল। জিনিসগুলো সেখানে রেখে আবার পাথরটা বসিয়ে দিল, বলল, 'কেউ খুঁজে পাবে না।'

ফায়জার নির্বিকার চোখে এবার বিস্ময় ফুটে উঠল। বলল, 'তুমি জানতে, পাথরটা খোলা?'

'আমি নিজের হাতে দু'সপ্তাহ আগে এটা আলগা করেছি।'

'তুমি দু'সপ্তাহ আগেই সব জানতে?'

'আমার জানাতে কিছু এসে যাবে?' মার্সিয়া হাসল, 'আবার দেখা হবে, বোন।' ফায়জার কপালে চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ফায়জা বিছানার ওপর দশ মিনিট চুপচাপ বসে রইল। তারপর উঠে গিয়ে দাঁড়াল জানালায়। জানালা দিয়ে দেখল: আগুন জ্বলছে। কোথায়? কাঁচের জানালা খুলে ফেলল। ঝুঁকে দেখল কেবল-কার নিচে নেমে যাচ্ছে। কারের জানালায় মার্সিয়ার মুখ।

মার্সিয়া চলে গেল। সে এখন একা। জানালা বন্ধ করে আবার এসে শুয়ে পড়ল। ভাবল, মাসুদ রানা নামের লোকটাকে। সত্যি কি সে বেঁচে আছে?

দু'চোখ ভরে এল পানিতে। আল্লাহ, মার্সিয়ার সান্ত্বনার কথাটাই যেন সত্যি হয়।

আগুন জ্বলছে শহরে। এর মানে কি?

রানা আর আতাসী দেখল আগুন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দমকলের গাড়ি এসেছে কয়েকটা। সাইরেনে বাজছে বিপদ-সঙ্কেত। আরও দমকলের গাড়ি এসেছে ঢং ঢং করে।

ওরা অন্ধকারে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলো দেখল। একটা মাইক্রোবাস। গাড়ির গায়ে লেখা 'প্যান অ্যাম'। সাইরেনের সঙ্কেতে বাড়ির জানালা-দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ভেতরে থেকে ভেসে আসছে হৈ-হুল্লোড়। পার্টি চলছে। একটা গাড়ির কথা ওরা এখন ভাববে না।

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা। চাবি যথাস্থানে আছে দেখে আতাসীকে ইঙ্গিত করল উঠতে। চাবি ঘুরিয়ে দিয়েই ফুয়েলের মাপটা দেখে নিল। পেট্রল-ট্যাঙ্ক প্রায় ভরা।

আলো জ্বলল না, অন্ধকারে মৃদু শব্দ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

কিছুদূর এসে নির্জন জায়গায় গাড়ি থামল। রানা বলল, 'অর্ধেকটা এক্সপ্লোসিভ গাড়ির পিছনে রেখে দাও—তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে হবে। মার্সিয়া বোধহয় এই কেবল-কারেই ফিরবে।'

একটা কেবল-কার নেমে আসছে। আরেকটি উঠে যাচ্ছে।

'মার্সিয়া আতাসী!' আপন মনে উচ্চারণ করল আতাসী।

*

মার্সিয়া কেবল-কারের একমাত্র যাত্রী। স্টেশনের উঁচু প্লাটাতন থেকে কয়েকটা সিঁড়ি নামতেই শুনল: 'বউ কথা কও।' থমকে দাঁড়াল। আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দুই মূর্তি, রানা ও আতাসী।

একমুহূর্ত চেয়ে থেকে মার্সিয়া যেন যাচাই করল সব সত্যি কিনা। মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'এ পৃথিবীতে রানার মত পুরুষরা পাহাড় থেকে আছাড় খেয়ে মরতে পারে না।' হঠাৎ দ্রুত এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল রানাকে। চুমু খেলো। হাসি ভরা কণ্ঠে বলল, 'আমি চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।' রানাকে ছেড়ে আতাসীর দিকে তাকাল। আতাসী নিজেই এগিয়ে এসে মার্সিয়াকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো গালে। তারপর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'চিন্তা করতে থাকুন। কর্নেল ফ্রেমন্ট আমাদের উট-খোঁজা করছে।'

মার্সিয়া রানার দিকে ফিরে বলল, 'কর্নেল ফ্রেমন্ট শুধু না, কর্নেল ইউরিসও আপনাদের পরিচয় জানে। হ্যাঁ, আপনি যে দলনেতা এবং কোথা থেকে এসেছেন, তাও জানে।'

'আচ্ছা, চমৎকার!' স্বগতোক্তি করল রানা, 'যাও পাখি বলো তারে, কানে পৌঁছে গেছে সব কথা। পৌঁছে গেছে কর্নেলের দূর প্রেয়সীর কণ্ঠ! তারে না বেতারে?'

'ওরা আপনার পরিচয় জানে এবং আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে,' মার্সিয়া বলল রানার প্রলাপ না বুঝে। 'এবং আপনার বন্ধুরা এক্ষুণি দুর্গে পৌঁছোবে।'

'আব্বাস, সালাল, ইয়াফেজ?' জিজ্ঞেস করল রানা, 'পারস্পরিক সমঝোতার জন্যে?'

'স্টেট ব্যাংকোয়েটের ব্যবস্থা এখনও যখন করা হয়নি...'

'আমরা ওদের সঙ্গেই যাব।' কথাটা বলে রানা ঘড়ি দেখল। মার্সিয়া কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও বলতে পারল না, রানাই থামিয়ে দিয়ে বলল, 'কাবালা রোডের পাশে অন্ধকারে একটা স্টেশন-ওয়াগন পার্ক করা আছে। নীল রঙ, প্যান অ্যামের গাড়ি। ওখানে ঠিক আশি মিনিট পর উপস্থিত থাকবে। আর হ্যাঁ, সঙ্গে কিছু বিয়ারের বোতল নিয়ে আসবে—খালি বোতল।'

'বিয়ারের বোতল—খালি! ঠিক আছে।' মাথা ঝাঁকাল মার্সিয়া, 'তে মরা দু'জনই পাগল হয়েছ।'

'আমি যে পাগল হয়েছি তা হলপ করে বলতে পারি।' আতাসী মার্সিয়ার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে বলল। হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে বলল, 'আমাদের জন্যে মোনাজাত করো, মার্সিয়া। যদি তুমি প্রার্থনা করতে ভুলে গিয়ে থাকো তবে মনে মনে আবৃত্তি করো—যে আমি আমার নয়, যারে তুমি নিয়ে গেলে তোমার বিদায়ক্ষণে ডেকে...'

'না, তোমরা দু'জনেই ফিরে আসবে,' বলল মার্সিয়া। হঠাৎ মাথা নিচু করল। আবার মাথা তুলে কিছু বলতে চাইল। কিন্তু পারল না। কোন কথা না বলে ঘুরে দ্রুত চলে গেল। ওরা চেয়ে থাকল ওর গমন পথে।

'ভবিষ্যতের মিসেস আতাসী চলে যাচ্ছে,' আতাসী হঠাৎ ঘোষণা করল সেদিকে তাকিয়ে থেকেই। 'একটু অনুভূতি-প্রবণ, ছিঁচ কাঁদুনে স্বভাবের...।' রানার

দিকে চাইল, 'একেবারে কেঁদেই ফেলল, বস্?'

'তুমিও অনুভূতি-প্রবণ, ছিঁচ-কাঁদুনে এবং কেঁদেই ফেলতে—যদি তোমাকে ওর মত সাড়ে তিন বছর ও যেভাবে কাটাচ্ছে কাটাতে হত,' রানা হাঁটতে হাঁটতে বলল। কণ্ঠে ওর একটা জ্বালা ফুটে উঠল।

নীরবতা।

'বস্, আমরা যখন ফিরে যাব, মানে, যদি ফিরে যেতে পারি,' আতাসী বলল সত্যিকার আগ্রহে, 'ও আমাদের সঙ্গে যাবে?'

'কে?'

'মার্সিয়া?'

হাসল রানা, 'নিশ্চয়ই। ওরা তখন ওর পরিচয় জেনে যাবে। মার্সিয়াকে তখন ওদের হাতে…'

'আর বলতে হবে না, বস্।' আতাসীর বুক থেকে যেন বিরাট বোঝা নেমে গেল। বলল, 'নাইল হিলটনের ব্যাংকোয়েট রুমের সবাই আমার পাশে ওকে স্তব্ধ হয়ে দেখছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, বস্।' বেদুইনের কণ্ঠে স্বপ্নের ঘোর।

ছয়

সশব্দে দুটো জীপ ব্রেক কষে দাঁড়াল কেবল-স্টেশনের সামনে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল ছয়জন মেশিন-কারবাইনধারী গার্ড, একজন অফিসার। তারপর নামল আব্বাস, ইয়াফেজ, সালাল। গার্ডের কারবাইন উদ্যত, ওদের দিকে না, চারদিকে ঘুরে ফিরছে ওদের চোখের সঙ্গে সঙ্গে। ওদের ভয়, রানা এবং আতাসী বন্ধু উদ্ধারে আসবে।

কেবল-স্টেশনের ছাতে উপুড় হয়ে শুয়ে রানা আর আতাসী, হাতে ধরা কারবাইন।

আকাশে মেঘ জমাট বেঁধে আছে। কিন্তু দাঁড়াতে পারছে না। প্রচণ্ড বাতাস। চারদিক অন্ধকার করে দিয়েছে মেঘ চাঁদের মুখ ঢেকে। কংক্রিটের চালের দিকে নেমে গেল ওরা কারবাইন পিঠে ফেলে। রাস্তা থেকে কেউ তাকালে ওদের দেখতে পাবে। কিন্তু পুরো শহর ব্যস্ত এখন স্টেশনের আগুন দেখতে।

চালের প্রান্ত দিয়ে ভিতরে চলে গেছে দুই সারি কেবল-লাইন। কেবল-লাইন সচল হলো। কেবল-কার চলছে। ওরা দু'জন ওত পেতে রইল পা ঝুলিয়ে দিয়ে।

ধরে বসল ঝুলন্ত কারের উপরের কেবল-লাইনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া ব্র্যাকেট। হালকা পায়ে নামল কারের ছাতে। আঁকড়ে ধরল দু'জন দু'পাশের দুই ব্র্যাকেট। প্রায় ত্রিকোণ ছাত। আঁকড়ে ধরে রইল।

বাতাসে দুলছে কেবল-কার। শোঁ শোঁ বাতাস আর বালি।

আবছা আলোকিত করিডর দিয়ে এক-পা এক-পা করে এগুলো ফায়জা নিজের ঘর

থেকে বেরিয়ে। দরজা গুনে চলল। পঞ্চম দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ চারদিকে ঘুরিয়ে কান রাখল দরজায়। নিচু হয়ে কি-হোলে চোখ রাখল। হাতের ব্যাগ থেকে বের হলো একটা চাবির গোছা। কতগুলো বিদঘুটে চাবি। একটা কি-হোলে ঢুকল। মোচড় দিতেই মৃদু শব্দে খুলে গেল দরজা। ঢুকে পড়ল ভিতরে। দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালল ফায়জা।

তার ঘরের মতই একটা ঘর। লোহার পালং। কিন্তু এটার মেঝেতে কার্পেট বিছানো। চেয়ারও আছে কয়েকটা। একটা চেয়ারের হাতলে রাখা লেফটেন্যান্টের ইউনিফর্ম। ফায়জার চোখ আর কিছু দেখল না। কাঁচ-ঢাকা টেবিলের ওপর রাখা একটা বিনকিউলার।

ফায়জা এবার ভিতর থেকে দরজায় তালা দিয়ে দিল। জানালা খুলে ফেলল। দেখল জানালাটা কেবল-স্টেশনের ঠিক মাথার উপর। বুক কেঁপে গেল ওর। ছাতটার এক দিক দুর্গের সঙ্গে লাগানো। অন্য প্রান্ত বেশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। কংক্রিটের ছাত। ফায়জা ব্যাগ থেকে বের করল সুতোর গুটিটা। সীসার ওলন আগেই এক প্রান্তে বেঁধে নিয়েছে। ওলন নামিয়ে দিয়ে অন্য প্রান্ত পালঙের সঙ্গে বাঁধল। হাত কাঁপছে। এবার তুলে নিল বিনকিউলার। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল দূরের নিচু ভূমির উপর দিয়ে বাতাসে দুলতে দুলতে আসা কেবল-কারে। ভীষণ ভাবে দুলছে কেবল-কার। বিনকিউলারের ফ্রেমে ধরে রাখা যাচ্ছে না।

রানা ও আতাসী ব্র্যাকেট আঁকড়ে ধরে শুয়ে আছে কারের ছাতে। বালিতে গিজগিজ করছে শরীর। বাতাস আরও বালি উড়িয়ে আনছে।

রানা দেখছিল নিচের শহর। স্টেশনের আগুন এখনও জ্বলছে। নীল পানির হ্রদ। পাইন আর অলিভের জঙ্গল। হাত ভেঙে আসতে চাইছে। রানা ভাবল, আর কতটা বাকি এখনও। হাত ভাঙলে চলবে না। আতাসী দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে।

রানা বলল, 'উটের চেয়েও জঘন্য জিনিস পৃথিবীতে আছে, কি বলো?'

আতাসী বলল, 'আমি বেদুইন। প্রতিজ্ঞা করছি, এখান থেকে ফিরে সোজা মায়ের ছেলে মায়ের কাছে ফিরে যাব। আর ভয় পাব না উটকে।'

'যদি বেঁচে থাকি, কথাটা বলতে ভুলে গেলে আতাসী?'

হঠাৎ মেঘ সরে গেল। দশমীর চাঁদ চারিটা দিক যেন আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিল। দু'জন মাথা ছাতের সঙ্গে লাগিয়ে মৃতের মত অনড় পড়ে রইল।

ফায়জা বিনকিউলারে দেখতে পেল, কেবল-কারের ওপর দুটি মানুষের আকৃতি। আধ মিনিট অনুসরণ করল ওদের। নড়ছে না।...হঠাৎ দৃষ্টি উঠে গেল ডান দিকে, উপরে। একজন সেন্ট্রি কারবাইন সোজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে টাগার্ট দুর্গের ছাতে। তার মুখটা কেবল-কারের দিকে ফেরানো। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল ফায়জার। না, বেশিক্ষণ দাঁড়াল না সেন্ট্রি। আবার হাঁটছে ধীর পদক্ষেপে।

কেবল-কার শেষ স্তম্ভ পার হলো। এবার প্রায় খাড়া উপরের দিকে উঠছে ত্রিশ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে। স্টেশনের দিকে তাকাল রানা। যে-কোন মুহূর্তে ওরা ছিটকে পড়তে

পারে কয়েকশো ফুট নিচে। উপরে তাকাল। আরও এক ঝাঁক মেঘ চাঁদের কাছ ঘেঁষে আসছে। দুর্গের মাথায় সেন্ট্রি পায়চারি করছে। ছুটে বেড়াচ্ছে ডোবারম্যান পিনশার।

'মানায় ওকে, তাই না?' আতাসী জিজ্ঞেস করল। রানা চাইতেই বলল, 'সুন্দর নামটা।'

'কিসের নাম?' রানা বলল, 'ডোবারম্যান পিন…'

'না!' প্রতিবাদ আতাসীর কণ্ঠে, 'মার্সিয়ার।'

'কিন্তু, বেদুইন,' রানা তাকাল স্টেশনের ছাতের দিকে। বলল, 'ওর আসল নাম লায়লা।'

'লায়লা আতাসীও সুন্দর নাম।' বলেই থমকে গেল আতাসী। আর্তনাদ করে উঠল, 'আল্লাহ! ছাতের স্লোপটা আগে দেখেছিলেন, বস্!'

'দেখিনি। মার্সিয়ার দেয়া বর্ণনা আর ব্লু প্রিন্ট দেখে পরিকল্পনা করেছিলাম,' রানা বলল, 'গেট রেডি।'

মেঘে ঢেকে গিয়েছে চাঁদ।

'মার্সিয়া, তোমার মনে এতও ছিল।' উঠে দাঁড়াল আতাসী। গাড়ি স্টেশনে ঢুকে পড়েছে।

কেবল-লাইন ধরে কিছুটা উঁচু হয়ে বসল দু'জন, এবং এক সঙ্গে লাফ দিল। পড়ল ছাতের কিনারায়। হাত, পা এবং সর্বাঙ্গ দিয়ে খামচে ধরতে চাইল ছাতটা। ধরার কিছু নেই। বুক চেপে রাখল ছাতে। কিন্তু পিছলে নেমে যেতে চাইছে শরীর। রানা একটু সরে এসে ধরল ছাতের ধার। তাকাল আতাসীর দিকে। প্রাণপণে বুক চেপে রেখেছে আতাসী ছাতের সঙ্গে। কিন্তু ওর চোখে মুখে ভয়। নেমে যাচ্ছে আতাসী, পড়ে যাচ্ছে ছাত থেকে। রানা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ছাতের ধার। পা এগিয়ে দিল আতাসীর দিকে। ডান হাতে পা-টা ধরে ফেলল আতাসী। কিছুক্ষণের জন্যে বাঁচা গেল কিন্তু কারও নড়াচড়ার উপায় নেই। নড়লেই হাত ফসকে যাবে। দু'জন গিয়ে পড়বে কয়েকশো ফুট নিচে।

ত্রিশ সেকেন্ড ভাবনাশূন্য, মৃত্যু-আতঙ্কে স্থির, শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় কাটার পর রানা চোখ মেলল একটা শব্দে। সুতোয় বাঁধা ওলন নড়ছে। মাথা ছাতের সঙ্গে লাগিয়ে রেখেই উপরে তাকাল। জানালা অন্ধকার। সুতো-বাঁধা ওলনটা অনেকখানি নেমে এসেছে ঢাল বেয়ে, তবু নাগালের বাইরে। এবং রানার একটুও নড়ার শক্তি নেই।

একটা ফাটল!

রানা মাথা তুলল। বাঁ দিক থেকে একটা ফাটল নেমে এসে মাথার কাছ দিয়ে চলে গেছে। মাথা তুলে দেখল। তারপর আতাসীকে সাবধান হবার ইঙ্গিত করে বাঁ হাতে পকেট থেকে আস্তে আস্তে বের করে আনল ছুরি। দাঁতে কামড়ে খুলল। বাঁ হাত বাড়িয়ে দিল যদ্দূর যায়। ফাটলটা পেল। ঢুকিয়ে দিল ছুরির মাথা। ডান-বাঁ করে চাপ দিতে লাগল। বেশ কিছুটা গেঁথে গেল ছুরি, তারপর গোড়া ধরে টানল। চলবে। ধরে ফেলল ছুরি। ইশারা করল আতাসীকে। আতাসী ওর গা ধরে ধরে অতি সাবধানে বুকে হেঁটে উঠে এল। আতাসী নিজের ছুরিটাও গাঁথল ফাটলের

আরেক জায়গায়।

ছুরি ধরে পড়ে রইল আতাসী। রানা উঠে গেল উপরে, আতাসীর কাঁধে পায়ের চাপ রেখে। আধশোয়া হয়ে আলগা করল কোমরের দড়ি। ওলনটা কাছে আনতে হবে। আবার চাঁদের আলো আসার আগেই সরে যেতে হবে কেবল-স্টেশনের ছাত থেকে। প্রহরীর চোখে পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু।

পায়ের চাপ আলগা হতেই আরও খানিকটা উঠে এল আতাসী। রানা এবার ওর মাথায় পা দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল আরও কিছুটা। দড়িটা ঘুরিয়ে ফেলল ছাতের মাঝে। আস্তে আস্তে টেনে আনল কাছে ওপর থেকে নেমে আসা ওলনটা। ওলনের সঙ্গে বেঁধে ফেলল নাইলন কর্ড। দুবার টান দিল সুতোটায়।

চাঁদের মুখ থেকে সরে গেল মেঘের পর্দা। নাইলন কর্ডটাকে নিয়ে উঠে যাচ্ছে ওলন অন্ধকার জানালায়। ছাতের সেন্ট্রিটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। দেখছে জ্বলন্ত রেল স্টেশন। কর্ডের মাধ্যমে ইশারা পেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে রানা ছাতের সমান্তরাল জায়গায়। কারবাইনটা পিঠ থেকে খসিয়ে নিল আতাসী, চোখ দুর্গের ছাতে। সরে গেল প্রহরী। দেখতে পায়নি। হাঁপ ছাড়ল আতাসী। দড়ি বেয়ে উঠে গেল রানা জানালার চৌকাঠে, ইশারা করল আতাসীকে উঠে আসবার জন্যে।

ঘরের ভিতরটা ঘুটঘুটে ভৌতিক অন্ধকার।

চাঁদের মুখ আবার মেঘে ঢেকে গেল।

রানার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরল একজোড়া বাহু। নিজেকে সামলে ঘরের ভেতর চলে এল রানা।

'রানা, রানা···' আর কিছু বলতে পারল না ফায়জা। রানা হাঁপাল, শ্বাস নিল। তার মধ্যেই হাসল। অনুভব করল ভেজা মুখ, ভেজা চুম্বন।

'কাজ ফাঁকি দিয়ে কাঁদা হয়েছে,' ফায়জার মুখটা দু'হাতে ধরে বলল, 'ঠিক আছে, এবারের মত তোমাকে মাফ করে দেব।' নিচু হয়ে গভীর ভাবে ঠোঁটে চুমু খেলো। ফায়জা আরও গভীর ভাবে কণ্ঠ বেষ্টন করল, যেন রানাকে সে আর হাত ছাড়া হতে দেবে না। কিছু বলতে পারছে না, শুধু নাম ধরে ডাকা ছাড়া। রানা ওকে নিয়েই বিছানায় বসে পড়ল। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। ফায়জা তবু তাকে ছাড়ল না।

জানালায় দেখা গেল আতাসীকে।

ওদের দেখতে না পেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকল আতাসী, 'বস্!'

রানা বলল, 'দড়ি তুলে জানালা বন্ধ করো।'

'রোমান সিজার যুদ্ধ-জাহাজের ক্রীতদাসদের সঙ্গে এরকম ব্যবহারই করত,' দ্রুত দড়ি তুলে জানালা বন্ধ করতে করতে গজ গজ করল আতাসী।

রানা হেসে উঠে আলো জ্বেলে দিল।

পিঠের ব্যাগের মধ্যে দড়ি গুটিয়ে রাখল। সব গুছিয়ে প্রস্তুত হবার আগেই বাইরে শোনা গেল পায়ের শব্দ। আলো নিভাতে গিয়ে থেমে গেল রানা। পায়ের শব্দও থেমে গেছে ঘরের সামনে। রানা দরজার পাশে দাঁড়াল। ফায়জাকে বিছানায় বসে থাকতে ইশারা করল। আতাসী আগেই চলে গেছে বিছানার নিচে। কথা হচ্ছে দরজার বাইরে। একজন চলে যাচ্ছে। দরজার তালায় চাবি ঘুরাল কেউ।

আস্তে খুলে গেল দরজা। ফায়জা প্রথম চমকে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। মোহিনী হাসি ফুটে উঠল মুখে। বলল, 'আমি আমি, মার্সিয়ার বোন, আজই এখানে এসেছি।'

ভিতরে এল লেফটেন্যান্ট। পিস্তল পকেটে রাখল। মুখে বিস্ময় মুছে হাসি ফুটে ওঠার আগেই রানার কারবাইনের বাঁট এসে পড়ল ওর কানের পাশে। ঝট্ করে দরজা বন্ধ করে পড়ন্ত দেহটা ধরে ফেলল রানা। আস্তে শুইয়ে দিল মেঝেতে।

দুর্গের প্ল্যানটা খুলে বসল রানা। আতাসী লেফটেন্যান্টকে নাইলন কর্ড দিয়ে বেঁধে মুখে টেপ লাগিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর ম্যাপের উপর ঝুঁকে পড়ল। তিনটে জায়গা আঙুল দিয়ে চিহ্নিত করল রানা আপন মনে। তারপর বলল, 'এটা হচ্ছে প্রোগ্রামরুম। প্রথম বাঁয়ে গিয়ে সিঁড়ি, নিচে নেমে তিনবার বাঁ দিকে গিয়ে এখানে পৌঁছোতে হবে। ওখান থেকে ডান দিকে গেলে আমরা সোজা পুব পাশে গিয়ে পৌঁছব। ওখানে সিঁড়ি আছে। নিচে নেমে প্রথম করিডর ছেড়ে দ্বিতীয় করিড়র ধরে বাঁয়ে গেলে টেলিফোন-রুম।'

'আমরা তো তার কেটেই দিয়েছি,' বলল আতাসী।

'কেটেছি ব্যারাকের, এখানকার না।' রানা ম্যাপ গুটিয়ে ফায়জার হাতে দিয়ে বলল, 'আগে হেলিকপ্টারটার ব্যবস্থা করতে হবে,' আতাসীর দিকে চাইল। 'তোমার রিপোর্টে ছিল তুমি স্যাবটাজে ওস্তাদ লোক, সত্যি?'

'সৌখিন।'

ফায়জার কনুই ধরে রানা বলল, 'চলো বেরিয়ে পড়ি।' পকেট থেকে কর্নেল ফ্রেমন্টের পকেট থেকে নেয়া ল্যুগারটা ফায়জার হাতে দিল। 'এটা তোমার ব্যাগে রাখো। লিলিপুট রাখো তোমার··· কোথায় তুমিই ভাল বোঝো। হ্যাঁ, সহজে হাতছাড়া না হয়, সেভাবেই রাখবে।'

'ঘরে গিয়ে রাখব,' ফায়জা বলল। 'কোথায় যাবে প্রথম?'

'হেলিকপ্টার আমাদের প্রথম লক্ষ্য।'

'দুর্গের সব ঘরের জানালা ওদিকে।'

রানা ওর পিঠে হাত রেখে থামিয়ে দিয়ে দরজা খুলে ফেলল। কেউ নেই।

বেরিয়ে পড়ল।

মেশিন-কারবাইনটা ব্যাগে ভরেছে রানা। ব্যাগটা হাতে নিয়ে দোলাতে দোলাতে এগিয়ে গেল। করিডরে মোড় নিতেই দেখল দু'জন সোলজার কাগজের বান্ডিল নিয়ে কোথাও যাচ্ছে। একটি মেয়ে ট্রে নিয়ে তাদের দিকে না চেয়েই চলে গেল।

দু'মিনিট পর রানাকে দেখা গেল হেলিকপ্টারের নিচে। উপরে কাজ করছে একজন অল্প-বয়সী আমেরিকান পাইলট। রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি পাইলট?'

'কেন, মনে হয় না বুঝি?' রেগে-মেগে উত্তর দিল পাইলট, 'হাইফাতে আমাকে দু'জন মেকানিক দেয়া হয়েছিল। একজন রোজপিনার খামারে কাজ করত, অন্যজন কামারের অ্যাসিস্টেন্ট। অতএব এতদূর এসে নিজের প্রাণের তাগিদেই মেরামতগুলো নিজেকেই করতে হয়··· কিন্তু আপনার কি দরকার?'

'আমার না, জেনারেল প্রেমিঙ্গার ফোনে ডাকছেন।'

'জেনারেলের সঙ্গে পনেরো মিনিট আগেই কথা বলেছি।'

'আমি জানি না,' বলল রানা। 'জেনারেল বোধহয়, হাইফা থেকে কোন বিশেষ কল পেয়েছেন।'

পাইলট নেমে আসতেই রানা বলল, 'মেইন গেট দিয়ে ঢুকে ডান দিকে যাবেন।'

একজন গার্ড বিশ হাত দূরে ডোবারম্যান পিনশারের শিকল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এদিকে নজর নেই। রানা পাইলটের পিছন পিছন এগিয়ে গেল। হাত পকেটে। ওয়ালথারের ব্যারেল চেপে ধরল মুঠিতে।

পাইলট ডান দিকের ঘরে মোড় নিয়েই থমকে গেল। ওখানে একটা ঘরের দরজায় যমদূতের মত পিস্তল হাতে দাঁড়ানো আতাসী। রানার পিস্তলের বাঁট লাগল পাইলটের মাথায়। পাইলট পড়ে যাবার আগেই ধরে ফেলল আতাসী। টেনে ঘরের মধ্যে শুইয়ে দিয়ে দশ সেকেন্ডে বাঁধা হলো পাইলটকে। খুলে ফেলা হলো ওর গায়ের কালি তেল মাখা ওভার-অল। আতাসী দ্রুত ওটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। পাইলটের হ্যাটও মাথায় দিল। এবং বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বাইরের জানালাটা খুলে ফেলল রানা। পিস্তল উঁচু করে ধরল জানালা দিয়ে। আতাসী চত্বরে বেরিয়ে এল দুর্গ থেকে। গম্ভীর ভাবে গিয়ে ল্যাডার বেয়ে উঠে গেল হেলিকপ্টারের ভিতর।

গার্ডটা এখন হেলিকপ্টারের নিচে এসে পড়েছে। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যেই আতাসী বের হয়ে এল হেলিকপ্টার থেকে। হাতে একটা যন্ত্রের মত কিছু। নেমে বিড়বিড় করছে আতাসী। পাকা জহুরীর মত যন্ত্রটা নিরীক্ষণ করতে করতে একবার উড়ো দৃষ্টিতে তাকাল গার্ডের দিকে। তারপর এগিয়ে এল ফোর্টে। রানা জানালা বন্ধ করে আবার আলো জ্বালল।

আগেকার গোলাঘর। এখান থেকে গুলি বর্ষণ করা হত শত্রুর উপর।

আতাসী ঘরে ঢুকতেই রানা বলল, 'খুব বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।'

'কি করব,' আতাসী অপরাধীর কণ্ঠে বলল। 'আমি নার্ভাস হয়ে পড়লে একটু তাড়াতাড়িই সব করে ফেলি। কুত্তাটাকে দেখেছিলেন?'—আতাসী একটু ভয়ের ভাব করেই হেলিকপ্টারের পার্টসটা মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, 'ডিস্ট্রিবিউটর ক্যাপ। ও হেলিকপ্টার চালাতে হলে আমেরিকায় পাঠাতে হবে সারাতে। বস্, এবার টেলিফোন-রুম?' ওভার-অল খুলে জ্ঞানহীন পাইলটের দিকে ছুঁড়ে দিল।

রানা বলল, 'আগে দেখতে হবে, আমাদের মেজর জেনারেল রাহাত খান আদৌ বেঁচে আছেন কিনা।'

করিডর থেকে কয়েকটা সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ির মাথায় একটা দরজা। ওপাশের করিডর থেকেও এমনি ভাবে সিঁড়িটা উঠে দরজার কাছে মিশেছে। উঁচু প্যাসেজটা আলোকিত। রানা দেয়াল ঘেঁষে উঠে গেল। একটা দরজার সঙ্গে দাঁড়িয়ে অন্য করিডরটা দেখল। ওপাশে লোক চলাচল করছে। মাথার উপর জ্বলছে উজ্জ্বল আলো। রানা আতাসীকে ইঙ্গিত করল লাইটটা নিভিয়ে দিতে। লাইটটার সুইচ খুঁজে বের করল আতাসী। নিভে গেল আলো। অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে

থেকে সিঁড়ি বেয়ে দরজায় পৌছাল। দরজার তালাটা জং ধরা। কেউ এদিক দিয়ে ঢোকে না। চাবি বের করে কয়েকবার চেষ্টা করতেই খুলে গেল। আতাসী উঠে এল। সামান্য ফাঁক করে দু'জন ভিতরে প্রবেশ করল এবং ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে দাঁড়াল।

ঘর না বলে হল বলাই ভাল। সত্তর ফুট লম্বা ত্রিশ ফুট পাশে। ঘরের মাঝে চারটে গোল ডরিক কলাম ছাত ঠেকিয়ে রেখেছে। রানা ও আতাসী দাঁড়িয়েছে ব্যালকনিতে। অন্ধকার। হলটা আলোকিত, তার আলোই এখানে পড়েছে। নাচ-ঘর ছিল হয়তো। ব্যালকনিতে মেয়েরা এসে বসত। অন্দরমহল থেকে। এখন কয়েকটা ভাঙা চেয়ার ছাড়া কিছু নেই। ওরা নিচু হয়ে ওক কাঠের নকশা করা রেলিঙের কাছে এগিয়ে গেল।

পুরো ঘরটা সোনালী রঙ করা। কলাম চারটিও সোনালী রঙের। নিচে উঁকি দিল।

বারো ফুট নিচের পুরো দৃশ্য ওদের চোখের সামনে। একটা টেবিলে তিনজন পুরুষ বসেছে। তাদের সামনে পান-পাত্র। চিপ্‌স। সোনালী পোশাক পরা এক স্বর্ণকেশিনী কাকে যেন বোতল থেকে হুইস্কি ঢেলে দিচ্ছে। লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু গলা শোনা যাচ্ছে। লোকটি স্বর্ণকেশিনীর রূপের প্রশংসা করছে। বলছে, 'তুমি সিনেমায় নামো না কেন, কারিন?'

'রাহাত খান?' আতাসী জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল রানা। ওর চোখ অন্য দু'জনকে দেখছে।

জেনারেল প্রেমিঙ্গারের কাঁধের স্টার দেখে চিনল রানা। অন্যজনের পরনে সাদা স্যুট। মাথার মাঝখানে গোলাকার টাক। এর ছবি রানা দেখেছে। ভুল নেই, এ হচ্ছে কর্নেল ইউরিস, অ্যারি ইউরিস। ডিপুটি চীফ জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনাল। ফোর্ট টাগার্টের প্রধান।

জেনারেল প্রেমিঙ্গারের মুখে চিন্তা এবং অসন্তোষ। দেখছে মেজর জেনারেল রাহাত খানকে। রাহাত খানের চোখ স্বর্ণকেশিনীকে অনুসরণ করছে। হাতে গ্লাস। মুখে ভাবনার লেশ নেই।

জেনারেল প্রেমিঙ্গার তাকাল অসহায় দৃষ্টিতে কর্নেলের দিকে। কর্নেল তার হাতে ব্র্যান্ডিতে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, 'জেনারেল খান, আপনি পুরো ব্যাপারটা বেশি ঘোলাটে করে ফেলেছেন।'

'ঘোলা পানিতে মৎস শিকার ভাল হয়, কর্নেল ইউরিস,' মেজর জেনারেল বললেন, 'আপনি ভাগ্যবান লোক,' হাসলেন বৃদ্ধ। চোখ তাঁর কারিনের সাপের খোলসের মত সেঁটে থাকা সোনালী পোশাকে ঢাকা শরীরের প্রতিটি বক্রতায় ঘুরে ফিরছে, 'স্বর্ণকেশিনী যদি আমাকে আরও একটু হুইস্কি দেয়, কথা আপনা থেকেই বের হয়ে আসবে।'

কারিন আবার ভরে দিল পাত্র। মেজর জেনারেল কারিনকে আবার বললেন, 'তোমাকে আমি সিনেমার নায়িকা বানাবোই।' হাত ধরে বসিয়ে দিলেন চেয়ারের হাতলে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট এবং লাইটার বের করে কারিনের হাতে দিলেন। বললেন, 'সুন্দরী, সিগারেট ধরিয়ে দাও।'

কারিন ঠোঁটে সিগারেট লাগিয়ে লাইটারে ধরিয়ে মেজর জেনারেলের ঠোঁটে দিল।

আতাসী বলল, 'মেজর জেনারেল ঘুঘু লোক দেখছি! বুড়ো মানুষের চোখ তো, ফাঁকি নেই, খাসা জিনিস বাগিয়েছে। বস্, ইয়োর বস্ ইজ এ রিয়েল বস্।'

'মেজর জেনারেল মদ স্পর্শ করেন না,' রানা আপন মনে বলল। 'এবং চিরকুমার।' হাসবে, না লজ্জা পাবে, বুঝে উঠতে পারছে না সে।

'কিন্তু ওরা এখানে মাতাল করে দিয়েছে?'

'হয়তো, অথবা অভিনয়।'

মেজার জেনারেল বাঁ হাতটা তুলে কারিনের কোমর জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার নাম রাহাত খান, মেজর জেনারেল রাহাত খান।'

'কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ। এবং আরবদের পঞ্চমুখী আক্রমণ পরিকল্পনাকারী। এবং এই পরিকল্পনার চীফ কো-অর্ডিনেটর,' বলল কর্নেল ইউরিস।

'পঞ্চমুখী আক্রমণ পরিকল্পনা?' মেজর জেনারেল রাহাত খান বললেন, 'জিনিসটা কি?'

সোজা হয়ে বসল জেনারেল প্রেমিঙ্গার। বলল, 'জেনারেল, আমি আমার য' করার করেছি। জেনারেল দায়ানকে বুঝিয়েছিলাম, আপনার কাছ থেকে কথা বের করতে খুব অসুবিধা হবে না, কেননা আপনিও জানেন কথা বলতে আপনি বাধ্য হবেন!' একটু থামল জেনারেল প্রেমিঙ্গার, 'জেনারেলকে সম্মান দেবার জন্যেই আমি এসেছিলাম। এবার আপনাকে কর্নেল ইউরিসের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হব।'

মেজর জেনারেল গ্লাসে চুমুক দিলেন, 'কর্নেলও কি খুব সুবিধা করতে পারবে?'

'আমি চেষ্টা করব,' সবিনয়ে বলল কর্নেল। 'না হলে আপনাকে কারিনের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হব।'

কারিনের মুখ ঢাকা। মেজর জেনারেলের কাঁধে হাত রেখে তাঁকে দেখছে। মেজর জেনারেল হাত তুলে মেয়েটির থুতনি নেড়ে দিলেন, বললেন, 'এই রূপসীর হাতে?' হাত ধরলেন রূপসীর, 'আহ্ কি নরম হাত!'

'ওই হাতই নিখুঁত ভাবে ইনজেক্ট করবে মেসকালিন আর স্কোপোলামিন মিক্স করে,' বলল কর্নেল। 'কারিন ট্রেইনড নার্স।'

ফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে নিল, 'হ্যাঁ, আচ্ছা, সার্চ করা হয়েছে? চমৎকার। এখনই,' রিসিভার নামিয়ে রেখে কর্নেল হাসল। বলল, 'আপনার আরও তিনজন বন্ধু এখুনি এসে পড়বে আপনার সাক্ষাৎ লাভের জন্যে। প্যারাট্রুপার। আপনাকে উদ্ধার করতে এসে...'

রানা কনুই দিয়ে আতাসীকে ঠেলা দিয়ে বলল, 'কেটে পড়ি, প্যারাট্রুপার আমরা আগেও দেখেছি।'

দরজার দিকে সরে এসে আতাসী বলল, 'এখন মেজর জেনারেলের শরীরে সিরিঞ্জ দেবে?'

'না,' রানা বলল। 'ড্রিঙ্ক শেষ না করে এখন এরা অন্য কাজ করবে না।'

সাবধানে ব্যালকনি থেকে বের হয়ে ওরা হেঁটে চলল করিডর দিয়ে স্বাভাবিক

ভাবে। পুব দিকের একটা অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমেই ডান দিকে ফিরল। সামনের দরজায় হিব্রুতে লেখা, 'টেলিফোন এক্সচেঞ্জ।'

রানা দরজায় কান লাগিয়ে বসে পড়ল হাঁটুতে ভর দিয়ে। কি-হোলে চোখ রাখল। হাতলে চাপ দিল। তালা মারা। আস্তে হাতল ছেড়ে দিল। মাথা নাড়ল নৈরাশ্যের সঙ্গে।

আতাসী ঝুঁকে বলল, 'নকল চাবি?'

'অপারেটর শুনতে পাবে।' পাশের দরজায় গিয়ে হাতলে চাপ দিয়ে দেখল রানা: তালা নেই। এবং ভেতরটা খালি, অন্ধকার।

'কি হচ্ছে?' পিছন থেকে একটা শীতল কণ্ঠ বেজে উঠল।

রানা ফিরে দাঁড়াল। দেখল সামনে দাঁড়িয়ে একজন সেন্ট্রি। হাতে কারবাইন। তার চোখ রানার ব্যাগ এবং ব্যাজের উপর দু'বার ঘুরে চোখে স্থির হলো। ঠোঁটে আঙুল রাখল রানা। ভয়ার্ত কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল, 'চুপ। কোন কথা বোলো না, গেরিলা ঢুকেছে।' ইঙ্গিতে ঘরটা দেখাল। আতাসী উঁকি দিল ভিতরে। ফিসফিস করে বলল, 'মেজর, এখন কি করি?'

'বুঝতে পারছি না,' রানা নৈরাশ্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। 'কর্নেল ইউরিস গুলি করতে বারণ করেছে...'

ইউরিস নামটা কানে গেছে সেন্ট্রির। ও গলা নামিয়ে বলল, 'আরব গেরিলা? ফেদাইন?'

'আহ্' রানা বিরক্তি প্রকাশ করল, 'এখনও এখানে কেন দাঁড়িয়ে? ঠিক আছে, গেরিলা দেখার ইচ্ছে তো দেখ সাবধানে।'

সেন্ট্রি সাবধানে কৌতূহলের সঙ্গে মাথাটা এগিয়ে দিল অন্ধকার দরজার মুখে। আতাসী সরে জায়গা দিল ওকে। আরও একটু এগিয়ে গেল সেন্ট্রি এবং হঠাৎ মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। রানা দরজা বন্ধ করে আলো জ্বেলে দিল। আতাসীর পিস্তল ধরা সেন্ট্রির কানে, বলল, 'পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো। কোন বাহাদুরি দেখাবে না। প্রমিজড ল্যান্ডের জন্যে প্রাণ-পাতের তবু মানে আছে, কিন্তু অকারণে মরে যাওয়াটা একান্ত বোকামি, কি বলো?' আতাসী পিস্তলের মাথা দিয়ে গুঁতো বসিয়ে বলল, 'শুয়ে পড়ো দেখি।'

ওকে বেঁধে, মুখে টেপ লাগিয়ে দিল আতাসী। রানা এই ফাঁকে ঘরটা দেখে নিল। স্টোর-রুমের মত। জানালা খুলে ফেলল। দেখল দূরে শহরের মৃদু আলো। রেল স্টেশনে নেভা-নেভা আগুন, ধোঁয়া। ডাইনে তাকাল রানা। কয়েক ফুট দূরেই টেলিফোন এক্সচেঞ্জের আলোকিত জানালা। জানালা থেকে সীসায় মোড়া কেবল দুর্গের সঙ্গে টান করে বাঁধা। জানালা দিয়ে একটা তার বেরিয়ে এসে জড়িয়ে গেছে কেবলের সঙ্গে। রানা বলল, 'দড়ি বের করো।'

দড়িতে একটা গেরো বানিয়ে তার ভিতর একটা পা রাখল রানা। নিচে নেমে গেল। অন্য মাথা টেনে ধরে আছে আতাসী—একটু একটু ঢিল দিচ্ছে। দশ ফিট নিচে নেমে রানা এক হাতে দড়ি ধরে দোল খেলো, পেন্ডুলামের মত। পঞ্চম দোলে বাঁ হাতে ধরে ফেলল কেবল এবং তার। আতাসী আরও একটু আলগা দিতেই রানা দু'হাতে কেবল ধরে উঠে পড়ল কার্নিশে দুর্গের গা ধরে। জানালার কাছে উঁকি

দিল। অপারেটরের পিঠ এদিকে। লাইনটা ঠিক মত দেখে নিয়ে পকেট থেকে ছুরি বের করল রানা। নিঃশব্দে কেটে দিল তার।

ছুরিটা যথাস্থানে রেখে উঁকি দিল জানালায়। দেখল, অপারেটর উঠে দাঁড়িয়ে সামনে হ্যান্ডেলে টোকা দিচ্ছে। কাজ হয়ে গেছে। রানা দু'হাতে দড়ি ধরে পায়ের গেরো দেখে নিয়ে ঝুলে পড়ল আবার।

এখান থেকে পড়লে কয়েকশো ফুটের মধ্যে বাধা দেবার কিছু নেই।

ফায়জার হাতে ল্যুগারটা চকচক করছে। এক চোখ চুলে ঢেকে গেছে। অন্য চোখে আর ঠোঁটের কোণে ক্রূর হাসি। শরীরের ভর এক পায়ের উপর রাখা। সোয়েটার খুলে ফেলেছে। এখন গায়ে লো-ব্লাউজ, মিনি স্কার্ট।

সেফটি ক্যাচ নামিয়ে দিল। বলল, 'হ্যান্ডস আপ—'

হাসল ফায়জা আয়নায় নিজের ভয়াবহ মূর্তি দেখে। মনে মনে বলল, চলবে। ব্যাগে রাখল পিস্তল। বের করল লিপস্টিক। ঠোঁটটা গোলাপী করে তুলল আরও। চুলে ব্রাশ বুলিয়ে স্কার্টটা তুলে ফেলল। স্টকিং আটকানো রয়েছে কালো ইলাস্টিকে। গার্টার বেল্ট। গার্টার বেল্টে গোঁজা কালো ছোট লিলিপুট। ওটা উরুর ভিতরের দিকে টেনে দিয়ে স্কার্ট নামিয়ে বাইরের দরজা খুলল। খুলেই মনে পড়ল হাতের ব্যাগটা রয়ে গেছে। কিন্তু ওটা লুকিয়ে রাখার উপায় নেই। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি।

'সিনোরিনা,' পুচ্চেল্লির ঠোঁটে হাসি, ব্যাগে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'কোথায় যাবে, তোমার সঙ্গী হবার সৌভাগ্য কি আমার হবে?'

'ঘরে বসে খারাপ লাগছিল,' ফায়জা হাসল। 'আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন?'

'ঘরে আমারও মন টিকছিল না,' পুচ্চেল্লি বলল। 'তুমি ইটালিয়ানদের ফ্যান।'

'কিন্তু...' ফায়জা বলল। 'আমার ডিউটি রয়েছে যে? কর্নেলের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

'ওই বাঘিনীর সঙ্গে?' পুচ্চেল্লি চোখে ভয় ফুটিয়ে তুলল, 'কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে...'

'কি কথা?'

'ইটালির গল্প।'

ফায়জা ইটালিয়ানের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল। হাসতে হাসতে ভাবল, বুকে এত ভয়ের কম্পন নিয়ে কতক্ষণ মানুষ হাসতে পারে।

সাত

'বিশ্বাসঘাতক!'

নিচু হয়ে ব্যালকনির অন্য প্রান্তে গিয়ে শুনল ওরা। আতাসী বলল, 'মেজর

জেনারেল।'

সোনালী প্রোগ্রাম-রুমের ব্যালকনির ওকের নকশা করা রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে রানার চোখ প্রথম মেজর জেনারেলের উপর পড়ল না, পড়ল নবাগত তিনজনের উপর আব্বাস, সালাল, ইয়াফেজ। ওরা একপাশের কোচে বসেছে। ঘরে কোন মেশিনগানধারী সেন্ট্রি নেই।

ঘরের আগের অন্য চারজনের চোখও ওদের উপর। সবার হাতে পান-পাত্র, এমন কি কারিনের হাতেও। কর্নেল ইউরিস পাত্র উঁচু করে নবাগতদের উদ্দেশে বলল, 'তোমাদের স্বাস্থ্য পান করছি। এশিয়া ও আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ এজেন্টদের স্বাস্থ্য পান করছি, স্যার।' ঘুরে দাঁড়াল জেনারেল প্রেমিঙ্গারের দিকে।

'হ্যাঁ, পান করছি আপনাদের দুঃসাহসকে সম্মান দেখিয়ে।' কথাটা তিনজনের উদ্দেশে বলে পাত্রে ঠোঁট ছোঁয়াল জেনারেল প্রেমিঙ্গার।

'বিশ্বাসঘাতক কুকুরের স্বাস্থ্যপান আমি করি না।' গ্লাস ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। ঝনঝন করে গ্লাস ভাঙল।

সোনালী রুমের সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। নীরবতা।

'বিশ্বাসঘাতক!' একটা হুঙ্কার। ভেঙে গেল নীরবতা।

হাসল কর্নেল মেজর জেনারেলের দিকে চেয়ে। গিয়ে বসল আব্বাসের পাশে। বলল, 'তারপর, ফেরার ব্যবস্থা কিভাবে হয়েছিল?'

'এক ছোকরা এটা বলেছিল আমাদের। একটা মসকুইটো বম্বার আসবে রস পিন্নার কাছে পরিত্যক্ত এরোড্রামে।'

'যেভাবে কথা আছে ঠিক সেইভাবে তোমরা ফিরে যাবে, প্লেনে উঠবে,' কর্নেল বলল। 'আগামীকাল রুম নাম্বার সিক্সে গিয়ে রিপোর্ট করবে : তোমরা টাগার্টে পৌঁছানোর আগেই মেজর জেনারেলকে তেল-আবিব পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল।'

'আবার কায়রো ফিরে যাব!' ইয়াফেজের কণ্ঠে আতঙ্ক। 'মেজর রানা যদি!'

'বেঁচে যায়, পালিয়ে যেতে পারে ইসরাইল থেকে?' কর্নেল হাসল, 'না, তোমরা কায়রোতে অনায়াসে রিপোর্ট করতে পারো, মেজর রানা বলে কারও অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই।'

'মেজর রানা মারা গেছে?' সালালের কণ্ঠে সন্দেহ।

'না,' কর্নেল ইউরিস হাতের ব্র্যান্ডি শেষ করল। বলল, 'মারা গিয়েছিল। কিন্তু আবার বেঁচে উঠেছে। রেল স্টেশনে রেডিও গরম দেখে আমরা প্রথম সন্দেহ করি মেজর রানা বেঁচেই আছে। সে স্টেশনে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায়। আমরা আমাদের আরব-বিদ্রোহী ধরার জন্যে ট্রেনিং দেয়া ডোবারম্যান পিনশারকে রানার কাপড় শুঁকিয়ে ছেড়ে দিই। কুকুর একটা অ্যামেরিকান সাংবাদিকের বাড়ি গিয়ে ওঠে। ওখান থেকে চুরি গেছে একটা স্টেশন ওয়াগন। কুকুর আবার ছোটে। কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলে। আবার কেবল স্টেশনে এসে কুকুর উত্তেজিত হয়ে ওঠে।' নাটকীয় ভাবে কর্নেল ঘোষণা করল, 'সন্দেহ করছি, মেজর রানা হয়তো স্বেচ্ছায় এখানে এসেছে। কিন্তু···এখান থেকে স্বেচ্ছায় কেউ কোনদিন বেরুতে পারেনি।'

'মেজর রানা ফোর্টে ঢুকেছে?' আব্বাস বলল, 'কিভাবে?'

'আমিও তাই ভাবছি,' কর্নেল বলল। 'তোমাদের মেজর দুঃসাহসী, কিন্তু বোকা। নইলে এই ফোর্ট টাগার্টে ঢুকতে সাহস করত না। এখন স্টেশনে হেভি গার্ড দেয়া হয়েছে, ফোর্টের চারদিক ঘিরে ফেলা হয়েছে। সমস্ত ফোর্ট সার্চ করা হচ্ছে। যদি সে ফোর্টে এসে থাকে, পনেরো মিনিটের মধ্যে তাকে এখানে দেখতে পাবে।'

'এখানে!' ইয়াফেজ উঠে দাঁড়াল।

কর্নেল হাসল, 'ভয় পেয়ো না, সার্জেন্ট, মেজর রানা তখন বন্দী।'

জেনারেল প্রেমিঙ্গার মেজর জেনারেল রাহাত খানকে বলল, 'জেনারেল, শক্তি প্রয়োগ আমার প্রিন্সিপল-এর বাইরে…'

'প্রিন্সিপল্!' থু থু ফেললেন মেজর জেনারেল, 'তোমার দেশ জার্মানী, কর্নেল ফরাসী, কারিন বোধহয়, অস্ট্রিয়ান তোমরা ধর্মের নামে দখল করেছ আরবদের দেশ, আরবদের হত্যা করেছ, তাদের পবিত্র মসজিদে আগুন দিচ্ছ। তোমাদের আবার প্রিন্সিপল্!' মেজর জেনারেল ইউনিফর্ম খুলে শার্টের আস্তিন গুটিয়ে বসলেন।

কথাগুলো সবার মধ্যে নীরবতা এনে দিল। কর্নেল ইউরিস ইশারা করল কারিনকে। কারিন হাতের গ্লাস রেখে বের হয়ে গেল পাশের দরজা দিয়ে। রানা ইশারা করল আতাসীকে। ব্যাগ থেকে বের করল মেশিন কারবাইন।

ব্যালকনি থেকে লোহার মই নেমে গেছে। এদিকটা অন্ধকার। আতাসীই প্রথম নামল নিচে। রানা দেখল দরজা খুলে ফিরে এল কারিন, দরজা বন্ধ করে এগিয়ে গেল মেজর জেনারেল রাহাত খানের কাছে। হাতে ওর স্টেনলেস স্টীলের ট্রে তাতে সাজানো সিরিঞ্জ, তুলো ইত্যাদি।

রানাও নেমে এল। অন্ধকার থেকে এগিয়ে গেল আলোর দিকে। দু'জন পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সবাই কারিনের কাজ দেখছে। কারিন তুলো অ্যালকোহলে ভিজিয়ে মেজর জেনারেলের হাতে ঘষছে। তারপর কর্নেলের দিকে তাকাল। কর্নেল বলল, 'ইয়েস!' কারিন তুলে নিল সিরিঞ্জ।

'নো!' গম গম করে উঠল রানার গম্ভীর কণ্ঠ ঘরের মধ্যে, 'তুমি শুধু শুধু স্কোপোলামিন নষ্ট করছ স্বর্ণকেশিনী, ওই মুখ থেকে কোন কথা বেরুবে না। যা বেরুবে তা আপনাদের কাজে আসবে না।' পরের কথাটা বিস্মিত, হতচকিত কর্নেলের উদ্দেশে বলা। থমকে উঠে দাঁড়িয়েছে কর্নেল। হাতটা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে চেয়ারের সঙ্গে লাগানো লুকানো বাটন প্যানেলের দিকে। রানা হাসল, 'কর্নেল, বাটন?'

হাত সরে এল কর্নেলের, উঠে গেল উপরে। দু'জন পাশাপাশি এগিয়ে গিয়ে আলোতে দাঁড়াল, সবাইকে কভার করেই। রানার ঠোঁটে দেখা গেল হাসি। সবাই এক এক করে হাত তুলছে মাথার উপর আপনা থেকেই। রানা মাথা নাড়ল, 'জেনারেল এবং কর্নেল ইউরিস, আপনাদের দিকে আমি টার্গেট করিনি। করেছি…' আব্বাসের বুকে লক্ষ্য স্থির করল, 'ওকে'—ইয়াফেজের বুকে লক্ষ্য স্থির করে বলল, 'ওকে…' কারবাইন ঘুরল সালালের দিকে, 'ওকে, এবং…' কারবাইন ঝট করে ঘুরে আতাসীর পাঁজরের কাছে থেমে গেল। উন্মত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করল রানা, 'ড্রপ দা গান। কারবাইন ফেলে দাও, শয়তান!'

'বস্! স্যার!!' আতাসীর কণ্ঠে দারুণ বিস্ময়। 'আল্লাহ, মেজরের মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

রানা দু'পা এগিয়ে কারবাইনের বাঁট ঘুরিয়ে মারল আতাসীর কোমরে। আর্তনাদ করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আতাসী। রানার কারবাইন তখনও ওকে টার্গেট করা। জ্বলজ্বল করছে রানার চোখ। আতাসী রানাকে বুঝতে চেষ্টা করল। আস্তে আস্তে আলগা করে দিল কারবাইনের শোলডার স্ট্র্যাপ।

রানা ওকে আব্বাসের সঙ্গে কোচে বসতে আদেশ দিল।

আতাসীর চোখে ফুটে উঠল ঘৃণা। বলল, 'বিশ্বাসঘাতক! বন্ধু সেজে তুমি আরবদের সাহায্য করতে এসেছিলে? আমরা কাউকে বিশ্বাস করি না, তোমাকে করেছিলাম। দু'মুখো সাপ…'

'পুরানো কথা, বড্ড পুরানো কথা।' রানা গিয়ে আরাম করে কর্নেল ইউরিসের পাশে বসল। হেসে বলল, 'মোটা বুদ্ধির বেদুইন। যথেষ্ট সাহায্য করেছে আমাকে।'

'আচ্ছা!' কর্নেল এখনও কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। বলল, 'আপনার কথা…'

হাত নাড়ল রানা। বলল, 'বলছি, বলছি। এক এক করে সব বলব।' রানা তাকাল পাঁচ ফিট নয় ইঞ্চি দেহধারিণী সুন্দরী স্বর্ণকেশিনীর দিকে। তার হাতের সিরিঞ্জ ট্রেতে নামিয়ে রেখেছে। রানা বলল, 'আপনাকে বাধা দেবার জন্যে দুঃখিত, মিস্ কারিন বারজার। কিন্তু আমি যা বলেছি তা সত্যি। ওটা ব্যবহার করে কোন লাভ হবে না। কারণ এই লোক মেজর জেনারেল রাহাত খান নয়!'

'মেজর রানা!' গর্জে উঠলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান।

কথাটা রানা কানে তুলল না। বলল, 'আমি পাকিস্তানী। ইসরাইলকে পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে না। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে মানবিক বিচারে মনে করি ইহুদিদের পৃথিবীতে একটা আশ্রয় চাই। যেখানে তারা গেছে সেখান থেকেই হয়েছে বিতাড়িত। ইসরাইলী কবি লিখেছেন, "Wherever we stroll there are always three—You and I and the next war." যাক এসব ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা। দেশ আমার আরবদের সমর্থক। আরবদের প্রতিও আমার সহানুভূতি ছিল। তাছাড়া সরকারী আদেশও অমান্য করতে আমি পারি না। আসতে হয়েছিল কায়রো আরব ইন্টেলিজেন্সকে সাহায্য করতে। এসে যা দেখলাম তা হচ্ছে এর কোণে কোণে অন্ধকার। এরা সবাই পরস্পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে ব্যস্ত। এই সময় ওরা আমাকে জানায়, মেজর জেনারেল রাহাত খানকে আরবদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, উনি এসে ইন্টেলিজেন্স-এর আগামী কর্মসূচী সম্পর্কে উপদেশ দেবেন।' চুপ করল রানা। একটু থেমে বলল, 'এরপর আমি আর কিছু জানতাম না। গতকাল আমাকে জানানো হয়, মেজর জেনারেল রাহাত খান আপনাদের এখানে বন্দী। কথাটা আমি বিশ্বাস করেছিলাম।' রানা উঠে দাঁড়াল। 'আরবদের আমরা বন্ধু বলে মনে করতাম। ওরা সেই সুযোগ নিয়েছে। ওরা আমাদেরকে ঠকিয়েছে। কাল পৃথিবী জানবে আমরা আরবদের শত্রু। ওরা মেজর জেনারেল রাহাত খানকে হত্যা করেছে।' রানার কণ্ঠে জ্বালা।

'মেজর জেনারেল রাহাত খানকে?' জেনারেল প্রেমিঙ্গার রানাকে দেখে তাকাল মেজর জেনারেলের দিকে।

'ওই রকমই দেখতে মেজর জেনারেল রাহাত খান।' রানা এগিয়ে গেল রাহাত খানের কাছে। বলল, 'আপনারা চেনেননি। রাহাত খানকে আপনারা ভাল করে চেনেন না বলে ভেজাল ধরতে পারেননি। কিন্তু আমি চিনি চিরকুমার, কঠোর-কোমল মহাপ্রাণ রাহাত খানকে।' রানার হাত উঠে গেল রাহাত খানের দিকে। ভ্রূতে দিল টান। খসে এল কাঁচা-পাকা পুরো বাম ভ্রূটা।

উঠে দাঁড়াল জেনারেল প্রেমিঙ্গার, উঠে দাঁড়াল কর্নেল ইউরিস। কারিনের চোখে বিস্ময়। বিস্ময় আতাসী, আব্বাস, সালাল, ইয়াফেজের চোখে।

রানা ভ্রূটা ছুঁড়ে দিল প্রেমিঙ্গারের দিকে। বলল, 'আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল। এরা মেজর জেনারেলকে বন্দী করেছে, না হয় হত্যা করেছে। সাজিয়েছে নকল রাহাত খান, এক ঢিলে তিন পাখি মারার জন্যে। প্রথমত আমাদেরকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দেবার জন্যে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নিজেদের দুর্বলতা ধামাচাপা দেবার জন্যে। যা রাহাত খান জেনে গিয়েছিলেন। এবং তৃতীয়ত...'

আব্বাস বলল, 'ওর কথা বিশ্বাস করবেন না জেনারেল, ও ব্লাফ দিচ্ছে।'

'চুপ। দেখা গেছে কে ব্লাফ দিয়েছে নকল রাহাত খানকে পাঠিয়ে দিয়ে। টাগার্টের ধ্বংস তোমাদের উদ্দেশ্য—সত্যি কিনা?' রানা আব্বাসের দিকে কারবাইন তুলল। কর্নেলকে বলল, 'একজন গার্ড ডাকুন। বিশ্বস্ত লোক। আমি যা বলব তার একটি কথাও যেন বাইরে না যায়। এটা ইসরাইলের গোপনতম বিষয়।'

রানা চেয়ারে বসল। কারিনের দিকে তাকিয়ে হাসল। গভীর নীল চোখে বিস্ময়ের ঘোর। রানা বলল, 'আমাকে তোমার সুন্দর হাতে এক গ্লাস নেপোলিয়ান ব্র্যান্ডি ঢেলে দেবে?'

কর্নেল ইউরিস ইন্টারকমে কাকে যেন আসতে বলল।

ফোর্ট টাগার্টের বারে বসেছে দু'জন, ফায়জা ও ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি। কফি পান করছিল। ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লিকে ডেকে নিয়ে গেল দু'জন গার্ড। কি যেন বলল। ক্যাপ্টেন ফিরে এসে বসল চিন্তিত মুখে। গার্ড-সেন্ট্রিদের মধ্যে ছুটোছুটি লেগে গেছে।

'ওরা কি খুঁজছে?' ফায়জা যেন আপন মনে বলল।

'ওদের কথা বাদ দাও,' ক্যাপ্টেন বলল। 'এখানে এখন শুধু রোবার্টো আর জর্দানার কথা হবে।'

'আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে, ক্যাপ্টেন।'

'চিন্তিত?' হা হা করে হাসল ক্যাপ্টেন, 'হ্যাঁ, চিন্তিত হয়ে পড়েছি কর্নেল ইউরিসের মাথার কথা ভেবে। বলে কিনা ফোর্ট টাগার্টে স্পাই ঢুকেছে, আরব গেরিলা ঢুকেছে।' বিরক্তির সঙ্গে ভ্রূ কুঁচকে কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, 'কি যেন বলছিলাম...হ্যাঁ রোমে...'

'আমি এখন উঠব।'

ক্যাপ্টেন হাত ধরল ফায়জার। বলল, 'কোথায় যাবে? ফোর্ট টাগার্টে যাবার জায়গা আছে?··· নেই, নেই, সিনোরিনা।' ক্যাপ্টেন তাকাল ফায়জার চোখে। বলল, 'আরেক কাপ কফি?'

ফায়জা ঘড়ি দেখল। মিষ্টি করে হাসল। বলল, 'তারপর রোমের সেই দুষ্টু ছেলেটা···'

সোনালী প্রোগ্রাম-রুমে লোকসংখ্যা আরও একজন বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘদেহী, শীতল নির্বাক-মুখশ্রী, তরুণ এক সার্জেন্ট কারবাইন তাক করে আছে আব্বাস, ইয়াফেজ, সালাল ও আতাসীর পেছনে। ওরা পারতপক্ষে পিছনে তাকাচ্ছে না।

'আমি বেশি কথা বলতে চাই না,' রানা বলল। 'কথা বের করবার আপনাদের আধুনিক পন্থা আমারও পছন্দ।' রানা এবার নিজেই পূর্ণ করল গ্লাস। ওর কারবাইন চেয়ারের হাতলে ঝুলছে। গ্লাসে চুমুক দিয়ে তাকাল স্বর্ণকেশিনীর দিকে, বলল, 'কারিন, তুমি আরও তিনটে স্কোপোলামিনের ক্যাপসুল নিয়ে এসো।'

'কর্নেল ইউরিস,' আব্বাস বলল। 'মেজর রানার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে আপনাদের···'

'গার্ড!' রুক্ষ কণ্ঠে হুকুম দিল রানা। 'লোকটা যেন আর একটা কথাও না বলে।'

আব্বাসের পিঠে মেশিন-কারবাইনের গুঁতো বসাল গার্ড নির্বিকার ভাবে।

রানা বসল আগের চেয়ারটাতে। বলল, 'স্কোপোলামিন প্রয়োগ করার আগে আমার সম্পর্কে আমার কিছু বলা দরকার। আত্মপক্ষ সমর্থন আর কি।'

কারিন মার্চ করে ফিরে এসে স্কোপোলামিনের ক্যাপসুল রাখল ট্রেতে। কারিনের চোখে-মুখে হাসির আভাস। তিন তিনজনকে স্কোপোলামিন নিজ হাতে প্রয়োগ করার খুব বেশি সুযোগ পাওয়া যায় না।

'কারিন,' ঘড়ি দেখে মিষ্টি করে ডাকল রানা। কারিনের চোখে হাসির সঙ্গে কটাক্ষ মিশল। রানা বলল, 'তিনটে নোট-বুক আনতে পারবে?'

'তিনটে কেন?' কর্নেল মুখ খুলল, 'তিনটে ক্যাপসুল আনালেন, তিনটে নোট-বুক—অথচ ওরা লোক চারজন।'

'ওই বেদুইনকে ক্যাপসুল দিলেও যা, না দিলেও তাই।' রানা বলল, 'মাথায় ঘিলু বলে কোন পদার্থ থাকলে তো স্কোপোলামিনে রি-অ্যাকশন হবে? ওকে জিজ্ঞেস করে দেখুন কয় দিনে এক-সপ্তাহ, বলতে পারবে না। আস্ত দুম্বা।' রানা প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'এবার আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। কোর্টের সামনে।'

একটু থেমে শুরু করল, 'মহামান্য কোর্ট, কয়েকটা কথা ভেবে দেখুন। প্রথমত, কোন্ সাহসে আমি নিরস্ত্র হয়েছি? অস্ত্র হাতে থাকা সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করেছি? ইচ্ছে করলে কি জেনারেলের কানে কারবাইন ধরে দুর্গ থেকে বের হয়ে যেতে পারতাম না? কিন্তু তা করিনি, কারণ আমি তা চাইনি। কেন কর্নেল ফ্রেমন্টকে হত্যা করিনি? কারণ···'

'গার্ডের কানে ফায়ারিঙের শব্দ যেত।' আব্বাস বলল।

রানা আব্বাসের দিকে চেয়ে পকেট থেকে বের করল ওয়ালথার, আব্বাসের মাথার উপর দিয়ে গুলি করল দেয়ালের একটা নকশায়। গুপ্ করে মৃদু শব্দ হলো। পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো। রানা বলল, 'কর্নেল ফ্রেমন্টকে হত্যা করিনি, কারণ একজন ইহুদি আরেকজন ইহুদিকে হত্যা করতে পারে না।'

'আপনি ইহুদি!' জেনারেল প্রেমিঙ্গারের প্রশ্ন।

'আমার মা ছিলেন ইহুদি,' রানা বলল। 'মায়ের কাছে কত গল্প শুনেছি প্রমিজড্ ল্যান্ডের। মাও স্বপ্ন দেখতেন, ইহুদিদের আবাসভূমি তাঁরা আবার ফিরে পাবেন।...থাক, ওসব ইতিহাস ঘেঁটে কাজ নেই, কাজের কথাই বলি। হ্যাঁ, কেন আমি গাড়ি পানিতে ফেলেছিলাম? কারণ এই তিনজন বিশ্বাসঘাতক আমি মৃত না জানলে সামনে আসতে সাহস পাবে না। আর আমি আরবদের বন্ধু হলে এখানে আসব কেন?' রানা আঙুল তুলল নকল রাহাত খানের দিকে। বলল, 'একটা নকল রাহাত খানকে উদ্ধার করতে?' রানা হাসল, তাকাল আব্বাসের দিকে। বলল, 'তুমি ইসরাইলের সিক্রেট এজেন্ট হিসেবে ছিলে মিশরের মিলিটারি ডিপার্টমেন্টে। তোমার তো জানা উচিত নকল রাহাত খানের কথা? কেন জানো না? আমি কি করে জানলাম? ...জানলাম, কারণ আমার মা ইহুদি এবং আরব পাকিস্তানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে জেনে আমি জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে কাজ করছি কিছুদিন হলো। আমার কথা জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের হেড, জেনারেল রবিন জানেন। তার সেক্রেটারিও আমাকে ভাল ভাবে চেনে। জেনারেল রবিনের অফিস থেকেই এখানে ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে সাহায্য করার। ক্যাপ্টেনই সাহায্য করেছে এই ফোর্টে আমাদের ঢুকতে। হ্যাঁ, আপনি আমাদের শক্তিশালী রেডিও-টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারেন রবিনের সেক্রেটারির সঙ্গে। ঠিক দশ দিন আগে তেল-আবিবে ১৫ নম্বর কুইন শেবা রোডে বসে আজকের এই পরিকল্পনা হয়। আপনি ফোন করতে পারেন ডেভিড ডাউসনকে। কোড নাম, ড্যাড।'

'ড্যাড। আপনি তাও জানেন?' কর্নেল ইউলিস সবিস্ময়ে হেসে উঠল খুশিতে। বলল, 'তবে আর রেডিও-ফোনের প্রয়োজন কি? তবু আপনি যখন বলছেন...' কর্নেল তুলে নিল রেডিও-টেলিফোন।

রানা ব্র্যান্ডি হাতে আরাম করে বসল সোনালী ভেলভেটে মোড়া চে ারে। আতাসী রানার মুখের দিকে তাকিয়ে, রানা উপেক্ষা করল আতাসীর চাউনি। দখল কারিনকে। সোনালী ঘরে স্বর্ণকেশিনীর নীল চোখে হতবাক ভাব। রানা চোখে চোখ রেখে হাতের শূন্য গ্লাসটা দেখাল আঙুল দিয়ে। স্বর্ণকেশিনী আঙুলের ইঙ্গিত বুঝে নিয়ে টেবিল থেকে পুরো বোতলটা এনে রানার পাশে রাখল। ঠোঁটের কোণে হাসির শিহরণ। কথা মানতে দেখে রানা শুধু হাসল। অথচ মেয়েটা আরও কিছু যেন প্রত্যাশা করেছিল, একটা ধন্যবাদ অন্তত।

ফোনে রেডিও লাইন পেয়ে গেছে কর্নেল।

কর্নেল বলছে, 'কর্নেল ড্যাড? কি বন্ধু, কেমন আছ?' কর্নেল তাকাল রানার

দিকে, বলল, 'আমাদের এখানে একজন নতুন এজেন্ট এসেছেন। উনি নাকি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেই ফোর্টে এসেছেন। নাম মেজর মাসুদ রানা। কি বললে? তুমি চেনো! বন্ধু মানুষ—দেখতে কেমন বর্ণনা দিতে পারো? আচ্ছা, কি বললে? কানের লতি ড্রিলার দিয়ে ছিদ্র করা হয়েছিল, এখন প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়েছে?' রানা কানের লতি উল্টিয়ে দেখাল। 'কপালে বাঁ ভুরুর পাশে একটা কাটা দাগ··· কি কি, বলব ওকে? ও বিশ্বাসঘাতক?'

'ওকে বলুন ও একটা নেমকহারাম,' রানা বলল।

'মিস্টার মাসুদ বলছেন, তুমি একটা নেমকহারাম।' হাসতে হাসতে বলল কর্নেল ইউরিস। 'আচ্ছা, আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। জেনারেল রবিন কেমন আছেন?···তা বটে, আরবরা আর ভাল থাকতে দিচ্ছে কোথায়?··· গুডবাই।' রিসিভার ক্রাডলে নামিয়ে রাখল কর্নেল।

'ফরাসী ব্র্যান্ডি,' রানা হাতের গ্লাসের পানীয়ের দিকে তাকিয়ে বলল। 'দশ দিন আগে তেল-আবিবে বসে নেপোলিয়ন পান করতে করতে আমরা অনেক কথা বলেছি। যা হোক আমার পরিচয়···'

'যথেষ্ট হয়েছে, আর প্রয়োজন হবে না,' কর্নেল বলল।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'এবার আমার বন্ধুদের পরিচয় দেয়া যাক।' রানা তাকাল সালাল, ইয়াফেজ, আব্বাস এবং আতাসীর দিকে। বেদুইনের চোখে ভয় নেই, আছে আক্রোশ আছে বিস্ময়। পারলে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে রানার উপর।

'সালাল, ইয়াফেজ এবং আব্বাস ইসরাইলের এজেন্ট। আরবের আর্মিতে বিভিন্ন পদে কাজ করত এবং ইসরাইলের প্রতি একনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু···' রানা কথাগুলো শেষ না করে উঠে দাঁড়াল, 'কিন্তু আপনাদের সামনে উপস্থিত তিনজনকে দেখে কি আপনাদের একটুও সন্দেহ হয়নি যে এরা আরব ইন্টেলিজেন্সের সাজানো নকল সালাল, ইয়াফেজ বা আব্বাস হতে পারে? ঠিক যেমনটি হয়েছে রাহাত খানের বেলায়?'

ইয়াফেজ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'মিথ্যে কথা! সাজানো গল্প···' কথা শেষ করতে পারল না। পিছনে দাঁড়ানো সার্জেন্টের হাতের কারবাইনের বাঁট লাগল ইয়াফেজের ঘাড়ে। হুড়মুড় করে পড়ে গেল ইয়াফেজ। সার্জেন্ট নির্বিকার ভাবে ইয়াফেজের অজ্ঞান দেহটা সোজা করে বসিয়ে দিল সোফায়।

রানা এই ফাঁকে তার হাতের গ্লাসে সিপ করল। বলল, 'হ্যাঁ, এরা ইসরাইলের আসল স্পাইদের ডামি। আরব ইন্টেলিজেন্সের টপ লোক এবং পাকা অভিনেতা। আমার বস্ রাহাত খানের ভূমিকায় বিখ্যাত টেলিভিশন ও সিনেমা অভিনেতা মহিউদ্দীন ফারুকও অনবদ্য, কি বলেন?'

কর্নেল অবাক হয়ে দেখল মহিউদ্দীন ফারুককে। রানা বলল, 'এই অভিনয়ের জন্যে কত পেয়েছেন, মিস্টার ফারুক?'

'পঁচিশ হাজার ইজিপশিয়ান পাউন্ড,' তিক্ত কণ্ঠে বলল ফারুক।

রানা কারিনের এনে দেয়া নোট বই তিনটে হাতে নিয়ে সালাল এবং আব্বাসের হাতে দিল দুটো। ইয়াফেজ জ্ঞান ফিরে পেয়ে তাকিয়ে আছে এদিকে।

ওকেও দিল একটা। বলল, 'প্রমাণ হয়ে যাওয়াই সবচে' ভাল। হাতেনাতে প্রমাণ।' রানা পকেট থেকে বের করল একটা নোট-বই। বলল, 'এই নোট-বুকটা জেনারেল রবিনের অফিস থেকে আমাকে দেয়া হয়েছে। আপনি জেনারেলের অফিস থেকে এই নোট-বুকটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন রেডিও-ফোনে যদি সন্দেহ থাকে।'

'মেজরের কথার সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই,' আতাসী বলল। 'কিন্তু...'

রানা থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার সার্টিফিকেট তোমাকে দিতে হবে না। লেখো, ইসরাইলের যেসব লোক পুরো মধ্য-প্রাচ্যে কাজ করছে। লিখবে কোড নাম্বার, এবং আসল নাম, ঠিকানা।'

অসহায়, দৃষ্টিতে আশ্বাস তাকাল কর্নেল ইউরিসের দিকে। ইউরিস গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'লিখুন।'

ওরা তিনজন পিছনের কারবাইন-ধারী সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল নোট-বইয়ের উপর।

আট

কফি হাউজ প্রায় খালি হয়ে গেছে। ভারী পদধ্বনি চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারদিকের নিভিয়ে রাখা আলো জ্বলে উঠেছে।

ফায়জা গোপনে ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, 'ক্যাপ্টেন, আমার বেশ খারাপ লাগছে। আমি ঘরে যাব।'

'খুব স্বাভাবিক,' ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি সচেতন হয়ে উঠল, 'সারাদিন এত খাটনি গেছে। চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি তোমার ঘরে।'

'না, লাগবে না।' ফায়জা কপাল থেকে হাতটা নামিয়ে রাখল ক্যাপ্টেনের হাতের উপর। বলল, 'ঠিক আছে, আমি একাই যেতে পারব।'

'ইটালিয়ান রোবার্টো পুচ্চেল্লির চেয়ে তুমি ভাল বোঝো না,' ক্যাপ্টেন অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। 'রোবার্টো এখনই তোমাকে চাঙ্গা করে তুলবে। চলো, ঘরেই ফেরা যাক।'

ফায়জাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল ক্যাপ্টেন।

দু'জন হাতে হাত ধরে প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে ফিরে চলল। ফায়জা ঘড়ি দেখল দু'বার।

দাঁড়িয়ে পড়ল ক্যাপ্টেন রোবার্টো পুচ্চেল্লি। জানালা দিয়ে ফোর্টের বাইরের দিকের চত্বরটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বলল, 'আশ্চর্য!'

'কি?' ফায়জা আরও সচেতন হয়ে উঠল, সজাগ হলো প্রতিটি ইন্দ্রিয় বিপদের গন্ধে।

'আর্মি রেগুলেশন অনুসারে আর্মি হাই কমান্ডের হেলিকপ্টার সব সময় উড়বার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু এই 'কপ্টারটা ঠিকমত ঢাকা হয়নি। ইঞ্জিন খোলা রয়েছে, শুধু একটা টারপুলিন টানা, তাও ঠিকমত টেনে দেয়া হয়নি!'

'হয়তো,' ফায়জা বলল। 'কেউ মেরামতির কাজ সারছে।' কথা ক'টা বলতে ফায়জার গলা শুকিয়ে গেল। ক্যাপ্টেনের বাহু-বেষ্টনি থেকে বেরিয়ে এল। নইলে ক্যাপ্টেনের হাত তার পালস্-বিট ধরে ফেলত, ধরে ফেলত রক্তের দ্রুত চলাচল। জানালায় ঝুঁকে পড়ে বলল, 'মেশিনের যখন তখন মেরামতের প্রয়োজন হতে পারে, না?'

'হতে পারে। কিন্তু ওখানে কোন লোক কাজ করছে না। আধ ঘণ্টা আগে যাবার সময়ও দেখেছি ওটা এমনই ছিল। একজন জেনারেলের নিজস্ব পাইলটের এ রকম গাফিলতি সাধারণত দেখা যায় না।' ক্যাপ্টেনকে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে। তারপর বলল, 'চলো, তোমাকে পৌঁছেই দিয়ে আসি।' ফায়জার হাত ধরল ক্যাপ্টেন।

'তারপর···আবার ভাবতে বসবেন হেলিকপ্টার নিয়ে?' হালকা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ফায়জা তেরছা তাকিয়ে।

'হ্যাঁ, ভাবতে হবে,' ক্যাপ্টেন বলল। 'প্রোগ্রাম-রুমেও আজ বসতে হবে, মীটিং আছে।'

ফায়জার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা খুলতেই ক্যাপ্টেন বুকের উপর এনে ফেলল ফায়জাকে। ফায়জা ছট্ফট্ করে উঠল। কিন্তু বাধা দিল না। ক্যাপ্টেনের গোঁফ স্পর্শ করল ওর গাল, ঠোঁট। দ্রুত হলো শ্বাস-প্রশ্বাস। দুটো ঠোঁট চেপে ধরল ওর ঠোঁট।

ফায়জা বলল, 'না, আজ না···

ছেড়ে দিল ক্যাপ্টেন। দেখল ফায়জার মুখ। ভীত, সন্ত্রস্ত। ঠোঁট ভিজাল জিভে। হেসে উঠল ক্যাপ্টেন। বলল, 'আমি সৌভাগ্যবান,' গলা নামিয়ে বলল। 'এবং আমার সৌভাগ্য একটি রাতের জন্যেও কম করতে চাই না। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে নিশ্চয়ই ভাল বোধ করবে। তারপর···' হাসল, আপন মনে হাসল, বলল, 'আমি আসব। আজকের রাতটা আমাদের দু'জনের, না?'

একটা হাসি ফুটে উঠল ফায়জার ঠোঁটে, নীরব হাসি। মাথা নাড়াল, 'হয়তো।'

ক্যাপ্টেনের সামনেই দরজা বন্ধ করে দিল ফায়জা। ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড। হয়তো হাসিটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পারছে না। কোথাও খটকা লেগে যাচ্ছে।

আব্বাস, ইয়াফেজ, সালাল দ্রুত গতিতে লিখে চলেছে। দম ফেলতেও ওরা ভুলে গেছে। কিন্তু একটা জিনিস ভোলেনি, বার বার তাকাচ্ছে নির্বিকার সার্জেন্টের উদ্যত কারবাইনের দিকে।

রানা একটু দূরে দাঁড়িয়ে কর্নেল ইউরিস ও জেনারেল প্রেমিঙ্গারের সঙ্গে কথা

বলছে।

রানা বলল, 'পনেরো মিনিট পরে ওদের কি হবে ভেবে দেখুন। ওরাও জানে, ওদের ভাগ্যে পনেরো মিনিট পরে যা ঘটবে তা হচ্ছে: মৃত্যু। কিন্তু দেখুন, জেনারেল প্রেমিঙ্গার, কি আপ্রাণ চেষ্টা বেঁচে থাকার জন্যে।' রানা বলতে লাগল, 'অথচ সত্যিকারের সালাল, ইয়াফেজ এবং আব্বাস গ্রেফতার হয়েছে তিনদিন আগে। এখন ওরা মৃত।'

'মৃত?'

'হ্যাঁ। এই পরিকল্পনা হয় বেশ কিছুদিন আগে। আমাকে জড়ানো হয়েছিল মেজর জেনারেল রাহাত খানের নাম বলে। নিঃসন্দেহে বলতে হবে, জেনারেল আরাবী একজন জিনিয়াস।'

'আপনার চেয়েও?' হাসল কর্নেল ইউরিস।

'আপাতত আমি জেনারেল আরাবীর পরিকল্পনার কথা বলছি,' হেসে বলল রানা। 'আরাবী অনেকদিন থেকে খুঁজছিলেন আপনাদের লোক। পেয়ে যান তিনজনকে। এদের পাঠাবার কারণ এরা এসেই আপনাদের কাছে পরিচয় দেবে। স্টেট-গেস্টের সম্মান পাবে। এবং বিনা ঝামেলায় চলে আসবে ফোর্ট টাগার্টে।'

'ফোর্ট টাগার্টে বেড়াতে কেউ আসে কি?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল ইউরিস।

'আমার কিন্তু আগেই আসা উচিত ছিল।' রানা চোখ টিপে হাসল কারিনের নীল চোখে তাকিয়ে। কারিনের চাউনিও তার উত্তর দিল। জেনারেল প্রেমিঙ্গার অন্যদিকে তাকাল হাসি মুখে। রানা বলল, 'মেজর জেনারেল রাহাত খান সাজাবার আর একটা কারণ আছে। একজন জেনারেলকে প্রশ্ন করার জন্যে ফোর্ট টাগার্টে একজন জেনারেল আসবেই। কেননা, ফোর্ট টাগার্ট কোন জেনারেলের কাছে তো আর হেঁটে যেতে পারে না?'

'তারপর?'

'ফোর্ট টাগার্ট নকল রাহাত খানকে ধরে এনেছে মহামূল্যবান বস্তুর মত। এবং জেনারেল প্রেমিঙ্গারও এসেছেন। তিনি আরবদের কাছে কম দামী জিনিস না।'

'জেনারেল প্রেমিঙ্গার!' কর্নেলের কণ্ঠে বিস্ময়। বলল, 'জেনারেলকে কিডন্যাপ করবে?'

'হ্যাঁ, সেজন্যেই ওদের এখানে আসা,' রানা বলল। জেনারেল প্রেমিঙ্গার সোজা হয়ে বসল। রানা তাকাল আব্বাসের দিকে, 'ওরা মেজর জেনারেলকে বন্দী করেছে, দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এখানে এসেই আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছে, আমার সমর্থক দু'জন বন্ধুকে হত্যা করেছে…'

'মেজর মাসুদ রানা,' জেনারেল পাশ থেকে বলল। 'উত্তেজিত হবেন না, ওরা এখন কর্নেল ইউরিসের হাতের মুঠোয়। কর্নেল জানেন ওদের নিয়ে কি করতে হবে।'

ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি হেলিকপ্টার-পাইলটকে খুঁজে পেল গোলা ঘরে। সাদা হয়ে গেল মুখটা। ভূতে পাওয়ার মত ছুটতে লাগল। হঠাৎ কি খেয়াল হলো, ছুটল নতুন

মেয়েটির ঘরের দিকে। জর্দানাকে তার আবিষ্কারটা জানানো প্রয়োজন।

কিন্তু তিনবার নক করার পরও জর্দানা দরজা খুলল না। কান পেতে ক্যাপ্টেন ভেতর থেকে কোন সাড়া না পেয়ে বের করল চাবির গোছা।

অন্ধকার ঘরের আলো জ্বালল। কেউ নেই। বিছানাটাও পরিপাটিভাবে সাজানো। কেউ ওটা স্পর্শও করেনি।

ক্যাপ্টেন ছিটকে বেরিয়ে এল ঘরের আলো না নিভিয়ে। দরজাটা টেনে দিয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো ফায়জার সেই রহস্যময়ী হাসির ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছে সে।

'হলো?' রানা জিজ্ঞেস করল।

সালাল মাথা ঝাঁকাল, হয়েছে। অন্য দু'জন স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকাল রানার মুখের দিকে। আতাসী পাশে বসে রানাকে দেখছে তো দেখছেই। নকল রাহাত খান এক ভুরু নিয়ে আরও ব্র্যান্ডি পান করছে। কারিনের দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টা করছে অসহায় ভাবে।

ওদের হাত থেকে নোটগুলো নিয়ে রানা নিজের নোট-বুকটার সঙ্গে রাখল কর্নেলের সামনে। বলল, 'মিলিয়ে দেখুন আমার নোট বইটার সঙ্গে।'

কর্নেল দু'মিনিট ধরে নোটগুলো দেখল। তারপর রানার নোট-বুক খুলল।

রানা ব্র্যান্ডি সিপ করে সার্জেন্টের পাশে দাঁড়াল।

রানার নোট-বুকের প্রথম পাতাটা ফাঁকা। দ্বিতীয়, তৃতীয়...কর্নেল চোখ তুলে তাকাল গ্লাস ভাঙার শব্দে। দেখল, রানার হাতের গ্লাসটা পড়ে গেছে।

রানার ডান হাতের কারাতের কোপ লাগল গিয়ে সার্জেন্টের ঘাড়ে। এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ল দু'জনই মেঝেতে। আতাসী ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার চেয়ারের হাতলে রাখা কারবাইনের উপর। রানা ধরল সার্জেন্টের হাতের কারবাইন। আতাসী তার আগেই কর্নেলকে টার্গেট করেছে। বলছে, 'না কর্নেল, কোন নড়াচড়া করবেন না। আমি কম বুদ্ধির বেদুইন। কি করতে কি করে ফেলব তার ঠিক নেই।'

রানা সার্জেন্টের কারবাইনটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। আতাসী বলল, 'বস্, আমি কয়দিনে এক সপ্তাহ জানি না। একটা আস্ত দুম্বা!' ওর কণ্ঠে দুঃখ-দুঃখ ভাব, 'মেরেছিলেনও জবর জোরে।'

রানা কোন কথায় কান না দিয়ে সোজা কর্নেল ইউরিসের সামনে থেকে তুলে নিল নোট-বুক তিনটে। সযত্নে রাখল ইউনিফর্মের ভেতরের পকেটে। কর্নেল রানার চোখে-চোখে তাকাল, 'ও, ওই নোট বইয়ের কোড নাম্বার আর ঠিকানাগুলোই আপনি চান? ওগুলোর জন্যেই এত সব করলেন?'

'অনেকটা তাই বলতে পারেন। এতে লেখা আছে অনেক নাম ঠিকানা। এগুলো হচ্ছে লোক চেনার পয়লা কেতাব।'

'বুঝতে পারছি,' কর্নেল বলল। 'এরপর এসব নাম ঠিকানার মানুষগুলো শিকার করবেন।'

'তাদের পেছনে দু'সপ্তাহ ধরে লোক লাগানো হয়েছে। কিন্তু সে সব সন্দেহের ভিতর সত্য, মিথ্যা দুটোই ছিল। এবার আর মিথ্যাগুলো থাকবে না। কারণ এরা জীবনের ভয়ে একটাও মিথ্যে নাম লেখেনি।' রানা আব্বাসের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। ওদের তিনজনের মুখের ভাব এখনও হতভম্ব। রানা বলল, 'এদেরও সন্দেহ করতাম। তবু এদের নিয়ে এসেছিলাম একটা সত্য উদ্ধারের জন্যে। একজনের নাম বের করার জন্যে। হ্যাঁ, যে দেশে বসে দেশের সঙ্গে, জাতির সঙ্গে, একদল বিশ্বাসঘাতককে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে! আরবদের দুর্বল করে ফেলেছিল ওই একটি লোক।'

'আপনি ডেভিড ডাউসনকে চিনলেন কি করে?' এবার জিজ্ঞেস করল জেনারেল প্রেমিঙ্গার।

'খুব সহজ ভাবে। দু'সপ্তাহ আগে তেহরানে বসে তার সঙ্গে কথা হয়েছে। ওখানে ওর কাছে মিশরীয় এবং আরব আর্মির কয়েকটা মিথ্যে ইনফরমেশন বিক্রি করে রাকি পান করেছি।'

দরজা খুলে গেল।

রানা ঘুরে দাঁড়াল সরে গিয়ে। আতাসী ও তার কারবাইন সবাইকে কভার করল। নকল রাহাত খান মহিউদ্দীনও হাতে একটা পিস্তল তুলে নিয়েছে, হয়তো কারিনের ছিল ওটা।

দরজায় দাঁড়িয়ে ফায়জা। হাতে পিস্তল, ল্যুগার।

রানা বলল, 'দেরি করলে বলে নিজেই ব্যবস্থা করে ফেললাম।'

'কি করব?' ফায়জা অপরাধীর মত বলল। 'ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি…'

আতাসী বলল, 'পুচ্চেল্লিকে ভুলে এখন বস্-এর দিকে নজর দিন, মিস ফয়সল।'

'নতুন মেয়েটি না?' কর্নেল ইউরিস জিজ্ঞেস করল কারিনকে। বলল, 'মার্সিয়ান বোন হয়ে…'

'হ্যাঁ, মার্সিয়ার বোন। ডেভিড ডাউসনের বান্ধবী মার্সিয়া। মার্সিয়া তেহরানের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে ডাউসনের সঙ্গে। তার বোনই আজ দুর্গে ঢোকায় সাহায্য করেছে!' রানা ঘুরে দাঁড়াল আব্বাস, ইয়াফেজ ও সালালের দিকে। বলল, 'এবার ত্রিরত্ন, উঠে দাঁড়াও। আমাদের সঙ্গে কায়রো যাবে না?'

'কায়রো!' আব্বাসের কণ্ঠে আর্তনাদ।

'কায়রো যদি যেতে না চাও, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি এখনই দিতে পারি,' রানা বলল। 'তুমি হচ্ছ দলের নেতা। তুমি হত্যা করেছ মাহের পাশাকে, আজহারীকে। মাহেরের কোড-বুকের জন্যেই তাকে তুমি হত্যা করেছিলে। কিন্তু জানতে না, সেটা তালা-চাবি দিয়ে কিভাবে রাখা হয়েছিল। কোড-বুক তোমার হাতে পড়লে ঘটনা অন্যরকম হত। আর আজহারী তোমাকে ফলো করেছিল, যখন তুমি ফোন করতে বাইরে বের হয়েছিলে…'

'হ্যান্ডস আপ!'

কখন দরজা খুলে গিয়েছিল কেউ দেখেনি। দরজায় দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন রোবার্টো

পুচ্চেল্লি। হাতে অটোমেটিক পিস্তল। রানাও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল মুহূর্তে কিন্তু ফায়জার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছে ক্যাপ্টেন। রানার আঙুল ট্রিগারে চাপ দিতে গিয়েও থমকে গেল। রানা জেনারেল প্রেমিঙ্গারকে দেখল। প্রেমিঙ্গারকে কারবাইনের আওতায় আনতে পারলে···কিন্তু তার আগেই ফায়ার হলো ঘরের ভেতর। ক্যাপ্টেনের পিস্তল থেকে বেরিয়ে এল গুলি। রানার হাত থেকে পড়ে গেল কারবাইন। চেপে ধরল বাম হাতে ডান হাতের বাহুমূল। ফায়জার হাতে তখনও পিস্তল। সে কোন চিন্তা না করেই ঘুরে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু ক্যাপ্টেনের শক্তিশালী হাত তাকে বেষ্টন করে ধরে ফেলল পিস্তল-ধরা হাতটা। পিস্তল পড়ে গেল হাত থেকে। আর্তনাদ করে উঠল ফায়জা। ক্যাপ্টেনের পিস্তল সবার দিকে টার্গেট করা।

কারবাইন ফেলে দিল আতাসী। অভিনেতার কম্পিত হাত থেকেও পড়ে গেল পিস্তলটা। ছবি হলে লোকে বলত ভয়ের ওভার-অ্যাকটিং হয়ে গেছে।

জেনারেল প্রেমিঙ্গার এবং কর্নেল ইউরিস উঠে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন বলল, 'বিশ মিনিট আগেই আমার আসার কথা ছিল। কিন্তু এই সুন্দরীর পাল্লায় পড়ে···আমি দুঃখিত, স্যার। অবশ্যি দেরি করার জন্য লাভও হয়েছে, সুন্দরীর পালসের গতি দেখেই অনুমান করেছিলাম কিছু একটা হয়েছে।' এবার ক্যাপ্টেন সামনের দিকে ঠেলে দিল ফায়জাকে।

কর্নেল ধরে ফেলল ফায়জার পড়ন্ত দেহটা। ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লির উদ্দেশে বলল, 'কালই জেনারেল তোমাকে শ্রেষ্ঠ মিলিটারি এওয়ার্ড দেবেন।' দেখল ফায়জাকে, বলল, 'এরই এত গুণ!'

ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি আব্বাসকে বলল, 'ওই কুত্তাটাকে সার্চ করো।'

আব্বাস রানার পকেট থেকে বের করল তার প্রিয় ওয়ালথার পি. পি. কে। আতাসীর কাছেও পাওয়া গেল ছুরি, পিস্তল।

কর্নেল ফায়জাকে ঠেলে দিল কারিনের দিকে। হেসে বলল, 'কারিন একে তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম।'

কারিনের নীল চোখ চকচক করে উঠল। ফায়জাকে ধরে বলল, 'একে সন্ধ্যায় আমার কিছুটা পরিচয় দিয়েছি, আরেকবার চলবে, খুকি?' হাসি দেখা গেল কারিনের ঠোঁটে, নেকড়ের হাসি। চড় পড়ল ফায়জার বাঁ গাল। দ্বিতীয় চড় ডান গালে। ফায়জা ভয়ার্ত চোখে সরে গেল পিছনে।

ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি সাহস করে বলেই ফেলল, 'কারিন, শাস্তিটা আজ রাতে আমার বেড-রুমেই···'

কারিন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ফায়জার চুলের গোছা ধরে বলল, 'এখানে না। তোমাকে কি করতে হবে জানি আমি। চলো, ও ঘরে।'

টেনে নিয়ে চলল পাশের ঘরে। দরজা বন্ধ হলো দুই ঘরের মাঝে সশব্দে।

ঘর থেকে ভেসে এল আর্তনাদ, ধমকের, পতনের শব্দ। ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি রানা আর আতাসীকে নির্দেশ দিল সোফায় বসতে।

'মাঝে মাঝে কারিন একটু বেশি খেপে যায়,' বলল কর্নেল।

'মাঝে মাঝে?' ক্যাপ্টেন পুচ্চেল্লি হাসল, 'অল্প বয়সী ওর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই ও খেপে ওঠে।'

ভিতরে মারধর আর চিৎকার বন্ধ হলো। হাঁপ ছেড়ে জেনারেল বলল, 'যাক বাঁচা গেল। আমার আবার ব্লাড-প্রেশারের ধাত আছে।'

কর্নেল ইউরিস বলল, 'আমার তো আজকাল কারিনের হাতে কোন মেয়েকে ছেড়ে দিতে মায়াই লাগে।'

আতাসী হাসল, বলল, 'মায়াটা এবার নিজের জন্যই তুলে রাখুন কর্নেল, আপনার পিছনে...'

ছোট ঘরের দরজা খুলে ফায়জা এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে লিলিপুট পয়েন্ট টু-টু।

রানাও দেখল মুগ্ধ চোখে। বলল, 'সবাই হাত তুলে দাঁড়ান। ফায়জা দু'সপ্তাহ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ট্রেনিং সেন্টারে জুডো কারাতের প্যাঁচ শিখেছে খোদ জাপানী ট্রেনারের কাছ থেকে। পিস্তলেও এ-ক্লাস পেয়েছে।'

আতাসী এবং মহিউদ্দীন মেঝে থেকে তুলে নিল কারবাইন। রানা পুচ্চেল্লির পিস্তল নিয়ে পকেটে রেখে আব্বাসের কোলের উপর থেকে প্রিয় ওয়ালথার পি. পি. কে, তুলে নিল বাঁ হাতে। বাইরের দরজায় বল্টু লাগিয়ে দিয়ে এসে বলল, 'ফোর্ট টাগার্টের ঘরে ঢোকার সময় পারমিশন নেবার প্রথা যখন নেই তখন দরজা বন্ধ করে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

ফায়জাকে আতাসী বলল, 'এবার আপনি বস্-এর পরিচর্যা করতে পারেন। আমার কারবাইনই সব কটাকে শেষ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।'

ফায়জা রানার কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। রানাই ওকে বাঁ হাত বেষ্টন করে ধরে বলল, 'গুড, এই তো আরব মেয়ের কাজ।'

ফায়জা ডান হাতের রক্তে ভেসে যাওয়া আস্তিনের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল। রানাকে ধরে নিয়ে গেল ছোট ঘরে, যেখানে সে কারিনকে জুডোর প্যাঁচে ধরাশায়ী এবং অজ্ঞান করেছে।

আতাসী সব কটাকে লাইন দিয়ে বসিয়ে সামনে কারবাইন নিয়ে বসে রাহাত-মহিউদ্দীনকে বলল, 'এবার, মেজর জেনারেল, এক গ্লাস নেপোলিয়ন ব্র্যান্ডি দিন তো। অনেকদিন ভাল জিনিস পেটে পড়েনি।'

দু'গ্লাস ব্র্যান্ডি ঢেলে মহিউদ্দীন এক গ্লাস আতাসীর হাতে দিয়ে কারবাইনে জেনারেলকে টার্গেট করে বসল অন্য গ্লাস নিয়ে।

এমন সময় রানা ও ফায়জা ঘরে ফিরে এল। ফায়জার হাতে ঢাকনা দেয়া ট্রে।

'বস্, শুধু ব্র্যান্ডি জমছিল না, কানান ডাক-এর রোস্ট...'

আতাসীকে থামিয়ে দিয়ে রানা ট্রের ঢাকনা তুলে বাঁ হাতে একটা শিশি তুলে ধরল। বলল, 'Nembutal. আপনাদের আমি হত্যা করতে চাই না। কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমাতে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই...মানে মৃত্যুর চেয়ে পছন্দসই হবে নিশ্চয়ই?'

কোন উত্তর হলো না।

রানা দাঁড়াল রেডিও-রুমের সামনে। আঙুলের ইশারায় সবাইকে চুপচাপ থাকতে ইঙ্গিত করল। চাইল আব্বাস, সালাল আর ইয়াফেজের দিকে। বলল,

'কোন ঝামেলা করবে না, টুঁ শব্দ করলেই শেষ করে দেব। আতাসী ওদের হাতগুলোর...'

'ব্যবস্থা করছি, বস।' আতাসী ওদের পিছনে এগিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে জামার উপরের দিকের দুটো এবং আস্তিনের বোতাম খুলে আস্তিন টেনে নিচের দিকে নামাল। এবং দুই আস্তিনের মাথা বেঁধে দিল। বলল, 'বাছাধনেরা, হাতে আর কিছু করতে পারবে না।'

'কিন্তু পা দিয়ে পারবে।' রানা তাকাল ফায়জার দিকে। বলল, 'ওদের বেশি কাছে যেয়ো না। আতাসী, বি রেডি।'

আতাসী আস্তে, সাবধানে রেডিও-রুমের দরজা খুলে ফেলল। আলো-ভরা বিরাট কামরা। ঘরের অপর প্রান্তে একটা টেবিল। টেবিলের উপর চকচকে নতুন ট্র্যানসিভার।

অপারেটর বসে আছে ট্র্যানসিভারের সামনে। আরাম করে সিগারেট টানছে। যন্ত্র থেকে ভেসে আসছে মৃদু সঙ্গীতের মূর্ছনা।

অপারেটর হঠাৎ সোজা হয়ে বসল। টের পেয়েছে পিছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। সাঁৎ করে ঘুরে উদ্যত কারবাইন দেখেই ছিটকে উঠে দাঁড়াল। এবং হাত উপরে তুলল আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। মুখে কেউ কোন শব্দ বা কথা বলল না। আতাসী দেখল, লোকটা একটু ডান দিকে সরতে আগ্রহী। লোকটার ডান পা-টা একটু এগিয়ে গেল: বেজে উঠল বাইরের দরজায় অ্যালার্ম। আতাসীর কারবাইন গিয়ে লাগল লোকটার চোয়ালে। অপারেটরের চোখ বিস্ফারিত হলো, মাথাটা উর্ধ্বমুখী। হাতটা আহত চোয়াল ছোঁয়ার চেষ্টা করল...কিন্তু তার আগেই পড়ে গেল।

অ্যালার্ম বাজছে...

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রানা দেখল কাঁচ-ঢাকা অ্যালার্ম বেল। দৌড়ে হাতে ধরা কারবাইন ঘুরিয়ে মারল কাঁচের ঢাকনায়। কাঁচ ভেঙে পড়ল চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। অ্যালার্ম থেমে গেল। রানা দরজা মেলে ধরে তিন বন্দীর উদ্দেশে বলল, 'ভেতরে...'

ওরা ভেতরে এলে দরজা বন্ধ করল। বাঁ দিকে একটা বন্ধ দরজা দেখে সাবধানে খুলে ফেলল। স্টোর-রুম। তিনজনকে সেটার ভিতরে ঢুকিয়ে ফায়জা ও মহিউদ্দীনকে দাঁড় করিয়ে দিল গার্ড দিতে কারবাইন হাতে। বলল, 'একটু নড়লেই...গুলি।'

রেডিও-রুমের দরজায় দাঁড়াল আতাসী।

রানা গিয়ে বসল ট্র্যানসিভারের সামনে। বিশ সেকেন্ড দেখল নব, ডায়াল, সুইচগুলো। নতুন মডেল, সদ্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানী করা হয়েছে। রানা send লেখা সুইচ অন করল। আলট্রা শর্টওয়েভে ট্র্যান্সমিট ফ্রিকোয়েনসি অ্যাডজাস্ট করল। আরেকটা সুইচ টিপে দিয়ে বাঁ হাতে মাইক্রোফোন তুলে নিল।

'মিস্টার নাইন স্পীকিং, এম. আর. নাইন, এম. আর. নাইন কলিং জেনারেল, মিস্টার নাইন কলিং জেনারেল...জেনারেল... জেনারেল...'

বলতে বলতে রানার কপালে ঘাম দেখা দিল। রগ দপদপ করছে। কেউ রিসিভ করছে না। রানা ট্র্যান্সমিটিং ফ্রিকোয়েনসি বদল করল। না, কেউ সাড়া দিল না। আবারও বদল করল।

ফায়ারিঙের তীক্ষ্ণ শব্দ হলো দরজা থেকে। রানা চমকে তাকাল পিছন দিকে। আতাসী মেঝের সঙ্গে লেপটে শুয়ে আছে। দরজা খোলা হাট করে। আতাসীর কারবাইনের মাথায় ধোঁয়া। বলল, 'বস্, ঘাবড়াবেন না। ওরা আসতে সাহস করছে না। দশ মিনিট অন্তত অন্য ব্যবস্থা করবে না। আস্তে কাজ শেষ করুন, তাড়াহুড়োর কিছু নেই।'

'এম. আর. নাইন, এম. আর. নাইন কলিং জেনারেল··· লেফটেন্যান্ট, ওরা এখন যদি ইলেকট্রিসিটি অফ করে দেয়?' রানার কণ্ঠে উদ্বেগ।

আতাসীর চোখ বাইরে। আঙুলে ধরা ট্রিগার। আপন মনে বলল, 'জেনারেল কথা কও, জেনারেল···'

'জেনারেল বলছি, এম. আর. নাইন?' কণ্ঠ ভেসে এল, 'মিস্টার নাইন···' রেডিওতে কণ্ঠ ভেসে এল।

'এক ঘণ্টা, জেনারেল,' রানা ওপাশের কণ্ঠ থামিয়ে দিয়ে বলল। 'এক ঘণ্টা। বুঝেছেন, এক ঘণ্টা।'

'বুঝেছি। সব পেয়েছ?'

'পেয়েছি। সব পেয়েছি।'

'কর্নেল সিক্স নিজেই যাচ্ছে তোমাদের আনতে।'

আতাসী আবার ফায়ার করল।

'কিসের ফায়ারিং, কিসের শব্দ?' জেনারেলের উত্তেজিত কণ্ঠ, 'রানা, রানা তুমি ঠিক আছ?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছি।' রানা সুইচ বন্ধ করল না। কারবাইন তুলে ডান হাতেই দুটো ফায়ার করল সুইচ প্যানেলে, ওয়েভমিটারে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠল। ভুলে গিয়েছিল হাতের কথা। তাকাল ট্র্যানসিভারের দিকে। ওটা আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। তাকাল বেদুইনের দিকে গম্ভীরভাবে, দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ। আঙুল ট্রিগারে। ভয়হীন, স্থির চেহারা। অন্য কেউ হলে রানা এখানে বাহবা দিত। কিন্তু ও সবের তোয়াক্কা ও করে না।

জানালার কাছে গেল রানা। খুলে ফেলল।

চাঁদের মুখে জমেছে ছেঁড়া খোঁড়া মেঘ। আবছা আলোয় নিচের উপত্যকা দেখা যায়। বাতাস ঝড়ের বেগে বইছে। হুড়মুড় করে বাতাস ঢুকে ঘরটা ভরিয়ে দিল। এটা ফোর্টের পূর্বদিক। ফোর্টের দেয়াল খাড়া নেমে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। বোঝা যায় না কিছুই। দরকারও নেই। রানা ব্যাগ থেকে দড়ি বের করে এক মাথা রেডিও টেবিলের পায়ার সঙ্গে বেঁধে অন্য মাথা ঝুলিয়ে দিল জানালা দিয়ে। দড়ি কোথায় গেল দেখলও না। আতাসীর পাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে বলল, 'দরজা বন্ধ করতে হবে।'

'দাঁড়ান, আর একটু খেলিয়ে নিই। উঁকি দিচ্ছে ওপাশের প্যাসেজ থেকে।'

থেমে হঠাৎ আতাসী বলল, 'বস্, টর্চটা দিন।'

রানা টর্চটা হাতে নিয়ে বলল, 'কি করবে?'

'দেখুন না!' ফিসফিস করে বলল আতাসী। টর্চের আলো জ্বেলে মেঝেতে রেখে যতদূর পারল সামনে এগিয়ে দিল। আতাসী বলল, 'ওরা আয়না লাগিয়ে একটা লাঠি এগিয়ে দিয়েছে। এখনও অ্যাঙ্গেল ঠিক করতে পারেনি।'

রানা দেখল, একটা লাঠির মাথায় বাঁধা আয়না কেউ টেনে নিল। দু'সেকেন্ড পর আবার দেখা গেল আয়নাটা। এবার অ্যাঙ্গেল ঠিক হয়েছে। আতাসীর কারবাইনের গুলি উড়িয়ে দিল আয়নাটা। উঠে পড়ল মেঝে থেকে। প্যাসেজের মধ্যপথে জ্বালা আলোটা টার্গেট করে গুলি চালাল। এখন অন্ধকার প্যাসেজে শুধু টর্চের আলো জ্বলছে। এখন দরজা বন্ধ করলেও ওরা টের পাবে না। টর্চের পিছনে দরজা।

দরজা বন্ধ করে দিল আতাসী। নিঃশব্দে তালায় চাবি লাগাল। রানা বলল, 'স্টোরে ফায়জাকে সাহায্য করো।' আতাসী স্টোরে গিয়ে ঢুকল।

রানা দরজায় কান পাতল। এক মিনিট, দুই মিনিট…তারপর কথা শোনা গেল এবং বুটের শব্দ।

স্টোরে এসে ঢুকল রানা। ওর হাতে সাইলেন্সার লাগানো ওয়ালথার। বলল, 'ফায়জা, তুমি আর মহিউদ্দীন ইয়াফেজের কপালে পিস্তল ধরো দু'দিক থেকে।' সালালকে টেনে মেঝেতে বসিয়ে দিল। ওয়ালথার চেপে ধরল গলার কাছে। আতাসী তার কারবাইন কাঁধে রেখে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল বের করে আব্বাসের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিল নলটা। বলল, 'কোন শব্দ না।'

নিঃশব্দে সাতজন অপেক্ষা করতে লাগল।

সাবধানে এক ডজন সোলজার এগিয়ে এল। এক সঙ্গে গুলি করল আলো দেখে। আলো নিভে গেল। মার্চ করে আরও এগিয়ে এল। দরজার কাছে এসে দেখল ভেতর থেকে তালা দেয়া। কিন্তু কেউ দরজার মুখোমুখি গেল না। একজন কারবাইন তুলে ট্রিগার চেপে ধরল। শেষ করে ফেলল পুরো ম্যাগাজিন। দরজার গায়ে গুলির ছিদ্রগুলো একটা সুন্দর বৃত্ত রচনা করেছে। একজন এগিয়ে কারবাইনের বাঁট দিয়ে বৃত্তটাকে ভেঙে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। তৃতীয়জন এগিয়ে গেল হাতে দুটো গ্রেনেড নিয়ে। ফোকর দিয়ে ঘরের ভেতরে ছুঁড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থজন তালায় গুলি করেই সরে দাঁড়াল। বিস্ফোরণ ঘটল ভেতরে।

দরজা খুলে গেল হাট হয়ে। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল সবাই। ওদের আর ভয় নেই। কেননা ঘরে যদি আদৌ কেউ থাকত তবে তার জন্যে দুটো গ্রেনেড বিস্ফোরণই যথেষ্ট। ওরা ধোঁয়ায় কিছু দেখছে না। জানালার বাতাস ধোঁয়া বের করে দিতে লাগল দরজা দিয়ে। বাতাসের উৎস আবিষ্কার করতেই দলপতি জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, একটা রশি নেমে গেছে নিচে। টর্চ ধরল নিচের অন্ধকারে—কিছুই দেখতে পেল না। শুধু চিৎকার করে বলল, 'পালিয়েছে, পালিয়েছে এই জানালা দিয়ে। ফোন করে নিচের গার্ডকে খবর দাও।'

হুড়মুড় করে বের হয়ে গেল সবাই।

স্টোর থেকে বের হলে এল এরাও।

আতাসী বলল, 'নিচে খোঁজাখুঁজি করতে কম সময় লাগবে না।'

'কিন্তু নিচে গিয়ে দেখবে দড়িটাও নেই,' রানা নাইলন কর্ড গুটিয়ে ফেলে বলল, 'এটা আমাদের সবচেয়ে দরকারী জিনিস।...আতাসী, চার পাঁচটা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বিভিন্ন সাইজের ফিউজ লাগিয়ে এই করিডরের ঘরগুলোতে রেখে দিতে পারবে?'

'ধরে নিন্ রেখে দিয়েছি।' আতাসী ব্যাগ থেকে পাঁচটা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বের করল। স্লো বার্নিং আর. ডি. এক্স. ফিউজগুলো বিভিন্ন আকারে কেটে তার সঙ্গে জড়িয়ে দিল রাসায়নিক জ্বালানি।

প্রথম তিনটে দরজা তালা বন্ধ। আতাসী খোলার চেষ্টা করে সময় নষ্ট করল না। পরের পাঁচটা দরজা খোলাই পেল। শোবার ঘর।...আতাসী এক্সপ্লোসিভ রাখল প্রথম ঘরের টেবিলে রাখা ফলের গামলায়, দ্বিতীয় ঘরের একটা হ্যাটের ভিতর, তারপরে বালিশের নিচে, বাথ-রুমের ওয়াল-কেবিনেটে এবং জ্যাকেটের পকেটে।

এ সময় বাইরে রানা দাঁড়িয়ে পড়ল আগুন প্রতিরোধের জন্যে বালির বালতি, কার্বন ডাই অক্সাইড এক্সটিংগুইশার ইত্যাদি দেখে। দু'পাশের দরজাগুলো দেখল। দরজায় লেখা: 'রেকর্ড-রুম।'

দরজার তালায় সাইলেন্সারযুক্ত ওয়ালথার লাগিয়ে ট্রিগারে চাপ দিল। এবং খুলে ফেলল দরজা। কাগজপত্রে ভর্তি ঘরটা। রেকর্ড-রুম। জানালা খুলে দিল বাতাসের জন্যে। বাতাস হুড়মুড় করে ঢুকল। রানা কিছু কাগজ এক করে লাইটার জ্বেলে তাতে লাগিয়ে দিল আগুন। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল কাগজগুলো।

আতাসীও ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে কার্বন ডাই অক্সাইড সিলিন্ডারটা। জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল সেটা। ঘর আগুনে ভরে গেল। কিন্তু বাইরে আসতেই শুনল বেল বাজছে কোথাও। আতাসী চমকে তাকাল, 'ফায়ার ব্রিগেড?'

রানা বলল, 'আগেই চেক করা উচিত ছিল। ওরা জেনে গেল আমরা এ ঘরেই আছি। তাপমাপক যন্ত্রের সঙ্গে বেলের যোগ আছে।'

আব্বাস ও তার দু'বন্ধুকে সামনে রেখে ওরা দৌড়ে চলল উল্টো পথে। পায়ের শব্দে লুকাল সিঁড়ির নিচে। একদল সোলজার পাশ কাটিয়ে চলে গেলে আবার ছুটল। পাশের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল।

ফায়জাকে দেখল রানা। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হাঁপাচ্ছে। রানা বুঝতে পারল, ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু...এখনও অনেক কিছু বাকি। ফায়জার পিঠে হাত রাখল। এরই মধ্যে হাসল মেয়েটা। বলল, 'তোমার হাত থেকে আবার রক্ত বেরুচ্ছে।'

রানা দেখল সত্যি তাই। ব্যান্ডেজ ভিজে গেছে। বলল, 'ফায়জা, তুমি ঘরটা চেনো তো?'

ফায়জা চেনে। ম্যাপ দেখে মুখস্থ করেছে মার্সিয়ার দেয়া কাগজের নির্দেশ

মত। ঘরটা দেখাল ফায়জা। যে ঘরের জানালা দিয়ে ওরা ঢুকেছিল এ ঘরটা ঠিক তার নিচের তলায়। এর জানালা থেকে স্টেশনের ছাত মাত্র দশ ফুট নিচু।

গুলি করে দরজার তালা খুলল রানা। ঘরে ঢুকে আতাসী জানালা খুলে বাইরে উঁকি দিল।

কেবল স্টেশনের ছাত, সোলজারের ছুটোছুটি, তাদের সঙ্গে ডোবারম্যান পিনশার। চারদিকে ফ্লাড-লাইট জ্বলছে।

'ছাদে নেমেও দৃশ্য দেখতে পাবে, আতাসী।' রানার কথা শুনে জানালা থেকে সরে এল আতাসী। লোহার খাটের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিল নিচে। জানালায় উঠে নামতে যাবে—এমন সময় পূর্বদিক থেকে প্লাস্টিক বিস্ফোরণের শব্দ হলো। আতাসী বত্রিশটা দাঁত বের করে বলল, 'বস্, এক নাম্বার।...দামী ফ্লুট বোলটা গেল। এরপর কেউ বাথরুমে গেলেই সেরেছে...।' বলে রানার দিকে তাকিয়ে কথা শেষ না করেই নেমে গেল।

নয়

সমতল ছাতে রানাও নেমে পড়ল। বসে ত্রিশ ডিগ্রী কৌণিক ঢালে নেমে যাবার জন্যে নাইলন কর্ড ধরে প্রস্তুতি নিতেই বাধা দিল আতাসী। বলল, 'বস্, আমি লেফটেন্যান্ট থেকে ক্যাপ্টেন হতে চাই। আমাকে চান্স দিন। আপনি এরপর অনেক সুযোগ পাবেন এক হাতের কসরত দেখাবার।'

রানাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আতাসী নেমে গেল দড়ি ধরে ঢাল বেয়ে স্টেশনের ছাতে। প্রান্তে গিয়ে শুয়ে পড়ল মাথা-নিচু পা-উঁচু অবস্থায়। সামনে ঝুঁকল। শক্ত করে ধরল দড়ি, দু'পায়ের ফাঁকে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল আরও।

দেখতে পেল, কেবল-লাইন চলে গেছে ছাতের ভিতরে। নিচে, ছয়-সাত শো ফুট নিচে গিয়ে পড়বে যদি হাতটা কোনমতে ফসকে যায়। স্টেশনের ফ্লোর থেকে অনেকখানি বাড়ানো ছাতটা। নিচে শুধু শূন্যতা, অন্ধকার, মৃত্যু।

আতাসী আরও ঝুঁকল নিচে, ছাতের ভিতরটা দেখার জন্য উঁকি দিল। কেউ নেই। অন্তত চোখে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু দু'শো ফিট নিচে ডোবারম্যান পিনশার নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে কয়েকজন গার্ড। পূর্বদিকে রেডিও-রুমের জানালার নিচে। মুখ উপরে তুলল। ফোর্টের ছাতে কামান দাগার ফোকরে কোন গার্ড নেই। রেডিও-রুম, রেকর্ড-রুমের আগুন বেড়ে গেছে, দাউ-দাউ জ্বলছে। কেউ ভাবতে পারেনি এই ছাতে কেউ থাকতে পারে।

কেবল-লাইনটা দেখল। লাইনটাও ছাতের মত ত্রিশ ডিগ্রী কোণে নিচে নেমে গেছে। ছাতের বাড়তি অংশ থেকে ফ্লোর বেশ ভিতরে, ছ'ফুটের মত। আতাসী ভাবল না, সত্যিসত্যিই সম্ভব কি অসম্ভব। মাথা তুলে উপরে উঠে এল কিছুটা। দুই ঊরুর ভিতর থেকে দড়িটা আলগা করে ১৮০ ডিগ্রী পাক খেয়ে পা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দড়ি ধরে ছাদের ঢালে বসে পড়ল। তাকাল রানা দিকে। তারপর আরও

একটু নামিয়ে দিল পা দুটো। নাগাল পেল কেবল-লাইনের।

আরও একটু এগিয়ে বসল আতাসী। শরীরের ভর সম্পূর্ণ দড়ির ওপর। এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝুলে পড়ল নিচের দিকে। কেবল-লাইনের দু'পাশে দু'পা দিয়ে বসে পড়ল। একটা হাত দড়ি থেকে আলগা করে ধরল কেবল। ছেড়ে দিল অন্য হাতের দড়ি। ঘুরে গেল আতাসী বাদুড়ের মত পা ও দু'হাতে কেবল ধরে শূন্যে। সামনে দেখল চাঁদটা। দম দিয়ে নিচে তাকাল—শূন্যতা। অন্ধকার মৃত্যু।

ডান হাত বাড়িয়ে পুরো শরীরের ওজন তুলতে চেষ্টা করল ওপরের দিকে, কেবল স্টেশনের ফ্লোরের দিকে। ছেলেবেলার সেই অঙ্কটা মনে পড়ল: একটা বাঁদর পিচ্ছিল রড বেয়ে তিন ফুট ওঠার পর দু'ফুট নামে…

কেবলটা পিছল এবং ত্রিশ ডিগ্রী কোণে নিচের দিকে নেমে গেছে। সেও নেমে যেতে চাইছে। হাতের বাঁধন একটু আলগা হলেই…! আতাসী ভাবল, এভাবে রানা গুলিবিদ্ধ হাত নিয়ে উঠতে পারত না, ফায়জা এবং মহিউদ্দীনের তো প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই…যত কষ্টই হোক…যত ধীরে ধীরেই হোক…

কেবল-কারের উপর এসে কেবল-লাইনটা ছেড়ে দিল আতাসী। পড়ল কেবল-কারের ছাতে।

পুরো একটা মিনিট সে কিছু করতে পারল না। আঙুলগুলো যেন অবশ হয়ে গেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি একটু নিয়মিত হলে আস্তে করে নেমে পড়ল কার থেকে ফ্লোরে। অটোমেটিক সেফটিক্যাচ সরিয়ে দিয়ে সোজা করে ধরল। কাঁধে ঝুলছে কারবাইন। না, কেউ কোথাও নেই। কেবল-লাইন ঘুরাবার হুইল, ইলেকট্রিক মোটর, ব্যাটারি সব ঠিক আছে। আতাসী এগিয়ে গেল উপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির শুরু এবং শেষে লোহার দরজা—দুটোই খোলা। আতাসী উঠে গেল উপরে, সাবধানে। দরজা শেষে একটা টানেল চলে গেছে পশ্চিম দিকে। ওদিকে আর গেল না। বন্ধ করে দিল দরজা ভিতর থেকে, লোহার খিল দিয়ে। নিচের দরজাও বন্ধ করল বাইরে থেকে চাবি দিয়ে। সুইচপ্যানেলের দিকে এগিয়ে গিয়ে চমকে ছিটকে পড়ল দেয়ালে। কাঁচ ভাঙার শব্দ। তাকিয়ে দেখল, সমতল ছাদ যেখানে ঢালে নেমে গেছে সেখানে তিনটে কাঁচে ঢাকা গোলাকার ফোকর। একটা ফোকরের কাঁচ ভেঙে গেল। আতাসী কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে দু'পা এগিয়ে গেল পিস্তল উঁচু করে ধরে।

'হাতের কামান নামাও।' রানার কণ্ঠস্বর। আতাসী ফোকর সোজা এগিয়ে গিয়ে দেখল রানার মুখ। রানা বলল, 'তুমি কি মনে করেছিলে, কর্নেল ইউরিস?'

'না, ভেবেছিলাম উট খুঁজতে কে ছাতে উঠল!' আতাসী বলল, 'ও তিনটেকে আর কি করবেন? দেন ফেলে ছাত থেকে গড়িয়ে!'

ওর কথায় কান না দিয়ে রানা বলল, 'কেবল-কারটা সামনে পাঠিয়ে দাও। কারের ছাদের ওপর ওরা তিনজন প্রথমে নামবে। তুমি কার ভিতরে নিয়ে গিয়ে ওদের নামাবে এবং ঢুকিয়ে ফেলবে কারের ভেতরে। তারপর আবার পাঠাবে বাইরে, আমাদের জন্যে। তখন আমরা নামব। মহিউদ্দীন ভীষণ ভয় পাচ্ছে।' রানা বলল, 'পিস্তল ঠিকমত ধরে থাকবে, আমরা না নামা পর্যন্ত, পারবে?'

'বস, নিম্নপদস্থদের বে-ইজ্জতি করে কি লাভ, বলুন?' বলল আতাসী।

'তবে দেরি করছ কেন, তাড়াতাড়ি করো।

নর্ম্যাল ও ইমারজেন্সী সুইচ দুটো দেখে নিয়ে ইমারজেন্সীতে চাপ দিল আতাসী। নর্ম্যাল ইলেকট্রিক সাপ্লাই আসে ফোর্ট থেকে। ওরা ওটা বন্ধ করে দিতে পারে যে কোন সময়। মোটর স্টার্টারের সুইচ অন করতেই জেনারেটর চালু হলো। বড় হ্যান্ড-ব্রেকটা ডানদিকে ঠেলে দিয়ে গিয়ারে হাত দিল। একদিকে লেখা ফরওয়ার্ড, অন্যদিকে ব্যাকওয়ার্ড। চলতে শুরু করল কেবল-কার।

তিনজনের হাত খুলে দেয়া হয়েছে। দেখা গেল কারটা আরও এগিয়ে শেডের নিচে দাঁড়াল। রানা তাকাল আব্বাসের দিকে। বলল, 'তুমি আগে যাও।'

'যদি না যাই? গুলি করবেন?' আব্বাস রানার চোখে চোখ রেখে তাকাল।

'তুমি জানো, তা করতে আমার একটুও দ্বিধা হবে না,' রানা বলল। 'এক মুহূর্ত দেরি না, যাও।'

আব্বাস রানার চোখ থেকে চোখ নামিয়ে রানার বাঁ হাতে ধরা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের মুখে রাখল। এবং কথা না বলে দড়ি ধরে নেমে গেল স্লোপ বেয়ে। নেমে পড়ল কারের মাথায়।

ওকে অনুসরণ করল সালাল ও ইয়াফেজ।

রানা তাকাল মহিউদ্দীনের দিকে জানালায়। বলল, 'নেমে আসুন।'

'না, আমার দ্বারা সম্ভব না,' মাথা নাড়ল মেজর জেনারেল মহিউদ্দীন।

'কিন্তু না পারলে...'

'ওদের হাতে গুলি খাব,' মহিউদ্দীন বলল। 'কিন্তু আত্মহত্যা করতে আমি পারব না।'

'ওরা শুধু গুলি করবে না। শত্রুপক্ষের গুপ্তচরের শাস্তি কি আপনি জানেন না? দাঁত তুলে ফেলা, নখ উপড়ে ফেলা, ওগুলো আমাদের দেশে চলে—এরা গেস্টাপোদের কাছ থেকে শিখে এসেছে কিভাবে টর্চার করতে হয়, গেস্টাপো টর্চার।'

ফায়জা পাশ থেকে রানার হাত ধরল, 'ওরা সত্যিসত্যি টর্চার করবে ধরা পড়লে?' চোখে মুখে ভয়।

'না, তোমার উপর করবে না,' রানা মাথা নাড়ল। ওর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিল। আবার উপরে জানালার দিকে মুখ তুলে বলল, 'মি. মহিউদ্দীন, যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে আপনার প্রাণবায়ু কণ্ঠগত হবে। একদিন, দু'দিন—নির্ঘুম, শুধু চিৎকার! আর্তনাদ আর চিৎকার ছাড়া আপনার করার আর কিছুই থাকবে না।'

'আমি কি করব, ভয় লাগছে যে নামতে?' জানালার চৌকাঠে মাথা রাখে অভিনেতা রাহাত খান মহিউদ্দীন।

'মাত্র দশ ফুট, আপনি দড়ি ধরে ঝুলে পড়ুন। আমি ধরে নামিয়ে দিচ্ছি।'

'কিন্তু আপনার হাত ফসকে গেলে?' মহিউদ্দীন বলল, 'গড়িয়ে পড়ব দু'শো গজ নিচে...সত্যি আমি পারব না, পারব না। দশ ফুট না হয় নামলাম, তারপর

স্লোপ বেয়ে কে নামবে?'

দূরে আর একটা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ফাটল। রানা বলল, 'ওরা একটু পরেই টের পেয়ে যাবে, আমরা ওদের ঠকিয়েছি···ওরা আপনাকে নিয়ে গিয়ে টর্চার-টেবিলে শুইয়ে দেবে, আপনার গায়ের চর্বি দিয়ে সাবান বানানো হবে, আপনার গায়ের চামড়ায় লেডিজ ব্যাগ বানানো হবে···।'

মহিউদ্দীনকে জানালায় উঠতে দেখা গেল।

রানার মুখে হাসি ফুটে উঠল। ফায়জাও হাসল রানার দিকে চেয়ে। বলল, 'মিথ্যে মিথ্যে এত ভয় দেখাতে পারো!'

কেবল-কার আস্তে ভিতরে এসে পড়লে ব্রেক কষল আতাসী। পিস্তল দিয়ে ইঙ্গিত করল নামতে। প্রথম নামল আব্বাস। তারপর ইয়াফেজ। আতাসীর পিস্তল সালালকে নামতে ইঙ্গিত করল। সালাল কারের জানালায় পা দিয়ে নেমে এসে নিজেকে মেঝেতে ছেড়ে দিল। কিন্তু ব্যালেন্স রাখতে না পেরে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল এবং মুহূর্তে ঘুরে আতাসীর পায়ের উপর গিয়ে পড়ল। আতাসী হকচকিয়ে যেতেই দেখল, ইয়াফেজ তীরবেগে এসে হুমড়ি খেয়ে তাকে জাপটে ধরেছে। দু'জন গিয়ে পড়ল সুইচ প্যানেলের উপর। পিস্তল ছিটকে পড়ে গেল। ইয়াফেজের আঙুল চেপে বসতে লাগল আতাসীর গলায়। দম বন্ধ হয়ে গেল আতাসীর। আব্বাস ইয়াফেজকে সরিয়ে আনল কলার ধরে, বলল, 'ওকে জানে মেরো না একেবারে।'

ইয়াফেজ ছেড়ে দিতেই আতাসী শ্বাস নিয়ে তাকাল, কিন্তু··· দেরি হয়ে গেছে। আব্বাসের হাতের পিস্তলটা প্রচণ্ডভাবে লাগল কানের নিচে, দ্বিতীয়বার লাগল কপালে।

দরদর করে রক্ত নামল। ইয়াফেজ দৌড়ে গিয়েছিল দরজার কাছে। দরজা বন্ধ দেখে ছুটে এল। বলল, 'চাবি কোথায়?'

এবার সালাল পিছন থেকে ধরে রেখেছে আতাসীকে।

'চাবি নেই,' বলল আতাসী।

আবার পিস্তলের বাঁট এসে লাগল চোয়ালে। সালাল কনুইয়ের কোণটা গলার উপর ছোট করে আনল। দম বন্ধ হয়ে আসছে আতাসীর। হাতের সাঁড়াশি বাঁধন ছাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। কোনমতে বলল, 'দিচ্ছি···'

হাত আলগা করল সালাল। আতাসীর কাঁধ থেকে খুলে নেয়া কারবাইনটা ধরল পাঁজরের সঙ্গে। আব্বাস তার সাইলেন্সার লাগানো অটোমেটিক আগেই ধরে রেখেছে।

পকেটে হাত দিয়ে চাবি বের করে আনল আতাসী। ইয়াফেজ হাত বাড়াতেই হাত টেনে নিয়ে চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল কেবল-স্টেশনের বাইরে, শূন্যে, অন্ধকারে।

সালালের কারবাইন ঘুরে গিয়ে লাগল আতাসীর বাঁ চোখের নিচে। শর্ষে ফুল চারদিকে। মেঝেতে পড়ে গেল আতাসীর ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা অবশ, জ্ঞানহীন

দেহ।

রাগে সালাল অজ্ঞান দেহের পেটে একটা লাথি দিল, 'কুত্তা।' তাকাল আব্বাসের দিকে। এবার?'

ইয়াফেজ দরজার কাছে গিয়ে তালায় কারবাইন ধরল। বলল, 'গুলি করেই খুলতে হবে।'

'না, দরজা খোলা যাবে না। আমরাও ভিতরে যাব না,' আব্বাস বলল। 'আমাদের যারা চিনত সবাইকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আমরা অন্যদের হাতে পড়লেই বন্দী হব বা গুলি খাব। তার চেয়ে এখন সবাই মিলে নেমে যাই নিচের স্টেশনে। কর্নেল ফ্রেমন্টকে ফোন করে সব বলি। এখন এখানে একমাত্র কর্নেল ফ্রেমন্টই আমাদের চেনে।'

'তারপর?'

'সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে শুরু করব প্রমিজড ল্যান্ডে,' আব্বাস বলল। 'তোমরা দু'জন কেবল-কারে গিয়ে ওঠো।'

ওরা আদেশ পালন করল। আব্বাস মুখ উপরে তুলে ডাকতে যাবে রানাকে, তার আগেই শুনল, 'আতাসী, লেফটেন্যান্ট আতাসী।'

'লেফটেন্যান্ট আব্বাস বলছি,' উত্তর দিল আব্বাস।

রানা কাউকে দেখল না। এখান থেকে ফোকর দিয়ে শুধু সুইচ-প্যানেলটা দেখা যায়।

'বস্, আমরা এখন যাচ্ছি,' আব্বাসের কণ্ঠ। 'দোয়া করবেন। আর হ্যাঁ চালাকি করেও লাভ হবে না। আজ আপনার গৌরবময় জীবনের শেষ দিন।'

রানার পিস্তল ফোকরে উঠে গেল। একটু থেমে থেকে বলল, 'সুইচ-প্যানেলের কাছে তোমাদের একজনকে আসতেই হবে। তোমরা পালাতে পারবে না, বিশ্বাসঘাতক।'

'আমি নিজে সুইচ অন করব,' আব্বাস বলল। 'আপনি কিছুই করবেন না, আমি জানি। কারণ আপনি আমাকে কিছু করলে আতাসীর মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে আমাদের ইয়াফেজ।'

'আতাসী বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ,' আব্বাস বলল। 'শুধু অজ্ঞান করে দিয়েছি।'

'মিথ্যে কথা।'

'তবে দেখুন।'

রানা দেখল, দৃষ্টির বাইরে থেকে সুইচ-প্যানেলের নিচে আতাসীর রক্তাক্ত মুখটা ঠেলে দেয়া হলো। আব্বাসের হাত আতাসীর নাক চেপে ধরল। মুখ ঢাকা দিল। কয়েক সেকেন্ড পর দেখল আতাসী দম নেবার জন্য ছটফট করে উঠল। না, বেঁচে আছে আতাসী—প্রাণ আছে।

রানা বলল, 'তোমরা নিচে নেমে গেলে আমি কন্ট্রোলটাওয়ারে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড গিয়ার দিয়ে তোমাদের ফিরিয়ে আনব।'

কিন্তু আমাদের একটা মেশিন কারবাইন এবং পিস্তল আছে। ফিরে আসতে

হলে ওপেন ফাইট। ইট মিনস্ ওয়র। সাইলেন্সার লাগানোর প্রয়োজন হবে না। তখন আপনিই মনের রেডিওতে ঘোষণা করবেন, মিশন ইজ ওভার। মনে রাখবেন, ইয়াফেজের হাতের মেশিন কারবাইন আতাসীকে টার্গেট করে আছে।'

আব্বাসকে দেখল রানা। সুইচ-প্যানেলের সামনে এসে ব্রেক তুলে দিয়ে গিয়ার ফরওয়ার্ডে দিল।

রানাকে দেখল ফায়জা। নির্বাক, ভাষাহীন পাথরের মত স্তব্ধ রানা। ফায়জা রানার কাঁধে কপাল ঠেকিয়ে অস্থির কণ্ঠে বলল, 'সব শেষ, সব শেষ!'

কাঁধে ঝুলানো কারবাইন নামিয়ে রাখল রানা। পিস্তলটা ধরে বলল, 'সব শেষ হয়নি, পরাজয় অত সহজ নয়!'

রানা দাঁতে কামড়ে ধরল পিস্তলটা।

'না।'

চিৎকার করে উঠে আবার মুখে হাত চেপে ধরে রানার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল ফায়জা। রানার দৃষ্টি ছাতের শেষ প্রান্তে। ফায়জা ঝুঝে গেছে ও কি করতে চায়।

'না, রানা না না···না···না···

তাকাল না রানা, সরিয়ে দিল মেয়েটিকে। বিদীর্ণ হৃদয়ের অসহায় আর্তনাদ তার কানেও পৌঁছুল না। কেবল-কার বেরিয়ে এল আড়াল থেকে···প্রায় ছুটেই রানা ঢাল বেয়ে দৌড়ে গেল এবং লাফ দিল। কার তখন সাত-আট ফিট নেমে গেছে।

ত্রিশ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে কার নিচের দিকে ছুটে যাচ্ছিল বলে রানার পা ভাঙল না। পড়ল ছাতের উপর। কিন্তু কারের সাসপেনশন ব্র্যাকেট ডান হাতে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে পারল না। মুখ থেকে ওয়ালথার খসে গেল। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ব্র্যাকেট। দুলছে, ভীষণ ভাবে দুলছে কারটা। ওয়ালথার গড়িয়ে নিচের অন্ধকারে পড়ে গেল। দু'হাতে ব্র্যাকেট জড়িয়ে ধরে শ্বাস নিল রানা।

শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, হাসি নিভে গেল কারের ভিতরের তিনজন লোকের মুখ থেকে। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল বিপন্ন বিস্ময়ে। স্তব্ধতা ভেঙে ইয়াফেজের হাত থেকে কেড়ে নিল আব্বাস কারবাইনটা। উপরের দিকে তুলে নিশানা করল।

কারটা দুলছিল দোলনার মত। রানা দু'হাতে ব্র্যাকেট ধরে শুয়ে পড়ে দেখল রক্তে ভেসে যাচ্ছে ডান হাত। কেঁপে উঠল কারের ছাত মেশিন-কারবাইনের ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গে। রানার কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত ছ'ইঞ্চি ডান ধারে সমান্তরাল ভাবে লাইন করে ন'টা ফুটো হয়ে গুলি বেরিয়ে গেল। চমকে গেল রানা। নীরবতা। ওরা অপেক্ষা করছে, ছাত থেকে এখনি গড়িয়ে পড়বে একটা প্রাণ-হীন দেহ। রানা জানে, ওরা আবার ফায়ার করবে। মেশিন-কারবাইনে আরও গুলি আছে। রানা গড়িয়ে এসে পড়ল গুলির ফুটোগুলোর উপর। এক জায়গায় দু'বার গুলি চালাবার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। ফায়ারের শব্দ হলো। এবার তিনফুট দূরে গুলি-ছিদ্রের নকশা হয়েছে।

ব্র্যাকেট ধরে উঠে দাঁড়াল রানা। ব্র্যাকেট জড়িয়ে ধরে একেবারে খাড়া হয়ে বাঁ হাতে কেবল-লাইন ধরে রাখল। এভাবে গুলিবিদ্ধ হবার সম্ভাবনা আশি ভাগ কম।

আরও তিনবার ফায়ার হলো। একটা রানার পায়ের কাছ থেকেই উঠল। রানার বাঁ হাতে ধরা কেবল আলগা হয়ে আসতে চাইছে। ডান হাতে আঁকড়ে রাখা ব্র্যাকেট আরও জাপটে ধরল। কিন্তু ডান হাত আরও শক্তিহীন, অকেজো হয়ে পড়েছে। ইলেকট্রিক শকের মত সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে তীক্ষ্ণ ব্যথা। রানা আশা করতে লাগল, ওরা আর গুলি করবে না। কারবাইনের ম্যাগাজিন চেম্বার শূন্য হয়ে গেছে।

না, সামনের দরজা খুলে গেল; শব্দে অনুমান করল রানা। চোখ ওখানে লেগে রইল। একটা হাত, তারপর মাথা দেখা গেল। আব্বাস উঠে আসছে উপরে। রানাকে দেখল সে। কারবাইনের গুলি বোধহয় শেষ। উঠে এল তার পিস্তলধরা হাত। এক হাতে উঁচু করে ধরল ওটা। ট্রিগারে চাপ দিল।

কিন্তু ভুল করেছে আব্বাস। এক হাতে ভারসাম্য বজায় রেখে, আন্দোলিত অবস্থায় সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলে টার্গেট করতে যাওয়া বোকামি। বিশেষ করে গুলি যেখানে অফুরন্ত নেই। রানার সামনে সাসপেনশন ব্র্যাকেট। আরও দুটো গুলি ব্যয় করল আব্বাস। সে দুটোও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। এবার দেখা গেল, আব্বাস উপরে উঠেছে আরও খানিকটা। নিচে থেকে সালাল এবং ইয়াফেজ ওকে ঠেলে দিচ্ছে। আব্বাস উঠছে, ওপাশের ব্র্যাকেটের ধার ধরে উঠে হাঁটু ভর দিয়ে বসেছে আব্বাস। এবার নিশানা ব্যর্থ হবে না।

রানা ডান হাতে ব্র্যাকেটটা প্রাণপণ জড়িয়ে ধরে কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা গ্রেনেড বের করে আনতে চাইল, কিন্তু হঠাৎ হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে। কে যেন পা জাপটে ধরেছে। আবার দুই হাতে ধরে ফেলল রানা ব্র্যাকেট। আব্বাস টাল সামলাতে ব্যস্ত। পা জাপটে ধরেছে ইয়াফেজ অথবা সালাল, নিচ থেকে হাত বাড়িয়ে। প্রাণপণে টানছে নিচের দিকে। হাঁটুর উপর পড়েছে ছাদের প্রান্ত। আরও টান পড়ছে। রানার আহত হাত আলগা হয়ে আসছে। এক্ষুণি পড়ে যাবে। হারিয়ে যাবে শূন্যে, অন্ধকারে। মৃত্যু, রানা নিশ্চিত মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে। তাকাল আব্বাসের দিকে। আব্বাসও টার্গেট ঠিক করে ফেলেছে। রানা ভাবল, গুলিটা ঠিক লাগবে মাথার তালুতে। মুহূর্তে মৃত্যু ঘটবে তার। তার চেয়ে হাত ছেড়ে দিলে শূন্যে ভাসতে ভাসতে প্রাণ শেষ হতে পারে। হ্যাঁ, অনীতার মত। আলগা হয়ে এল হাত···তাকাল সামনে, আব্বাস বিকটভাবে হাসছে। হাতের পিস্তল টার্গেট করেছে রানার মাথা। সে বলল, 'মাসুদ রানা, জীবনে অনেক কিছুই নাকি করেছ। এবার তোমার যমদূত সামনে দাঁড়িয়েছে। বলো, জীবনে তোমার শেষ ইচ্ছা কি? একটা গুলিই পিস্তলে আছে, কিন্তু এটা ব্যর্থ হবে না। তোমার মগজের ভেতর দিয়ে এটা ঢোকাব। বলো শেষ ইচ্ছা কি?'

রানা আরও শক্ত করে ধরল ব্র্যাকেট। পা-টা টানল। কিন্তু নড়াতে পারল না।

তবু রানা হাসল হঠাৎ। বলল, 'তোমার পেছনে তাকিয়ে দেখো, আব্বাস।'

হাসল আব্বাস। বলল, 'বড় পুরানো চাল।' কিন্তু রানার মুখের দিকে চেয়েই তার হাসি উড়ে গেল। কিছু একটা আকস্মিকতা তাকে চমকে দিল। ঝট করে পিছনে ফিরল এবং তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল। ফসকে গেল পিস্তল হাত থেকে। ফেরানো মুখটা আর এদিকে আনতে পারল না। প্রচণ্ড ভাবে ধাক্কা খেলো কেবল-লাইন ধরে রাখা পিলারের বাড়তি হাতলে। আছড়ে পড়ল ছাতে। দ্বিতীয় শব্দ বেরুল না মুখ দিয়ে। প্রাণহীন দেহটা গড়িয়ে পড়ল নিচে।

আলগা হয়ে গেল পা-ধরা হাতের বেষ্টনি। এক ঝটকায় পা উপরে তুলে নিয়ে এল রানা। পড়ে থাকল কিছুক্ষণ স্বপ্নের ঘোরে। সে বেঁচে আছে।

আকাশে তাকাল—চাঁদ-তারা, গ্রহ-নক্ষত্র। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল, 'দেখো, পৃথিবী দেখো, আমি বেঁচে আছি।' উঠে বসল। ধরে রাখল ব্র্যাকেট। দুলছে কেবল-কার। দুই পিলারের মাঝে চলে এসেছে কার, তাই দুলছে বাতাসে। চোখ তুলে তাকাল রানা। দেখল চতুর্থ ও তৃতীয় পিলারের মাঝামাঝি জায়গায় এগিয়ে আসছে অন্য প্রান্তের কেবল-কার। দুটো কার মাঝখানের পিলারে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উঠে দাঁড়াল। ব্যাগ থেকে বের করল দুটো প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। ব্র্যাকেট যেখানে ছাতের সঙ্গে জোড়া লেগেছে সেখানে গুঁজে দিল সাবধানে। ফিউজের মুখগুলো আলগা রাখল। এগিয়ে আসছে পিলারটা। ফিউজ ছিঁড়ে ফেলল রানা। পা দিয়ে আঁকড়ে ধরল ব্র্যাকেট, ডান হাতে ধরল তার। আর চার হাত···

হাত পা দিয়ে ধরে ফেলল পিলারের বাড়িয়ে দেয়া হাতল। বুকের হাড়গুলো যেন ভেঙে গেল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার আগেই উঠে পড়ল হাতলের উপর, কার গড়গড় করতে করতে চলে গেল। দ্রুত অন্য হাতলে চলে যেতে হবে। রানা ঝুলে পড়ল বাদুড়ের মত। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল পিলারের মাঝখানে। ক্রস-বারের উপর বসল। রানার চোখ এইমাত্র ছেড়ে দেয়া নিম্নাভিমুখী কেবলকারের উপর। ইয়াফেজ সালাল এদিকে দেখছে হাঁ করে। ওরা জানে না এখুনি ওদের কি অবস্থা হবে।···আলোর ঝলক দেখা গেল। শব্দ হলো পরপর দু'বার। ব্র্যাকেটের একটা খসে গেল। কাত হয়ে পড়ল কার। একটা হাতলের উপর ভীষণ দোল খাচ্ছে। ওটাও খসে যাবে। ওদের একজন বের হয়ে আসতে চাইল। ধরতে চাইল ঝুলন্ত ব্র্যাকেট কিন্তু পারল না। খসে পড়ে গেল কার। ···রানা ভাবল এখন যদি জ্ঞান ফিরে আসে আতাসীর, যদি আতাসী গিয়ার বদলে ব্যাক গিয়ারে দিয়ে দেয়? তবে রানাকে এখানেই ঝুলতে হবে? না, তার ধরে ঝুলে পড়বে? প্রার্থনা করল, আতাসীর জ্ঞান আর পাঁচ মিনিট পরে ফিরুক। ···এগিয়ে আসছে কেবল-কার। এগিয়ে আসছে···।

আতাসী চোখ মেলে তাকাল। চোখ ঠিক মেলতে পারল না, কিন্তু আলো দেখতে পেল। কপাল থেকে রক্ত এসে জমাট বেঁধে গেছে চোখে।

'লেফটেন্যান্ট, লেফটেন্যান্ট আতাসী···'

ফায়জার কণ্ঠ। স্কাই-লাইট দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ছাত থেকে।

উঠে বসল আতাসী। বলল, 'মেজর কোথায়?'

ও ওদের কারের উপর লাফিয়ে পড়েছিল। জানি না,.কি হয়েছে,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল ফায়জা। 'একটা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ব্লাস্ট হয়েছে, তার আগে একজন গড়িয়ে পড়েছে কারের ছাত থেকে, মারামারি করতে গিয়ে। জানি না কে পড়ল।'

'একজন নিচে গড়িয়ে পড়েছে? আতাসী নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলল, 'ওটা তবে আমাদের বস্ না।'

'কি করে জানলেন?'

'কি করে জানলাম?' আতাসী বলল, 'ভবিষ্যৎ মিসেস আতাসী বলেছিল, রানার মত লোকেরা পানিতে ডুবে মরবার জন্যে জন্মায়নি। মিসেস আতাসীর ভবিষ্যৎ স্বামীর কোটেশন হচ্ছে মেজর রানার মত লোক কেবল-কারের ছাত থেকে গড়িয়ে পড়ে না।'

উত্তর দিল না ফায়জা কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলল, 'কিন্তু কেবল-কারটাই যে খসে পড়ে গেছে।'

'তাই?' আতাসী বলল, 'তবে তো আর ব্যাক গিয়ার দিয়ে কাজ হবে না।'

কারের কন্ট্রোল-প্যানেলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আতাসী ফায়জার কথা শুনে। বসে পড়ল মাটিতে। মুখ উপরে তুলল। ডাকল, 'মিস ফয়সল?'

'বলুন।' এবার কান্নায় ভারী কণ্ঠ ফায়জার।

'দেখুন তো একটা কার এদিকে উঠে আসছে কিনা?'

'হ্যাঁ, আসছে, ওই তো ওই তো...হ্যাঁ লেফটেন্যান্ট, লেফটেন্যান্ট... আতাসী।' ফায়জা কথা বলতে পারছে না। এবার সে স্পষ্ট করেই কাঁদছে। এবং হাসছে।

'মেজর বসে আছে ছাতে?' আতাসী জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, রানা, রানা বসে আছে...।' উঠে দাঁড়াল ফায়জা। মহিউদ্দীনও পাশে দাঁড়াল। ধরল ফায়জাকে। নইলে হয়তো ছুটেই যেত ফায়জা।

আতাসী তাকাল তালা-দেয়া লোহার দরজায়। এক দঙ্গল কুকুর চিৎকার করছে, ডাকছে। ওরা টের পেয়ে গেছে। রানা, মেজর, বস্, হারি আপ...আতাসী, তুমি বাপু সোজা হয়ে দাঁড়াও। ভেঙে পড়লে চলবে না।

দশ

উঠে দাঁড়াল রানা। কেবল-কারের ছাত থেকে ফায়জা এবং মহিউদ্দীনকে দেখতে পেল স্টেশনের ছাতে। শেডের নিচে তাকাল। আতাসীও উঠে দাঁড়িয়েছে কন্ট্রোল-প্যানেলের কাছে। হাত তুলল রানা প্রাইজ ফাইটারের মত। তাকিয়ে দেখল, দাউদাউ জ্বলছে ফোর্ট টাগার্টের পুবদিক।... স্টেশনের ভিতর প্রবেশ করল কার।

আতাসী ব্রেক টেনে দিল। ওর মুখ রক্তাক্ত। যেন খেঁতলে গেছে। রানা নামতেই আবার ব্রেক নামিয়ে দিল। কার ঘুরে আবার বাইরের দিকে এগিয়ে গেল। কোন কথা বলল না আতাসী। রানা মুহূর্তে বুঝে নিল ওর সিরিয়াসনেসের কারণ কি। প্রথম, দরজার ওপাশে কুকুরগুলো যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। স্কাই-লাইটে তাকাল রানা। বলল, 'ফায়জা, তাড়াতাড়ি নেমে এসো।'

কার গিয়ে ছাতের ঢালে দাঁড়িয়েছে। ফায়জা নামল তারপর মহিউদ্দীন। অবাক হয়ে গেল রানা। মহিউদ্দীন কাঁপছে তো না-ই, বরং পুরুষ মানুষের মতই ফায়জাকে ধরে রেখেছে, সাহায্য করছে। ভয় পেতে ভুলে গেছে অভিনেতা। অথবা সাহসের অভিনয় করছে?

কার আবার এসে দাঁড়াল ভিতরে। উপর থেকে নামল ফায়জা, তারপর মহিউদ্দীন। দু'জনের কাঁধে ঝোলানো কারবাইন। রানা ফায়জাকে একটু ভা[illegible]ত অবসর না দিয়ে তুলে দিল কারের ভিতরে। আতাসী উঠল। রানা মহিউদ্দীনকে বলল উঠতে।

দরজা খোলার চেষ্টা হচ্ছে।

মহিউদ্দীন দরজার দিকে তাকাল, 'ওরা পাঁচ-মিনিটের মধ্যে দরজা ভেঙে ফেলবে।'

'তিন মিনিটেও ভাঙতে পারে। কিন্তু ওদের দুটো দরজা ভাঙতে হবে।'

'উপায়?'

'ভাগ্য।' কন্ট্রোল-প্যানেলের কাছে দাঁড়াল রানা। 'উঠে পড়ুন।'

'না।' মহিউদ্দীন দরজার দিকে কারবাইন উঁচু করে দাঁড়াল। বলল, 'আমি কন্ট্রোল-প্যানেল গার্ড দেব। আপনারা উঠে পড়ুন।'

'আপনি,' রানা কাছে এগিয়ে এল। 'আপনি পাগল হয়েছেন, মিস্টার মহিউদ্দীন?'

'না, হইনি।' মহিউদ্দীন বলল, 'মেজর, আপনি ইমোশন দেখিয়ে দেরি করবেন না। উঠে পড়ুন।'

'না,' চিৎকার করে উঠল রানা।

'হ্যাঁ, তাই হবে, এবং ভাল হবে। আমার বয়স আপনাদের চেয়ে বেশি। আমার চেয়ে পৃথিবীতে আপনাদের প্রয়োজন অনেক বেশি। যান, সবাই মরার চেয়ে একজন মরা অনেক ভাল।'

রানা কোন কথা না বলে দুর্বল হাতে মহিউদ্দীনের রোগা দেহটা শূন্যে তুলে কারের ভিতর প্রায় ছুঁড়ে ফেলল। আতাসী ভিতর থেকে চেপে ধরল অভিনেতাকে।

রানা কার চালু করে দিয়ে দৌড়ে লাফিয়ে উঠল চলন্ত কারে।

কার ছুটে চলল নিচের দিকে।

পুরো দেড়টা মিনিট কেউ কথা বলল না।

মেঝের উপর হাঁটুতে মাথা রেখে বসে আছে আতাসী। ফায়জা মহিউদ্দীনকে বসিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। রানা তাকাল ফায়জার দিকে।

আশ্চর্য হয়ে গেল ও, ফায়জার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির আভাস। রানার

চোখে চোখ পড়তেই হাসিটা একটু যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বলল, 'ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি মরেই গেছ।'

'হ্যাঁ, গত কয়েক মিনিটে আমি কয়েকবার নতুন জীবন লাভ করেছি,' বলল রানা। 'তোমাকেও মনে হচ্ছে নরক থেকে ঘুরে এলে।' হাতটা রাখল ওর কাঁধে। বলল, 'আর ভয় কি, আমরা অর্ধেকটা পথ প্রায় এসে গেছি।'

'মাত্র অর্ধেক!' ফায়জা বলল, 'ওরা হয়তো এতক্ষণে দরজা ভেঙে ফেলেছে।'

'ফেললে আর করার কিছু নেই। ওরা এখুনি ব্যাক গিয়ার দেবে।'

'আবার তবে ফিরে যাব ফোর্টে?' ফায়জার দেহের শিহরণ অনুভব করল রানা। রানা নিজেই ভয় পেয়ে গেছে, যে কোন মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে কেবল-কার। চলতে শুরু করবে উল্টো দিকে, চারজন অর্ধমৃত মানুষকে নিয়ে সময় গুনল রানা, মৃত্যুর প্রহর, মৃত্যুর মুহূর্ত। এক একটি সেকেন্ড এক এক ঘণ্টার মত দীর্ঘ মনে হচ্ছে। দু'হাতে ফায়জার মুখটা ধরল রানা। একটু আগে রানার মুখের ভাব সে দেখেছে। ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ফায়জা, হয়ে গেছে মৃত্যু-শীতল। কেবল-কার এগিয়ে চলেছে। দু'হাতে বুকে জড়িয়ে নিল ভীতু মেয়েটাকে। রানা নিজের জন্যে লজ্জা পেল। সে-ও ভয় পেয়েছে, মেয়েটার তা জানতে বাকি নেই। রানা বলল, 'ভয় কি, আমরা ঠিক পৌঁছে যাব কায়রো।'

'কায়রো?' থেঁতলে যাওয়া মুখটা তুলে তাকাল আতাসী। রাগত কণ্ঠে বলল, 'নাইল হিলটনের মেনু হাতে না পাওয়া পর্যন্ত ওকথা আমি বিশ্বাস করছি না, বস্।'

কিন্তু ফায়জা বিশ্বাস করেছে। ও তার দেহের ভার রানার উপর ছেড়ে দিয়েছে। রানা ওকে সরিয়ে দিয়ে উঁকি দিল বাইরে। আতাসীকে বলল, 'লেফটেন্যান্ট, তৈরি হও। এখন যদি কার উল্টো দিকে চলতে থাকে তবু আমরা ফিরে যাব না। কার এখন পনেরো-বিশ ফুট উঁচু দিয়ে যাচ্ছে। এটুকু আমরা লাফিয়ে নামতে পারব। নিচে বালি আছে, হাত পা না ভাঙারই সম্ভাবনা।'

রানা দরজা খুলে ফেলল। ঝুঁকে পড়ে নিচটা দেখল। দেখল ওদিকটা। ফোর্ট টাগার্ট জ্বলছে। আতাসীও উঠে দাঁড়িয়ে দেখছে জ্বলন্ত ফোর্ট টাগার্ট। অপূর্ব দৃশ্য! নিশ্চয়ই ব্যারাক থেকেও দেখা যাচ্ছে এই দৃশ্য! স্টেশনে হয়তো বসে আছে রিসেপশন কমিটি।

কেবল-কার থেমে গেল একটা ঝাঁকি খেয়ে। চারজনের ফ্যাকাসে মুখ। রানা ফায়জাকে টেনে নিয়ে গেল দরজার কাছে। আতাসী রানাকে সরিয়ে দিল। বলল, 'আমার হাত দুটো এখনও গুলিবিদ্ধ হয়নি।' দরজার কাছে বসে পড়ল ফায়জাকে নিয়ে। বাঁ-হাতে ধরল দরজার ফ্রেম। ফায়জাকে কোমর ধরে বাইরে নামিয়ে দিল। ফায়জা ঝুলে পড়ল আতাসীর হাত ধরে। ঝুঁকে পড়ল আতাসী যতদূর পারল। ছেড়ে দিল ফায়জাকে। মহিউদ্দীন এবার নিজেই এগিয়ে গেল। মহিউদ্দীন নিচে পড়ার আগেই চলতে শুরু করল কারটা উল্টো দিকে, টাগার্টের দিকে। রানাকেও নামাল আতাসী। রানার ওজন ধরে রাখতে মনে হচ্ছিল হাত বুঝি ছিঁড়ে যাবে। তারপর নিজে ঝুলে পড়ল আতাসী। ছেড়ে দিল হাত। নেমেই দেখল রানা ব্যাগ থেকে বের করে নিয়েছে গ্রেনেড। আতাসীর হাতে দিল দুটো। বলল, 'এটা ছুঁড়ে দাও গাড়ির

ভেতরে। তোমার হাত নিশ্চয়ই ভাল আছে।'

'ছিল একটু আগে পর্যন্ত।' কথাটা বলেই গ্রেনেড ছুঁড়ে দিল আতাসী। প্রথমটা গায়ে লেগে বার্স্ট করল। দ্বিতীয়টা গিয়ে ভিতরে পড়ল। বিস্ফোরণ ঘটল।

রানা ধরল ফায়জার হাত। পুবদিকে ছুটতে লাগল চারজন, অন্ধকার আর অলিভ গাছের ভিতর দিয়ে। ওরা ছুটে

'কোথায় এখন?'

'কাবালা রোড,' বলল রানা। 'মাইক্রোবাস।'

রাস্তার মোড়ে সবাই একটা আড়ালে গা ঢাকা দিল। এগিয়ে গেল আতাসী গাড়ি আনতে। দু'মিনিট পর ফিরে এল। মুখ তার শুকনো, ফ্যাকাসে।

বলল, 'গাড়ি নেই।'

'মার্সিয়া নিয়ে গেছে,' রানা বলল। ঠিক এ সময় অন্ধকারে একটা অ্যাম্বুলেন্স-কার এসে থমকে দাঁড়াল তাদের সামনে। অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভিং সীট থেকে নামল মার্সিয়া। দ্রুত পিছনের দরজা খুলে ফেলল। ড্রাইভিং সীটে উঠল রানা, অন্যরা পিছনে।

অ্যাম্বুলেন্সের মাথার উপরে লাল আলো ঘুরতে লাগল। চলতে শুরু করল গাড়ি। বেজে উঠল চারদিক সচকিত করে অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন।

মার্সিয়া ড্রাইভিং সীট এবং পিছনের সংযোগ-দরজা খুলে কিছু বলার আগেই রানা বলল, 'মাইক্রোবাস বদলে এটা এনেছ তার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু গ্রেনেড, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভগুলো…?'

'পিছনে আছে। বিয়ারের বোতলও এনেছি।'

'ধন্যবাদ।'

মার্সিয়ার কাঁধে কার যেন হাত পড়ল। তাকিয়ে দেখল, আতাসী। মার্সিয়া হাসিমুখে ঘুরে দাঁড়াতেই আতাসী ওর গালে চুমু খেলো। সবিস্ময়ে তাকাল ও।

আতাসী বলল, 'তুমি আমাকে দেখে খুশি হওনি?' কাঁদো-কাঁদো ভাব তার কণ্ঠে, 'জানো, আমি মরেই যেতাম আর একটু হলে?'

'হুঁ, দু'ঘণ্টা আগের মত হ্যান্ডসাম অবশ্যি আপনাকে লাগছে না!' মার্সিয়া আতাসীর রক্তমাখা মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'এই দু'ঘণ্টা আগেই তো আমাদের পরিচয়।'

'মাত্র দু'ঘণ্টা!' মাথায় হাত দিয়ে স্ট্রেচারে শুয়ে পড়ল আতাসী, 'আমার মনে হচ্ছিল বিশ বছর কেটে গেছে।'

'আরও বিশ বছরের জন্য তৈরি হও, লেফটেন্যান্ট।'

আতাসী উঠে পড়ল বিরক্তির সঙ্গে। ফায়জার হাত থেকে তুলে নিল কারবাইন। গ্রেনেড প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ পিছনের দিকে জমা করল। ভেঙে ফেলল পিছনের দরজার উপরের দিকের একটা কাঁচ। কারবাইন বসাল ওখানে। বলল, 'একটু প্রেম করব, তারও উপায় নেই।'

রানার পাশে গিয়ে বসেছে ফায়জা। রানার সন্ধানী দৃষ্টি রাস্তার উপর নিবদ্ধ।

লোকের মধ্যে ত্রাস। জ্বলছে ফোর্ট টাগার্ট, বারাক বেন কানান, কানানের বজ্র। পাগলের মত ছুটে চলেছে অ্যাম্বুলেন্স। ফায়জা দেখল, রানার ডান হাতের আস্তিন বেয়ে নামছে কাঁচা রক্ত।

ফায়জার হাত উঠে গেল স্টিয়ারিং ধরে রাখা হাতটা ধরতে, কিন্তু ধরল না। নিজেকে সামলে নিল ঠোঁট কামড়ে ধরে। কিন্তু মুখ থেকে অস্ফুট উচ্চারণ বের হয়ে এল, 'রানা।'

রানা এদিকে না তাকিয়েই বলল, 'ভেতরে যাও।'

গাড়ি এখন ঢুকে পড়েছে কিং ডেভিড রোডে।

মার্সিয়া এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানার পিছনে। অ্যাক্সিলারেটারের উপরের চাপ কমিয়ে দিল রানা। মার্সিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'এ পথে এলে কেন, রানা? আমি ক্লাব থেকে হাসপাতালে ফোন করে গাড়ি এনে ড্রাইভার আর তার আসিস্ট্যান্টকে আমার ঘরে আটকে পালিয়ে এসেছি। ওরা...'

রানা দেখল, রাস্তার দু'পাশে গোটাকয়েক মোটর সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে হতবাক হয়ে। কাছাকাছি যেতেই হুঙ্কার দিয়ে উঠল গোটাদশেক মোটর সাইকেল। রানা ফুট-বোর্ডের সঙ্গে চেপে ধরল অ্যাক্সিলারেটার। গাড়ির স্পীডমিটারের কাঁটা উঠল নব্বই কিলোমিটারে। গাড়ির গতির সঙ্গে সমানে আর্তনাদ করে উঠল সাইরেন। উপরে লাল বিপদ সঙ্কেতের ঘূর্ণি দ্রুততর হলো। মোটর সাইকেল আরোহী এম. পি-দের মধ্যে দ্বিধা দেখা গেল। রানা চেঁচিয়ে বলল, 'আতাসী, গ্রেনেড!'

অ্যাম্বুলেন্স পার হয়ে যেতেই সার্জেন্ট মোটর সাইকেল স্কোয়াডকে কিসের যেন নির্দেশ দিল। কিন্তু সাথে সাথেই সেখানে এসে পড়ল কয়েকটা গ্রেনেড, বিস্ফোরণ হলো বিকট শব্দে।...

অ্যাম্বুলেন্স তখন মাতালের মত ছুটছে। শহরে তখন ত্রাস। সবাই পালাচ্ছে, সবাই ভয় পেয়েছে। বারাক বেন কানান জ্বলছে। অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে পথের লোক ফিরে তাকাচ্ছে এবং খেপাটে গতি দেখে ছিটকে পড়ছে রাস্তার দু'পাশে।

মার্সিয়া বলল, 'এবার গাড়ি ঢুকবে ব্যারাকে।'

স্ট্রেচারে বসে নিজেকে সামলাচ্ছিল ফায়জা। ভয়ে ভয়ে তাকাল, 'ব্যারাকে কেন?'

'এয়ার-ফিল্ডে যাবার দ্বিতীয় পথ নেই।'

রানা গাড়ির গতি হঠাৎ কমিয়ে আনল।

মার্সিয়া বলল, 'ব্যারাক!'

আতাসী একটা স্ট্রেচার পিছনের কম্পার্টমেন্টের দরজার সঙ্গে খাড়া করে দিয়ে আড়ালে দাঁড়াল। মার্সিয়া সামনের সীটে বসল। মার্সিয়ার পাশে নিচু হয়ে বসে পড়ল ফায়জা। রানা গাড়ির ভিতরের আলো অফ করে দিল। গাড়ি এগিয়ে চলল ব্যারাকের গেটের দিকে। কিন্তু তার গা-হাত-পা হিম হয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

গেটের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুটো ট্যাঙ্ক, দৈত্যের মত।

রানা বলল, 'সবাই ফ্লোরে শুয়ে পড়ো।'

ওরা ভিতরে গিয়ে মেঝে আঁকড়ে শুয়ে পড়ার আগেই রানা ব্রেক কষল। উত্তেজিত কণ্ঠে গেটের সেন্ট্রিদের উদ্দেশে বলল, 'টেলিফোনে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করো। কর্নেল ফ্রেমন্ট আহত। গুলি লেগেছে বুকে, দু-দুবার।' গার্ডের উদ্যত স্টেনগানের ট্রিগারে আঙুল, মুখে থতমত ভাব। ধমক দিল রানা, 'হাঁ করে আমার রূপ দেখছ?'

'আমরা একটা ফোন-কল পেয়েছি…একটা অ্যাম্বুলেন্স…'

'মাতাল, মাতাল!' রানা হতাশ সুরে বলল, 'কালই এর কোর্ট মার্শাল হবে দেখছি! হটো।' বলেই কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে গাড়ির গিয়ার দিল। এবং গাড়ি চলতে শুরু করল, আস্তে আস্তে। ব্যারাকের ভিতরে ধীর গতিতে এগুচ্ছে। সাইরেন চিৎকার করে চলেছে। উপরে লাল আলো ঘুরছে।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে ফার্স্ট গিয়ারে। বিস্মিত সোলজাররা হাঁ করে দেখছে। গাড়ি পার হয়ে গেল ওদের। কিছুদূর এগিয়ে দেখল, একদল মোটর আরোহী সার্জেন্ট তাদের পার হলো। পাশ কাটাল দুটো লরি। লরি বোঝাই সোলজারে। ওরা যাচ্ছে বাইরে, হয়তো রানাদের সন্ধানে। বোঝা গেল, ফোর্টের খবর চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। একটু গতি বাড়াল গাড়ির। একদল অফিসার একখানে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত আলোচনা করছে। অ্যাম্বুলেন্স দেখে তাকাল। রানা গাড়ির জানালা দিয়ে গলা বের করে বলল, 'কর্নেল ফ্রেমন্ট পেটাহ টিকভা ক্লাবের দোতলায় এক ওয়েট্রেসের ঘরে আহত হয়েছেন। গেরিলা শালাদের কাজ। শীঘ্রি—'

থমকে গেল রানা অফিসারদের ভিতরে একটি পরিচিত মুখের বিস্ফারিত চাউনি দেখে। পেটাহ টিকভার সেই ক্যাপ্টেন, যার কাছে রানা নিজের পরিচয় দিয়েছিল মেজর জেসি দায়ান বলে।

চমকে গিয়েই রানার পা-ফুটবোর্ডে অ্যাক্সিলারেটারের উপর ফ্ল্যাট হয়ে বসে গেল। একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে গাড়ি ছিটকে এগিয়ে গেল। ছুটতে লাগল অন্য প্রান্তের গেটের দিকে। রাস্তা ছেড়ে সবুজ ঘাসের লনের উপর দিয়ে ছুটে চলল গাড়ি। রাস্তায় উঠল কিন্তু তখন ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে লাগছে পিছনের দরজায়। ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে দরজা।

এক মিনিট পর হঠাৎ কেঁপে উঠল গাড়িটা। স্টিয়ারিং ধরে রাখা হাত চাক্কার কন্ট্রোল রাখতে পারল না। দেখা গেল একটা বিরাট ছেঁদা হয়ে গেছে জানালার কাঁচে।

আতাসী বলল, 'বস্, কামান দাগছে ওরা।'

অ্যাম্বুলেন্সকে একবার এদিকে আবার অন্যদিকে করে চালাচ্ছে রানা। সীটের ভিতরে প্রায় ডুবে গেছে।

কামানের দ্বিতীয় গুলিটা পেছন থেকে ঢুকে সামনে কাঁচ ভেঙে বের হয়ে গেল।

আতাসী বলল, 'টার্গেট প্র্যাকটিসের ডামি এগুলো। ভয় দেখাচ্ছে।'

'ভয় নয়, বেদুইনজী,' রানা বলল। 'গোলাগুলো বিশেষভাবে তৈরি। দু'ইঞ্চি লোহার মধ্যে ঢুকলে এটা ব্লাস্ট করে।' হাসল, 'মশা মারতে কামান দাগা, আর কি।'

গুলির একটা ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে আতাসী বলল, 'বস্, দুটো লরি রওনা হয়েছে। শালারা ধাওয়া করছে আমাদের।'

'বাঁচলাম!'

'কেন?'

'এখন আর কামান দাগবে না,' রানা বলল। 'মার্সিয়া, ব্রিজটা কয় মাইল এখান থেকে?'

'মাইল দুয়েক।'

'আতাসী,' ডাকল রানা। 'প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ নাও। তিন মিনিট পর যাতে ব্লাস্ট করে এইভাবে ফিউজ ঠিক করো। ব্রিজ উড়িয়ে দিতে হবে।'

'দরকার হবে না, মেজর,' বলল মার্সিয়া। 'এখানকার গেরিলা বাহিনীর ফেদাইনরা আমাকে বিদায় জানাবে ব্রিজটা উড়িয়ে দিয়ে।'

'আল-ফাত্তার ফেদাইন, তোমার বন্ধুরা।'

'হ্যাঁ।'

অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন বন্ধ করে দিল রানা। প্রচণ্ড গতিতে অন্ধকারে শিহরণ জাগিয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়িটা।

'তেরো মিনিট,' বলল কর্নেল সিক্স। 'আপনি পৌঁছাতে পারবেন ঠিক [illegible]য়ে?'

মসকুইটো বম্বারটা পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে চলে[illegible] উইং কমান্ডার ইকবাল বেগ তাকাল কর্নেলের দিকে। হাসল, বলল, '[illegible] বোধহয় পারব পৌঁছাতে—ক্র্যাশ-ল্যান্ড করতে হলেও।' থেমে বলল, '[illegible]ল, ওরা পৌঁছাতে পারবে কি?'

'জানি না, কমান্ডার। জেনারেল তো ভেঙেই পড়েছেন। তার বিশ্বাস ওরা টাগার্টে ধরা পড়েছে। সাফেদ মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট। ফোর্ট থেকে বের হতে পারলেও সাফেদ শহর থেকে পালাবার কোন সম্ভাবনা নেই, অন্তত আমি কোন সম্ভাবনা দেখছি না। ···না, কোন সম্ভাবনা নেই, কমান্ডার!'

'তবু আপনি এলেন কেন?'

'আমিই ওদের পাঠিয়েছি।' ফাঁকা ফাঁকা শোনাল কর্নেলের কণ্ঠ। প্লেন দ্রুত কয়েকবার এদিক ওদিক কাত হলো। কর্নেল বাইরে উঁকি দিল সাইড-স্ক্রীন দিয়ে। বলল, 'এত নিচু দিয়ে ফ্লাই করছেন কেন?'

'জিওনিস্ট রাডারগুলোকে ফাঁকি দিতে,' উত্তর দিল উইং কমান্ডার।

'আপনি ঠিক পথে যাচ্ছেন তো?'

উইং কমান্ডার হাসল। চোখে তার কৌতূহল। বলল, 'তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর তিন মিনিটের পথ। ওই দেখুন টাগার্ট ফোর্ট। বহ্নি উৎসব হচ্ছে, আমাদের ছেলেরা বন-ফায়ার করছে। অ্যামুনিশন-রুমে আগুন ধরে গেছে। মেজর মাসুদ রানার রনসন ভ্যারাফ্লেম গ্যাস লাইটারের গুণ আছে!'

কর্নেল দেখল। নীল চশমার মধ্যে নীল চোখ দুটো একটু কাঁপল। বলল, 'অদ্ভুত দৃশ্য। কানানের বজ্র, বারাক বেন কানান জ্বলছে।'

'আরও সুন্দর দৃশ্য দেখুন,' উইং কমান্ডার বলল, 'ওই যে দেখুন, শহরে ছেড়ে উত্তরের রাস্তা ধরে এয়ার-ফিল্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে একটা গাড়ি। আর হ্যাঁ, দুটো গাড়ি সামনের গাড়িটাকে ফলো করছে। হারি আপ বয়, হারি আপ, মেজর রানা। কর্নেল, জীবনে এত সুন্দর দৃশ্য কোনদিন দেখেছেন, যা আশায় বুক ভরিয়ে দেয়?'

কর্নেল তখন ঝুঁকে পড়েছে সাইড-স্ক্রীন দিয়ে। মৃদু কণ্ঠে বলছে, 'হারি আপ, হারি আপ...'

রানা অ্যাম্বুলেন্সের গতি কমিয়ে দিল। কাঠের ব্রিজ। দশ মাইলের বেশি গতিতে পার হওয়া উচিত নয় কিন্তু গতি সামান্য কম হতেই পিছনের গাড়ি থেকে বর্ষিত হলো আরও একঝাঁক গুলি। রানা চল্লিশ মাইল স্পীডে উঠে পড়ল ব্রিজে। ব্রিজ কাঁপছে, চাকার নিচে থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছে স্লিপারগুলো।

সামনের চাকা দুটো আবার রাস্তা স্পর্শ করতেই অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিল রানা। মার্সিয়া উঠে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল পিছনের দরজায়। ভাঙা কাঁচ দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। পিছনের প্রথম লরিটা উঠে পড়েছে ব্রিজের উপর। দ্বিতীয়টাও উঠে এল। ওরা খুব সাবধানে এগুচ্ছে। লরি অনেক বেশি ভারী।

চারদিক ঝলসে দিল একটা আলোর ঝলকানি। ব্রেক কষল রানা। পিছনের দরজাটা খুলে ফেলল মার্সিয়া। পুরো ব্রিজটা শূন্যে উঠল দুটো লরি নিয়ে। প্রচণ্ড শব্দ। আগুন জ্বলছে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। আতাসী সেই আগুনের আলোয় দেখল মার্সিয়ার চোখ দুটো চকচক করছে। দেখল পানি গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। খুশির কান্না? আতাসী ওর কাঁধে হাত রাখল। কিছু বলতে পারল না। গাড়িটা আবার গতি ফিরে পেতেই আতাসী মার্সিয়াকে শক্ত করে ধরল। মার্সিয়া আশ্রয় নিল ছ'ফিট দু'ইঞ্চি দেহ-ধারীর বুকে। আস্তে করে বলল, 'আতাসী, আমি ছিলাম এদের দলনেত্রী। এখানকার আরব গেরিলাদের। আমি ওদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আমি আমার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি...'

'আমরা আবার আসব, দু'জন মিলে আসব, লায়লা,' আতাসী বলল আবেগের সঙ্গে।

'লায়লা!' মার্সিয়া মুখ তুলে তাকাল, 'লায়লা কে?'

'কেন, বস্ যে বলেছিল তোমার আসল নাম লায়লা।'

'যাঃ! মেজর তোমার সঙ্গে রসিকতা করেছেন। আমার আসল নাম...কায়রো গিয়ে বলব।' মার্সিয়ার চোখে রহস্যের ছায়া মেশানো।

'গোলাপকে যে নামেই ডাকো...'

'আতাসী, আমরা এসে গেছি। কারবাইন তুলে নাও।' রানার কণ্ঠে কমান্ড।

'ইয়েস্, বস্।' কারবাইন তুলে নিল আতাসী। গাড়ি থামল। প্রথম নামল আতাসী, তারপর মার্সিয়া, মহিউদ্দীন। রানার সঙ্গে নামল ফায়জা। সবার হাতে কারবাইন বা পিস্তল।

রানা বলল, 'গাড়ির আড়ালে দাঁড়াও।' সবাই দেখল, সামনে একটা এয়ার-ফিল্ড। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আছে ছোট্ট এয়ার-টার্মিনাল।

রানা বলল, 'ইমার্জেন্সী ল্যান্ডিং-এর জন্যে এই ফিল্ড ব্যবহার করা হয়। সামান্য কয়েকজন লোক এটা মেনটেইন করে। দাঁড়াও, দেখো কোন উত্তর আসে কিনা।'

রানা কারবাইন তুলে একটা ফায়ার করল। দূরে পাহাড়ে পাহাড়ে শব্দটার প্রতিধ্বনি হলো। শব্দটা অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে চারদিক নিশ্চুপ হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে এগুলো ওরা। অন্ধকারে জ্বলতে লাগল গাড়ির হেড-লাইট। এয়ার-ফিল্ড আলোকিত। ছোট একটা কন্ট্রোল-রুম।

কেউ নেই, কিন্তু ছিল। তিনটে মৃতদেহ পেল ওরা। প্রথমটা কন্ট্রোল-রুমের বারান্দায়, দ্বিতীয়টা ট্র্যানসিভারের সামনে। ট্র্যানসিভারটাও নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তৃতীয় দেহ পেল রান-ওয়েতে।

রানা তাকাল মার্সিয়ার দিকে। বলল, 'তোমার বন্ধুদের কাজ, আমাদের ঝামেলা কমিয়ে দিয়ে গেছে।'

'মিস্ অনামিকা, তোমার বন্ধুদের তো বিশেষ সুবিধার মনে হচ্ছে না!' ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল আতাসী।

'রানা, রানা…' ফায়জার উত্তেজিত কণ্ঠে রানা দৌড়ে বের হলো ঘর থেকে। দেখল, ফায়জা আকাশ দেখাচ্ছে। দেখল, একটা প্লেন এদিকে আসছে।

'উইং কমান্ডার ইকবাল বেগ,' আতাসী চিৎকার করে বলল। সবাই যোগ দিল, 'হিপ হিপ হুররে…'

রানা বলল, 'কর্নেল সিক্স।'

সবাই বলল, 'হিপ হিপ হুররে।'

ফায়জা রানার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ে রানার কানে কানে বলল, 'মেজর মাসুদ রানা…রানা…রানা…'

বম্বারকে একেবারে ছ'হাজার ফিট উপরে নিয়ে গেল উইং কমান্ডার। তারপর ছুটে চলল ভূমধ্যসাগরের দিকে। ভূমধ্যসাগরের উপরে যেতে পারলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবসর পাওয়া যাবে। প্লেনের গতিপথ তখন হবে কায়রোর দিকে।

মসকুইটোর পিছনে মেঝেতে পা মেলে দিয়ে বসেছে সবাই। কর্নেল সিক্স দরজায় হেলান দিয়ে পাশ ফিরে কো-পাইলটের সীটে বসা। ডান হাত উরুর উপর রাখা, স্টেনগানটার উপর। কর্নেল কোন প্রশ্ন করল না। না আব্বাসদের অনুপস্থিতি সম্পর্কে, না নতুন দুটি মেয়ে সম্পর্কে।

ফায়জা প্লেনে উঠেই উইং কমান্ডারের কাছ থেকে ফার্স্ট-এইড বক্স নিয়ে রানার পাশে বসেছে। কাঁচি বের করে মেজরের লেবেল মারা ডান হাতের আস্তিনটা কেটে ফেলল। দেখল আগের ব্যান্ডেজটাকে একটা রক্তের দলা মনে হচ্ছে। এখনও রক্ত বেরুচ্ছে। ফায়জা নতুন করে ব্যান্ডেজ করতে লাগল। মার্সিয়া আতাসীর মাথা আর ডান গালের ক্ষত পরিষ্কার করছে।

রানার ঠোঁটে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিল ফায়জা।

চোখ বুজে হেলান দিয়ে বসেছে রানা। মুখ ফ্যাকাসে, ক্লান্ত। তাকাল কর্নেল সিক্সের দিকে। বলল, 'আপনি নিজে এসেছেন, সেজন্যে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ,

কর্নেল।'

'না এসে উপায় ছিল না, মেজর,' কর্নেল বলল। 'কায়রোর রুম নাম্বার সিক্সে বসে থেকে থেকে আমি পাগল হয়ে যেতাম আর কিছুক্ষণ হলে। তাই চলে এসেছি। আমিই আপনাদের পাঠিয়েছিলাম। মাহের পাশা মরল, আজহারী গেল, আব্বাসের মত শক্ত মানুষটাও বাঁচল না, ইয়াফেজ সালাল—অল ডেড। মেজর, অনেক দাম দিতে হলো। এরা ছিল আমাদের সেরা লোক।'

'সবাই?' রানা মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, চোখ বুজেই। তারপর তাকাল।

চশমা খুলল কর্নেল সিক্স। বলল, 'যার জন্যে গিয়েছিলেন, পেয়েছেন?'

'পেয়েছি,' বলল রানা।

'পেয়েছেন! কোথায় রাহাত খান?'

মহিউদ্দীন ঘুমিয়ে আছে এক কোণে।

'রাহাত খান না। পেয়েছি বিশ্বাসঘাতকদের।'

'কে?'

'আব্বাস।'

'আব্বাস! আসাদ আব্বাস?' কর্নেল একটু সোজা হয়ে বসে রানাকে দেখল। বলল, 'অবিশ্বাস্য। আমি বিশ্বাস করি না।'

'এবং সালাল,' রানা বলল। 'আর ইয়াফেজ।'

'সালাল আর ইয়াফেজ!' মাথা নাড়ল কর্নেল, বলল, 'মেজর রানা, আপনি সুস্থ তো?'

'এখন হয়তো আগের মত নই,' বলল রানা। 'কিন্তু যখন ওদের হত্যা করি তখন ছিলাম।'

'আপনি—আপনি ওদের হত্যা করেছেন, মেজর?'

'আমি আগেও বিশ্বাসঘাতক হত্যা করেছি, কর্নেল। আপনি আমাদের ডিপ্রার্টমেন্টে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।'

'কিন্তু··· কিন্তু বিশ্বাসঘাতক! ওরা তিনজনই? অসম্ভব, অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করব না।'

'কিন্তু এটা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন, স্যার?' রানা বলল। পকেট থেকে বাঁ হাতে বের করে এনেছে সে একটা নোট-বই। বলল, 'নাম, পরিচয় এবং যোগাযোগের ঠিকানা। পুরো আরব দেশের সামরিক আধা-সামরিক দপ্তরে যতগুলো ইসরাইলী এজেন্ট কাজ করছে তাদের প্রত্যেকের। আপনি নিশ্চয়ই আব্বাসের হাতের লেখা চেনেন? এটা আব্বাসই লিখেছে।'

কর্নেলের চোখে এই প্রথম কম্পন দেখল, বিস্ময় দেখল রানা। পুরো তিন মিনিট ধরে নাম, ঠিকানাগুলো দেখল কর্নেল। তারপর তাকাল রানার দিকে।

'এটা আরব শক্তির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দলিল,' কর্নেল বলল, 'মেজর মাসুদ রানা, প্রতিটা আরব চিরকাল আপনার এবং আপনার দেশের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল।'

'কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, মেজর, এ ডকুমেন্ট কোনদিন আরবদের হাতে পৌঁছাবে না।' কর্নেল কোলের উপর রাখা স্টেনগান তুলে নিল। লক্ষ্য স্থির হলো রানার বুকে। ফায়জা আর মার্সিয়ার মুখ থেকে একটা আর্তনাদ বেরুতে গিয়ে থমকে গেল। কর্নেল বলল, 'আশা করি আপনি কোন ছেলেমানুষি করবেন না, মেজর।'

পাইলটের সীট থেকে উঠে দাঁড়াতে গেল উইং কমান্ডার ইকবাল বেগ। সেদিকে তাকিয়ে কর্নেল বলল, 'প্লেন সোজা চালিয়ে যান। মাল্টায় ল্যান্ড করাবেন।'

'বস্, কর্নেলটা কি পাগল হয়ে গেল?' আতাসীর প্রশ্ন।

'পাগল ও বছর কয়েক আগেই হয়েছে,' বলল রানা। 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টল্মেন, আমি আপনাদের সামনে এশিয়া ও আফ্রিকার ভয়ঙ্করতম সিক্রেট এজেন্টকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, ইনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ডবল এজেন্টও বটে।' রানা চুপ করে সবার মুখের দিকে তাকাল। নিশ্চুপ। সবার চোখের বোবা চাউনি একবার স্টেনগান আর একবার রানার দিকে ফিরছে। রানা আবার শুরু করল, 'কর্নেল সিক্স ওরফে কর্নেল আজিজ আল-আমিন, আপনার কোর্ট-মার্শাল হবে আজ বিকেলে। আগামীকাল সকালে গুলি করে মারা হবে সব ক'টা বিশ্বাসঘাতককে একসঙ্গে। যাদের নাম আছে এই নোট-বুকে কেউ বাদ যাবে না।'

'সত্যি?' কর্নেল জিজ্ঞেস করল। কিন্তু স্টেনগান ধরা হাতটা একটু কেঁপে গেল যেন। আস্তে করে বলল, 'তুমি আমার কথা জানতে?'

'জানতাম,' বলল রানা। 'কায়রো এসেছিলাম বন্ধুর হত্যা রহস্য উদ্ধারের জন্যে। তখনই জেনেছিলাম। ছাব্বিশে জুলাই রোডে রুম নাম্বার সিক্সে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেশে ফিরে যাই। এ ঘটনাটা আপনি জানেন। কিন্তু আসলে আমি গিয়েছিলাম জেনারেল আরাবীর কাছে, সিরিয়ায়। ওখানে আপনার কথা শুনি। আপনার দুঃসাহসের কথা। কিভাবে কয়েকটা বছর আপনি ফোর্ট টাগার্টে ছিলেন, কি করে পালিয়ে আসেন···ইত্যাদি। কিন্তু আমি তা একবর্ণও বিশ্বাস করিনি। আপনি ফোর্ট টাগার্টে বসে আরব বাহিনীকে মিথ্যে খবরের সঙ্গে দু'একটা ছোট খবর দিতেন। আর আসল খবরগুলো দিতেন টাকা খেয়ে ইসরাইলীদের হাতে তুলে। আপনি ফোর্ট টাগার্ট থেকে পালিয়ে আসেন, কারণ আপনার সন্দেহ হয়েছিল, আগামী যুদ্ধে ইসরাইল হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এখানে এসে আপনি এবং আপনার পুরো গুপ্তচর বাহিনী আরবদের সমস্ত পরিকল্পনার কথা ইসরাইলকে জানালেন। গুপ্ত দলিল তুলে দিলেন তাদের হাতে।'

'পুরানো কথা বলে আর লাভ নেই, মেজর,' বলল কর্নেল। 'বুঝলাম, আমার সম্বন্ধে সবই জানেন আপনি।'

'আপনি শুনলে দুঃখিত হবেন, কর্নেল, জেনারেল আরাবীকে আমার সন্দেহের কথা বলামাত্রই তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। কেননা তাঁর মনেও একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠছিল। কর্নেল, জিজ্ঞেস করলেন না, কেন সন্দেহ করেছিলাম আপনাকে?'

'প্রয়োজন নেই।'

'ঠিক আছে। আমি সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু ইচ্ছে করেই কায়রোতে আপনাকে হত্যা করিনি। তখন মেজর জেনারেল রাহাত খানের কায়রো সফরের গল্প করেছিলাম কোন প্ল্যান না করেই। গল্প করেছিলাম নিজেকে রক্ষা করার জন্যে। কেননা, আপনি আমাকে কায়রো ত্যাগ করতে দিতেন না জীবিত অবস্থায়। তাই লোভ দিয়ে রেখে আরাবীর সঙ্গে দেখা করি। ওখানেই সব পরিকল্পনা হয়।

'...তারপর আপনি মেজর জেনারেলের পঞ্চমুখী পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারেন। মেজর জেনারেলের কায়রো আগমনের কথাও ঠিক সময়ে আপনাকে জানানো হয়। হ্যাঁ, কর্নেল, জেনারেল আরাবী, আপনি আর আমি ছাড়া এই কথা কেউ জানত না পৃথিবীতে। অথচ খবরটা গিয়ে পৌঁছায় ফোর্ট টাগার্টে। এদিকে আপনি আমার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে দল ঠিক করেন। আতাসীকে দক্ষ গেরিলা ফাইটার এবং মাহের পাশাকে দক্ষ রেডিও অপারেটর হিসেবে জেনারেল দলে ঢুকিয়ে দেন। হ্যাঁ, আজহারী বেচারাকেও আমি সন্দেহ করতাম। যাক, সব ঠিক হয়ে যাবার পর জেনারেল আপনাকে সব সময় ব্যস্ত এবং চোখে চোখে রাখেন যাতে আব্বাসের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করতে না পারেন। তার পরের ঘটনা আপনি জানেন। তবে একটা কথা, কর্নেল, টাগার্টে ফিরে গেলে ওখানেও আপনার কোর্ট-মার্শাল হতে পারে। কারণ আপনি ওদের ভুল খবর দিয়েছিলেন, ওরা তা জেনে গেছে।'

'মানে?'

'মেজর জেনারেল রাহাত খান বর্তমানে জেনারেল আরাবীর খামার বাড়ির অতিথি।' রানা তাকাল মহিউদ্দীনের দিকে। বলল, 'চলচ্চিত্র টেলিভিশনের এই অভিনেতা জীবনের শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় অভিনয় করেছে। এই হচ্ছে রাহাত খান।'

'আপনার কথা শেষ হয়েছে?'

'হয়েছে। সব কাজ আমি শেষ করেছি,' রানা বলল। 'কর্নেল, আপনি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন, কেন জেনারেল আরাবী সব জেনেও আমাদের উদ্ধারের জন্যে আপনার আসাতে বাধা দিলেন না, তাই না?'

'আগে ভেবে দেখিনি।'

'আপনি থাকলে কোন এয়ার-অ্যাটাক হবে না, জেনারেল জানতেন, তাই আপনাকে পাঠিয়েছেন।'

'জেনারেল যে কত বড় ভুল করেছেন আশা করি এখন অনুমান করতে পারছেন,' কর্নেল স্টেনগান ভাল করে ধরে বলল। 'এ প্লেন এবং এর একজন যাত্রীও কোনদিন কায়রোতে ফিরবে না।'

'উইং কমান্ডার!' রানা বলল, 'কায়রো চলুন।'

'মানে?' স্টেনগান তুলল কর্নেল উইং কমান্ডারের দিকে। বলল, 'মাল্টা।'

'ওর কথায় কান দেবার প্রয়োজন নেই।' রানা উইং কমান্ডারের উদ্দেশে বলল।

কর্নেল সিক্ক তার স্টেনগানের মুখ ঘোরাল। বলল, 'মেজর রানা, এবার আপনাকে গুলি না করার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না আমি।'

'আপনি কেন গুলি করবেন না, তার কারণ আছে!' রানা বলল, 'জেনারেল আরাবী এয়ার-ফিল্ডে এসেছিলেন আপনাকে তুলে দিতে, কিন্তু আগে তা তিনি কোনদিন করেননি।'

'তারপর···বলে যান।' কর্নেল সিক্স একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে। তার চোখ কেঁপে গেল। মুখে ফুটে উঠল পরাজয় ও মৃত্যুর ছায়া।

'জেনারেল এসেছিলেন যাতে আপনার হাতে এই স্টেনগানটিই থাকে। দেখুন, আপনার গানের বাট যেখানে ব্যারেলের সঙ্গে মিশেছে ওখানে দুটো সমান্তরাল দাগ আছে।'

কর্নেল রানার দিকে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল শূন্য দৃষ্টিতে তারপর দেখল স্টেনগান। হ্যাঁ, রানা মিথ্যে বলেনি। কর্নেল মুখ তুলে তাকাল···তার চোখের চাউনি আবার সংবদ্ধ হয়েছে।

রানা ঘড়ি দেখল। বলল, 'ঠিক ছত্রিশ ঘণ্টা আগে আমি র‍্যাঁদা দিয়ে ফায়ারিং-পিন ঘষে রেখেছিলাম ওটার।' রানা বাঁ হাত বাড়িয়ে আতাসীর হাত থেকে কারবাইনটা তুলে নিল। কর্নেল স্টেনগানের ট্রিগারে কয়েকবার চাপ দিল। কিন্তু শুধু ক্লিক করে শব্দ ছাড়া আর কিছুই হলো না। ফ্লোরে ফেলে দিল সে স্টেনগান। এবং হঠাৎ সবাইকে সচকিত করে খুলে ফেলল প্লেনের কবাট। রানার দিকে তাকিয়ে হাসল।

'সবচেয়ে দামী ডকুমেন্ট! আরব এবং ইসরাইল দু'পক্ষের কাছেই অমূল্য সম্পদ!' ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল কর্নেল নোট-বইটা। বলল, 'এবার?'

'এবার?' রানা পকেট থেকে আরও দুটো নোট-বই বের করল। হাসল। বলল, 'বুঝতেই পারছেন।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কর্নেলের মুখ। বুঝতে পেরেছে, চরম পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে সে আজ। কোন ভাবেই উদ্ধার নেই। বলল, 'আপনি আমাকে গুলি করবেন?'

'না।'

'কিন্তু আপনি আমাকে শূটিং-স্কোয়াডের সামনেও দেখতে পাবেন না।' কর্নেল মৃদু হাসল। বলল, 'ফ্রেন্ডস্···'

সব কিছু যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। উইং কমান্ডার ইকবাল বেগ হঠাৎ হাত বাড়াল কর্নেলের দিকে। ফস্কে গেল হাতটা। কর্নেল হতচকিত হয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়তে চাইল। কিন্তু বিদ্যুৎ বেগে ডাইভ দিল আতাসী। কো-পাইলটের সীটের উপর দিয়ে উড়ে এসে পড়ল। ধরে ফেলল কর্নেলের কলার। কর্নেল তখন ছিটকে পড়েছে বাইরে। আতাসী টেনে তুলে আনতে চেষ্টা করছে। বাঁ হাতে দরজার স্টীলের ফ্রেম ধরেছে, ডান হাতে কর্নেলের কলার। কর্নেল শূন্যে ঝুলছে।

'বস্, কি করব এখন?' জিজ্ঞেস করল আতাসী।

'হয় তুলে আনো, না হয় ছেড়ে দাও,' হুকুম দিল রানা।

'বস্, ওর ইউনিফর্মটা পুরানো। ছিঁড়ে যাচ্ছে,' কোনমতে বলল আতাসী। সীটের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়া আতাসীর শরীরটা আরও ঝুঁকে পড়ল সামনে।

আর্তনাদ করে উঠল মার্সিয়া। তিন সেকেন্ড লাগল আতাসীর নিজেকে আটকিয়ে ফেলতে। এবার বাঁ হাতে ফুট-বোর্ড ধরে ফেলেছে সে। পা ঊর্ধ্বমুখী।

'আতাসী, উঠে এসো,' বলল রানা।

'উঠব…যদি মার্সিয়া বলে,' আতাসী বলল।

মার্সিয়ার ফ্যাকাসে মুখে রক্ত ছড়িয়ে পড়ল। একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আতাসী, উঠে এসো।'

'তবে তুমি বলো, কায়রো ফিরেই আমাকে বিয়ে করবে কিনা।'

'ব্ল্যাকমেইল, ব্ল্যাকমেইল!' হৈ হৈ করে উঠল উইং কমান্ডার, 'হৃদয় নিয়ে ব্ল্যাকমেইল।' তাকাল মার্সিয়ার দিকে। দেখল, লজ্জায় মরে যাচ্ছে মেয়েটি। বলল, 'ইয়ং, লেডী, রাজি হয়ে যাও। এক বাক্যে রাজি হয়ে যাও। পৃথিবীতে এত সুন্দর ব্ল্যাকমেইল আর হয়েছে বলে মনে হয় না।'

মার্সিয়া এগিয়ে গেল। বলল, 'আতাসী, তাই হবে।' দু'হাতে মুখ ঢাকল।

দেখা গেল আতাসী উঠে আসছে। হাতে ধরা কর্নেলের জামার কলার। কর্নেলের হ্যাটটা বাতাসে উড়ে গেছে। চকচকে টাক।

অজ্ঞান হয়ে গেছে কর্নেল।

আতাসী কর্নেলকে বেঁধে এক কোণে ফেলে দিয়েই হাত ধরল মার্সিয়ার। লজ্জায় লাল মার্সিয়ার মুখ। মুখে বলল, 'ছিঃ, কি আরম্ভ করেছ বলো দেখি। পাগল নাকি তুমি?'

'ছিলাম না, মার্সিয়া। এখন হয়েছি।'

প্লেন এগিয়ে চলেছে অন্ধকারে, কায়রো অভিমুখে।

উইং কমান্ডার তার পাইপটা ধরাল। মুখটা জ্বলজ্বল করছে উদ্ভাসিত হাসিতে। কায়রো আর পাঁচ মিনিটের পথ। হঠাৎ রেডিওতে সিগন্যাল পেয়ে মাইক্রোফোন তুলে হেডফোন ঠিক করে লাগাল।

'…ইয়েস, জিরো জিরো…'

'মেজর রানাকে দিন।' স্পীকারে জেনারেল আরাবীর কণ্ঠ।

ফিরে তাকাল উইং কমান্ডার। বলল, 'মেজর রানা, জেনারেল কথা বলছেন।'

ফায়জার বুকে মাথা রেখে চোখ বুঁজে আছে রানা। ফায়জা আঁকড়ে ধরে রেখেছে। চুলের মধ্যে আঙুল চালাচ্ছে। বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছে।'

উইং কমান্ডার বলল, 'ও ঘুমিয়ে পড়েছে, জেনারেল। বেচারী ভীষণ ক্লান্ত।'

'কর্নেল সিঙ্গ?'

'বেঁধে রাখা হয়েছে।'

'মেজর জেনারেল রাহাত খান আর আমি এয়ার-ফিল্ডে থাকব।'

'ধন্যবাদ! একটা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করবেন, স্যার।'

'কেন?'

'মেজর রানা আহত।'

'উনডেড!…খুব বেশি?' এবার পরিষ্কার মেজর জেনারেল রাহাত খানের গম্ভীর

কণ্ঠস্বর। 'হ্যালো! খুব বেশি জখম হয়েছে?' স্পষ্ট উদ্বেগ। নিশ্চয়ই কুঁচকে গেছে কাঁচা-পাকা ভ্রূ জোড়া। 'আমার সাথে দু'একটা কথা বলতে পারবে না? খুব বেশি আহত?'

উঠে এসেছে রানা মাইক্রোফোনের কাছে।

'না, স্যার। তেমন কিছু নয়।'

যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন বৃদ্ধ। গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার সঙ্গে আজই দেশে ফিরতে পারছ, নাকি হাসপাতালে কাটাতে হবে কিছুদিন?'

'আজ ফিরতে পারব না, স্যার। হাসপাতালে থাকতে না হলেও গুলি বের করে ড্রেসিং...'

'কতদিন ছুটি চাও?'

'বিশ দিন।'

তিন সেকেন্ড নীরবতা।

'অলরাইট। গ্র্যান্টেড। আমি এখুনি রওনা হয়ে যাচ্ছি। দেখা হবে না। আর হ্যাঁ, আমাকে উদ্ধার করে আনার জন্য ধন্যবাদ। আউট।'

রানার চোখে চেয়ে হাসল ফায়জা।

— o —